রুকইয়াহ্ ও তদবীর শিক্ষা কোর্স

২৩ তম ব্যাচ

আগস্ট ২০২৫

প্রশিক্ষক

বিশিষ্ট রাকী ও চিকিৎসক

মুফতি নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

প্রিন্সিপাল শামসুল উলুম হাফিজিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা

দুর্গাপুর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।



ক্লাস ভিত্তিক সূচিপত্র

ক্লাস	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম	উস্তাদের পরিচিতি	১২
২য়	মুদাব্বিরের সকাল সন্ধ্যার আমল।	৩০
৩য়	হাজিরাতের আলোচনা।	৫৭
৪র্থ	জিন হাজির করা, শাস্তি দেওয়া ও হিসারের আলোচনা।	৭৯
৫ম	রোগীর হুঁশ ফিরানো এবং জিনকে শাস্তি দেয়ার নিয়ম ও রুকইয়া।	১১৩
৬ষ্ঠ	কিতাবের নাম, জিনকে বোতলবন্দী, মেরে ফেলা, বদনজর ও জাদুর রুকইয়া।	১২৭
৭ম	কানে কথা শোনা, তুলোরাশি, জিন ছাড়ানোর পরবর্তী কাজ ও আশিক জিন	১৭৫
৮ম	উম্মাদ রোগের চিকিৎসা ও বাড়ি বন্ধ দেয়ার নিয়ম	১৮৭
৯ম	জিন বহু সমস্যা করলে এবং ভয়ানক জিন যেতে না চাইলে করণীয়।	২১৬
১০ম	জাদু, বিবাহ, বিচ্ছেদ, মহাব্বত তৈরি ইত্যাদির আলোচনা।	২৫৪
১১তম	বদনজর, বন্ধ্যাত্ব ও বাচ্চা কনসেপ্ট এর তদবির।	৩২১
১২তম	দ্রুত বিবাহ, অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গা ও শত্রুকে দমন সম্পর্কে	৩৫৩
১৩তম	স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা-মহব্বত তৈরি সম্পর্কে	৩৮৬
১৪তম	বাচ্চাদের সমস্যা, মুদাব্বিরের সুনাম, গাভীর নজর, সাপের বিষ, প্যারালাইসিস	৪২১
১৫তম	বাতেনী চোখ খোলা সম্পর্কে	৪৪৬
১৬তম	যৌন শক্তি বৃদ্ধি, পাইলস, মৃগী রোগ ইত্যাদি সম্পর্কে	৪৫৭
১৭তম	জিনকে বশ করা সম্পর্কে	৪৬৭
১৮তম	বিভিন্ন রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা ও কোরআন-হাদিস থেকে দু'আসমূহ	৪৯৬
১৯তম		
২০তম		

সূচিপত্র

ক্লাস ভিত্তিক পৃষ্ঠা | বই ভিত্তিক পৃষ্ঠা

প্রথম দিনের ক্লাস

1. ওস্তাদজির পরিচয় এবং কিভাবে তদবির জগতে আসলেন ও শিখলেন----------১/১২
2. হারিকেন চালান যেভাবে শিখলাম----------৩/১৪
3. দ্বিতীয়বার বদনা চালান দেয়ার ঘটনা----------৫/১৬
4. স্বামী স্ত্রীর বিষয় প্রথম তদবির দেয়ার ঘটনা----------৫/১৬
5. বিজ্ঞ ওস্তাদের সান্নিধ্যে কিছুদিন----------৬/১৭
6. নতুন এক রোগীর ঘটনা----------৭/১৮
7. ওস্তাদকে সাপে কামড়ানো কেন্দ্র করে আমার যে উন্নতি----------৮/১৯
8. দাওরা পড়ার জন্য গেলাম হাটহাজারীতে----------৯/২০
9. ইফতা পড়লাম গওহরডাঙ্গায় নিয়ত ছিল রোগী দেখব না----------১০/২১
10. মাদ্রাসায় খেদমত ও সারাদেশে সফর শুরু----------১১/২২
11. রুকইয়া ও তদবির আমরা কেন শিখব----------১১/২২
12. একটি ঘটনা----------১৩/২৪
13. দ্বিতীয় ঘটনা----------১৫/২৬
14. পরিবারের সমস্যা হবে এই চিন্তায় তদবির করেন না?----------১৬/২৭
15. ওই মহিলারা বা কবিরাজরা কি তদবির দেয় চলুন জেনে নিই----------১৬/২৭
16. যে কাজ করলে জিনেরা ও শত্রুরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না----------১৮/২৯

দ্বিতীয় দিনের ক্লাস

17. মুদাব্বিরের সকাল-সন্ধা ও প্রথম ৪০ দিনের আমল----------১/৩০
18. দ্বিতীয় ৪০ দিনের আমল----------১৩/৪২
19. তৃতীয় একুশ দিনের আমল----------১৪/৪৩
20. একটি ঘটনা----------১৫/৪৪
21. আওয়ামদের জন্য সকাল সন্ধ্যার আমল ----------১৬/৪৫
22. সূরা নাস ও ফালাকের আমল কখন কিভাবে করব?----------১৯/৪৮
23. রুহানিয়াত কাকে বলে এবং কিভাবে বাড়াবেন----------২১/৫০
24. অযুসহ থাকার ফায়দা----------২২/৫১
25. নতুন মুদাব্বিরদের জন্য করণীয়, বাইয়াত অর্থ ও উদ্দেশ্য----------২৪/৫৩
26. রুহানি শক্তি বৃদ্ধি করার আরো একটি শক্তিশালী আমল----------২৫/৫৪
27. রুজআত থেকে বাঁচার অতি চমৎকার আমল----------২৫/৫৪
28. ওস্তাদ ছাড়া আমল শুরু না করা এবং রুজআত থেকে বাঁচার দুটি আমল----------২৬/৫৫

তৃতীয় দিনের ক্লাস

29. হাজিরাতের আদব ও শর্তাবলী----------১/৫৭
30. যাকাত খোলার পদ্ধতি ও হাজিরাতের পর আচরণ----------২/৫৮
31. হাজরতের অনুপযুক্ত ও উপযুক্ত ব্যক্তি এবং হাজিরাতের নির্দিষ্ট সময়----------৩/৫৯
32. হিসার, হজিরতের শুরুর লক্ষণ ও পরবর্তী কিছু কাজ----------৪/৬০
33. আধ্যাত্মিক সাধনায় সফলতার জন্য তিনটি বিষয়----------৫/৬১
34. হাজিরাতের এক নম্বর পন্থা ও নিয়ম----------৬/৬২
35. কিভাবে বুঝবেন মুয়াক্কিল এসেছে?----------৭/৬৩
36. হাজিরাতে দ্বিতীয় পন্থা আয়নার মাধ্যমে নিজেই দেখুন----------৮/৬৪
37. হাজিরাতের তৃতীয় পন্থা নখের উপর হাজিরাত----------৮/৬৪
38. চতুর্থ পন্থা, আয়নার উপর হাজিরাতের সহজ উপায়----------৯/৬৫

39. পঞ্চম পন্থা, হাতের তালুতে হাজিরাত----------১০/৬৬
40. ষষ্ঠ পন্থা, এক অন্ধ আল্লাহওয়ালার পরামর্শ নেয়ার হাজিরাত----------১১/৬৭
41. সপ্তম পন্থা, আয়নায় দেখার হাজিরাত----------১৩/৬৯
42. অষ্টম পন্থা, মারাত্মক রোগী হলে এই হাজিরাত----------১৫/৭১
43. নবম পন্থা, ইসমে জাত দ্বারা হজিরাত----------১৮/৭৪
44. দশম পন্থা, আয়নার মাধ্যমে নিজেই হাজিরাত করার উপায়----------২০/৭৬

চতুর্থ দিনের ক্লাস

45. রোগীর শরীরে জিন হাজির করা জন্য ভূমিকা----------১/৭৯
46. একটি ঘটনা---------- ৩/৮১
47. জিন হাজির করার এক নাম্বার পন্থা----------৪/৮২
48. একটি ঘটনা----------৬/৮৪
49. জিন হাজির করার দ্বিতীয় পন্থা----------৭/৮৫
50. জিন হাজির করার তৃতীয় প্রন্থা----------৮/৮৬
51. জিন হাজির করার চতুর্থ পন্থা ----------১০/৮৮
52. জিন হাজির করার পঞ্চম ও ষষ্ঠ পন্থা----------১৩/৯১
53. জিন হাজির করার ষষ্ঠ পন্থা----------১৪/৯২
54. জিন হাজির করার সপ্তম পন্থা----------১৮/৯৬
55. জিন হাজির করার অষ্টম পন্থা----------১৯/৯৭
56. জিনকে রোগীর শরীরে বন্দী করার উপায়----------২০/৯৮
57. রোগীর শরীরে বন্দী করার এক ও দুই নং উপায়----------২১/৯৯
58. তিন ও চার নং উপায়----------২২/১০০
59. বন্দী পরবর্তী মুদাব্বিরের কাজ----------২৩/১০১
60. একটি ঘটনা----------২৪/১০২
61. জিন যদি আপনার কথায় পিতা-মাতাকে না ডাকে----------২৫/১০৩
62. হিসারের আমল, মাসনুন হিসার- ----------২৬/১০৪
63. জাদুকরের দিকে যাদুকে ফিরিয়ে দেয়ার হিসার----------২৮/১০৬
64. জাদু বা চালানজিন জাদুকরের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার নিয়ম----------৩০/১০৮
65. সাত দিনের হিসার ও হিসার করার পন্থা----------৩১/১০৯
66. প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর পড়লে যে ফায়দা পাবেন----------৩১/১০৯
67. এক মাসের হিসার করার পরীক্ষিত আমল ও আমলের পন্থা----------৩২/১১০
68. এক বছরের পরীক্ষিত হিসার----------৩৩/১১১
69. এই আমলের পাওয়ার যেভাবে ঠিক থাকবে----------৩৪/১১২

পঞ্চম দিনের ক্লাস

70. রোগীর শরীরে বন্দী জিন মুক্ত করার ব্যাপারে একটি ঘটনা----------১/১১৩
71. জিন তাড়ানো পরবর্তী রোগী বেহুশ হলে করণীয়----------১/১১৩
72. জিন যদি আপনার সাধারণ কথায় না যায়, শাস্তি দেয়ার নিয়ম ১ ও ২----------২/১১৪
73. জিনকে শাস্তি দেয়ার নিয়ম তিন থেকে আট----------৩/১১৫
74. উপস্থিত জিন রোগীর শরীর ছেড়ে পালায়ন করতে বাধ্য হওয়ার তদবির----------৪/১১৬
75. কিছু কথা ও একটি ঘটনা----------৬/১১৮
76. জিনকে শাস্তি দেয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় রুকইয়া----------৭/১১৯
77. জিনের সমস্যা দূর করার একটি বিশেষ পন্থা ----------১০/১২২
78. হাজার জিনে আক্রমণ করলে তৃতীয় রুকইয়া---------- -১০/১২২
79. জিনকে শাস্তি দেয়ার চতুর্থ রুকইয়া----------১০/১২২

80. শাস্তি দেয়ার পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকইয়া----------১১/১২৩
81. জিনকে শাস্তি দেয়ার অষ্টম রুকইয়া----------১২/১২৪
82. জিনকে শাস্তি দেয়ার নবম ও দশম রুকইয়া----------১৩/১২৫

ষষ্ঠ দিনের ক্লাস

83. কিছু কিতাব মুতালা'আ করার অনুরোধ ----------১/১২৭
84. জিনকে বোতল বন্দী করার প্রমাণ ----------৩/১২৯
85. জিনকে বোতল বন্দী করার নিয়ম ----------৫/১৩১
86. জিনকে মেরে ফেলার উপায় ১----------৭/১৩৩
87. জিনকে মেরে ফেলার উপায় ২ ও ৩----------৮/১৩৪
88. জিনকে মেরে ফেলার উপায় ৪----------৯/১৩৫
89. দুইটি ঘটনা ----------১০/১৩৬
90. জিনকে পুড়িয়ে ফেলার প্রথম ও দ্বিতীয় পন্থা ----------১২/১৩৮
91. জিনকে পুড়িয়ে ফেলার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পন্থা ----------১৩/১৩৯
92. জিন শরীরে হাজির না হয়ে দূর থেকে ক্ষতি করার ব্যাপারে কিছু কথা----------১৩/১৩৯
93. জিন কি মানুষের শরীরে প্রবেশ না করে ক্ষতি করতে পারে?----------১৪/১৪০
94. আমার এক রোগীর ঘটনা ----------১৬/১৪২
95. কানে কথা শোনা ও দূর থেকে ক্ষতি করলে سبحان الله و عظمة اللهএর তদবির----------১৭/১৪৩
96. আরেকটি তদবির ----------১৯/১৪৫
97. দূর থেকে জিন ক্ষতি করলে ও বদনজরের রুকইয়া----------২০/১৪৬
98. জাদুর রুকইয়া----------২২/১৪৮
99. হিংসা ও বদনজরের রুকইয়া----------২৬/১৫২
100. উপরের ৩ টি রুকইয়া সম্পর্কে কিছু কথা----------৩৬/১৬২
101. যে কোন জিনের সমস্যা সমাধানের রুকইয়া----------৩৭/১৬৩
102. বালিশের মধ্যে রেখে দেয়ার তদবির ----------৪৭/১৭৩
103. তামার মাদুলিতে ভরে কোমরে ব্যাবহারের তদবির----------৪৭/১৭৩
104. প্রথমটা ব্যবহারের সাত দিন পর ব্যবহারের তদবির ----------৪৮/১৭৪

সপ্তম দিনের ক্লাস

105. যাদের শরীর জ্বালা পোড়া করে বিশেষ করে বয়স্ক মহিলা----------১/১৭৫
106. আরো কিছু তদবির----------১/১৭৫
107. কিছু রোগী কানে বিভিন্ন কথা শুনতে পায় এবং আমার এক রোগীর ঘটনা----------১/১৭৫
108. আরেকটি রোগীর ঘটনা, এই সমস্যা কেন হয়? কানে কথা শুনলে যা করবে----------২/১৭৬
109. তুলা রাশি দ্বারা কি কাজ করতে হয়? তুলা রাশি কে তা কিভাবে বুঝব?----------৪/১৭৮
110. তুলা রাশির গুনাগুন কি নষ্ট করা যায়? নষ্ট করলে সমাধান করার নিয়ম----------৫/১৭৯
111. একটি ঘটনা, তুলা রাশির প্রয়োজনীয়তা, আয়না পড়ার নিয়ম----------৬/১৮০
112. আয়না পাড়া জানার পরে সতর্কতা, আয়নায় জিন হাজির করে বন্দী করার নিয়ম---------৭/১৮১
113. জিন রোগীর শরীরে থাকলে তুলা রাশি দ্বারা বন্দী করা যাবে কিনা----------৭/১৮১
114. জিন রোগীদের শরীরে দূর থেকে যে সমস্যাগুলো করে----------৭/১৮১
115. আমার জীবনের রোগী যে কথা বলতে পারে না----------৮/১৮২
116. রোগী কথা বলতে না পারলে তদবির----------৮/১৮২
117. জিনের রোগী চোখে না দেখলে যা করবেন----------৯/১৮৩
118. জ্বীনের কারণে মাথাব্যথা বা শরীরের যে কোন স্থানে ব্যথার তদবির----------১০/১৮৪
119. জিন ছাড়ানোর পরে যে তদবির দিবেন----------১০/১৮৪

অষ্টম দিনের ক্লাস

120. একটা উম্মাদ রোগীর ঘটনা ----------১/১৮৭
121. উম্মাদ রোগের কিছু লক্ষণ ----------২/১৮৮
122. উম্মাদ রোগের চিকিৎসা ----------৪/১৯০
123. উম্মাদ রোগীর মূল সমস্যা ----------৫/১৯১
124. একটা রোগীর ঘটনা ও এরুপ ঘুমের চিকিৎসা ----------৭/১৯৩
125. সূরা ফাতিহা দ্বারা উম্মাদ রোগের রুকইয়া----------৮/১৯৪
126. উম্মাদ রোগের রুকইয়া ----------৯/১৯৫
127. রুকইয়া পদ্ধতি----------১০/১৯৬
128. উম্মাদ রোগের চিকিৎসা হাদীসে আরো যা পাই----------১২/১৯৮
129. অনেকে মনে করে যে বাড়িতে কিছু একটা আছে ----------১৭/২০৩
130. দুষ্টু জিন বাড়িতে থাকলে যে সমস্যা হয়----------১৮/২০৪
131. জিন বাড়িতে থাকার কারণ----------১৯/২০৫
132. বাড়ি বন্ধ দেয়ার নিয়ম ----------২০/২০৬
133. বাড়ি বন্ধ দেয়ার নিয়ম ২ ----------২২/২০৮
134. শহরের ফ্ল্যাট বন্ধ করার নিয়ম ----------২৪/২১০
135. ঘর বন্ধ করা বা বাড়ি থেকে জিন তাড়ানোর রকইয়া----------২৪/২১০
136. মানুষের ঘর থেকে জিন তাড়ানোর রুকইয়া----------২৭/২১৩
137. কি বলে জিনদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ দিবে ----------২৮/২১৪

নবম দিনের ক্লাস

138. জিনেরা বহু পরিমাণে সমস্যা করলে করণীয় ----------১/২১৬
139. জিনেরা বাড়িতে পাথর মারলে করণীয় ----------২/২১৭
140. বাড়িতে হাজার হাজার জিন বসবাস করলে করণীয় ----------৪/২১৯
141. বাড়ি বন্ধ দেয়ার পরও কেন সমস্যা অনুভব করে ----------৪/২১৯
142. বাড়ি বন্ধতে ফায়দা না পাওয়ার কারণ----------৫/২২০
143. ভয়ানক জিন যদি যেতে না চায় ----------৬/২২১
144. নির্ধারিত বাড়িতে বাচ্চা ক্রন্দন করলে করণীয় ----------৬/২২১
145. জিনের কারণে নিঃশ্বাস বন্ধ হলে রুকইয়া ----------৭/২২২
146. চালান জিনের রোগীদের জন্য রুকইয়া----------১৩//২২৮
147. আশিক জিনের লক্ষণ ----------২২/২৩৭
148. আশিক জিনকে জ্বালিয়ে দেয়ার রকইয়া ----------২৩/২৩৮
149. সপ্তম পন্থা, আয়নায় দেখার হাজিরাত----------২৯/২৪৪
150. অষ্টম পন্থা, মারাত্মক রোগী হলে এই হাজিরাত----------৩১/২৪৬
151. নবম পন্থা, ইসমে জাত দ্বারা হজিরাত----------৩৩/২৪৮
152. দশম পন্থা, আয়নার মাধ্যমে নিজেই হাজিরাত করার উপায়----------৩৬/২৫১

দশম দিনের ক্লাস

153. জাদুর বিষয়ে আলোচনা ----------১/২৫৪
154. আমার এক রোগীর ঘটনা ----------২/২৫৫
155. ভাঙ্গার এক রোগীর ভয়ানক ঘটনা ----------৩/২৫৬
156. এই জাদু কারা করে----------৫/২৫৮
157. জাদু কিভাবে করা হয় এবং তার কারনে কি কি ক্ষতি হয়?----------৫/২৫৮
158. অধিকাংশ রোগীর জাদুর সমস্যা এতো জাদু করে কারা?----------৬/২৫৯

159.জাদু কি কিছু মন্ত্র পড়েই করা হয় ----------৭/২৬০
160.একজন জাদু শিক্ষার্থীর ঘটনা ----------৮/২৬১
161.কুফুরী মন্ত্র বা জাদু দ্রুত কাজ করা সম্পর্কে ----------৯/২৬২
162.আমার একটি রোগীর ঘটনা ও ঘটনা বলার কারণ ----------১০/২৬৩
163.যে কারণে এই ঘটনা বল্লাম ----------১১/২৬৪
164.জাদু করলে কি আলামত মানুষের শরীরে পাওয়া যায়----------১২/২৬৫
165.জাদুর লক্ষণসমূহ ও কিভাবে বুঝবেন আপনি জাদুতে আক্রান্ত----------১৩/২৬৬
166.অসুস্থতার জাদু ও লক্ষণ সমূহ----------১৪/২৬৭
167.অসুস্থতার জাদুর রুকইয়া----------১৫/২৬৮
168.রোগীর জন্য বিশেষ নসিহাত----------২৫/২৭৮
169.অতি দ্রুত বিবাহ হওয়ার রুকইয়া----------২৫/২৭৮
170.ভালো পাত্র বা পাত্রী পাওয়ার রুকইয়া ও আমলের উপায়----------৩৪/২৮৭
171.যেকোনো কাজে সফল হওয়ার রুকইয়া----------৩৭/২৯০
172.স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করানোর জাদু নষ্ট করার রুকইয়া----------৩৮/২৯১
173.স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও মহাব্বত বৃদ্ধি করার রুকইয়া---------- ৪২/২৯৫
174.স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি এবং বিচ্ছেদের যাদু নষ্ট করার রুকইয়া----------৪৪/২৯৭
175.যৌন শক্তি বাড়ানোর রুকইয়া----------৪৭/৩০০
176.কাউকে যাদু করলে সেগুলো নষ্ট করতে হয় যেভাবে----------৫৩/৩০৬
177.রোগীকে গোসল দেয়ার জন্য গামছা পড়া----------৫৫/৩০৮
178.জাদুর কারণে যাদের নাক মুখ দিয়ে রক্ত আসে----------৫৭/৩১০
179.**বাচ্চাদের বিছানায় প্রস্রাব, ভয়ানক স্বপ্ন ও হায়েজের সময়ের ব্যথা বন্ধের জন্য**--------৫৮/৩১১
180.দূরের রোগীর যদি বারবার ক্ষতি করে তার জাদু নষ্ট করার উপায়----------৫৯/৩১২
181.প্রবাসীদের জাদুর চিকিৎসা ও দোকানের জাদু নষ্ট করার নিয়ম----------৬২/৩১৫
182.দোকানের জাদু নষ্ট করার আরেকটি নিয়ম----------৬৩/৩১৬
183.দোকানে বেচাকেনা বৃদ্ধির দুটি আমল----------৬৪/৩১৭
184.জাদু থেকে বাঁচার জন্য আংটি পরার নিয়ম ও তার পাওয়ার সম্পর্কে----------৬৫/৩১৮
185.জাদুকে জাদুকরের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার আমল----------৬৬/৩১৯

১১ তম দিনের ক্লাস

186.বদনজর কি?----------১/৩২১
187.বদ নজর কার থেকে লেগেছে জানা থাকলে যা করতে হবে----------২/৩২২
188.হিংসা ও বদনজরের রুকইয়াহ্ কুরআন দ্বারা----------২/৩২২
189.বদ নজর কার থেকে লেগেছে জানা না থাকলে----------১২/৩৩২
190.বাচ্চা কনসেপ্ট করার বিষয় নিয়ে আলোচনা----------১৫/৩৩৫
191.কোন ডাক্তারের রিপোর্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবো না----------১৬/৩৩৬
192.আমার এক বিজ্ঞ মুফতি বন্ধুর ঘটনা----------১৭/৩৩৭
193.ফরিদপুরের এক মহিলার ঘটনা----------১৮/৩৩৮
194.বাচ্চা কনসেপ্ট করার রুকইয়াহ্ ও নিয়ম----------১৯/৩৩৯
195.বাচ্চা কনসেপ্ট এর জন্য তদবির----------২৩/৩৪৩
196.তদবির ব্যবহারের জন্য যে নিয়ম মানতে হবে----------২৪/৩৪৪
197.যে সমস্ত মহিলাদের বন্ধ্যা মনে করা হয় তাদের তদবির----------২৫/৩৪৫
198.বাচ্চা কনসেপ্ট করার পর নষ্ট হয়ে গেলে করণীয়----------২৬/৩৪৬
199.যারা রাতে স্বপ্নে ফল খায় ----------২৭/৩৪৭
200.বাচ্চা নষ্ট না হওয়ার তদবির ----------২৮/৩৪৮
201.শুধু মেয়ে সন্তান হলে ছেলে হওয়ার তদবির ----------৩০/৩৫০

১২ তম দিনের ক্লাস

202. কয়েকটি কারণে মেয়েদের বিবাহ হয় না----------১/৩৫৩
203. দ্রুত বিবাহ হওয়ার রুকইয়াহ্----------২/৩৫৪
204. যে তদবির দিলে অতি দ্রুত বিবাহ হয়----------১১/৩৬৩
205. একটা মেয়ের ঘটনা----------১৪/৩৬৬
206. ৪০ দিনে কাজ না হলে করণীয়----------১৫/৩৬৭
207. অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গার রুকইয়াহ্----------২২/৩৭৪
208. অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গার তদবির----------২৩/৩৭৫
209. শত্রুরা বারবার ক্ষতি করলে দমন করার তদবির ----------২৭/৩৭৯
210. শত্রুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধানো ও দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির তদবির----------২৭/৩৭৯
211. দুই ব্যক্তির মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করার আরও একটি তদবীর ----------২৮/৩৮০
212. শত্রুর জবান বন্ধ করার তদবির----------২৮/৩৮০
213. প্রতিষ্ঠানের সাথে শত্রুতা করলে বা শত্রুতার সীমা ছাড়ালে তদবির ----------২৯/৩৮১
214. শত্রুকে একটু শাস্তি দেয়ার আমল----------২৯/৩৮১
215. একটি ঘটনা----------৩০/৩৮২
216. শত্রুকে মেরে ফেলা ও তর্কে বিজয় হওয়ার তদবির----------৩২/৩৮৪
217. শত্রুকে ধ্বংস করে দেয়ার তদবির----------৩৩/৩৮৫

১৩ তম দিনের ক্লাস

218. স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার আমল----------২/৩৮৭
219. স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত সৃষ্টির তদবির----------৩/৩৮৮
220. মহাব্বত সৃষ্টির শক্তিশালী আমল----------৪/৩৮৯
221. স্বামী বা স্ত্রীকে অনুগত করার আমল----------৫/৩৯০
222. পরিবারের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ার আমল----------৬/৩৯১
223. স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার আমল----------৬/৩৯১
224. বিট লবণ পড়া----------৭/৩৯২
225. স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার শক্তিশালী আমল----------৭/৩৯২
226. স্বামী বা স্ত্রীকে মুহাব্বতে পাগল করার তদবির----------৮/৩৯৩
227. স্বামী স্ত্রীর মিল মহব্বতের তদবির----------৮/৩৯৩
228. সূরা জিন দ্বারা ভালোবাসা পাওয়ার আমল ও দ্বিতীয় তদবির----------৯/৩৯৪
229. স্বামী স্ত্রীর মহব্বতের জন্য এই আয়াতের যাকাত আদায় করুন----------১০/৩৯৫
230. সূরা কদর দ্বারা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সৃষ্টি করার উপায়----------১১/৩৯৬
231. মহাব্বাত ও বশীভূত করার তদবির----------১২/৩৯৭
232. স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা এক বিশেষ আমল----------১৩/৩৯৮
233. স্বামীকে বশে আনার দ্বিতীয় তদবির ও ভালোবাসা পাওয়ার আমল----------১৪/৩৯৯
234. পিতা-মাতা ভাই-বোন বিবাহতে রাজি না হলে তদবির----------১৫/৪০০
235. সুই পড়ে স্বামী বা স্ত্রীকে পাগল করার উপায়----------১৫/৪০০
236. স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর মহব্বত সৃষ্টি আমল- ----------১৬/৪০১
237. মহব্বতের আরেকটি শক্তিশালী আমল----------১৭/৪০২
238. স্বামী বা স্ত্রীকে বশ করার তদবির----------১৮/৪০৩
239. স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে ফিরিয়ে আনার তদবির----------১৯/৪০৪
240. স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া দূর করার তদবির----------১৯/৪০৪
241. স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার তদবির----------২১/৪০৬
242. স্বামী বা স্ত্রী বাড়ি থেকে চলে গেলে ফিরিয়ে আনার তদবির----------২২/৪০৭

243. স্বামী বা স্ত্রী দূরে থাকলে তার অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি তদবির----------২২/৪০৭
244. স্বামী বা স্ত্রীর মনে ভালোবাসা জাগ্রত হওয়ার তদবির----------২৩/৪০৮
245. স্বামী স্ত্রীর মহব্বতের তদবির----------২৪/৪০৯
246. স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে ফিরিয়ে আনার তদবির----------২৫/৪১০
247. মুহাব্বাতের শক্তিশালী তদবির----------২৬/৪১১
248. স্বামী বা স্ত্রীর অন্তরে ভালোবাসার আগুন জ্বালানোর তদবির----------২৭/৪১২
249. স্বামী বা স্ত্রী খারাপ ব্যবহার করলে বা কেউ তাকে মূল্যায়ন না করলে----------২৮/৪১৩
250. এই সমস্ত রোগীদের আমি যে তদবির দিয়েছিলাম----------২৮/৪১৩
251. যেকোনো আমলের যাকাত আদায় করার সহজ উপায়----------৩২/৪১৭
252. সংক্ষিপ্তভাবে আমলিয়তের যাকাতের পদ্ধতি----------৩৩/৪১৮

১৪ তম দিনের ক্লাস

252. যে সমস্ত কারণে বাচ্চারা কান্না করে----------২/৪২২
253. এক যুবকের ঘটনা----------৩/৪২৩
254. ছোট শিশুকে জিনে আছর করলে রুকইয়াহ্----------৪/৪২৪
255. ঘুমের মধ্যে যেকোনো সমস্যা হলে রুকইয়াহ্----------৬/৪২৬
256. বাচ্চাদের বদনজর লাগলে রুকইয়াহ্----------১০/৪৩০
257. বাচ্চারা ক্রন্দন করলে তদবির----------১২/৪৩২
258. যদি বাচ্চা আড়ি ধরে কান্না করে----------১৩/৪৩৩
259. যে সন্তান পিতা মাতার কথা শোনে না----------১৪/৪৩৪
260. মুদাব্বিরের সুনাম অর্জন করার নিয়ম----------১৫/৪৩৫
261. যে বাচ্চা মাদ্রাসা বা স্কুলে যেতে চায় না----------১৫/৪৩৫
262. শিশু দিন দিন শুকিয়ে গেলে আমল----------১৬/৪৩৬
263. গাভী দুধ দোহন করতে না দিলে করনীয়----------১৭/৪৩৭
264. কোরআন শরীফ মুখস্ত শক্তি বৃদ্ধি করার রুকইয়াহ্----------১৮/৪৩৮
265. ঘুমের মধ্যে চিৎকার বা জ্বীনের সমস্যা হলে রুকইয়াহ্----------১৮/৪৩৮
266. গরুর বাতাস বা নজর লাগলে করণীয়----------২১/৪৪১
267. সাপের বিষ নষ্ট করার তদবির----------২১/৪৪১
268. জিন সাপে কামড় দিলে করনীয়----------২২/৪৪২
269. কুকুর ও বিড়ালের বিষ নষ্ট করার তদবির----------২৩/৪৪৩
270. প্যারালাইসিস রোগের জন্য রুকইয়া----------২৩/৪৪৩

১৫ তম দিনের ক্লাস

271. বাতেনী চোখ সম্পর্কে ভূমিকা----------১/৪৪৬
272. কিভাবে বুঝবেন যে আপনার বাতেনী চোখ খুলেছে----------২/৪৪৭
273. মুরাকাবা কাকে বলে? মোরাকাবাকারীর জন্য যে জিনিসগুলো জরুরী----------৩/৪৪৮
274. মুরাকাবাকারী যে সমস্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকবে----------৩/৪৪৮
275. বাতেনী চোখ খোলার এক নম্বর পন্থা----------৪/৪৪৯
276. বাতেনী চোখ খোলার ২ ও ৩ নম্বর পন্থা----------৫/৪৫০
277. বাতেনী চোখ খোলার ৪ নম্বর পন্থা----------৬/৪৫১
278. বাতেনী চোখ খোলার ৫ ও ৬ নম্বর পন্থ----------৭/৪৫২
279. বাতেনী চোখ খোলার ৭ নম্বর পন্থা----------৮/৪৫৩
280. বাতেনী চোখ খোলার ৮ ও ৯ নম্বর পন্থা----------৯/৪৫৪
281. বাতেনী চোখ খোলার ১০ নম্বর পন্থা----------১০/৪৫৫
282. বাতেনী চোখ খোলার জন্য আমার মধ্যে কি গুন থাকা দরকার----------১১/৪৫৬

283. এক ব্যক্তির ঘটনা----------১১/৪৫৬

১৬ তম দিনের ক্লাস

284. পুরুষত্ব বৃদ্ধি, জাদুর কারণে সহবাসে অক্ষম হলে, মর্দামী শক্তি হ্রাস পেলে তদবীর --------১/৪৫৭
285. যৌন শক্তি বেঁধে রাখার জাদু করলে রুকইয়াহ্----------১/৪৫৭
286. রুকইয়াহ্ প্রথম পন্থা----------২/৪৫৮
287. রুকইয়াহ্ দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পন্থা----------৫/৪৬১
288. রুকইয়াহ্ ষষ্ঠ পন্থা----------৬/৪৬২
289. যৌন শক্তি বৃদ্ধির জন্য কালোজিরার ব্যবহার----------৬/৪৬২
290. যৌন শক্তি ধরে রাখার জন্য মধুর ব্যবহার----------৭/৪৬৩
291. যৌন ক্ষমতা শক্তিশালী করতে----------৮/৪৬৪
292. পালাতোককে ফিরিয়ে আনার আমল----------৮/৪৬৪
293. পালিয়ে যাতে না যায় তার তদবির----------৮/৪৬৪
294. পাইলস রোগ নিরাময়ের আমল----------৯/৪৬৫
295. মৃগী রোগের চিকিৎসা----------৯/৪৬৫

১৭ তম দিনের ক্লাস

296. জিন বশ হওয়ার তিনটি পন্থা, নাম্বার ১ ও একটি ঘটনা----------১/৪৬৭
297. দ্বিতীয় ঘটনা----------২/৪৬৮
298. জিন বশ হাওয়ার দ্বিতীয় পন্থা----------৩/৪৬৯
299. কিছু ভয়ানক রোগী ও যশোরের এক রোগীর ঘটনা----------৩/৪৬৯
300. এক বয়স্ক মহিলার ঘটনা----------৪/৪৭০
301. জিনকে বশ করার তৃতীয় পন্থা নিয়ে আলোচনা----------৫/৪৭১
302. কাসবী তথা আমলের মাধ্যমে জিনকে বশ করার নিয়ম----------৭/৪৭৩
303. জিনকে বশ করার ১ নং পন্থা----------৮/৪৭৪
304. ২ নাম্বার পন্থা----------৯/৪৭৫
305. ৩ নাম্বার পন্থা----------১১/৪৭৭
306. ৪ নাম্বার পন্থা----------১৩/৪৭৯
307. সূরা মুয্জম্মিলের আশ্চর্য আমল বা মুয়াক্কিল হাসিল----------১৬/৪৮২
308. মুয়াক্কিল হাসিলের বিশেষ আমল----------১৮/৪৮৪
309. মুয়াক্কিল হাসিলের চমৎকার দোয়া----------১৯/৪৮৫
310. জিনের সাথে দেখা করার কুরআনী আমল----------২১/৪৮৭
311. পূর্বে জিন ছিল এখন হাজির হয় না তাদের জন্য বিশেষ আমল----------২২/৪৮৮
312. জিনকে বশ করার কুরআনী আমল----------২৩/৪৮৯
313. জিনের সাথে বন্ধুত্ব করার কুরআনী আমল----------২৫/৪৯১
314. সূরা ইয়াসিন ও আর রহমান দ্বারা জিন বশ করার আমল----------২৭/৪৯৩
315. জিনকে বন্ধু বানানোর নিয়ম----------২৭/৪৯৩

১৮ তম দিনের ক্লাস

316. জ্বর ও জ্বরের ঘরোয়া চিকিৎসা----------১/৪৯৬
317. দু'আর দ্বারা চিকিৎসা যা পড়লে জ্বর সাথে সাথে চলে যায়----------২/৪৯৭
318. যে দু'আ পড়ে ফুঁক দিলেই জ্বর ভালো হয়ে যায়----------৩/৪৯৮
319. জ্বর দূর করার জন্য আকাবিরদের আমল----------৪/৪৯৯
320. মাথা ব্যথা ও তার চিকিৎসা----------৪/৪৯৯
321. মাথা ব্যথার ঘরোয়া চিকিৎসা----------৫/৫০০

322. দু'আ দ্বারা মাথা ব্যথার চিকি ৎসা----------৬/৫০১
323. মাথাব্যথা দূর করার জন্য আকাবিরদের আমল----------৬/৫০১
324. সর্দি ও তার চিকিৎসা----------৮/৫০৩
325. সর্দির ঘরোয়া চিকিৎসা ও দু'আ দ্বারা চিকিৎসা----------৯/৫০৪
326. সর্দি দূর করার জন্য আকাবিরদের আমল----------১০/৫০৫
327. উম্মাদ রোগ----------১১/৫০৬
328. উম্মাদ রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা ও দু'আ দ্বারা চিকিৎসা----------১২/৫০৭
329. উন্মাদ রোগের জন্য আকাবিরদের চিকিৎসা----------১৫/৫১০
330. অর্ধ পাগলের জন্য করণীয়----------১৬/৫১১
331. মাথা বিকৃত হয়ে গেলে যা করবে, মৃগী রোগ ও তার চিকিৎসা----------১৭/৫১২
332. মৃগী রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা----------১৮/৫১৩
333. দু'আ দ্বারা ও আকাবীরদের মৃগী রোগের চিকিৎসা----------১৯/৫১৪
334. চুল পড়া রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা ও নবীজি চুলের যত্ন যেভাবে নিতেন ----------২১/৫১৬
335. চুল পড়া রোগের জন্য আকাবিরদের চিকিৎসা----------২২/৫১৭
336. চোখ উঠার ঘরোয়া চিকিৎসা----------২৩/৫১৮
337. চোখের যত্ন নবীজি যেভাবে নিতেন এবং আকাবিরদের চিকিৎসা----------২৪/৫১৯
338. যেসব কারণে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় ও চোখের জ্যোতি বাড়ানোর উপায়----------২৫/৫২০
339. চোখের জ্যোতি বাড়াতে নবীজি যে দোয়া শিখিয়েছেন----------২৬/৫২১
340. চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো করার ঘরোয়া চিকিৎসা----------২৬/৫২১
341. চোখের জ্যোতি বাড়াতে আকাবিররদের আমল----------২৭/৫২২
342. কানের রোগ ও শিশুদের কানের ব্যথা----------২৭/৫২২
343. কানের রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা ও নবীজির দোয়া----------২৮/৫২৩
344. কানের রোগের আকাবিরদের আমল ও কান পাকা বন্ধ হওয়ার আমল----------২৯/৫২৪
345. কানে শোনার আমল ও কানের শব্দ বন্ধ করার আমল----------৩০/৫২৫
346. নাসিকা রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা ও দোয়া দ্বারা চিকিৎসা----------৩০/৫২৫
347. জিহ্বা ঘা এর ঘরোয়া চিকিৎসা ও আকাবিরদের আমল----------৩২/৫২৭
348. দাঁতের কি কি রোগ হতে পারে----------৩২/৫২৭
349. প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং মেসওয়াক করার উপকারিতা----------৩৩/৫২৮
350. দাঁতের রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা ও দোয়া----------৩৪/৫২৯
351. দাঁতের ব্যথায় আকাবিরদের আমল----------৩৫/৫৩০
352. হৃদরোগ, কারণ, লক্ষণ ও ঘরোয়া চিকিৎসা----------৩৬/৫৩১
353. হৃদরোগের দোয়া ও আকাবিরদের আমল----------৩৭/৫৩২
354. পাথরী রোগ, লক্ষণ ও ঘরোয়া চিকিৎসা----------৩৮/৫৩৩
355. হাদিসের দু'আ দ্বারা পাথরী রোগের চিকিৎসা ও আকাবিরদের আমল----------৩৯/৫৩৪
356. অধিক রক্ত স্রাব----------৪০/৫৩৫
357. অধিক রক্তস্রাব বন্ধে আকাবিরদের আমল----------৪১/৫৩৬

সূচিপত্রের মধ্যে কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হলে জানানের অনুরোধ

বান্দা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

whatsapp 01911521165

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

প্রথম দিনের ক্লাস

আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে তদবীর শিক্ষা কোর্সের প্রথম দিনে আমরা সকলে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি।

আমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, আমরা যখন কোন জ্ঞান কারো কাছ থেকে শিখতে ইচ্ছা করবো, তখন আমাদের সর্ব প্রথম কাজ হলো তার সম্পর্কে ভালো ভাবে জানা। তাই আমি আজ আলোচনা করবো কয়েকটি বিষয় নিয়ে।

১. আমার পরিচয় সম্পর্কে আমি কে?

২. কি ভাবে তদবীর জগতে আসলাম

৩. তদবীর কিভাবে শিখলাম?

আমি মুফতী নাঈমুল ইসলাম বাড়ি ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে। আমার পিতার নাম মুহা. আঃ রহমান মোল্যা, আমরা পাঁচ ভাই আমি তাদের মধ্যে সবার ছোট। ছোট বেলাতেই পড়া-লেখার জন্য গ্রামের মাদ্রাসায় ভর্তি

করে দেয় কিন্তু পড়া-লেখা তেমন পারতাম না বিভিন্ন ঝামেলায় এক সময় পড়া-লেখা বন্ধ হয়ে যায়, কুরুবুল বুলুগ যখন, তখন আমার বাংলা শেখার প্রতি খুব আগ্রহ হয়, আমাদের পাশের বাড়িতে ছিলো এক মাস্টার, যিনি ঐ মাদ্রাসায় আগে চাকরী করেতেন, এখন মাদ্রাসা কোন কারণে বন্ধ তিনি মসজিদে আসতেন তাই একদিন তাকে বল্লাম আমি আপনার কাছে বাংলা পড়তে চাই, তিনি আমাকে বললেন ভালো কথা, তুমি একটি আদর্শ লিপি বই ক্রয় করে নিয়ে আসবা তোমাকে আমি বাংলা শিখিয়ে দিবো। আমি তার কথা মতো বই কিনে আনলাম, তিনি দু-একদিন শিয়ে আর সময় দিলো না আমি একা একা ঘরে বসে বাংলা শিখার জন্য চেষ্টা করতে থাকলাম এক সময় সফল হলাম তবে যে সমস্ত বন্ধুরা বাংলা পারে তাদের থেকে কিছু সহযোগীতা নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। এবার খিয়াল হলো আরবী শিখবো, তাই শুরু করলাম ভোর মক্তবে যাওয়া গ্রামের সব ছেলে-মেয়েরা তখন মক্তবে পড়তে যাইতো,ফলে ভালোই মজা হচ্ছিল, ধীরে ধীরে পড়া-লেখাও পারতেছিলাম, এক পর্যায়ে কুরআন শরীফ ধরলাম। এরপর আমাদের মাদ্রাসায় এক আলেম আসলেন নাম তার মাঃ মাসুম বিল্লাহ তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন, তার চেষ্টার ফলেই আজ আমি আমার নামের শুরুতে মুফতী বসাই, মানুষে সম্মান করে। তিনি আমাকে জোর করে ধরে মাদ্রাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি একজন তদবীর কারী ছিরেন, এখানে আসার পর তার ভালো একটা পজিসন হলো তদবীর জগতে । তাই তিনি তদবীর করার জন্য বিভিন্ন বাড়িতে জায়তেন। আর ছাত্রদের মধ্যে

আমি একটু বড় ছিলাম, তাই তিনি আমাকে তার খাদেম হিসাবে বিভিন্ন বাড়িতে নিয়ে যায়তেন। আর তার এই তদবীর করা দেখে আমি ধীরে ধীরে তদবীরের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। শুরু হয় উস্তাদের তদবীর বই লুকিয়ে লুকিয়ে পুড়া, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করে রাখা। এভাবেই চলতে ছিলো, তখন কিন্তু আমি মক্তবে পড়ি।

হারিকেন চালান যেভাবে শিখলাম

একদিন এক ছাত্রের ট্রাংক থেকে দশ টাকা হারিয়ে যায়, সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার, হুজুর বাড়িতে গেছে। ইশার নামাযের পরে যার টাকা হারিয়েছে, সে একটা কাশার বদনা বের করে আমাকে বলে যে ভাই, এই বদনা চালান দিয়ে দেখবো যে, কে আমার টাকা চুরি করেছে। আমি বল্লাম কিভাবে চালান দিতে হয় আমি তো জানি না, সে বলল আমি জানি, বল্লাম চলো তাহলে দেখি, হুজুরের রুমে মাদ্রাসার বড় কয়েকজন প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এবার বল্লাম কি ভাবে চালান দিতে হয় আমাকে তা বলো, সে আমাকে বলল সবার নাম লিখতে হবে, তারপর ঐ নামগুলো বদনার মধ্যে দিয়ে দুইজনে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা উচু করে ধরতে হবে। আর এক জনে সূরা ইয়াছিন পড়তে হবে। যদি ঐ নামগুলির মধ্যে চোরের নাম থাকে তাহলে বদনা ঘুরবে, আর যদি চোরের নাম না থাকে তাহলে ঘুরবে না। আচ্ছা বিষয়টা বুজেছি, তারপর সবাইকে বল্লাম যে, তোমরা দুই রাকাত নফল নামায পড়ো, ফলে আমরা সবাই দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, এখলাসের সাথে বসে কাজটি

শুরু করলাম। এদিকে সূরা ইয়াছিন পড়ার দায়িত্ব নিলাম আমি, ফলে চিন্তা করলাম যে, আমার পরিহিত লুঙ্গি পাক আছে কি না? তাই হুজুরের একটি লুঙ্গি পরলাম,অতঃপর শুরু করলাম কাজ, নামগুলো দিয়ে যখন সূরা ইয়াছিন পড়া শুরু করলাম, অল্প কিছু পড়ার সাথে সাথে বদনা ঘড়ির কাটার মতো ঘুরা শুরু করল, দেখে আশ্চার্য্য হলাম। এবার এই নামগুলোকে দুই ভাগ করে, এক ভাগ বদনার মধ্যে দিয়ে পড়ি ঘরে না, আবার অপর ভাগ দিয়ে পড়ি ঘুরা শুরু করে। এবার যে ভাগ দিলে ঘরে, তার এক একটি নাম দিয়ে পরিক্ষা শুরু করলাম আশ্চার্য্যের বিষয় হলো, কারো নামে ঘোরে না, এক জনের নামে ঘোরে। সবাই তো বলল যে,এই ছেলেই টাকা চুরি করেছে, একে এখনই বেধে রাখবো। তখন শীতের মৌসুম চলে, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, আসলে আমরা যা করেছি তা সত্য না মিথ্যা জানি না। তাই সবাইকে বল্লাম এখন অনেক রাত হয়েছে সবাই ঘুমিয়ে পড়ো সকালে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সকালে আমি উঠার আগেই ছেলেরা তাকে বলল যে, তুমি টাকা চুরি করেছো, বদনা চালান দিলে, তোমার নাম উঠেছে। সে আমার আমার কাছে এসে বলল, ভাই আমি টাকা নিয়েছি ঠিক কিন্তু আমি চুরি করি নাই। বল্লাম কিভাবে নিলি তাহলে? সে বলল, ভাই আমি ঘরে গেছি. গিয়ে দেখি ওর ট্রাংক এর পাশ দিয়ে দশ টাকা নোকের কোণা বের হয়ে রয়েছে, আমি ধরে টান দিছি আর বের হয়ে গেছে, ফলে আমি নিয়ে গেছি। আমার চুরি করার কোন ইচ্ছাই ছিলো না। এই কথা শুনে ভালোই আনন্দ পেলাম যে, তদবীর জগতের একটি

বিষয় সফল হয়েছি। শনিবার উস্তাদ মাদ্রাসায় আসলেন, এ খবর তিনি শুনে তেমন কিছু আমাদের বললেন না, আল- হামদুলিল্লাহ বিষয়টায় সফল ভালো লাগলো তবে এভাবে করা ঠিক কি না তা কিন্তু তখন জানি না ।

দ্বিতীয় বার বদনা চালান দেওয়ার ঘটনা

উক্ত ঘটনার পরে আমরা সবাই বিষয়টা ভুলে গিয়ে পড়া-লেখায় মনোযোগী হলাম। এর কিছু দিন পরে গ্রামের এক বাড়ি থেকে কিছু টাকা হারিয়ে যায়, উস্তাদের কাছে তারা জানতে চায় যে, কে এই টাকা নিয়েছে? ফলে উস্তাদ আমাকে চালান দিতে বলে। আমরা আগের নিয়মে চালান দেই,ফলে এক জনের নাম আসে, আমরা তার নাম বলে দিলে, শুরু হয় দুই পরিবারে ঝগড়া, এক পর্যায় যার নাম বলা হয়েছে সে বলে যে, আমি পান আনার জন্য তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, বাড়িতে যাওয়ার পরে দেখি কোন লোক নাই। চিন্তা করলাম একটি পান নিয়ে যাই, পান আনতে গিয়ে দেখি পাশে টাকা রাখা, শয়তানের ধোকায় টাকাগুলো আমি নিয়ে আসি। যদিও পরে জানতে পারি যে, এভাবে চোর নির্নয় করা বৈধ না। সে স্বীকার করায় এই কাজ ভালো ভাবে শিখার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়, ফলে চলতে থাকে লুকিয়ে লুকিয়ে উস্তাদের বইগুলো অধ্যায়ন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখা ইত্যাদি।

স্বামী-স্ত্রীর বিষয় প্রথম তদবীর দেওয়ার ঘটনা

আমি তখন মিঝান জামা'য়াতে পড়ি, আমার সেজো ভাই আমাকে বলেন যে, তার এক বন্ধুর বোন, স্বামীর সংসারে খুবই বিপদের মধ্যে আছে। আমি এ বিষয়ে কিছু জানি কি না? আমি বললাম ব্যবস্থা আছে, তবে স্বামী-স্ত্রীর নাম লাগবে। সে তাদের নাম এনে দেয় আমাকে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের তদবীর প্রয়োগ করি, কিছু দিন পরে সংবাদ আসে যে, তার স্বামী পরিপূর্ণ ভালো হয়ে গেছে। এ কথা শুনে খুবই আনন্দ পেলাম। এই কাজের প্রতি উদ্দিপনা আরো বেড়ে গেলো। তাকে যে তাবিজ দিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা তাবিজ ছিলো গাছে ঝুলিয়ে বাধার জন্য, কিছু দিন পরে ঐ তাবিজটা যে ডালে বাধা ছিলো ক্যারেন্টের লোকেরা সে ডালটি কেটে দেয়। ফরে আবার শুরু হয়, স্ত্রীর প্রতি নির্যাতন, আমাকে সংবাদ দিলে আমি আবার সেই তাবিজটি লিখে দেই এরপর থেকে আল-হামদুলিল্লাহ তারা সুখেই সংসার করতেছে।

বিজ্ঞ উস্তাদের সান্নিধ্যে কিছু দিন

আমাদের গ্রামের মাদ্রাসায় প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োগ হন, মাওঃ আব্দুস সালাম সাহেব, যার বাড়ি আমাদের গ্রামেই। তিনি বিজ্ঞ আলেম ছিলেন ও অভিজ্ঞ মুদাব্বির ছিলেন। আমি তখন গ্রাম থেকে একটু দূরে একটি মাদ্রাসায় পড়া-লেখা করতাম, প্রতিদিন ক্লাস শেষ করে বাড়িতে চলে আসতাম। মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে এসেই তার রুমে গিয়ে বসে থাকতাম, রোগীর বেশি চাপ হলে, তদবীর লিখার কাজে তাকে সহযোগীতা করতাম, বাড়ি বন্ধের তদবীর লিখে

দিতাম। কোন বাড়ি বন্ধ দিতে হলে, তিনি আমাকে তার সাথে যায়তেন। এভাবে চলতে চলতে একদিন তার রোগীর বিশাল চাপ, এর মধ্যে গ্রামের এক মহিলাকে জিনে ধরেছে, তাকে হুজুরের কাছে নিয়ে আসছে, রোগীর সাথে গ্রামের অনেক মহিলা ও যুবক ছেলেরা এসেছে। হুজুর আমাকে বললেন যে, নাঈম! দেখোদি তার কি সমস্যা? আমি হুজুরের মতো করে তাকে বসিয়ে জিন হাজির করার দুআ পাঠ করা শুরু করার সাথে সাথে জিন এসে হাজির হলো, তার সাথে কথা বলে তাকে বিদায় করে দিলাম। ফলে গ্রামে আলোচনা শুরু হলো যে, নাঈম জিন ছাড়িয়ে দিয়েছে। শুনে ভালোই লাগতেছিল, আর আরো জানার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছিল।

নতুন এক রোগীর ঘটনা

এভাবে চলে যায় কয়েক বছর, আমি তখন ফরিদপুরের চরকমলাপুর মাদ্রাসায় শরহে বেকায়ায় পড়া-লেখা করি। একদিন ছুটিতে বাড়িতে এসে, গ্রামের মাদ্রাসায় ঘুরা-ফেরা করছি, এক মহিলা মাদ্রাসায় এসে বলল যে, মাওঃ আব্দুস সালাম সাহেব কি মাদ্রাসায় আছে? আমি বল্লাম মনে হয় বাড়িতে আছে, কল করলাম কিন্তু হুজুর ধরলো না, আমি বল্লাম যে, আপনাদের কি সমস্যা হয়েছে? সে বলল যে, আমার ছেলে গত তিনদিন ধরে কথা বলতে পারে না। আমি বল্লাম তার জিনের সমস্যা হয়েছে। তাকে নিয়ে আসেন আমি দেখে দিচ্ছি, তারা বলল যে, আমরা আব্দুস সালাম সাহেবকে দেখাবো, তার কাছ থেকে পরিক্ষা করে দেখবো যে, তার

জিনের সমস্যা, না ডাক্টারী সমস্যা? আমি বল্লাম ঠিক আছে তাহলে তার বাড়িতে যান, এর মধ্যে আমি হুজুরকে আবার কল দিলাম, হুজুর এবার রিসিফ করলেন, আমি বল্লাম মাদ্রাসায় রোগী আসছে, তিনি বললেন বসতে বলো আমি আসতেছি, কিছু সময়ের মধ্যে হুজুর আসলেন, আর জিন হাজির করার তদবীর দিলেন এরপর হুজুর বলতেছিলেন যে, তোমার নাম কি? কিন্তু সে কথা বলতেছিলো না। এটা দেখে আমরা কয়েক জন বন্ধু মাদ্রাসার পিছনে ঘুরতে যাই, আধা ঘণ্টা পরে ফিরে এসে দেখি, হুজুর ডালিমের ডাল দিয়ে মারতেছে, আর নাম বলতে বলছে কিন্তু রোগী কোন কথা বলতেছে না। আমি আশ্চার্য্য হয়ে বল্লাম যে, হুজুর! কি হয়েছে? হুজুর সাদা মনের মানুষ ছিলেন, বললেন যে, ভিতরে জিন আছে কিন্তু কথা বলতেছে না। আমি বল্লাম হুজুর আমি একটু দেখি, হুজুর বললেন দেখো, আমি সূরা জিনের প্রথম থেকে রহাকা পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে যখন রোগীর মুখে মারা শুরু করলাম, সাথে সাথে রোগী আমার পা ধরে বলতে শুরু করলো যে, হুজুর আমার ভুল হয়ে গেছে আমি চলে যাচ্ছি। যাহোক মোট কথা সফল হলাম, তদবীর সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো, মোট কথা আকাবিরদের বই পড়লে আপনি বিভিন্ন বই থেকে বিভিন্ন অবিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

আমার এক উস্তাদকে সাপে কামড় দেওয়াকে কেন্দ্র করে আমার যে উন্নতি হলো

মানুষের স্বপ্নের শেষ নাই, সবাই সব উন্নতি করতে চায়, আমিও সেই লক্ষ্যে, জালালাইনে ভর্তি হলাম জামিয়াতুস সুন্নাহ মাদ্রাসা শিবচর,মাদারীপরে। এক দিন আমাদের রুমের হুজুরকে সাপে কামড় দিলো, সারা মাদ্রাসায় সংবাদ দেওয়া হলো, কে সাপের বিষ নষ্ট করতে পারে? আমি বল্লাম আমি পারি। এর থেকে মাদ্রাসার সবাই জানলো যে, আমি তদবীর করতে পারি। আমাদের জামাতের যারা মসজিদে ইমামতি করতো, তাদের মসল্লিদের কোন সমস্যা হলে আমাকে নিয়ে যেতো, আমিও আগ্রহের সাথে যেতে থাকলাম, আর নতুন নতুন সব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকলাম। শুরু হলো রোগী দেখার অধ্যায়, যখনই কোন স্থানে বেধে যেতাম, আমার উস্তাদ মাওঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে কল দিতাম, আর তিনি সমস্যাগুলোর সমাধান বলে দিতেন। এভাবে ঐ মাদ্রাসায় কাটলো ২ বছর।

দাওরা পড়ার জন্য গেলাম হাটহাজারীতে

দাওরা পড়ার জন্য চলে গেলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায়। পড়া-লেখা চলতেছিল গুরুত্ব সহকারে, কিভাবে যেনো আমার পাশে থাকা ছাত্ররা জেনেছে যে, আমি তদবীর করি, আসা শুরু হলো রোগী, যে টাকা পাচ্ছি তা দিয়ে আমার খরচ হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে ভোলার এক ছাত্র ভাই বলল যে, আমাদের বাড়িতে জিনের বিশাল সমস্যা আপনাকে নিয়ে যেতে চাই, আমি রাজি হলাম, পরের দিনই চলে

গেলাম ভোলার মনপুড়া থানাতে। রোগী দেখে আসলাম, হলো নতুন অভিজ্ঞতা। এ বছর কয়েক বার সফর হলো ভোলাতে।

ইফতা পড়লাম শামছুল হক ফরিদপরী (রহ.) এর মাদ্রাসায়

নিয়ত ছিলো এ বছর আর রোগী দেখবো না

দাওরা শেষ হলো, ইফতায় ভর্তি হলাম শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এর মাদ্রাসা গওহরডাঙ্গায়, ভালো ভাবেই পড়া-লেখা করতেছিলাম। নিয়ত ছিরো এ বছর আর কোন রোগী দেখবো না। কিন্তু হুজুরের সাথে ফতোয়া লেখার জন্য বসি, যারা ফতোয়া নিতে আসে, তারা তদবীর জগতের আরো বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে, হুজুর বলে আপনি অমুকের কাছে যান, অমুকের কাছে যান কিন্তু তারা বলে যে, আমরা তার কাছে গেছিলাম তেমন ফায়দা হয় নাই। কিন্তু তারা যে সমস্যার কথা বলে, তা স্বাভাবিক সমস্যা দূর করা অতিসহজ, তবে ভয়ে বলি না যে, আমি এর চিকিৎসা করতে পারি। একদিন সাহস করে একজনকে হুজুরের সামনে বলেই ফেল্লাম যে, আপনার তো জিনের সমস্যা আপনি ভালো ভাবে চিকিৎসা করলে ভালো হরে যাবেন। হুজুর বলল তুমি কি এই কাজ পারো? আমি বল্লাম জি হুজুর, আমি তো এই কাজটিই ভালো পারি। সে আসলো চিকিৎসা দিলাম, এবার ইফতার ছাত্ররা আমাকে ধরলো, আমি কিভাবে শিখেছি কিভাবে এই কাজ শিখা যায়? আমি তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। শুরু হলো আবার রোগী দেখার কাজ,

এবার বড় বড় রোগী দেখা শুরু করলাম , আল্লাহ তা'য়ালা বড় বড় সমস্যার সমাধান আমার দ্বারা করাতে থাকলেন। এই কাজ করতে গিয়ে যখনই বাধাগ্রস্থ হতাম সাথে সাথে উস্তাদের সাথে পরামর্শ করতাম। এভাবেই কেটে গেলো ইফতার বছর।

মাদ্রাসায় খেদমত ও সারা দেশে সফর শুরু

ইফতা বর্ষের ফায়নাল পরিক্ষার আগেই খেদমত ঠিক হলো, কুশলী মাদ্রাসা টুঙ্গিপাড়া গোপালগাঞ্জে। মাদ্রাসায় পড়ানোর পাশাপাশি রোগী দেখার লক্ষ্যে সফর শুরু করলমা সারা বাংলাদেশে। আর হতে থাকলো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি লিপিবদ্ধ করলাম আমার প্রথম বই,, **আমি জিনের সাথে কথা বলেছি,**যা সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়লো উৎসাহিত হয়ে লিখলাম আরো বই,, জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে আকাবিরদের আমল, জিনকে বশ করার আমল। তদবীরের ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার ফলে সিদ্ধান্ত নিলাম চাকরী ছেড়ে দেওয়ার, আর রমজানেই চাকরী ছেড়ে দিলাম। বাড়িতে করলাম মহিলা মাদ্রাসা ও দায়িত্ব নিলাম আমার সেই গ্রামের মাদ্রাসার, যেখান থেকে আমার উঠে আসা। আর এই পথ চলার পথে, যথাসাধ্য চেষ্টা করি আকাবিরদের পদঙ্ক অনুসরনের, বাকি জীবন যেনো হকের পথে লেগে থেকে চলতে পারি এই দোআ সকলের কাছে।

রুকইয়াহ-তদবীর আমরা কেনো শিখবো

(১) রুকইয়াহ-তদবীর আমরা কেন শিখবো?

(২) রুকইয়াহ-তদবীর জগতে যে ভয় রয়েছে তা কিভাবে দূর করবো

রুকইয়াহ-তদবীর এটা ইসলামের শুরু থেকে চলে আসছে, অনেক সাহাবায়ে কেরাম দুআ-দুরুদ লিখে যারা পড়তে পারতো না, তাদের শরীরে ব্যবহার করার জন্য দিতেন এবং ঝাড়-ফুঁক করতেন এটা ইতিহাসের কিতাব থেকে পাওয়া যায়।

এখন কথা হলো আমরা কেনো তদবীর শিখবো? কয়েকটি কারণে তদবীর শিখবো।

১. মানুষকে শিরিক থেকে বাচাঁনো।

২. প্রতারণা থেকে হেফাজত করা ও সঠিক চিকিৎসাকে বাচিয়ে রাখা।

কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা যার কাছেই চিকিৎসা শিখতে যাই, সেই আমাদেরকে বিভিন্ন বাহানা দিয়ে এ জগৎ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

উদারণ স্বরুপ বোজেনঃ আপনার গ্রামে যে, তদবীর করে তাকে যদি বলেন যে, হুজুর আমি তদবীর শিখতে চাই আমাকে শিখিয়ে দিন, সে আপনাকে বিভিন্ন বাহানা দিয়ে এ জগৎ থেকে সরিযে দিবে। বলবে তোমার পড়া-লেখা শেষ হোক তারপরে আসবে, নাহলে বলবে তোমার বয়স হয় নাই অথবা আপনাকে বিভিন্ন ভয়ের কথা শুনিয়ে দিবে, যাতে আপনার আর কাজ করার আগ্রহ না থাকে।

এর কারণ, খোজার আমি একটু চেষ্টা করেছিলাম, তাতে যা আমার বোজে এসেছে তা হলো, আসলে সে আপনাকে কি শিখাবে, আপনি যদি বলেন

আমি জিন হাজির করা শিখতে চাই, সেতো সূরা ফাতেহা দ্বারা জিন হাজির করে। যাদু নষ্ট করার উপায় শিখতে চাইলে, সে যদি বলে আমি

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

দ্বারা যাদু নষ্ট করি তাহলে আপনারও তেমন তার প্রতি আস্থা আসবে না।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো, অনেকে চায় না যে, সে যে এলাকাতে কাজ করে সে এলাকাতে আরেকজন মুদাব্বির তৈয়ের না হোক। এই সমস্ত কারণেই আমার মনে হয় কেউ কাউকে তদবীর শিখাতে চায় না।

দ্বিতীয় আলোচনার বিষয়ঃ- এই জগতকে ভয় দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে, আপনি যখনই আপনার কোন আপন জনকে বলবেন যে, আপনি তদবীর শিখে মানুষের খেদমত করবেন, তখন সে আপনাকে বাধাগ্রস্থ করবে, বিভিন্ন ভয়ানক গল্পের মাধ্যমে, যার ফলে এই জগতে শুরু থেকেই কাজ করেছে অল্প সংখ্যক উলামায়ে কেরাম,এই কারনেই এ জগতকে দখল করে আছে অসাদু প্রতারক চক্র, যারা মানুষদেরকে ধোকাতো দিচ্ছেই, আর যে তদবীরগুলো শরীয়াতে বৈধ না, তাও তাদের শরীরে ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

একটি ঘটনা

প্রতারণার বহু ঘটনা আমার জানা আছে, তার মধ্য থেকে যদি আমি বলতে যাই তাহলে সর্বপ্রথম যে ঘটনাটা আমার মনে আসে সেটা হলো, আমি ২০১৪ সালে রোগী দেখার লক্ষ্যে ভোলা জেলার মনপুড়াতে যাই, রাতে বসে আছি কাজ শেষ করে, এক বৃদ্ধ মহিলা এসে বলে যে, হুজুর আমার

একটা ছেলে মাছ ধরার জন্য নদীতে গিয়েছিল,হঠাৎ করে ঝড় হওয়ার কারণে নৌকা ডুবে যায়, ৬ জন ছিলো নৌকাতে এক জন ব্যতিত আর কারো কোন খবর নাই। এক মুদাব্বিরের নিকট গিয়ে ছিলাম সে বলেছে যে, আমার ছেলে বেচে আছে, এক দিপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তাকে জিনের মাধ্যমে আনতে হবে ১৫ হাজার টাকা লাগবে, ৩ দিনের মধ্যে আপনার ছেলে ফিরে আসবে, আর যদি না আসে আপনাকে ১৪ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হবে, তারা চিন্তা করলেন, এক হাজার টাকায় আর কি হবে যদি ছেলে ফিরে আসে, দিলেন তাকে টাকা কিন্তু ৩ দিন তো দূরের কথা ৩০ দিন হয়ে যায় ছেলের কোন খবর নাই। আর টাকাও ফেরত দিচ্ছে না ঐ প্রতারক কবিরাজ।

আমি বল্লাম আপনারা এমন বিশ্বাস কেনো করেন? তারা বলল যে , অনেক বছর আগে একটা নৌকা এভাবে ডুবে যায়, তার প্রায় ১২ বছর পর, একদিন একটা নৌকা একটা দিপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তারা শুনতে পায় যে, কে যেনো ঐ দিপ থেকে এদেরকে ডাকতেছে, তারা প্রথমে ভয়ে যেতে যায় না। তারপর সবাই মিলে সাহস করে ঐ দিপের কাছে যায় গিয়ে দেখে এক লোক শরীরে পোষাক নাই চুল দাড়ি সব বড় বড় হয়ে গেছে, তিনি বলেন যে, আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না। আমি অমুকের ছেলে অমুক, ১২ বছর ধরে আমি এই দিপে ঘাষ পাতা খেয়ে বেঁচে আছি, আর প্রতিদিন পাহারা দেই যে, কবে এ স্থান দিয়ে মানুষ যাবে আর আমি বাড়িতে ফিরতে পারবো। তারপর সে তার বাড়িতে ফিরে আসে, এরপর থেকে যখন কেই নৌকা ডুবে মারা যায়, তখন তার পিতা মাতা মনে করে যে, আমার সন্তান হয় তো কোন দিপে আছে। এই আশা রাখা তো ভুল না কিন্তু ভুল হলো,

এই আশাকে পুজি বানিয়ে মানুষের টাকা হাকানোর রাস্তা বানিয়েছে এই অসাধু করিবাজগণ।

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন বই লেখার কাজ করতেছিলাম, হঠাৎ বিদেশী নাম্বার থেকে কল আসলো, রিসিফ করার সাথে সাথে ছালাম দিয়ে বললেন, আমি আমেরিকা প্রবাসি, আমার শারীরিক সমস্যা আছে, আপনি একটু পরিক্ষা করে দেখেন কি সমস্যা আমার? আমি বল্লাম জি আপনি আপনার নাম ও পিতা-মাতার নাম দিন, সে নাম দিলো আমি পরিক্ষা করে বল্লাম যে, তার জিনের সমস্যা আছে। সে বলল হুজুর এর চিকিৎসা করতে কতো টাকা লাগবে? আমি বল্লাম পাঁচ হাজার টাকা হলে চিকিৎসা করা যাবে, হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা চিকিৎসা করলে সমাধান করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। সে বলল আর কোন টাকা লাগবে না? আমি বল্লাম না আর কোন টাকা লাগবে না। সে বলল কি বলেন হুজুর আমি এক চিকিৎসকের নিকট থেকে বহু দিন ধরে চিকিৎসা নিচ্ছি। এখন আমার আবার বেশি সমস্যা দেখা দিছে তাই আমি তাকে কল করে আমার সমস্যার কথা জানালে তিনি পরিক্ষা করে বল্লেন যে, আমার এখন অনেক-বড় সমস্যা দেখা দিছে এর চিকিৎসা করতে নাকি দেড় লাখ টাকা লাগবে। আমার এখন এতো টাকা নাই বলে আমি চিকিৎসা করতে পারতেছি না, তাই আপনাকে কল দিলাম।

এখন আপনি ভেবে দেখেন যে তদবীরকারীরা মানুষের বিপদকে পুজি করে কেমন ব্যবসা তারা করতেছে।

জিনের চিকিৎসা করতে কি আর লাগে কতোটা সময় বা তাকে দেওয়া লাগে। তার বিল যদি হয় দেড় লাখ টাকা তাহলে মানুষ যবে কোথায়।

পরিবারের সমস্যা হবে এই চিন্তায় তদবীর করেন না?

এখন কথা হলো ভয় হয় যে আমার বা আমার পরিবারের কোন সমস্যা হয় যদি, এই কারণে আপনি তদবীর করেন না। এর থেকে বড় আফছোস এর আর কোন বিষয় হতে পারে না। কারণ আপনি লক্ষ করেন যে, প্রতিটি অঞ্চলে কারা তদবীর করে, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, আপরিনও তেখুন, ঐ সমস্ত মহিলারা তদবীর করে যারা পর্দা করে না, নামায পড়ে না, পাক পবিত্র থাকে না, গান বাদ্য যার অন্তরে গেথে আছে, সে মানুষের জিনে ছাড়ায়, যাদু নষ্ট করে ঝাড়-ফুঁক করে তথা সমস্ত প্রকারের রোগী সে দেখে তার কোন সমস্যা হয় না, তার পরিবারের কেউ অসুস্থ হয় না। কি এমন আমল সে, পড়া-লেখা না করেই জেনে গেলো যা আপনি এতো বছর পড়া-লেখা করেও জানেন না। মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে আপনার কাছে আসে, তখন আপনি বলেন যে, আমি তো তদবীর করি না আপনি অন্য কারো কাছে যান । সে যদি বলে আসে পাশে কে ভালো চিকিৎসা করে আপনি বলে দেন অমুক মহিলা বা কবিরাজ তদবীর করে আপনি তার কাছে যেতে পারেন এর থেকে আর বড় আফছোস এর বিষয় কি হতে পারে।

কি তদবীর ঐ সমস্ত মহিলারা বা কবিরাজগণ দেয় চলুন একটু জেনে নেই

আমি যখন কুশলী মাদ্রাসায় খেদমত করি, তখন আমাকে একটি মহিলা মাদ্রাসার জিম্মাদারী নেওয়ার জন্য বলা হয়, তখন আমি ঐ জিম্মাদারী কবুল করি, তখন লক্ষ্য করি যে, ঐ বাড়ির মহিলা তদবীর করে, তার স্বামী আলেম প্রবাসে থাকতো আমরা যাওয়ার কিছু দিন পর সে বাড়িতে আসে, মনে রাখার কথা হলো তার স্ত্রী কিন্তু কোন পড়া-লেখা জানে না। আমি একদিন ঐ আলেমের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে ছিলাম, এক

পর্যায়ে তদবীরের কথা উঠলো, সে বলল হুজুর আমার স্ত্রী এমন আমল করছে যে, হাজার হাজার জিন তার বশে চলে এসেছে, সে কি তদবীর করবে না করবে এ সব ঐ জিনে বলে দেয় আমি বল্লাম মাশাআল্লাহ তাহলে তো অনেক বড় আল্লাহ্ ওয়ালা আপনার স্ত্রী, তো কি ধরণের তদবীর দেওয়ার জন্য বলে জিনে আপনার স্ত্রীকে? সে বলল যে, এক রাতের মধ্যে আমার বিল্ডিন এর ভিতর অনেক গুড়ো গুড়ো মাটি জিনে উঠিয়ে দিয়েছে, যে কোন রোগের জন্য ঐ মাটি ব্যবহার করলে সে রোগ থেকে মানুষ মুক্তি পায়, আমি বল্লাম তাই নাকি? তাহলে তো ঐ মাটি আমার দেখা দরকার, সে বলল ঘরে চলেন আপনাকে দেখাবো, আমি তার সাথে ঘরে গিয়ে দেখলাম যে উই পুকায় ঐ মাটিগুলো উঠিয়েছে আর তারা মনে করেছে যে এটা জিনে দিয়েছে। আর তারা ভুলে গেছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন যে,

من تعلق تميمة فقد أشرك

যে তামীমা ঝুলালো সে শিরক করলো। তামিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জালের কাঠি, গাছের ডাল, মাটি ইত্যাদি জিনিস তদবীর হিসাবে শরীরে ব্যবহার করা।

আর কি বলবো একদিন ফজরের আজানের পর নামাজের জন্য কেবল উঠতেছি, তার এক ছেলের স্ত্রী আমাদের রুমের সামনে এসে কান্না করে বলতেছে যে, হুজুর! একটু বের হন, আমার ছেলে মরে গেলো, তাড়াতাড়ি পাঞ্জামীটা পরিধান করে গেলাম তাদের বাড়ি, গিয়ে দেখি ঐ তদবীরকারী মহিলা তার নাতিকে কলে করে বসে আসে, আর নাতীর খেচুনি উঠতেছে বার বার, কি করা যায় দ্রুত তার কানে সাত বার আজান দিলাম, আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে সাথে সাথে ছেলেটির খেচুনি উঠা বন্ধ হয়ে

গেলো। এবার ঐ বাচ্চার মা বলতেছে সারা রাত এই জিনকে দূর করার জন্য আমার শাশুড়ি শলা, পিছা ও জুতা দ্বারা পিঠিয়েছে, ফলে কমেতো নাই আরো বেড়েছে। আমার বাচ্চাটা কতো কষ্ট পেয়েছে। শলা, পিছা, এগুলো এক ধরণের ঝাড়ু গ্রামে এর দ্বারা ঘর পরিস্কার করা হয়।

কি বলবো আফছোস এর কথা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া একটি উপজেলাতে তিনটি দাওরা হাদিস মাদ্রাসা অথচ ঐ অঞ্চলে কাউকে সাপে কাটলে তাকে নিয়ে যেতে হয় এক হিন্দুর বাড়িতে বিষ বের করার জন্য, তারা যে শর্তে বিষ বের করে, আপনি একশত টাকা ও এক পিয়ালা দুধ মনোশা মুর্তির সামনে দিয়ে আসবেন তার পরে, সে আপনার বিষ বের করে দিবে। কতো বড় আফছোস এর বিষয় কিন্তু তার পরেও কোন আলেম দাড়ায় নাই, যে হাত উচু করে বলবে যে, আমি সাপের বিষ নামাতে পারি আমার কাছে আপনারা আসবেন।

যে কাজ করলে জিনেরা ও শত্রুরা আপনার

ও আপনার পরিবারের কোন ক্ষতি করতে পারবে না

(১) আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা
(২) সকাল-সন্ধার দুআগুলো পাঠ করা
(৩) মনোবল সব সময় ঠিক রাখা

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

মুদাব্বিরের জন্য সকাল-সন্ধার আমল

এই আমলগুলো করতে হবে এই নিয়তে যে, সওয়াব তো আছেই পাশা পাশি মনোভাব এইরুপ রাখবেন যে, এই আমলের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যকে মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের যাবতীয় ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন।

আর এই আমল করলে আপনি ও আপনার পরিবার তো হেফাজতে থাকবে, পাশা পাশি এর মাধ্যমে আপনার একটা পরিচিত জিন জগতে হবে, অনেক জিন আপনাকে চিনবে। তাতে লাভ হবে এই যে, আপনি তদবীর করতে গেলে জিনেরা আপনাকে ভয় পাবে এবং কোন দূরের রোগীকে জিনে ধরলে আপনি যদি ফোনে বলেন যে, আমি অমুক বলছি তুমি রোগী ছেড়ে চলে যাও, আশা করা যায় অনেক জিন এই কথাতেই চলে যাবে।

প্রথম ৪০ দিনের আমল

তদবীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম ৪০ দিন

(১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুরুত্ব সহ আদায় করতে হবে।

(২) ওয়াজিব, সুন্নাত , আওয়াবিন এশরাক ছাড়া যাবে না ।

(৩) হালাল-হারাম, মাহরাম- গায়রে মাহরাম প্রভিতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ।

(৪) জেদ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করতে হবে ।

(৫) জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় মাসনুন দোয়া মুখস্ত করে আমলে পরিনত করতে হবে ।

(৬) মিথ্যা বলা ছেড়ে দিতে হবে ।

(৭) আত্মীয়তা সম্পর্ক ঠিক করতে হবে ।

নিম্ন লিখিত আমলগুলো গুরুত্ব সহ আদায় করতে হবে ।

(১) সকাল- সন্ধা সূরা এখলাস, ফালাক, নাস তিন বার করে পাঠ করবে ।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ -

বাংলা উচ্চারণ

কুল হুওল্লাহু আহাদ- আল্লাহুস সমাদ - লাম এলিদ ওলাম ইউলাদ - ওলাম একুল লাহু কুফওন আহাদ -

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥

বাংলা উচ্চারণ

ক্বুল আ'উজু বিরব্বিল ফালাক- মিন শার্‌র মা খলাক- ওমিন শার্‌র গাসিকিন ইজা ওক্বব- ওমিন শার্‌রিন নাফ্‌ফাছাতি ফিল উ'ক্বদ- ওমিন শার্‌র হাসিদিন ইযা হাসাদ -

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

বাংলা উচ্চারণ

ক্বুল আ'উজু বিরবিন নাস- মালিকিন নাস- ইলাহিন নাস- মিন শার্‌রিল ওসওয়াসিল খন্নাস- আল্লাযী ইওসভিসু ফী সুদুরিন নাস- মিনাল জিন্নাতি ওন্নাস-

(২) ফজরের পরে সূরা ইয়াসিন, মাগরীবের পর ওয়াকিয়া, ইশার পরে সূরা মুল্‌ক ও মুয্‌যাম্মিল পাঠ করবে ।

(৩) প্রতিদিন এক পারা কুরআন শরীফ পাঠ করবে ।

(৪) নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা একবার পাঠ করবে ।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ

বাংলা উচ্চারণ

আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি মিন গদাবিহি ও ইকাবিহি ও শার্‌রী ই'বাদিহি ওমিন হামাঝাতিশ শায়াতীনি ওআ'যুবিবকা রব্বি আয় এহদুরুন

নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা দশ বার পড়তে হবে।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلهِ وَلَا اِلهَ اِلّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِ-

বাংলা উচ্চারণ

সুবহানাল্লাহি ওলহামদুলিল্লাহি ওলাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওল্লাহু আকবার ওলা হাওলা ওলা ক্বুউওতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আ'জীম, হুওল আওআলু ওল আখিরু ওজ্জহিরু ও বাতিনু বিইয়াদিহিল খয়ের ইহই ওইয়ুমীতু ওহুও আ'লা কুল্লি শায়ইন ক্বদীর ।

এই দু'আর ফযীলত: নবী কারীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ সকাল-সন্ধা দশ বার পড়বে, প্রত্যেক বার পড়ার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা তার আমল নামায় দশটি নেকী লেখে দিবেন, দশটি গোনাহ মাফ করে দিবেন, দশটি দরজা উঁচু করে দিবেন। সেই দিনে সে শয়তানের অনিষ্টতা হতে এবং সমস্ত অপছন্দনীয় জিনিস হতে রক্ষা পাবে।

নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা এক বার পড়তে হবে।

اَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامّاتِ اللَّاتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَا جِرٌمِنْ شَرِّ مَايَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَايَعْرُجُ فِيْهَا وَشَرِّ مَاذَرَأَ فِىْ الْارْضِ وَشَرِّ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ الَّيْلِ وَالنّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ الَّيْلِ وَالنّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمَانُ-

বাংলা উচ্চারণ

আউ'জু বিওজহিল্লাহিল কারীম ওবিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতিল লাতী লা ইযাভিঝু হুন্না বার্‌রুউ ওলা ফাজের মিন শারি্র মা এনঝিলু মিনাস সামাই ও শারি্ও এ'রুজু ফিহা ও শারি্ও মা জারাআ ফিল আরদি ও শারি্ও মা এখরুজু মিনহা ওমিন ফিতানিল লায়লি ওন্নাহারি ইল্লা তারিকায় এতরুকু বিখয়রিন ইয়া রহমান ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, লাইলাতুল ক্বদরের রাতে হুজুর (সঃ) এক অবাধ্য জ্বীনকে দেখতে পেলেন, সে একটি আগুনের কুলীটি হাতে নিয়ে রাসুল (সঃ) কে খুঁজছে। আমি তখন রাসুল (সঃ) এর সঙ্গে ছিলাম, আর তিঁনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে। রাসুল (সঃ) তখন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে লাগলেন। রাসুল (সঃ) যতই তিলাওয়াত করতে ছিলেন জ্বীনটি ততই আগুনের কুলীটি নিয়ে সামনে এগিয়ে আসছিল। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি কি আপনাকে এমন কিছু কালিমা শিখিয়ে দেব? যা পড়া মাত্রই এ জ্বীনটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে এবং আগুনের কুলীটি নিভে যাবে। তখন জিবরাঈল (আঃ) উক্ত দু'আটি শিখিয়ে দিলেন। রাসুল (সঃ) দূ'আটি পড়া মাত্রই সে জ্বীনটি উপুড় হয়ে পড়ে গেলো এবং তার আগুনের কুলীটি নিভে গেলো।

নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা দশ বার বা একশত বার পড়তে হবে।

لَا اِلٰهَ اِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِ -

বাংলা উচ্চারণ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ওহুও আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর ।

ফযীলত: নবী করীম (সঃ) বলেন: যে ব্যক্তি এই দু'আটি সকালে পাঠ করবে, সে ইসমাঈল (আঃ) এর সন্তান হতে একটি গোলাম আযাদ করার ছওয়াব পাবে এবং তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, দশটি গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে, তার দশটি মর্যদার স্তর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ঐ দিন সে সন্ধা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্টতা হতে নিরাপদ থাকবে। আর যদি সন্ধায় পড়ে, তবে সকাল পর্যন্তও সে ঐ মর্যদার অধিকারী হবে।

নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা তিন বার পড়তে হবে।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيٌّ فِىْ الْاَرْضِ وَلَا فِىْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহিল্লাজী লা ইয়াদুর্রু মা'য়াসমিহি শায়ঊন ফিল আরদি ওলা ফিস সামাই ওহুওস সামী'য়ুল আ'লীম ।

ফযীলত: নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধা এই দু'আ তিন বার পাঠ করবে, সে সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে হেফাজত থাকবে।

সকাল-সন্ধা একশত বার يَالَطِيْفُ (ইয়া লাতীফু) পড়ার পওে নিম্নলিখিত দু'আটি তিন বার পড়বে। দু'আটি এই:-

اَللّٰهُمَّ وَسِّعْ عَلَىَّ رِزْقِىْ اَللّٰهُمَّ عَطِّفْ عَلَىَّ خَلْقَكَ كَمَا صُنْتَ وَجْهِىْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْحَ عَنْ ذِلِّ السَّوَالِ لِغَيْرِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা ওস্‌সি' আ'লায়য়া রিজকী আল্লাহুম্মা আত্তিফ আ'লাইয়া খলক্বকা কামা সুন্তা ওজহী আ'নিস সুজুদি লিগয়রিকা, ফাসুনহা আ'ন জিল্লিস সওয়ালি লিগয়রিকা বি-রহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন ।

সকাল-সন্ধা একশত বার يَارَزَّاقُ (ইয়া রজ্জাক্ব) পাঠ করবে।

সকাল-সন্ধা একশত বার اَسْتَغْفِرُاللهَ وَأَتُوبُ اِلَيهِ পাঠ করবে।

সকাল-সন্ধা একশত বার لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (লা হাওলা ওলা ক্বউওতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিইইল আ'জীম) পাঠ করবে।

জুমার ফরজ নামাযের পরে নিম্নলিখিত দু'আটি ৭০ বার পাঠ করবে। দু'আটি এই:-

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

(আল্লাহুম মাকফিনী বি-হালালিকা আ'ন হারামিকা ওাগিনিনী বি-ফালিকা আ'ম্মাস সেওয়াকা ।)

সকাল-সন্ধা একশত বার يَا بَارِئُ (ইয়া বারীউ) পাঠ করবে ।

নিম্নের দুআটি সকাল-সন্ধা একবার পাঠ করবে ।

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

(আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী লা ইলাহা ইল্লা আনতা খলাক্তানী ওআনা আ'বদুকা ওআনা আ'লা আ'হদিকা ও ওআ'দিকা মাস তাতয়াতু আ'উজুবিকা মিন শারি্র মা সনায়া'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়া আবুউ লাকা বিজামবী ফাগফির লী ফাইন্নাহু লা এগফিরুজ্জুনুববা ইল্লা আনতা ।

এ আমলগুলো যে ব্যক্তি নিয়মতান্ত্রিক করবে ,সে এর ফায়দা নিজেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

নিম্ন লিখিত মঞ্জিল সকাল-সন্ধা পাঠ করতে হবে।

মঞ্জিল

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

সূরা ফাতেহা)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

(সূরা বাকারা ১-৫)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

(সূরা বাকারা ১৬৩)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

(সূরা বাকারা ১৫৫-১৫৭)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ-

(সূরা বাকারা ২৮৪-২৮৬)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(সূরা ইমরান ১৮)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

(সূরা ইমরান ২৬-২৭)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ- ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ-

(সূরা আ'রাফ ৫৪-৫৬)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ

سَبِيلًا- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا-

(সূরা বনী ইসরাঈল ১০-১১)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৭)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- وَالصَّافَّاتِ صَفًّا- فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا- فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا- إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ- رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ- إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ- وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ- لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ- إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ- فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ-

(সূরা সাফ্ফাত ১-১১)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ-

(সূরা আর রহমান ৩৩-৪০)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ- هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

(সূরা হাশর ২১-২৪)

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا- وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا- وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا-

(সূরা জিন ১-৪)

অতঃপর সূরা ক্বাফিরুন, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস এবং নিম্নের আয়াত পড়বে

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ-مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ- أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ-

(সূরা বাকারা ১৬-১৯)

ফযীলত: ফাজায়েলে আমলের গ্রন্থকার শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রঃ) এর পরিবারের সকলেই দৈনিক মঞ্জিল পাঠ করতেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এর উছিলায় জ্বীন জাতি ও মানুষ জাতির যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন। এটি তাদের পরিক্ষিত আমল। উক্ত মঞ্জিল পড়ে জ্বীনগ্রস্ত রোগীকে দম করলে জ্বীন পালায়ন করবে, এবং পানিতে দম দিয়ে তা যেস্থানে ছিটিয়ে দিবে, সেস্থানে জ্বীন ও শয়তান থাকতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ । ইহার আরো অনেক ফজিলত রয়েছে, যা আমেল ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

দ্বিতীয় ৪০ দিনের আমল

আল্লাহ তা লার সিফাতি নাম يَا خَافِضُ (ইয়া খাফিদু) প্রতিদিন তিন হাজার একশত পচিশবার পাঠ করবেন। এ ভাবে মোট ৪০ দিনে এক লাখ পচিশ হাজার বার পাঠ করতে হবে। এটা খুবিই গুরুত্ব পুর্ণ আমল কখনও যেন বাদ না যায়। চল্লিশ দিন শেষ হলে, তারপর থেকে আজীবন ১০০ বার করে পড়তে থাকবে, আর প্রথম ৪০ দিনের আমল সারা জীবন পড়তে থাকবেন । আর তদবীর সম্পর্কে ভালো আলেমদের লেখা বই গুলো অধ্যায়ন করবেন। যেমনঃ- বেহেস্তী জেওর নবম খন্ড, আমালিয়াতে কাশমীরী, তাবিজাতে রুহুল্লাহ, আমালিতে কুরআনী, তাবিজের কিতাব (চরমনাই) থেকে লেখা, নাফেউল খলায়েক, আমি জিনের সাথে কথা বলেছি, জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে আকাবিরদের আমল, জিনকে বশ করার আমল, এ গুলো বেশি বেশি অধ্যায়ন করবেন। আর মনের সাহস বাড়ানো জন্য আমার ইউটুব চ্যানেলটি দেখবেন (চ্যালেনের নাম তদবীর জগৎ)

তদবীর শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় ২১ দিনের আমল

নিম্নলিখিত আয়াতটি প্রতিদিন ১১ শত বার পাঠ করবেন। এভাবে ২১ দিন করবেন। ২১ দিন পর থেকে প্রতিদিন তিন বার করে পাঠ করবেন। এভাবে আজীবন করে যাবেন। এর পর থেকে যখন আপনি হাজিরা দেখতে ইচ্ছা করবেন, তখন নাবালেগ ছেলের নখের উপর কালো কালী মেখে আতর লাগিয়ে আয়াতটি পাঠ করে বাচ্চার উপর ফুঁক দিবেন, ফলে ঐ বাচ্চার নখের মধ্যে ঐ আয়াতের মুয়াক্কিল এসে হাজির হবে এবং আপনি যা তাকে দেখতে বলবেন সে তা দেখে আপনাকে বলবে। আয়াতটি এইঃ-

وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

পরিবারের লোকেরা যদি কুরআন পড়তে পারে তাহলে তাকে সকাল-সন্ধা মুঞ্জিলের আমল করতে দিবেন। তাহলেই আশা করা যায়, তারা যাবতীয় ফেতনা থেকে হিফাজত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমলগুলো এই কারণে করবেন, কারণ হলো, আপনি যখন তদবীর করা শুরু করবেন তখন জিন তো আপনার শত্রু হবে, পাশা পাশি যারা আগে থেকে তদবীর করতো তাদের তো রোগী কুমে যাবে, ফলে তারা আপনার বড় শত্রু হয়ে দাড়াবে এবং চেষ্টা করবে আপনাকে ক্ষতি করার জন্য।

আর আপনার পরিবারের যারা পড়তে পারে না বা যারা ছোট তাদের জন্য নিম্নের দুআটি লিখে রুপার মাদুলিতে ভরে কোমরে ব্যবহার করতে দিবেন।

দুআটি এইঃ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَيُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ- وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

এই আমলগুলো যদি পূর্ণ আস্থার সাথে করে, আমি আশাবাদি তার ও তার পরিবারের কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। আমি পরিপূর্ণ ভাবে তদবীর করা শুরু করেছি জালালাইন এর বছর থেকে এই পর্যন্ত আমার এবং আমার পরিবারের কারো কোন সমস্যা হয় নাই। আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশা করি বাকি জীবন কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লামহ।

তবে বিভিন্ন ভয়ানক রোগী দেখার পরে অনেক সময় এমন হয়েছে যে, জিনেরা পাথর এনে রোগীকে দেখিয়ে বলেছে যে, এই পাথর নিয়ে যাচ্ছি এটা নাঈম সাহেবের মাথায় মেরে দিবো আর নাঈম সাহেব মারা যাবে, ফলে আমাদের কোন কষ্ঠ দিতে পারবে না।

একটি ঘটনা

২০১৬ সালের কথা, আমি রোগী দেখার জন্য ঢাকা যাবো, মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে অটোতে উঠেছি, এর মধ্যে আমার ইফতার এক সাথী ভাই আমাকে কল করে বললেন যে ভাই, ঘটনা তো একটা ঘটে গেছে! বল্লাম কি হয়েছে? সে বলল, গতকাল আমাদের মাদ্রাসার মিঝান জামাতের হাফেজ একটি ছেলেকে জিনে ধরে, ফলে আমরা গ্রাম থেকে একজন মুদাব্বির আনি। সে জিনকে হাজির করে, তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এই রোগীর কাছে কেনো আসছো? সে বলে যে, আমি তো একে কষ্ট দিতে আসি নাই, আমি আসছি, এই মাদ্রাসার একজনকে মারার জন্য, মুদাব্বির জিজ্ঞাসা করলো তুমি কাকে মারতে আসছো? সে বলল, আমি যাকে মারতে আসছি তার পিতা ভালো তাবলীগ করে, তার ছেলেকে মারতে আসছি, আমার বন্ধু বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, আমার পিতাই তো ভালো তাবলীগ করে, তাহলে কি সে আমার কথা বলছে ? আমি মুদাব্বিরকে ভালো ভাবে জিজ্ঞাসা করতে বল্লাম, সে জিজ্ঞাসা করলে বলল, আমি যাতে মারতে আসছি, তার নাম মুফতী মাঞ্জুর, সে তার বন্ধু নাঈম এর সাথে মিলে আমার এক বন্ধুকে মেরে ফেলেছে। আমি অনেক দিন ধরে এদেরকে খুজতেছি, আর আজ পেয়ে গেছি, ওর আর কোন রক্ষা নাই। এরপর মুদাব্বির আমাকে তার কাছে মাফ চাইতে বললে, আমি নিরুপায় হয়ে তার কাছে মাফ চাই, সে অনেক বার মাফ চাওয়ার পরে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে কিন্তু সে বলেছে যে, তোকে তো মাফ করে দিলাম কিন্তু নাঈমকে ছাড়বো না।

যারা বেশি ব্যস্ত বা কুরআন শরীফ দ্রুত পড়তে পারে না

তাদের জন্য সকাল সন্ধার আমল

(১)

عن ابن مسعود ، قال : « من قرأ عشر آيات من سورة البقرة أول النهار لم يقربه شيطان حتى يمسي ، وإن قرأها حين يمسي لم يقربه حتى يصبح ولا يرى شيئا يكرهه في أهله وماله ، وإن قرأها على مجنون أفاق : أربع آيات من أولها وآية الكرسي ، وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها

বাংলা অনুবাদ

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,যে ব্যক্তি সকালে সূরা বাকারার দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে সন্ধা পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসতে পারবে না,আর যদি উহা সন্ধায় পাঠ করে তবে সকাল পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসবে না আর তার সম্পদ ও পরিবারে কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখবে না। আর যদি ঐ দশ আয়াত পাগলের উপর পাঠ করে তবে সে সুস্থ্য হয়ে যাবে।চার আয়াত সূরার শুরুতে এবং আয়াতুল কুরছি ও তার পরে দুই আয়াত,আর সূরা শেষের তিন আয়াত।

এই হাদিস থেকে বুজা যায় এখলাসের সাথে সূরা বাকারার দশটি আয়াত পাঠ করে পাগল রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করলে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে। তবে ধৈর্য ধরে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আমল করতে থাকতে হবে। কেউ কেউ ৭ দিনে, কেউ ১৪ দিনে, আর কেউ ২১ দিবে কেউ বা আবার ৪১ দিনে সৃস্থ্য হবে ইনশাআল্লাহ। (শুয়াবুল ইমান লিল বায়হাকী খ.৫ পৃ.৪১৭)

আয়াত দশটি এইঃ

الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة/١-٤]

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ –

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦) [البقرة/٢٨٤-٢٨٦]

কা'য়াব আহবার (রা.) বলেন, যদি কিছু কালিমা আমি না পড়তাম তাহলে ইয়াহুদিরা আমাকে গাধা বানিয়ে দিতো কালিমাগুলো এইঃ

أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الْتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ

(৩)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) যখন জিন ও মানুষের বদ-নজর থেকে বাঁচার জন্য সূরা ফালাক ও নাস নাজিল হলো তখন এটাকেই গ্রহণ করলেন আর বাকিগুলো ছেড়ে দিলেন। (তিরমিজী হাদিস নং ২০৫৮)

চলুন জেনে নেই সূরা নাস ও ফালাকের আমল কখন কিভাবে করবো

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা.) বলেন, হুজুর (সা.) আমাকে বলেছেন যে, তুমি সকাল-সন্ধা তিন তিন বার করে সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করবে এটা তোমার সব কিছুর জন্য যথেষ্ট হবে। (আবু দাউদ হাদিস নং৫০৮২)

(২) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর (সা.) যখন বিছানার উপর তাশরিফ আনতেন তখন দুই হাতের উপর সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করে ফুঁক দিয়ে নিজের শরীরে হাত মুছে দিতেন।

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর (সা.) আমাকে সদকায়ে ফেতের এর সম্পদ হেফাজতের জন্য নির্ধারন করলেন,

এক জন আগন্তক এসে সদকার মাল উঠাতে লাগলো আমি তাকে ধরলাম আর বল্লাম আমি তোমাকে হুজুর (সা.) এর কাছে নিয়ে যাবো।

সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানার উপর যাবে আয়াতুল কুরছি পাঠ করে নিবে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে একজন হেফাজতকারী তোমাকে হেফাজত করবে সকাল পর্যন্ত, হুজুর (সা.) বললেন যে শোনো, সে সত্য বলেছে কিন্তু সে মিথ্যাবাদী। (বুখারী হাদিস৫০১০)

(৪)

عن أبي هريرة أن رسول الله {ﷺ} قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা নিজেরদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কেননা যে বাড়িতে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে। (আল জামউ বায়নাস সহীহাইন আল বুখারী ও মুসলিম খ.৩ পৃ. ২২১)

عن سهل بن سعد- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان في بيته ثلاثة أيام، ومن قرأها نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام".

সাহাল ইবনে সা'য়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর শীর্ষস্থান রয়েছে। আর কুরআনের শীর্ষ স্থান হলো সূরা বাকারা, যে ব্যক্তি সূরা বাকারা তার ঘরে রাতে পাঠ করবে শয়তান তার ঘরে তিন দিন প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি দিনে পাঠ করবে

শয়তান তার ঘরে তিন দিন প্রবেশ করবে না। اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (ج ٦ / ص ٥٧)

রুহানিয়াতের আমল

রুহানিয়াত কাকে বলে

আমরা অনেকেই বলি যে, রুহানিয়াত বাড়াতে হবে কিন্তু কোনো কোনো তদবীর কারক তো জানেই না যে, রুহানিয়াত এর সংজ্ঞা কি ও তা কাকে বলে।

روحانيت শব্দটি روح শব্দ থেকে এসেছে আর রুহ আল্লাহ তা'য়ালার আদেশকে বলে, যা عالم امر এর সাথে সম্পৃত্য। আর আলমে আমরের সাথে সম্পৃত্য যতো হুকুম রয়েছে তাকে আকড়ে ধরে বাতেনী শক্তি অর্জন করাকে রুহানিয়াত বলে।

সুতরাং যদি কেউ রুহানিয়াত এর দাবি করে আর তার মধ্যে যদি আলমে আমর এর হুকুম সমূহ পালনের কোন গুণাগুণ না থাকে যা আমরা ওহীর মাধ্যমে পেয়েছি তাহলে সে তার দাবিতে সত্যবাদী না।

রুহানিয়াতকে কিভাবে বাড়াবেন

আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ সমূহের উপর আমল করা ও নিষেধ সমূহকে ছেড়ে দেওয়ার পরে যে সমস্ত আমল একজন মুদাব্বিরের জন্য জরুরী তা এখন আলোচনা করবো।

(১) সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো সব সময় চেষ্টা করবে অযু সহকারে থাকার জন্য। কারণ হলো, অযু সহকারে থাকার মধ্যে অনেক ফায়দা রয়েছে, যার থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

অযু সহকারে থাকার ফায়দাসমূহ

আমরা সব সময় অযু সহকারে থাকার অভ্যাস করবো কারণ এর বরকতে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক ফায়দা ও ফল পাবো। মনে রাখবেন যে, অযু সহকারে থাকা মুস্তাহাব এবং ইসলামের সুন্নাত। হাদিস শরীফেও সব সময় অযুর সাথে থাকার প্রতি আগ্রহ দেওয়া ও ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

হুজুর (সা.) আনাস (রা.) কে বলেছেন, বেটা যদি তুমি সব সময় অযুর সাথে থাকার শক্তি রাখো তবে তুমি তাই করো, কারণ মালাকুল মাউত যার রুহকে অযু অবস্থায় কব্জ করবে তার জন্য শহীদের মার্যাদা লেখে দেওয়া হবে। (শুয়াবুল ইমান খ,৩ পৃ.২৯)

আরেফীনদের নিকট অযুর সাথে থাকার ফজিলত

কিছু কিছু আরেফীন বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সব সময় অযুর সাথে থাকবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ৭ টি ফজিলত দান করবেন।

(১) ফেরেস্তারা তার সোহবাতের আগ্রহী হবে।

(২) কলম সব সময় তার নেকী লেখতে থাকবে।

(৩) তার অঙ্গ সব সময় তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।

(৪) তার তাকবিরে উলা ছুটবে না।

(৫) যখন সে ঘুমাবে আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য কয়েকজন ফেরেস্তা পাঠাবে জিন ও মানুষের অনিষ্ট থেকে হেফাজতের জন্য।

(৬) মৃত্যুর যন্ত্রনা তার জন্য সহজ হবে।

(৭) যতো সময় অযুর সাথে তাকবে আল্লাহ তা'য়ালার হেফাজতে থাকবে।

হাকীমুল উম্মাত হযরত আশ্রাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, কোনো এক সুফী বলেছেন, সব সময় পাক কাপড়ে থাকলে, পাক বিছানায় ঘুমালে এবং সব সময় অযু সহ থাকলে দেল পরিস্কার থাকে। মুখস্ত শক্তি পাড়ে ও চেহারার নূর বাড়ে।

(২) নিজের জাহেরী অঙ্গকে সুন্নাত এর অনুসারী বানাবেন।

(৩) নজরের হেফাজত করবেন।

কারণ মুদাব্বিরদের নিকট মহিলা রোগী বেশি আসে। আর হাদিসে মহিলাদেরকে শয়তানের রশি বলা হয়েছে। النساء حبائل الشيطان মহিলারা শয়তানের রশি।

আর নজরের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسٍ

শয়তানের তীর সমূহের মধ্য থেকে একটি তীর হলো নজর।

(৪) ফজর থেকে জোহর অথবা আছর পর্যন্ত এক হাজার বার এস্তেগফার পাঠ করবে।

(৫) জোহর বা আছর থেকে ইশা পর্যন্ত যে কোন একটি দুরুদ পাঠ করবে।

(৬) প্রত্যেক নামাযের পর দেলকে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে রুজু করে এক শত বার আল্লাহ শব্দের জিকির করবে।

(৭) ফজর ও মাগরীবের নামাযের পর ২১ বার করে সূরা এখলাস পাঠ করে তার সওয়াব সমস্ত নবী ও আজওয়াজে মুতাহ্হারাত ও সাহাবায়ে কেরাম ও সমস্ত নেক লোকদের রুহের উপর বকশেশ করে দিবে।

নতুন মুদাব্বিরদের জন্য করণীয়

মুদাব্বির যদি চায় যে, তার রুহানী শক্তি মজবুত হোক এবং সমস্ত ফেতনা থেকে বেচেঁ থাকুক, তাহলে তার জন্য করণীয় হলো সহীহ আকিদাওয়ালা একজন বুজুর্গেরে হাতে বায়াত গ্রহণ করবে।

বা'য়াত এর অর্থ

বায়া'ত এর অর্থ হলো, ক্রয় বিক্রয় করা।

বায়া'ত এর প্রকার সমূহের মধ্য থেকে এক প্রকার হলো بيعت الاصلاح و التوبة এই প্রকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গের হাতে হাত রেখে পূর্বের গোনাহ এর উপর লাঞ্ছিত হয়ে ভবিষ্যতে ঐ গোনাহ না করার পাকাপুক্ত ইরাদা করা এবং আল্লাহ তা'য়ারার হুকুম সমূহ পালন করার মাধ্যমে রুহানী শক্তিকে বৃদ্ধি করা ও খাহেশী নফসকে দমিয়ে দেওয়া।

বায়া'ত দ্বারা উদ্দেশ্য

বায়া'ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'য়ালাকে রাজি করা, আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর মুহাব্বত নিজের মধ্যে কায়েম করা। খারাপ আমল ও খারাপ চরিত্র থেকে নিজের জীবনকে দূরে রাখা।

রুহানী শক্তি বৃদ্ধি করার আরো একটি শক্তিশালি আমল

প্রত্যেক আমলের চর্চাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় হল, জিন, মুয়াক্কেল এবং হাজিরাতের আমল করার পূর্বে নিজের ভিতরে রূহানী শক্তি তৈরি করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করা।

এর জন্য একটি সহজ পদ্ধতি হল- প্রতিদিন ৫০৫ বার নিচের পবিত্র নামগুলো পাঠ করা

يَا هَادِيُّ يَا خَبِيرُ يَا مَتِيْنُ يَا عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

এই আমলের আগে ও পরে **১১** বার করে 'দুরুদে ইব্রাহিমি' পাঠ করতে হবে।

ফজিলত ও উপকারিতা:

ইনশাআল্লাহ, এই মোবারক নামগুলোর বরকতে আমলের চর্চাকারীর ভিতরে অত্যন্ত শক্তিশালী রূহানী ক্ষমতা তৈরি হবে।

এর ফলে হাজিরাত এবং তাসখিরের সকল আমল শতভাগ সফলতার সাথে কার্যকর হবে।

শিক্ষার্থী ও অভিজ্ঞ উভয়ের জন্যই এটি এক মূল্যবান উপহার।

রুজআত থেকে বাঁচার অতিচমৎকার আমল

প্রিয় মুদাব্বির ভায়েরা, পুরানো শত শত বই পড়ে ফেললেও যদি তা শুধুই জ্ঞান বাড়ায়, বাস্তব সফলতা না আসে, তাহলে তা খুব একটা উপকারে আসে না।

তাই রূহানী আমল ও তদবিরের জগতে প্রবেশ করার আগে অবশ্যই একজন ওস্তাদের অধীনে থাকা আবশ্যক।

একটা বিখ্যাত প্রবাদ আছেঃ প্রত্যেক বিন্দুর জন্য একজন ওস্তাদ থাকে। আর ওস্তাদই একজন আমলকারীকে আমলের উত্থান-পতনের পুরো অভিজ্ঞতা ও নির্দেশনা দিতে পারেন।

ওস্তাদ ছাড়া আমল শুরু না করুন

আমল করার আগে ইজাজত নেওয়া জরুরি। যদি একজন ওস্তাদ অধীনে আমল করা হয়, তাহলে দিনের কাজ ঘণ্টায়, সপ্তাহের কাজ দিনে শেষ হয় ইনশাআল্লাহ। সফলতা শতভাগ নিশ্চিত হয়।

রজআত থেকে বাঁচার জন্য দু'টি মূল্যবান আমলঃ

আমল-১ঃ সূরা ইনশিকাক

যে ব্যক্তি কোনো রূহানী আমল করার সময় নিচের সূরাটি পাঠ করে নেয়, সে ইনশাআল্লাহ সেই আমলের রজআতের থেকে নিরাপদ থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْۙ﴿۱﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْۙ﴿۲﴾ وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْۙ﴿۳﴾ وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْۙ﴿۴﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْۙ﴿۵﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِۚ﴿۶﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖۙ﴿۷﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًاۙ﴿۸﴾ وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًاؕ﴿۹﴾ وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ

ظَهْرِهٖ ۙ﴿۱۰﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ؕ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ
مَسْرُوْرًا ؕ﴿۱۳﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۛ﴿۱۴﴾ بَلٰى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ؕ﴿۱۵﴾
فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ﴿۱۶﴾ وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ ۙ﴿۱۷﴾ وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ﴿۱۸﴾ لَتَرْكَبُنَّ
طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ؕ﴿۱۹﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۲۰﴾ وَ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا
يَسْجُدُوْنَ ۩ ﴿۲۱﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۙ﴿۲۲﴾ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۚ﴿۲۳﴾
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۲۴﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُوْنٍ ﴿۲۵﴾

এই সূরা পড়লে ইনশাআল্লাহ যেকোনো রজআত থেকে হেফাজত থাকবে।

আমল-২: যদি রজআতের কারণে ক্ষতি হয়ে যায় যেমন: পাগল হয়ে যাওয়া বা জাদুতে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি। তাহলে সকালবেলা সূর্য উঠার পর নিচের নিয়মে আমল করতে হবে:

দুআয়ে কুনুত - প্রথমে **১১** বার পাঠ করুন। এরপর **১০১** বার পড়বেন দুরুদে ইব্রাহিম

তারপর আবার **১১** বার দুয়ায়ে কুনুত পাঠ করুন। এই আমল ৩ দিন চালিয়ে যাবেন। যদি রুগ্ন ব্যক্তি নিজেই এই আমল পাঠ করে, তাহলে কানে ফুঁক দেওয়ার দরকার নেই, শুধুমাত্র পাঠ করাই যথেষ্ট।

এটি যেকোনো রজআত, জাদু, বা মানসিক সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য পরীক্ষিত আমল।

হাজিরাতের আদব

কিছু আমেল অভিযোগ করেন যে, তাঁরা বুযুর্গদের দেখানো পথে আমল করলেও সফলতা লাভ করেননি এবং হাজিরাত সম্ভব হয়নি। এমন লোকেরা সাধারণত হাজিরাতের আদব ও শর্ত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন। অনেকেই শুধু বই পড়েই হাজিরাত শুরু করে দেন এবং ব্যর্থ হলে নিজের ভুল বুঝার পরিবর্তে রুহানি আমলের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে পড়েন।

এই কারণে, হাজিরাতের পদ্ধতি লেখার আগে পাঠকদের জন্য হাজিরাতের আদব ও শর্তগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন মনে হয়েছে, যাতে তারা ব্যর্থতার মুখ না দেখে।

১. প্রথম শর্ত হলো, আমিল ওযু অবস্থায় থাকবে। তার পোশাক পরিষ্কার ও পবিত্র হবে এবং কোনো সুগন্ধি (আতর) দ্বারা সুবাসিত থাকবে।

২. যে পদ্ধতিতে হাজিরাত করা হবে তা আমিলের মুখস্থ থাকবে এবং উচ্চারণ ও শব্দের সঠিকতা বজায় রেখে পাঠ করতে পারার যোগ্যতা থাকবে।

৩. যে ঘরে হাজিরাত করা হবে তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও পরিষ্কার থাকবে। সেখানে পূর্বে কোনো জিনা বা মদপান হয়নি, টিভি চলে না, এবং কোনো প্রকার গোনাহের কাজ হয় না।

৪. ঘরটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। যদি জানালা থাকে, হাজিরাতের সময় তা বন্ধ করে দিতে হবে।

৫. ঘরে কোনো নারী-পুরুষের অশ্লীল বা নগ্ন ছবি থাকবে না, এমনকি ক্যালেন্ডারেও না।

৬. হাজিরাতের সময় কেউ ধূমপান করবে না। বরং আরও ভালো হয় যদি সেই ঘরে আগে থেকেই ঘণ্টা দুয়েক ধূমপান না হয়।

৭. হাজিরাতের সময় কোনো এমন নারী ঘরে থাকবে না, যার মাসিক চলছে। কোনো এমন নারী বা পুরুষ ঘরে থাকবে না, যার উপর গোসল ফরজ (জুনুবী) হয়েছে।

৯. আমেলের নিয়ত পরিষ্কার ও খাঁটি হওয়া চাই। হাজিরাত যেন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে না হয়, বরং মানুষের কল্যাণ এবং সৃষ্টির উপকারের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। অন্যথায় মুয়াক্কিল অসন্তুষ্ট হয়ে আমেলের ক্ষতি করতে পারে।

১০. আমেল কোনো তরিকার যাকাত আদায় করার পর কাছাকাছি কোনো শিশুর উপর হাজিরাত করতে পারেন। এ সময় মনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাখবেন এবং মুয়াক্কিলদের থেকে তার উত্তর চেয়ে নিবেন।

১১. যেসব হাজিরাতে যাকাত দেওয়ার শর্ত থাকে, সেগুলো যাকাত ছাড়া করবেন না তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

যাকাত খোলার পদ্ধতি

হাজিরাতের সময় আমেল একটি সিল গ্রহণ করে তাতে আজিমত পড়ে 'মামুল'-এর বুকে ফুঁক দেবে। এই পদ্ধতিটি যাকাত খোলার কার্যকর উপায় হিসেবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

হাজিরাতের পর আচরণ

হাজিরাত শুরু হলে 'মামুল'-এর মাধ্যমে আদবসহ সালাম জানানো হবে। হাজির মুয়াক্কিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এরপর প্রশ্ন বা অনুরোধ পেশ করা

হবে। আমল শেষ হলে আবার মুয়াক্কিকলদের ধন্যবাদ জানাতে হবে এবং সম্মানজনকভাবে বিদায় জানাতে হবে।

যাদের ওপর হাজিরাত করা যাবে না

(১) যে শিশু বা ব্যক্তি জিন বা সিহরের (জাদু) প্রভাবে আক্রান্ত।

(২) গর্ভবতী নারী।

(৩) যে নারীর চুল কাটা, বা যার নখে নেইল পলিশ লাগানো আছে।

(৪) মুশরিক (অবিশ্বাসী) নারী বা পুরুষ।

(৫) চোখে ত্রুটি আছে এমন শিশু বা ব্যক্তি যেমন চোখ কানা, কুঁজো, বা দৃষ্টির গুরুতর ত্রুটি।

(৬) শারীরিকভাবে দুর্বল বা অসুস্থ শিশু।

হাজিরাতের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি

সবচেয়ে ভালো যদি ১০ বছরের কম বয়সী একটি সম্পূর্ণ সুস্থ শিশু নির্বাচন করা হয়। ছেলে বা মেয়ে হওয়া নিয়ে সাধারণত বাধ্যবাধকতা নাই। তবে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ করা থাকলে সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

হাজিরাতের নির্দিষ্ট সময়

হাজিরাতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই, তবে নামাজের সময় এবং যে সময়ে নামায পড়া মাকরুহ সে সময় হাজিরাত করা থেকে বিরত থাকবে।

হিসার (সুরক্ষা বেষ্টনী)

হাজিরাতের সময় আমেলের নিজে, মামুল (যার ওপর হাজিরাত হচ্ছে) ও প্রয়োজনে রোগীর জন্য সুরক্ষা বেষ্টনী বা 'হিসার' তৈরি করা আবশ্যক। এটি দোয়া বা আজিমত পড়ে ফুঁক দিয়ে করা যায়, অথবা বৃত্ত আকারে প্রতিরক্ষা চিহ্ন তৈরি করেও করা যায়। যেভাবেই হোক, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেই হবে।

হাজিরাতের শুরুর লক্ষণ

যখন হাজিরাত শুরু হয়, মামুল প্রথমে ছোট ছোট তারা বা জোনাকির মতো আলো দেখে। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসে। মাথা ভারী হয় এবং চোখে চাপ অনুভব হয়। এরপর হঠাৎ সব কিছু স্পষ্টভাবে দেখা যেতে থাকে এটাই হাজিরাতের শুরু।

হাজিরাতের পর কিছু কাজ

হাজিরাত শেষ হলে আমেলের উচিত কিছু না কিছু সদকা (দান) করা এবং এর সওয়াব 'বুজুর্গদেরকে পৌঁছানোর নিয়ত করা।

হাযিরাত করে জুয়ার নম্বর জানা, অথবা কাউকে অপমান করার উদ্দেশ্যে গোপন তথ্য বের করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ।

এটি কোনও প্রকৃত আ'মেল (আধ্যাত্মিক চর্চাকারী) এর জন্য শোভনীয় নয় যে, সে বেআইনি বা অন্যায় উদ্দেশ্যে হাযিরাত করে, যেমনঃ কাউকে সামাজিকভাবে অপমান করা,গোপনীয়তা ভেঙে সমাজে অশান্তি ছড়ানো, জুয়ার নম্বর, কারো ব্যক্তিগত বিষয় জানার চেষ্টা করা।

মনে রাখবেন! আমল বা আধ্যাত্মিক সাধনায় সফলতার জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্যঃ

১. গোপনীয়তা

২. ইচ্ছাশক্তি

৩. বিশ্বাস

যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে আমল ব্যর্থ হবে। এই ভেবে আমল করা যে আমি পরিক্ষা করবো এটা ভুল। বরং কামিয়াবী হবেই এই নিয়তে করতে হবে।

এইসব কোনো চিকিৎসা, হিকমত বা কেমিস্ট্রি নয় যে পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা করা যায়।

তাই এই আমলকে কখনো পরীক্ষামূলকভাবে করবেন না, করলে নিশ্চিত ব্যর্থ হতে হবে।

১ নাম্বার পন্থাঃ যে কোন মুয়াক্কিলকে ডেকে কাজ করা ও হাজিরা দেখার উপায়

এই আমল যে ব্যক্তি করবে সে আজীব ও আশ্চার্য্য কিছু হাসিল করবে।

আমল করার পদ্ধতি

নিম্নের আয়াতটি প্রতিদিন একশত এক বার পাঠ করবে। তবে প্রতিবার পাঠ করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে কসম করবে। আয়াতটি এইঃ

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ﴿۲۹﴾ يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ﴿۳۰﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ﴿۳۱﴾

(সূরা ইয়াছিন ২৭-৩১)

আল্লাহ তা'য়ালার নামে কসম কিভাবে করবে

আয়াত পড়ার পূর্বে وَ اللّٰهِ শব্দ বৃদ্ধি করে পড়বে।

অতঃপর নিম্নের আয়াতটি এক বার পাঠ করবে।

وَ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ﴿۵۱﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ﴿۵۲﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ﴿۵۳﴾

(সূরা ইয়াছিন ৫১-৫৩)

এই আমল ৪০ দিন করবে। ৪০ তম দিনে পায়েশ রান্না করে খাওয়াবে। এবার জাকাত আদায় হয়ে গেলো। এরপর থেকে প্রতিদিন ঐ আয়াত ১১ বার পাঠ করে নিচের আয়াত ১ বার পাঠ করবে।

এবার আপনি যখনই যে কোন মুয়াক্কিলকে হাজির করতে ইচ্ছা করবেন, ৭ বার ঐ আয়াত পাঠ করে যে কোন মুয়াক্কিলকে ডাক দিলে সে সাথে সাথে চলে আসবে। আর আপনি যা বলবেন সে তাই করবে।

সতর্কতাঃ ফখর অহংকার ও কারামতি দেখানোর নিয়তে করলে উপকার পাওয়া যাবে না।

কিভাবে বুঝবেন যে মুয়াক্কিল এসেছে

বাঁচ্চাদের চোখের সামনে হাজির করলে বাচ্চা দেখতে পাবে, নখের মধ্যে কাজল মেখে তাতে হাজির করলেও দেখতে পাবে। রোগীর চোখের সামনে হাজির করলে রোগী দেখতে পাবে। আর মুদাব্বির নিজে জানতে চাইলে ঐ আয়াত ৭ বার পাঠ করে চোখ বন্ধ করে মনে মনে নিয়ত করবে যে, মুয়াক্কিল হাজির হলে আমার মাথাকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দাও, আপনি মাথা স্বাভাবিক রাখলে আপনি অনুভব করতে পারবেন যে আপনার মাথা ডান দিকে চলে যাচ্ছে। তবে মনে রাখবেন আপনি যদি মাথা ঝোর করে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেন তাহলে আপনার মাথায় প্রচুর চাপ পড়তে পারে। তাই করে মাথা স্বাভাবিক না রাখা ভালো। আর হালকা মাথা ডান দিকে যেতে থাকলে আপনি চোখ খুলে ফেলবেন কারণ আপনি তো বুঝেই গিয়েছেন যে, সে এসে হাজির হয়েছে।

২ -আয়নার মাধ্যমে নিজেই হাজিরাত করুন

বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু করে, আয়াতুল কুরসি প্রতিদিন ১১০০ বার করে একটানা ১১ দিন পাঠ করুন। এরপর আপনি এই আমলের "আমেল" হয়ে যাবেন। যখনই হাজিরাত করার প্রয়োজন হবে, তখন প্রচলিত পদ্ধতিতে হাজিরাত করুন।

যদি আয়নার উপর হাজিরাত করতে চান, তবে মাত্র ১১ বার আয়াতুল কুরসি পড়ে আয়নার উপর ফুঁক দিন। এর মাধ্যমে আপনি আপনার কঠিন সমস্যাসমূহ সম্পর্কে শতভাগ সঠিক তথ্য জানতে পারবেন। এই হাজিরাত বড়দের, যুবকদের, পুরুষ-মহিলা ও শিশুদের জন্য উপযোগী।

যদি আপনি জাকাত আদায় করতে না পারেন, তবে হাজিরাতের সহজ পদ্ধতি হলোঃ একটি ছোট নীল রঙের শিশি নিন। এখন সেই শিশিতে ৩ বার দুরুদ শরীফ এবং ৩ বার আয়াতুল কুরসি পড়ে ফুকঁ দিন। এরপর প্রায় ১০ মিনিট শিশিটির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থাকুন। যদি দেরি হয়, তবে ২-৩ বার করুন। মুয়াক্কিল দ্রুত হাজির হবে। এরপর আপনি তার সাথে প্রশ্ন-উত্তর করতে পারেন।

তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, এশার নামাজের পরে ৩ বার আয়াতুল কুরসি পড়ে শিশির উপর ফুক দিন এবং শিশিটি বন্ধ করে রাখুন।

৩- নখের উপর হাজিরাত করে যে কোন সমস্যা জানার উপায়

নিচের আয়াতটি একটি সাদা কাগজে লিখুন। এরপর ভালোভাবে আতর ছিটিয়ে তাকে সুগন্ধি করুন।আমেল (যিনি আমল করবেন) এবং যার ওপর আমল করা হবে দুজনই ওজু অবস্থায় থাকবেন। এখন সেই আয়াতটি ডান

হাতে রেখে মুঠো বন্ধ করুন। তারপর আঙুলের নখে কাজল লাগিয়ে তার উপর আতর দিন, এবং গভীরভাবে তাকিয়ে দেখুন। প্রায় ৫ মিনিট পর মুয়াক্কিল হাজির হবে। এরপর তার সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তর করুন। ইনশাআল্লাহ, প্রতিটি প্রশ্নের শতভাগ সঠিক উত্তর আপনি পাবেন।

এই হাজিরাতকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, প্রতি দিন এশার নামাজের পরে ৪১ বার এই আমলটি পড়তে হবে। প্রতিবার পাঠের শুরু ও শেষে তিন বার দুরুদ শরীফ পড়তে হবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

طٰهٰ طٰسٓمٓ كٓهٰيٰعٓصٓ يٰسٓ وَٱلْقُرْآنِ ٱلْحَكِيمِ حٰمٓعٓسٓقٓ نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

৪- আয়নার উপর হাজিরাতের সহজ উপায়

اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَافِظُ وَأَنَّا الْمَحْفُوظُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَحْفُوظَ إِلَّا الْحَافِظُ؟ يَا حَافِظُ، يَا حَافِظُ يَا حَافِظُ

আমল করার পদ্ধতি

উপরের উল্লেখিত দুআটি ১১ দিন ধরে প্রতিদিন ১১ বার পড়ুন। প্রতিবার শুরুতে ও শেষে ১১ বার করে দুরুদ শরীফ পড়বেন। এরপর ২ রাকাআত সালাতুল হাজত আদায় করুন এবং দোআ করুন: "হে আল্লাহ! আমাকে এই আমলে কামিয়াবী দান করুন। এরপর ২ রাকাআত শোকরানা নামাজ (কৃতজ্ঞতার নামাজ) আদায় করুন।

যখনই হাজিরাতের প্রয়োজন হবে

একটি বড় আয়না নিন উপরের উল্লেখিত দোআ মাত্র ১১ বার পড়ে আয়নার উপর ফুঁক দিন অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই হাজিরাত শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

এটি এমন এক হাযিরাত যার মাধ্যমে আপনি আপনার প্রতিটি বিষয়ের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য জানতে পারবেন। এই হাযিরাত বড়দের ও ছোটদের জন্য সমানভাবে কার্যকর।

আপনি এই হাযিরাত যে কোনো পদ্ধতিতে করতে পারেন। যেভাবেই করুন, ইনশাআল্লাহ প্রতিটি প্রশ্নের শতভাগ সঠিক উত্তর মিলবে।

৫- রোগীকে নিজের হাতের তালুতে তার কি সমস্যা দেখানোর হাজিরাত

রোগী যদি আপনার নিকট উপস্থিত থাকে ভালো কথা আর যদি না থাকে তাহলে ভিডিও কলে গিয়ে মুদাব্বির নিজে সূরা ফীল ৭ বার পাঠ করে নিজের হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে অনুদাবন করবে যে জিনের সমস্যা আছে কি না? যদি মনে হয় তাহলে রোগীকে হাত দেখাবে আর সাথে সাথে আরো তিন বার সূরা ফীল পাঠ করে রোগীর উপর ফুঁক দিবে। তাহলে রোগী নিজে মুদাব্বিরের হাতের মধ্যে তাকে যে জিন ক্ষতি করতেছে তা দেখতে পাবে বা রোগীর শরীরে জিন হাজির হয়ে কথা বলবে।

তবে মনে রাখবেন সব রোগীর ক্ষেত্রে এটা ফায়দাজনক নাও হতে পারে। তবে অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে হবে।

৬- একজন অন্ধ আল্লাহওয়ালার পরামর্শ নেওয়ার হাজিরাত

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حَسْبِي رَبِّي جَلَّى ٱللَّهُ

مَا فِي قَلْبِي غَيْرُ ٱللَّهِ

نُورٌ مُجَسَّمٌ صَلَّى ٱللَّهُ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ (مرتين)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ

এই হাজিরাতের আমলটি একটি বারো বছর বয়সী মেয়ে উদ্ভাবন করেছে। আমার যতটুকু গবেষণা, তাতে দেখা গেছে বাহ্যিকভাবে সে একটি সাধারণ মেয়ে হলেও আভ্যন্তরীণভাবে তার ভেতর কিছু অসাধারণ গুণাবলি রয়েছে। একদিন একটি বিষয়ে খুশি হয়ে সে আমলটি আমাকে দান করেছিল।

এই আমলের মাধ্যমে একজন অন্ধ বুড়ো অলী বা বুযুর্গ হাজির হন। এই আমলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর জন্য কোনো চিল্লা (সাধনা) বা কঠিন রিয়াজত প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য তা হলো, আপনি যে কোনো সমস্যার উত্তর ১০০% সঠিকভাবে পাবেন।

এবং আপনি যেকোনো কাজ বললেই, চোখের পলকে তা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

নোট: যে লাইনের পাশে (২) লেখা থাকবে, সেটি দুইবার পাঠ করতে হবে।

এই হাজিরাতে একজন বিশাল কদরওয়ালা অন্ধ বুযুর্গ হাজির হন, এবং তিনি নিজেই উপরোক্ত আমলটি উচ্চারণ করতে থাকেন। তাঁর কণ্ঠ এতটাই মধুর এবং সুরেলা যে, মনে হয় বারবার সেই আওয়াজ শুনতে থাকি, যেন আসমান-জমিন সেই শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

এই বুযুর্গ দু'চোখেই অন্ধ। তবে নিজের জন্য কখনো কিছু চাননি। চাইলে আল্লাহর কাছে নিজের চোখও চাইতে পারতেন। কিন্তু তিনি দুনিয়ার মানুষের উপকার করার জন্য সব কিছু আল্লাহর কাছে চেয়েছেন।

এখন এটা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয় যে, আপনি যা কিছু বলবেন যদি উদ্দেশ্যটি বৈধ হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ হবে। আর আপনি যে প্রশ্নই করবেন, তার উত্তর পাথরে খোদাই করা লেখার মতো স্পষ্ট ও নির্ভুল হবে।

হে তলবকারী (তালিব)! এটা জেনে রাখো হাজিরাত সংক্রান্ত এমন অনেক গোপন রহস্য উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো অনেক অভিজ্ঞ "হাজিরাতকারীরা" গোপন রেখেছিল।

আমার কাজ হলো এই গোপন রহস্যগুলো প্রকাশ করা, আর তোমার কাজ হবে পরিশ্রম করা।

কিছু হাজিরাতের এমন আমলও এখানে লেখা হচ্ছে, যেগুলো নিয়ে কিছু আলেম বা পীর মনের মর্জিমতো চিল্লা (সাধনা) বা রিয়াজতের শর্ত বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা পরীক্ষা করে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

এই হাজিরাতের বিশেষ নিয়মঃ বয়সের কোনো বাধা নেই, যে কেউ এই হাজিরাত করতে পারে। এই হাজিরাতের কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই, তবে যাকে "মামূল" (যার উপর হাজিরাত হবে) ধরে নেয়া হবে, তাকে বসিয়ে রাখা হবে এবং জোর দিয়ে বলা হবে যেন চোখ বন্ধ রাখে। তারপর আমলটি তিনবার পড়ে, মামূলের উপর ফুঁক দিতে হবে।

এরপর মামূল একটি বনের মতো জায়গা বা কোনো সুন্দর বাগান দেখতে পাবে, যেখানে একজন অন্ধ বুযুর্গ (বড় অলী) দাঁড়িয়ে থাকবেন।

তার নাম হবে মুহাম্মদ ওক্কাস। তাঁর পোশাক হবে সবুজ, নগ্ন পায়ে, কাঁচা রঙের তাসবিহ হাতে, সবুজ টুপি মাথায় এবং দুই হাত ঝুলে থাকবে।

হাজির (عامل) ব্যক্তিকে বলা হয় যেন মামূলের মাধ্যমে সেই বুযুর্গকে সম্মান ও বিনয়ের সাথে সালাম করে।

যখন সালামের উত্তর পাওয়া যাবে, তখনই প্রশ্ন করা যাবে। তবে খুব সাবধানতার সাথে কথা বলতে হবে কোনো অনুচিত বা হারাম উদ্দেশ্যের প্রশ্ন করা যাবে না।

এই হাজিরাত করার জন্য কেবলমাত্র অনুমতি (ইজাযত) প্রয়োজন।

এই হাজিরাতগুলো طلسماتي دنيا কিতাবের মধ্যে আছে।

৭ - আয়নায় দেখার হাজিরাত

سَلٰمٌ ۚ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

সূরা ইয়াছিনের এই আয়াত হাযিরাতের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। এই আয়াতের সঙ্গে সংযুক্ত মুয়াক্কিল আমলকারীর সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা দেন এবং জোরালো রূহানী সাহায্য করে থাকেন। এটি একটি দুর্লভ ও অতুলনীয় হাযিরাতের পদ্ধতি।

যারা হাযিরাত করতে চান, তাদের জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। সঠিক নিয়মে করলে ইনশাআল্লাহ ব্যর্থতা হবে না।

যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

আরবী মাসের প্রথম জুম'য়ার রাতে এশার নামাজের পর শুরুতে ও শেষে ১১ বার করে দুরুদে ইব্রাহিমী পাঠ করবে অতঃপর উক্ত আয়াত ১১ শত বার পাঠ করবে এভাবে মোট ২১ দিন।

শর্তঃ প্রতিদিন একই সময় ও একই স্থানে আমল করতে হবে।

শেষ দিনে করণীয়: সকল নবী, অলিয়া, এবং মুয়াক্কিলদের জন্য কিছু দুধের রান্না পায়েশ বাচ্চাদেরকে খাওয়াবে।

হাযিরাতের জন্য ব্যবহার ও প্রয়োগ

আয়নায় হাজিরাতের চমৎকার একটি হাজিরাত

যদি পরবর্তীতে যদি হাজিরাতের প্রয়োজন হয়, তবে এমন কোনো মুয়াক্কিল নির্ধারণ করুন যার মধ্যে মুয়াক্কিল সহজেই হাযির হয়। বয়সের কোনো বাধা নেই। সে যে কোনো বয়সের হতে পারে।

একটা পরিষ্কার আয়না নিয়ে তাতে কাজল লাগিয়ে মামুলের হাতে দিয়ে উক্ত আয়াত ২১ বার পাঠ করে মামুলের উপর ফুঁক দিবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে মুয়াক্কিল আয়নায় এসে হাজির হবে যা জিজ্ঞাসা করবেন তার উত্তর পেয়ে যাবেন। তবে খবরদার গায়েবের কোন বিষয় তাকে জিজ্ঞাসা করবে না।

যে রোগীদের জিনের সমস্যা তাদের হাজিরা রোগীর নিজের মাধ্যমেই করা যাবে আয়না রোগীর হাতে দিলে সে নিজেই তার সমস্যা দেখতে পারবে তবে মনে রাখতে হবে সব রোগীর ক্ষেত্রে এটা প্রজোজ্য নাও হতে পারে।
كائنات حاضرات٥٧

৮-মারাত্মক রোগী হলে এই হাজিরা করবে

এই হাযিরাতের জন্য এমন একটি কক্ষ নির্বাচন করুন যা নিরিবিলি, একান্তে এবং সম্পূর্ণ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। সেই কক্ষে কোনো ধরনের শব্দ, গোলমাল বা অশান্তি থাকা উচিত নয়।

কক্ষের পরিবেশ এমন হতে হবে যাতে মুয়াক্কিল বিরক্ত না হয় অর্থাৎ কক্ষটি শান্ত, মনোযোগপূর্ণ ও হৃদয়ের প্রশান্তি সহকারে প্রস্তুত রাখতে হবে।

বিশেষ দিন ও নিয়মাবলী:

এই আমল বৃহস্পৃতিবার দিবাগত রাতে করবে। চন্দ্রগ্রহণ এর সময় যেন না পড়ে, তা খেয়াল রাখতে হবে।

কক্ষ প্রস্তুতি:

১. কক্ষে একটি খালি চেয়ার রেখে এবং তার উপর সাদা কাপড় বিছিয়ে দিন।

২. সাদা কাপড়টি সুগন্ধি আতর দিয়ে সুগন্ধিত করে দিন।

৩. প্রয়োজনে ঘরে আগরবাতি জ্বালাতে পারেন।

এবার যা করতে হবে

১. মামুল (যার ওপর হাযিরাত হয়) তাকে সেই চেয়ারের সামনে বসান।

২. তাকে বলে দিন যে চেয়ারটির দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকবে এবং মনোযোগ নষ্ট করবে না।

৩. আমলকারী (عامل) নিজে বসে নিচের আমল শুরু করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

পাঠের নিয়ম:

এই আয়াতটি ১০০ বার পড়তে হবে। এর আগে ও পরে ১১ বার করে দুরুদে ইব্রাহিমী' পড়তে হবে।

ফলাফল (যা ঘটতে পারে)

আমল চলাকালীন বা কিছুক্ষণের মধ্যে সেই খালি চেয়ারে একটি বিরাট চেয়ারের ছায়া বা মুয়াক্কিল উপস্থিতি দেখা যাবে।

সেই চেয়ারে একজন ব্যক্তি বসে থাকবে এবং জিজ্ঞেস করবে: তুমি আমাকে কেন ডেকেছো?

আমলকারী তখন বলবে: আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই এবং হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কাজে আপনার সাহায্য চাই। সে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেবে।

পরবর্তী সময়:

এরপর থেকে এই হাযিরাতের জন্য দিন ও সময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। শুধুমাত্র কক্ষ প্রস্তুত করে এবং মামুলকে চেয়ারের সামনে বসিয়ে এই প্রক্রিয়া পুনরায় করলে মুয়াক্কিল হাজির হবে এবং সাহায্য করবে।

বিশেষ নির্দেশনা:

শিশুদের ওপর এই হাযিরাত হয় না।

এই আমলকে যাকাতের নিয়তে একবার করলে, এরপর থেকে বারবার করতে হলে আলাদা নিয়তের দরকার হয় না।

আপনি যদি এই আমল শুরু করতে চান, তবে অবশ্যই বিশুদ্ধ নিয়ত, পরিপূর্ণ পরিপাকতা ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরণের রূহানী আমল করার আগে কোনো বিশ্বস্ত আলেম বা মুদাব্বিরের পরামর্শ নেওয়া উত্তম। كائنات حاضرات٦٣

৯ - ইসমে জাত দ্বারা হাজিরাত

"اسم الله" এর সাধনায় এমন সব গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে, যেগুলো সাধকের রুহানী জগতে প্রবেশের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। এই সাধনার অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলো নিজ নিজ সাধনের স্তর এবং সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

আমি এখানে এমন কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করছি, যেগুলোর মাধ্যমে রুহানী শক্তি অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পায় এবং রূহানী নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা যায়।

আয়না তৈরী করার নিয়ম

একটি ৪ * ১০ ইঞ্চি মাপের আয়না নিন। আয়নার মাঝখানে "الله" নামটি লিখুন।

আমলের সময় ও স্থান

রাতের ইশা ও ফজর নামাজের মাঝখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন।

সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাত ২টা থেকে ৩টার মধ্যে, কারণ এই সময় রূহ ভারসাম্যের অবস্থানে থাকে। নির্ধারিত সময়ে একটি নির্জন ও শান্ত পরিবেশে যান, যেখানে কেউ বিরক্ত করবে না।

পেট খালি বা হালকা থাকবে (খাবার হজম হওয়া উচিত)।

আমলের সঠিক পদ্ধতি

১. উত্তর দিকের দেয়ালে আয়নাটি এমনভাবে লাগান যেন চোখের সোজাসুজি হয়।

২. ওযু করে বসুন এবং একটি আগরবাতি জ্বালান।

৩. ধীরে ধীরে "আল্লাহ" নামটি জিকির করতে থাকুন এমনভাবে যেন প্রতিদিন প্রায় ১৫ মিনিটে ৬৬ বার জিকির সম্পন্ন হয়।

৪. জিকির শেষে আয়নায় লেখা "আল্লাহ" নামটির দিকে অভিমুখী হয়ে তাকান, এমনভাবে যেন চোখের পলক না পড়ে এবং দৃষ্টি এদিক-ওদিক না যায়।

৫. শুরুতে ৩০ মিনিট এভাবে তাকিয়ে থাকার চর্চা করুন।

৬. এরপর প্রতিদিন সময় ১-২ মিনিট করে বাড়ান, যতক্ষণ না আপনি ১ ঘণ্টা পর্যন্ত নিরবিচারে তাকিয়ে থাকতে সক্ষম হন।

৭. এভাবে নিয়মিত আমল চালিয়ে যেতে হবে।

জীবনযাপনে পরিশুদ্ধতা আনতে হবেঃ খাবার হতে হবে হালকা ও সহজপাচ্য। কম খাওয়ার, কম ঘুমানোর ও কম কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করুন। সময় নষ্ট না করে বাকি সময় আল্লাহর জিকির ও ইবাদতে কাটান। মিথ্যা বলবেন না, অসৎ উদ্দেশ্য রাখবেন না, এবং আত্মাকে পবিত্র রাখুন।

আমলের ফলাফল

কিছুদিন এই আমল করার পর আয়নায় লেখা "আল্লাহ" নাম উজ্জ্বল হতে শুরু করবে। মনে হবে আপনার চেতনা অন্য এক জগতে প্রবেশ করছে।

অবশেষে সম্পূর্ণ আয়না আলোয় ভরে উঠবে এই আলোই হচ্ছে আত্মার ভেতরের আলোর প্রকাশ।

এই নূর মূলত "الله" নামের বরকতে প্রকাশ পায় এবং সাধকের মধ্যে روشن ضميرى অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি জন্মায়।

এই আমল একটি রূহানী খজানা, যা শুধুমাত্র আহলে যৌক বা আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য সংরক্ষিত।

এটা আল্লাহওয়ালাদের এক গোপন রহস্য, যা অযোগ্য বা জ্ঞানহীনদের থেকে গোপন রাখা শ্রেয়।

বিশেষ নির্দেশনা:

পুরো আমল চলাকালীন জালালি ও জামালি উভয়ের প্রতি পূর্ণ পরহেজগারী রাখতে হবে।

আমলটি অন্তত ১,২৫,০০০ বার পূর্ণ করতে হবে।

হাসিল হওয়ার পর কি কি করতে পারবেন

আপনি এই আমল হাসিল হওয়ার পর থেকে রোগীর যে কোন সমস্যা দেখতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আয়নার মাধ্যমে নিজে হাজিরাত করার উপায়

১. একটি নতুন আয়না ক্রয় করে, আয়নার মাঝখানে কালো কালিতে একটি গোল বৃত্ত একে নিবেন। এরপর সেই বৃত্তে গোলাপ ও আতর লাগিয়ে দিন।

আমল শুরু করার সময়

রাত ১২টা (মধ্যরাত) থেকে নিচের আমল শুরু করুন। কালো বৃত্তটির মধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখুন এবং নিচের কালিমাগুলো পাঠ করুন ২১০০ বার

يَا بَدِيعُ العَجَائِبُ يَا كَاشِفُ القَرَائِبُ

বিশেষ নির্দেশনা

আমলের শুরুরতে ও শেষে ১০১ বার দুরুদে ইবরাহিম পাঠ করবেন। আমল অবশ্যই পূর্ণ আস্থা ও একিনের সাথে করবেন।

চিল্লার নিয়ম (৪০ দিনের সাধনা)

এই আমল ৪০ দিন (চিল্লা) অবিরাম করতে হবে।শেষের দিকে আয়নার বৃত্তের মধ্যে মুয়াক্কিলের উপস্থিতি শুরু হবে। দেখা শুরু হলেই তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না, যতক্ষণ না চিল্লা সম্পূর্ণ হয়। ৪০ দিন পূর্ণ হলে, তারপর তাদের সঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছায় কথা বলা সম্ভব হবে।

সতর্কতা ও শর্তাবলি

নিয়মিত জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে। ক্লান্তি বা অলসতা ছাড়াই নিরবিচারে আমল চালিয়ে যেতে হবে। দ্রুত ফায়দা পাওয়ার জন্য বেশি করে "لا إله إلا الله" (কালেমা তইয়্যিবা) এবং দুরুদ শরীফ পড়তে হবে।

এই আমলের ফলাফল

এই সাধনার মাধ্যমে সাধকের রুহানীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং রূহানী দুনিয়ার সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। তবে এটি একটি উচ্চ স্তরের রূহানী আমল, যা আখলাক, পরহেযগারী ও নিয়মিত ইবাদত ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না।

এই আমল করে সফল হওয়ার পর থেকে আপনি যখনই ইচ্ছা রোগীদের যে কোন সমস্যা আপনি নিজেই আয়নার মধ্যে দেখতে পারবেন আরো যে কত কিছু করতে পারবেন তা বলার ভাষা নাই। (কায়েনাতে হাজিরাত ১৬৩)

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

চতুর্থ দিনের ক্লাস

আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী যে, আমরা চতুর্থ দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি,গতকাল আমরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তার মধ্যে একটা ছিলো মুরাকাবা এটা তদবীর জগতের জন্য একটি উৎকৃষ্ট পন্থা, এটা ব্যবহার করা তোলারাশি দ্বারা কাজ করা থেকে ভালো। আমরা রোগ পরিক্ষা করার আলোচনা এ পর্যন্ত শেষ করলাম। এখন মনে করেন যে, আপনার পরিক্ষায় ধরা পরলো যে, তার জিনের সমস্যা আছে। এক্ষেত্রে আমাদের কাজ কি?

কাজ হলো, প্রথমে রোগীর কথার মাধ্যমে বোজা যে, তার শরীরে জিন হাজির হবে কি না? কারণ হলো, যদি পরিক্ষায় বোজা যায় যে, জিনের সমস্যা, তাতে তার শরীরে কি সমস্যা হচ্ছে, সেটা জেনে নেওয়া। কারণ হলো, যে সমস্ত রোগীদের শরীরে জিন ভর করে নাই বরং দূর থেকে সমস্যা করতেছে। সে ক্ষেত্রে রোগীর সাথে যারা আসছে, তাদেরকে বোজানো যে, ভাই জিনে ধরা রোগীর বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে, আর তাদের চিকিৎসাও বিভিন্ন পন্থায় করতে হয়। যাদের জিনের কারণে পেট ব্যথা করে বা শরীর জ্বালা-পোড়া করে বা অন্য কোন সমস্যা হয়, তাদের চিকিৎসার পন্থা হলো, ঐ

রোাগীকে যে জিনেরা দূর থেকে সমস্যা করতেছে, তাদেরকে মেরে ফেলার তদবীর প্রয়োগ করতে হয়।

আর যদি রোগীর, বা তার সাথে যারা এসেছে, তাদের আলোচনা দ্বারা বোজা যায় যে, তার শরীরে জিন ভর করেছে, যেমনঃ জিন আসার কারণে সে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল বা পাগলামী করেছে বা উল্টা-পাল্টা কথা বলেছে, তাহলে বোজা যাবে যে, এই রোগীর শরীরে জিন করার চেষ্টা করলে জিন হাজির হবে। এখন আপনি যাদের দূর থেকে জিনে সমস্যা করতেছে, তাদেরকে যদি বসিয়ে জিন হাজির করার জন্য দুআ -দুরুদ পড়া শুরু করেন এভাবে আজীবন পড়লেও জিন তার শরীরে হাজির হবে না। শুধু আপনি না, সারা দুনিয়ার সমস্ত মুদাব্বির একত্রিত হয়ে চেষ্টা করলেও জিন হাজির হবে না। আর এই ভাবে চেষ্টা করার পরে যখন জিন হাজির হবে না, তখন রোগীর সাথে যারা আসছে তারা মনে করবে যে, এই হুজুর তো জিন হাজিরই করতে পারলো না, সে কি আর চিকিৎসা দিবে? মনে হয় বড় কারো কাছে নিয়ে যেতে হবে।

আর যদি বলে যে, সে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল, বা উল্টা-পাল্টা কথা বলেছে, তাহলে আপনি যে কোন পরিবেশেই তার শরীরে জিন হাজির করে ছাড়াতে পারেন কিন্তু যদি এমন হয়, তারা বলছে যে, কাল জিন যখন শরীরে আসছে, চার-পাঁচ জন তাকে ধরে রাখতে পারে নাই ভাংচুর করেছে, বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছিল, সবাই মিলে তাকে ধরে রেখেছি। আর এই রোগীকে আপনার কাছে

নিয়ে আসছে, রোগীর মা বা দাদী তথা একজন মহিলা মানুষ তাহলে এই রোগীর শরীরে আপনি এই অবস্থায় জিন হাজির করার চেষ্টা করবেন না। কারণ হলো, এই রোগীর শরীরে জিন হাজির হলে, আপনার উপর আঘাত করার সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে করণীয় হলো, প্রথমে কিছু শক্তিশালী লোক কাছে রেখে জিন হাজির করবেন, পাগলামী করতে গেলে তারা তাকে শক্ত করে ধরবে যাতে সে কাউকে আঘাত করতে না পারে।

একটি ঘটনা

আমার প্রথম বই আমি জিনের সাথে কথা বলেছি, এই বইটি প্রকাশ হওয়ার পর আমার গ্রামের মাদ্রাসায় ছিলেন এক আলেম, টুকি-টাকি ঝাড়-ফুঁক সে করে, আমার বইটা দেখে তার ভালো পছন্দ হয়,ফলে সে আমার থেকে একটা বই নেয়, তার কিছু দিন পরে সে তার গ্রামের বিভিন্ন মানুষের কাছে বলছে,যে আমি জিন ছাড়াতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ পারি। তো সে একদিন বাড়িতে গেছে, আর ঐ গ্রামে এক লোককে জিনে ধরেছে, তারা নিরুপায় হয়ে হুজুরের কাছে আসছে যে, আমার একটা ছেলেকে জিনে ধরেছে, হুজুর আপনি একটু আসেন,সে তাদের সাথে যাচ্ছে আর তার মাও তাদের সাথে গেছে যে, আমার ছেলে জিন ছাড়াবে একটু দেখে আছি। সে যখন তাকে সামনে বসিয়ে জিন হাজির করার দুআ পাঠ করেছে, সাথে সাথে জিন এসে রোগীর শরীরে ভর করেছে, আর হুজুর যখন তার সাথে কথা বলতে গেছে, রোগী হুজুরকে ধরে

চার-পাঁচ হাত দূরে ফেলে দিয়েছে। এখন তো তার মাও দেখছে যে, আমার ছেলে কেমন জিন ছাড়ায় আর গ্রামবাসি তো দেখছেই। তাই প্রথম পর্যায় যখন আপনি রোগী দেখবেন,তখন খুব সতর্কতার সাথে রোগী দেখবেন, যাতে আপনার ভয় দূর হয় এবং অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। আর যদি মেয়ে রোগী হয় বা ছোট বাচ্চা হয়, তাহলে কোন সমস্যা নাই। আর এই পাগলা রোগীগুলোর শরীরে জিন হাজির করার পর, তাকে কয়েকজন শক্ত করে ধরে রাখবে, কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে, সে আপনার কথা, শুনতে এমনিতেই বাধ্য হবে। কারণ হলো, যে কোন জিন রোগীর শরীরে হাজির হওয়ার পর সে বাঁচ্চা মানুষের হুকুম রাখে, বিশ-ত্রিশ মিনিট শক্তি দেখানোর পর সে এমনিতেই দূর বল হয়ে যাবে।

জিন হাজির করার কৌশল

১ নাম্বার পন্থা

রোগীকে আসন করে বসিয়ে, হাত মুঠ করে কাধ বরাবর রেখে, চোক্ষু বন্ধ করে বসে থাকবে, আর মুদাব্বীর মুঞ্জিল তথা ৩৩ আয়াত পাঠ করতে থাকবে, আশা করা যায়, জিন এসে হাজির হবে ইনশাআল্লাহ।

জিন আসার আলামত

রোগীকে আসন করে বসিয়ে দুআ – দুরুদ পড়লে কিছু কিছু রোগীর ঘুম ঘুম ভাব হবে, তখন আপনি দুআগুলো আরো

তাকিদের সাথে পড়তে থাকবেন, এর কয়েক মিনিটের মধ্যে জিন এসে হাজির হবে। আপনি পরিক্ষার জন্য যে জিন আসছে কি না? রোগীর নাম রোগীর পিতার নাম ও দাদার নাম জিজ্ঞাসা করবেন, যদি উল্টা বলে, তাহলে বুজতে হবে যে, জিন হাজির হয়ে গেছে । তাকে রোগীর শরীরে বন্ধী করবে, যাতে যেতে না পারে। আর যদি নিজের নাম ও পিতার দাদার নাম সঠিক বলে তাহলে বুজতে হবে যে, এখনও জিন হাজির হয় নাই। যদি জিন হাজি না হয়, তাহলে তাকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করাতে পারবেন, তবে অবশ্যই মুদাব্বীর রোগীর প্রতি লক্ষ রাখবে। আর ছোট বাঁচ্চাদের শরীরে জিন হাজির করার চেষ্টা কখনও করবেন না, তদবীর ও ঝাড়– ফুঁকের মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে সুস্থ করার চেষ্টা করবেন ।

কত সময়ে জিন আসবে

অধিকাংশ জিন ৫– থেকে ১০ মিটিরে মধ্যে হাজির হবে। তবে কিছু দুষ্ট জিন আছে, তারা সহজে আসতে চাইনা, তাদর আসতে এক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে ।

কিছু কথাঃ জিন হাজির করানোর জন্য রোগীকে বসানোর পরে যদি দেখা যায় যে, তার বহু পরিমাণে কষ্ট হয়, সে আর বসে থাকতে পারতেছে না। তাহলে আপনি জোর করে তাকে বসিয়ে জিন হাজির করার জন্য চেষ্টা করবেন না। কারণ, এর কারণে

অনেক সময রোগীর মৃত্যুও হয়ে যায়। আবার অনেক মহিলা আছে, যাদেরকে কয়েকদিন হলো, সিজার করেছে, এখন জিনে আছর করেছে, তো এই অবস্থায় যদি আপনি তার শরীরে জিন হাজির করেন, তাহলে তার সিজারের সিলাইতে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এই সমস্ত রেগীদের শরীরে জিন হাজির করার চেষ্টা করবেন না। তদ্রুপ ভাবে যারা গর্ভবতী তাদের শরীরের জিন হাজির করা ভালো না। কারণ হলো, এই জিন যখন শরীরে হাজির হবে, তখন তার শরীরের মধ্যে এক ধরণের ভারাত্ততা ভাব আসবে যার ফলে গর্ভের বাঁচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত রোগীদের জিনকে তদবীরের মাধ্যমে দূরে রাখার চেষ্টা করবে।

একটি ঘটনা

গোপালগঞ্জের এক হাফেজ সাহেব তদবীর বই পড়ে তদবীর করেন, কোন বিজ্ঞ মুদাব্বির থেকে কোর্স করেন নাই এবং কারো সাথে তার ভালো সম্পর্কও নাই। একজন মুরব্বী মহিলাকে তার ছেলেরা নিয়ে আসছে তার কাছে চিকিৎসা করার জন্য, এসে বলছে যে, হুজুর অনেক চিকিৎসকের কাছে নিয়েছি, কেউ জিন হাজির করতে পারে নাই, কষ্ট যাহোক আপনি জিন হাজির করে ছাড়িয়ে দেন, সে বলছে যে, জিন হাজির করা যাবে কোন সমস্যা নাই। সে রোগীকে বসিয়ে তার ছেলেদেরকে বলেছে যে জিন যখন হাজির হবে তখন কিন্তু অনেক শক্তি প্রয়োগ করবে, শক্ত

করে ধরে রাখতে হবে। তারা তো সাধারণ মানুষ, মুদাব্বির একটা গামছা রোগীর মুখের মধ্যে ভরে দিয়ে তাদেরকে ধরে রাখতে বলেছে তারা ধরে রেখেছে, আর রোগীতো একজন মুরব্বী মহিলা নিশ্বাস নিতে পারতেছে না। কিছু সময় ঐ মহিলা শক্তি দিয়ে ছোটার জন্য চেষ্টা করছে, তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, কিছু সময় পর তারা দেখে যে, তার মা আর নাই। এই জন্য আমি বলি আমাদের দায়িত্ব রোগীকে বাচিয়ে রাখা জোর করে একদিনে সুস্থ্য করে দেওয়া না।

জিন হাজির করার দ্বিতীয় পন্থা

রোগীকে আসন করে বসিয়ে দুই হাত মুঠ করে কাধ বরাবর রেখে চোক্ষু বন্ধ করে বসে থাকবে, আর মুদাব্বীর নিম্নের আয়াতগুলো তিন বার বরে পাঠ করে রোগীর মুখে ফুঁক দিবে। আয়াতগুলো এইঃ-

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ-

সূরা নামল ৩০-৩১

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) فَإِذَا انْشَقَّتِ

السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤ (

সূরা আর রহমান ৩৩-৪০

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (٣) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (٤ (

সূরা জিন ১-৪

জিন হাজির করার তৃতীয় পন্থা

যে কোন জিনকে হাজির করার রুকইয়াহ

১- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) (٣١)

২- إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

৩-يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣١) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

8- مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠)

৫- إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤))(وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

৬- لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ

৭- إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

৮- وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ

৯- وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

১০- وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

১১- وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

২১- فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّاً

১৩- احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣)

জিন হাজির করার চতুর্থ পন্থা

জিনকে হাজির করার চমৎকার একটি রুকইয়াহ

যদি কোন জিন হাজির হতে না চায় তাহলে এই রুকইয়াহটি ঐ রোগীর জন্য ভালো উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللهِ يَحْضُرُ الْجَانَّ الَّذِيْ بِالْجَسَدِ

1- يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }الأحقاف٣١

২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }الأنفال٢٤

৩- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١) النمل (তিন বার).

8- إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

৫- فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

৬- وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

৭- يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۰﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَ اِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۲﴾

৮ - وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً, وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (তিন বার) الصافات

৯- ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير

১০-إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠) وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ(١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (١٥) وَأَكِيدُ كَيْداً (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً(١٧)

১১- هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩)

১২- قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾

[سبأ: ٢٦]

১৫- وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (٩٧)

১৪-قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (١١٢)

১৫- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦)

১৬-ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٣٠)

১৭- فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤١)

১৮- الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (٢٦)

১৯- تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ (١٠٨)

২০- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢)

২১- وَلَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ }المؤمنون٦٢

২২- مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ }الصافات٩٢

২৩-لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ }يس٧٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- بِسْمِ اللهِ مَنْ مَعِيَ- بِسْمِ اللهِ اُحْضُرْ- بِسْمِ اللهِ جَمَعَ نَفْسَكَ وَاَحْضَرَ- بِسْمِ اللهِ وَبِأَمْرِ اللهِ مَنْ مَّعِيَ مِنَ الْجِنِّ

জিন হাজির করার পঞ্চম পন্থা

কতগুলি সুগন্ধি ফুলে নিম্নের দুআ ১১ বার পাঠ করে ১১ বারই দম দিতে হবে। অতঃপর ঐ ফুলের দুই একটি ফুল রোগীকে গ্রাণ নিতে দিবে। আর বাকিগুলো একটি একটি করে রোগীর শরীরে নিক্ষেপ করবে আশা করা যায় জিন হাজির হবে ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- عزَمْتُ عَلَيْكُمْ فَتْحُوْنَكَ فَتْحُوْنَكَ حَبِيْبُكَ حَبِيْبُكَ اَلَمَا اَلَمَا صَفْكًا اَلِسًا بَلِسًا طَلَيَسًا طَلَيَسًا سُوْدًا سُوْدًا كَهْلًا كَهْلًا حَلْهُوْلًاحَلْهُوْلًا مَهْلًا مَهْلًا سَخِيًّا سَخِيًّا شَدِيًّا شَدِيًّا نَبِيْسًا نَبِيْسًا بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَمِنْ جَانِبِ الْاَيْمَنِ وَ الْاَيْسَرِ بِحَقِّ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَ بِحَقِّ عَرْشِ اللهِ وَكُرْسِيِّهِ-

জিন হাজির করার ষষ্ঠ পন্থা

নিম্নের দুআটি লিখে রোগীর সামনে এক ঘন্টা ধরে রাখলে জিন এসে হাজির হবে। দুআটি এইঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ وَبِحَقِّ كحيعص حم عسق وَ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليهما السلام ابن استفتع استفتع فهرش فهرش قرشت قرشت ابن مابر مابر ما حضروا من جانب المشارق والمغارب ومن جانب الايمن والايسر بحق لا اله الا الله محمد رسول الله

জিন হাজির করার ষষ্ট পন্থা

জিন যত অবাধ্যই হোক হাজির হবে ইনশাআল্লাহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٣) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٤) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

২- الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)

৬- واتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣(

8- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. (

৫- يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}. (الأحقاف٣١.(

৬- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ(

৯- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ(٣٠) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ(٣١) (৯ বার) (النمل.(

৮- إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

৯- فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

১০- وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

১১- ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون (٣٠) ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون (٣١) وإن كل لما جميع لدينا محضرون (٣٢)

১২- وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً, وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) (৩ বার) (১৫৮) الصافات

১৩- ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير

১৪- إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠) وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ(١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢)

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (١٥) وَأَكِيدُ كَيْداً (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً(١٧)

১৪-هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون

১৫- قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم

১৬-واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين

১৯- قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون

১৮-ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير

১৯- ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير

২০- فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين(

২১-الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا

২২- تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين

২৩-ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون(

২১- وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

২২-مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ) الصافات ৯২

২৩- لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ) (৭ বার) يس ৭৫

জিন হাজির করার ৭ নাম্বার পন্থা

. সুস্থাবস্থায় নিম্ন লিখিত তদবীরটি রোগীর ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুলদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করে মুঠ বন্ধ করে, চার জানু হয়ে এক ঘন্টা বসে থাকলে জিন দুনিয়ার যেখানেই থাকুক না কেনো হাজির হবে ইনশাআল্লাহ। তবে এই তদবীর দ্বারা ঐ সমস্ত জিন হাজির নাও হতে পারে, যারা কখনও রোগীর মধ্যে প্রবেশ

করে নাই বা প্রবেশ করার পরে রোগীকে কিছু জ্বালাতন করে চলে গেছে। তদবীরটি এই:-

٧٨٦

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

জিন হাজির করার ৮ নাম্বার পন্থা

নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগীর মাথায় বেধে চার জানু হয়ে চুপ করে বসে থাকবে এক ঘন্টার মধ্যে জিন এসে হাজির হবে, তবে অধিকাংশ জিন ৪-৫ মিনিটে হাজির হয়ে যাবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

موصى	فواقدل	الدلوعو	جدلول

شر			
عولوشعر	عوهد	عرحاحدحان	فولعرن
عولوعر	وارعون	عرهووشد	عوف ف ١٢
عد١٤١و٢	عوف شو	عوحا٢	فواعون

জিনকে রোগীর শরীরে বন্ধী করার উপায়

উপরে উল্লেখিত পন্থাগুলো অবলম্ভণ করলে ইনশাআল্লাহ জিন রোগীর শরীরে হাজির হতে বাধ্য হবে। আর আগে থেকে রোগীর শরীরে জিন হাজির থাকলে, এখন মুদাব্বিরের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ন কাজ হলো তাকে রোগীর শরীরে বন্ধী করে রাখা, যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়,জিন হাজির করার কারণে ঐ জিনের শরীরে জালা পড়া শুরু হয় ,যার ফলে সে রোগীর শরীরে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়, কিন্তু উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে আবার পালিয়ে যায়,তখন তাকে আর হাজির করা যায় না ।

ফলে মুদাব্বীর, জিন যাতে আর না আসে তার জন্য তদবীর প্রয়োগ করে কিন্তু কিছু দিন পর আবার ঐ জিন এসে হাজির হয়, এই

জন্য মুদাব্বীর জিন হাজির হওয়ার সাথে সাথে তাকে বন্ধী করার ব্যবস্থা করবে ।

বন্ধী করার কিছু উপায় নিম্নে তুলে ধরা হলো

(১) জিন হাজির হওয়ার সাথে সাথে রোগীর চেহারার সামনে ডান হাতের শাহাদাৎ আঙ্গুল ঘোরাবে আর আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে,এভাবে আয়াতুল কুরছি ৩ বার পাঠ করে রোগীর চেহারায় ফুঁক দিয়ে বলবে, তোমাকে বন্ধী করা হলো, যতো সময় আমি ছেড়ে না দিচ্ছি, ততো সময় তুমি যেতে পারবে না। এভাবে ৩ বার করবে। আশা করা যায় ঐ জিন আর যেতে পারবে না। এটার পন্থা আমার ইউটুব চ্যানেল, **তদবীর জগৎ** থেকে দেখে নিবেন।

(২)পাঁচ হাত কালো সূতা পাকিয়ে ডাবল করবে অথঃপর إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧

২৫ বার পাঠ করে প্রত্যেক বার একটি গিরায় দম করবে। এই সূতা প্রথমে প্রস্তুত করে রাখবে,অতঃপর যখন জিন হাজির হবে, তখন চুপ করে তাড়া-তাড়ি রোগীর বাম হাতের বাজুতে একটু শক্ত করে বেধে একবার নিম্নের আয়াত পাঠ করে ঐ সূতার উপর ফূক দিয়ে, যে কোন কাপড় দ্বারা ঐ সূতাকে ঠেকে বেধে দিবে, যাতে রোগী তা স্পর্শ করতে না পারে। এখন এই বন্ধি জিন কোন ভাবেই পালায়ন

করতে পারবে না। এমনকি যাদুও আর কাজ করবে না । আয়াতটি এইঃ

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ-

(৩) রোগীর শরীরে জিন হাজির হওয়ার পর নিম্নের আয়াত ৩ বার পাঠ করে রোগীর বাম হাতের বাজু শক্ত করে চেপে ধরে নিয়ত করবে যে, আমি তাকে ধরেছি সে ছুটতে পারবে না, আশা করা যায় ঐ জিন আর যেতে পারবে না । আয়াতগুলো এই:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৭)

(৪) জিন রোগীর শরীরে হাজির হওয়ার পর একটি ছুরি নিয়ে তার উপর আয়াতুল কুরছি ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে তা দ্বারা দায়েরা দিলে জিন আর যেতে পারবেনা। আয়াতুল কুরছি এইঃ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

এখন মুদাব্বির কি করবে?

উপরের যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করলে জিন রোগীর শরীরে বন্ধি হয়ে যাবে ইনাশাআল্লাহ। এখন আপনার কাজ হলো ঐ জিনের সাথে কথা বলা। কি বললেন তাকে আপনি? আপনি জিজ্ঞাসা করবেন তোমার নাম কি কোথা থেকে এসো? হিন্দু না মসলমান? যদি মসলমান হয়, তাহলে তাকে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার শাস্তির কথা তাকে স্বরণ করিয়ে দিবে। আর এক বান্দাকে কষ্ট দিলে যে কবিরা গোনাহ হয়, আর একটা কবিরা গোনাহ মানুষ বা জিনকে জাহান্নামে পৌছে দিতে পারে তা তাকে স্বরণ করিয়ে দেওয়া।

আর যদি প্রথম এই জিন রোগীকে আক্রমণ করে থাকে, তাহলে তার নিকট থেকে ওয়াদা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া। আর যদি হিন্দু হয়, আর এই প্রথম রোগীর উপর আক্রমণ করে থাকে, তাহলে তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া, গ্রহণ করলে তাকে বুজিয়ে দিবে যে, ইসলামে মানুষকে কষ্ট দেওয়া সব থেকে বেশি গোনাহ। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করতে চায়, তাহলে তার থেকে ওয়াদা নিয়ে তাকে বিদায় করে দেওয়া।

আর যদি জিন না যেতে যায় তাহলে তার পিতা-মাতাকে তার মাধ্যমে ডেকে তাদের জিম্মায় একে দিয়ে দেওয়া।

এখন কথা হলো, জিনে যদি বলে যে, আমার পিতা-মাতা এখন আসবে না, তাহলে আপনি ভাব নিয়ে বলবেন যে, দ্রুত ডাকো, না হলে আমি তোমার পিতা-মাতাকে ডাকবো আর আমি যদি ডাকি তাহলে তোমাদের সকলকে চরম শাস্তি দেওয়া হবে। এরুপ করলে অধিকাংশ জিনই তার পিতা-মাতাকে ডাকবে। আর যদি পিতা-মাতা না থাকে, তাহলে আপনি তাকে শাস্তি দিবেন, না হলে বন্ধি করবেন মোট কথা হলো কিছু তো একটা আমরা করবোই। আর জিন ছাড়ানো একটা কৌশল মাত্র, আর কোন একটা কৌশল অবলম্ভণ করে জিনকে ছাড়াতে হয়।

একটি ঘটনা

২০০৮ সালের কথা, তখন আমি নানুপুর মাদ্রাসায় হিদায়াতুন্নাহু পড়ি আমরা তিন তালায় থাকতাম কিন্তু সমস্যা ছিলো তিন তালায় কোন বাতরুম ছিলো না। প্রস্রাব করার জন্যেও যেতে হতো নিচ তালায় নেমে অনেক দূরে, তাই রাতে কারো প্রস্রাবের প্রযোজন হলে অনেকেই ছাদে যেতো প্রস্রাব করার জন্য। একদিন এক ছেলে প্রস্রাব করার জন্য ছাদে গেছে আর কে জানি ওর পা ধরে ওকে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ছেলেটি তখন নিরুপায় হয়ে শিরির যে রড ছিল তা টেনে ধরেছে, সে টানে উপরের দিকে আর ও টানে রড ধরে নিচের দিকে, এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে মানুষের শব্দ পেয়ে সে ওকে ছেড়ে দিয়েছে আর ও শিরির নিচে পড়ে গেছে। ছাত্ররা গিয়ে ধরে দেখে তার হুশ নাই, মাথায় পানি

দেওয়ার পরে হুশ আসছে, কিন্তু কথা বলে উল্টা-পালটা, এখন সবাই ওকে ঘিরে দাড়িয়ে রয়েছে কি করবে কেউ তা বুজতে পারতেছে না। ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলো দুষ্ট ও এসে বলে যে, এই তুই যাবি না আমি লাঠি আনবো? তখন ও একটু ভালো ভাবে কথা বলা শুরু করে,তখন ঐ ছাত্র ভাই গাছা দিয়ে বলে যে, দাড়া তোরে এখনই শেষ করে ফেলবো ও সাথে সাথে বলে, আমি চলে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি তবে আগামীকাল আমি আবার আসবো কিন্তু আর আসে নাই।

এই ঘটনা দ্বারা আমি বোজাতে চাচ্ছি যে, অনেক জিনই তাকে ভয় দিলে কোন কৌশল অবলম্ভন করলে সে জিন চলে যায়।

যদি কোন জিন আপনার কথায় তার পিতা-মাতাকে না ডাকে

তাহলে আপনি সূরা জিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করতে থাকবে আর বলবেন যে, তোর পিতা-মাতাকে ডাক, না হলে আমি ডেকে এনে চরম শাস্তি দিবো,তাহলে সে ডাকতে বাধ্য হবে। আর যদি তাও না ডাকে, তাহলে আপনি রোগীর যে কোন এক হাতের একটা আঙ্গুল বাকা করে শাস্তি দিবেন, তাহলে সে ডাকতে বাধ্য হবে। তবে আঙ্গুল বাকা করার সময় হাতের উপর একটা কাপড় দিয়ে নিবেন, যাতে রোগীর সাথে যারা আছে তারা আপনি তার সাথে কি করছেন তা বুজে কষ্ট না পায়।

এই ভাবে তার পিতা-মাতা তথা মুরব্বিদেরকে ডেকে তাদের হাতে এই জিনকে দিয়ে দিবেন, প্রথমেই জিনকে মেরে ফেলবেন না। কারণ এটা কোন বিজ্ঞ মুদাব্বিরের কাজ হতে পারে না যে, আপনি জিন হাজির করার সাথে সাথে তাকে বোতলে বন্ধি করবেন বা জবাই করে ফেলবেন।

হিসার এর আমল

হিসার কাকে বলেঃ ঘেরাও করে রাখা, ঘেরাও করে অনিষ্ট থেকে বেচেঁ থাকার জন্য সাহায্য করা।

আমলিয়াত জগতে হিসার এর পারিভাষিক অর্থ

মানুষ বা জিনের খারাপ শক্তি, বদ- আছর থেকে নিজেকে ও আত্মীয়স্বজন ও রোগীদেরকে বিভিন্ন পন্থায় বাতেনী কেল্লায় বন্ধী করে রাখা অথবা বাতেনী কেল্লায় আশ্রয় নেওয়াকে হিসার বলে।

মাসনুন হিসার

হিসারের মধ্যে আসার জন্য বা আশ্রয় নেওয়ার জন্য শরীয়াতে বিভিন্ন পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) যখন জিন ও মানুষের বদ-নজর থেকে বাঁচার জন্য সূরা ফালাক ও নাস নাজিল হলো তখন এটাকেই গ্রহণ করলেন আর বাকিগুলো ছেড়ে দিলেন। (তিরমিজী হাদিস নং ২০৫৮)

কা'য়াব আহবার (রা.) বলেন, যদি কিছু কালিমা আমি না পড়তাম তাহলে ইয়াহুদিরা আমাকে গাধা বানিয়ে দিতো কালিমাগুলো এইঃ

أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الْتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা.) বলেন, হুজুর (সা.) আমাকে বলেছেন যে, তুমি সকাল-সন্ধা তিন তিন বার করে সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করবে এটা তোমার সব কিছুর জন্য যথেষ্ট হবে। (আবু দাউদ হাদিস নং৫০৮২)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর (সা.) যখন বিছানার উপর তাশরিফ আনতেন তখন দুই হাতের উপর সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করে ফুঁক দিয়ে নিজের শরীরে হাত মুছে দিতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর (সা.) আমাকে সদকায়ে ফেতের এর সম্পদ হেফাজতের জন্য নির্ধারন করলেন, এক জন আগন্তক এসে সদকার মাল উঠাতে লাগলো আমি তাকে ধরলাম আর বল্লাম আমি তোমাকে হুজুর (সা.) এর কাছে নিয়ে যাবো।

সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানার উপর যাবে আয়াতুল কুরছি পাঠ করে নিবে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে একজন হেফাজতকারী তোমাকে হেফাজত করবে সকাল পর্যন্ত, হুজুর (সা.) বললেন যে শোনো, সে সত্য বলেছে কিন্তু সে মিথ্যাবাদী। (বুখারী হাদিস৫০১০)

এই সমস্ত হাদিস থেকে মাসনুন হিসারের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং হিসারের গুরুত্ব ও অন্যান্ন দুআরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই সমস্ত হাদিস থেকে বুজে আসে যে, সকাল-সন্ধা ও রাতে ঘুমানোর পূর্বে সূরা ফাতেহা আয়াতুল কুরছি, সূরা ফালাক ও নাস তিন তিন বার পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিয়ে এবং কা'য়াব আহবার (রা.) এর দুআ পড়ে নিলে হিসার আরো শক্তিশালি হয়।

যাদুকারের দিকে যাদুকে ফিরিয়ে দেওয়ার হিসার

এটা এতো শক্তিশালি হিসার যে, যদি কোন যাদুকার আপনার উপর যাদু করে বা জিন চালান করে তাহলে সে নিজেই এই যাদু বা চালানে ফেঁসে যাবে। আর যদি কেউ প্রতিদিন এই আমল করতে থাকে তাহলে সে রজয়াতের শিকার হবে না। তবে এই আমলের জন্য ২১ দিনের জাকাত আদায় করতে হয়।

জাকাত আদায় করার নিয়ম

নির্ধারিত জাগায় করতে হবে এবং প্রতিদিন ৩৬০ বার করে পাঠ করতে হবে। দুআটি এইঃ

يَارَبِّ عَلِيْقًا مَلِيْقًا خَالِقًا مَخْلُوْقًا كَافِيًا شَافِيًا اِرْتَضَى مُرْتَضَى بِحَقِّ يَا بَدُّوْحُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بِحَقِّ اَسًا نَاسًا لَاسًا وَلُوْسًا رَدِّ كُلِّ رِجْعَةٍ وَرَدِّ كُلِّ بَلِيَّاتٍ وَرَدِّ رِجَالِ الْغَيْبِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الْرَاحِمِيْنَ -

প্রয়োগ করার নিয়ম

এই দুআ প্রতিদিন ফজর ও মাগরীবের পর ২১ বার পাঠ করবেন। আর যদি কোন যাদুকার আপনার শত্রু হয়ে যায় আপনাকে চ্যালেস করে, আপনার উপর যাদু করে ও জিন

চালান করে আর আপনি আমল থেকে গাফেল থাকার কারণে যদি তা আপনার শরীরে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে তার যাদু তার দিকে ফিরিয়ে দিবেন। যাদুকার কে? যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আধা ঘণ্টা পরে তাকে কল করে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করবেন? সে আপনি যে স্থানে আছেন সে স্থানে চলে আসতে বাধ্য হবে আর আপনি পরিপূর্ণ সুস্থ্য হযে যাবেন।

যাদু বা চালান জিন যাদুকারের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নিয়ম

যদি আপনার মনে হয় যে, কোন নির্ধারিত যাদুকার বা না জানা যাদুকার আপনার উপর যাদু করতেছে বা জিন চালান দিচ্ছে তাহলে সাথে সাথে অযু করে জিহ্বাকে তালুর সাথে লাগিয়ে ৮৯ বার উপরের হিসারটা পাঠ করবেন আর মনে মনে নিয়ত রাখবেন যে, যাদুকারের দিকে যাদু বা চালান জিনকে ফিরিয়ে দিচ্ছি পাঠ করা শেষ হলে ৬ দিকে ফুঁক দিবে এবং সপ্তম বার নিজের হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে তা সমস্ত শরীরে বুলায় দিবেন ইনশাআল্লাহ যাদু বা চালান জিন তার দিকে ফিরে যাবে।

৭ দিনের হিসার

এটি ৭ দিনের হিসার খুবই শক্তিশালি, এই হিসারের পরে আর কোন হিসারের প্রয়োজন দেখা দিবে না। তবে শর্ত হলো আপনার রুহানিয়াত শক্তিশালি হতে হবে। আর রুহানিয়াত কিভাবে শক্তিশালি হবে তার আলোচনা রজয়াতের আলোচনার মধ্যে আসবে। এই হিসার জুমআর রাতে ইশার নামাযের পরে করবেন।

হিসার করার পন্থা

সূরা ইয়াছিন প্রথম থেকে মুবীন পর্যন্ত পড়ে থেমে যাবে, তারপর আয়াতুল কুরছি তিনবার পাঠ করবেন, আয়াতুল কুরছি প্রথম বার পড়ার সময় وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ১১ শত বার পাঠ করবেন। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুবীনে পৌছিয়ে আয়াতুল কুরছি ২ বার করে পাঠ করবেন। আর তারপর থেকে প্রত্যেক মুবীনে এক বার করে আয়াতুল কুরছি পাঠ করবেন। পাঠ করা শেষ হলে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলায় দিবেন এবং ঘরের বাচ্চাদের কল্পনা করে ফুঁক দিবেন। এরপর কিছু মিষ্টি বা গোস্ত সদকা করে দিবেন।

প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর পড়লে যে ফায়দা পাবেন

প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরছি তিন বার পাঠ করবেন নিম্নের নিয়মে, আয়াতুল কুরছি পড়ার সময় وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا যখন আসবে তখন এটা ১১ বার পাঠ করে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে বুলায় দিবেন। তাহলে যতো বড় থেকে বড় রোগীই আপনি দেখেন না কেনো আপনার উপর কোন রজয়াত হবে না। আর যদি কোন বড় ধরণের রোগী দেখার জন্য যান তাহলে আয়াতুল কুরছি ২১ বা ৪১ বার পাঠ করে নিজের শরীরে দম করে রোগী দেখলে রজয়াত হবে না এবং শয়তানের কোন প্রভাব আপনার উপর পড়বে না।

এক মাসের হিসার করার পরিক্ষিত আমল

এই হিসারের যতো প্রশংসা করা হবে তা কম হবে এই হিসার করার পরে এক মাস আর আর কোন হিসার করার প্রয়োজন দেখা দিবে না। এই মাসের মধ্যে বড় থেকে বড় যতো কঠিন রোগীই দেখেন আপনার প্রতি কোন রজয়াত হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে শর্ত হলো মাসনুন আমলের পাবন্দি হতে হবে এবং আমল আরবী মাসের প্রথম জুমআর রাতে করতে হবে।

আমল করার পন্থা

সাদা কাপড় পরিধান করে খোশবু ব্যবহার করে ৪১ বার সূরা ইয়াছিন পাঠ করবে, যখন وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ তখন এই আয়াতটি ৩১৩ বা ১১০০ শত বার পাঠ করবেন সূরা শেষ হওয়ার পরে শাহাদাৎ আঙ্গুলের উপর ফুঁক দিয়ে নিজের চতুর পাশে ঘুরিয়ে হিসার করবে এবং নিজের ঘরের স্ত্রী ছেলে মেয়েদের কল্পনা করে হিসার করবে। আর বলবে যে, হে সূরা ইয়াছিনের মুয়াক্কিল সুলাইমান আমার এবং আমার ঘরের ছেলে মেয়ে স্ত্রীদের মজবুতের সাথে হিসার করে দাও এবং আমার উপর এবং আমার এবং আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের উপর কেউ যাদু করলে তা তার দিকে ফিরিয়ে দিবে এর পরে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে রুজু হয়ে দুআ করবে এরপরে তাওফিক অনুযায় কিছু গোসত সদকা করে দিবে।

বিঃদ্রঃ এই মাসের মধ্যে কবিরা গোনাহ করলে এই হিসার নষ্ট হয়ে যাবে।

এক বছরের পরিক্ষিত হিসার

এই হিসারের কোন ফাজায়েল বর্ণনা না করে সরাসরি হিসার করার নিয়ম বলতেছি। এই হিসার রমজান মাসে করতে হবে, ২৪ তারিখ দিনে রোজা রেখে মাগরীবের নামাযের পরে সূরা

ফালাক ও নাস গণনা ব্যতিত পড়তে থাকবে এভাবে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত পড়তে থাকবে। পন্থা হলো মাগরীবের নামাযের পর মসজিদে বসেই পড়তে থাকবে তারাবির সময় হলে কারো সাথে কথা না বলে অযু করে তারাবির নামায আদায় করে আবার পড়তে থাকবে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাবে। ২৬ তারিখ রাতে এক সপ্তার যে হিসার আছে তা পাঠ করবে আপনার হয়ে গেলো এক বছরের হিসার।

এই আমলের পাওয়ার যেভাবে ঠিক থাকবে

প্রতিদিন ফজর ও মাগরীবের পরে সূরা ফালাক ও নাস ২১ বার পাঠ করে শাহাদাৎ আঙ্গুলের উপর ফুঁক দিয়ে হিসারের নিয়দে সমস্ত শরীরে বুলায় দিবে এবং ঘরকে কল্পনা করে ফুঁক দিবে। এই আমল চালু রাখার ফলে আপনার উপর রজয়াত হবে না এবং কোন মানুষ বা জিনের কোন যাদু আপনার শরীরে প্রভাব ফেলতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী আজ আমরা পঞ্চম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি, গতকাল আমরা জিন রোগীর শরীরে হাজির করার পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ আমরা আলোচনা করবো জিন রোগীর শরীরে হাজির হওয়ার পর আমরা কি করবো? যদি সে শরীর থেকে না যেতে চায় তো আমরা কি করবো? আর যদি সে নিজের শক্তি দেখাতে চায় তাহলে আমরা কি করবো?

আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে কথা হলো, যারা নতুন মুদাব্বির, কেবল তদবীর জগতে কাজ করা শুরু করেছেন, এ অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ধরুণঃ আপনি জিন হাজির করার পর তার সাথে কথা বলে তাকে বিদায় করতে চাচ্ছেন, আপনি তাকে বললেন যে, তুমি রোগী ছেড়ে চলে যাও, সে বলল যে আমাকে তো বন্ধি করে রেখেছেন মুক্ত করে দেন, তখন তাকে কিভাবে মুক্ত করতে হয় তাতো কেউ শিখায় না,এরুপ একটা বিপদে পড়েছিলাম আমি।

একটা ঘটনা শোনাই আপনাদেরকে

আমার দাওরার বছর ২০১৪ ইং ভোলাতে রোগী দেখার জন্য দ্বিতীয় সফর, এক বাড়িতে সমস্যা তারা বাড়িতে থাকতে পারতেছে না। বাঁচ্চা কান্না করে, একেক জন ভয়ানক জিনিস দেখে ভয় পাচ্ছে, আমি বললাম যে, ব্যবস্থা আছে একটা তোলারাশির ব্যবস্থা করতে হবে (মনে রাখার কথা তোলারাশি দ্বারা চিকিৎসা করা কোন নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা না এই বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) তারা একটা তোলারাশি ছেলে আনলো, ছেলেটার ব্যবহার খুব সুন্দর, তাকে যখন আয়না হাতে দিয়ে দুআ-দুরুদ পড়া শুরু করলাম, কয়েক মিনিট পরেই তার চেহারা লাল হয়ে গেলো,আমাকে বলল তার ভাষায়, আমাকে কেনো ডেকেছিস? তার ভাবে বুজা যাচ্ছিল যে, সে আমাকে আঘাত করবে, আমি চেয়ারে বসা ছিলাম উঠে দাড়ালাম, যাতে সে আমাকে আঘাত করলে আমি তাকে প্রতিহত করতে পারি। আমি আমার ভাষাকে নরম করে বললাম, জনাব আমরা আপনাকে ডেকেছিলাম এই বাড়িতে কি সমস্যা আছে এটা দেখার জন্য, সে বলল তুই দেখ, আমি বল্লাম ঠিক আছে, আমি দেখতেছি, তমি যাও, সে বলল, আমি বন্ধি হয়ে আছি আমাকে মুক্ত করে দেও, তখন তো আমি একজন নতুন মুদাব্বির জিনকে মুক্ত কিভাবে করতে হয় তাতো জানি না। কি করা যায় এমনিতেই সে ঝামেলা করতেছে, আবার যদি বুজতে পারে যে, আমি মুক্ত করতে পারি না তাহলে তো মহাবিপদ, তাই সূরা নাস, ফালাক, সূরা এখলাস পাঠ করে লাঠি দ্বারা মাটিতে তিনটা দাগ দিয়ে বললাম, তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি তুমি চলে যাও, ফলে সে চলে গেলো। আবার তার আচারণ স্বাভাবিক হয়ে গেলো।

যা বুজাতে চেয়েছি, স্বাভাবিক নিয়ম হলো, জিনকে রোগীর শরীরে হাজির করে তার সাথে কথা বলে তাকে বিদায় দিলে সে চলে যায়, তাকে বিদায় করার জন্য আলাদা কোন দুআর প্রয়োজন হয় না। তবে কখনও এইরুপ সমস্যা হতে পারে, যদি হয়, তখন সূরা নাস, ফালাক, এখলাসকে কাজে লাগাতে পারেন।

জিন চলে যাওয়ার পরে রোগী বেহুশ হয়ে গেলে কি করবেন?

আপনি জিনের সাথে কথা বলার পর তাকে বিদায় করে দিলেন, এখন রোগী বেহুশ হয়ে গেলে কি করবেন?

মনে রাখার কথা হলো, কিছু কিছু রোগী আছে, যারা জিন চলে যাওয়ার পরে বেহুশহি হয় না, তাদের জন্য তো কোন চিন্তা নাই। আর কিছু রোগী বেহুশ হয় ঠিক কিন্তু এক-দুই মিনিট পর আবার সুস্থ্য হয়ে যায় এদের জন্যেও কোন চিন্তা নাই। কিন্তু কিছু রোগী আছে তারা বেহুশ হলে সহজে হুশ হয় না, তাদেরকে হুশে আনার জন্য আমরা কি করতে পারি?

করণীয়

তাদেরকে কয়েকটি পন্থায় আমরা হুশে আনতে পারি

(১) সূরা নাছ, ফালাক, আয়াতুল কুরছি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিলে হুশ ফিরে আসবে।

(২) রোগীর নাক ৩০ সেকেন্টের জন্য বন্ধ করে ধরলে, সে হুশ হয়ে যাবে।

(৩) রোগীর নাম ধরে ডাক দিলে রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে।

আর কিছু রোগী আছে, যারা উক্ত পন্থা অবলম্ভন করলেও সুস্থ্য হয় না, তাদের জন্য করনীয় হলো,তাদেরকে আরামে ঘুমানোর ব্যবস্থা করবে এরা আধা ঘণ্টা ঘুমানোর পর তাদের হুশ ফিরে আসবে।

যদি জিন আপনার সাধারণ কথায় না যায়

যদি জিনকে আপনি ভালো ভাবে বোজার পরে সে যদি আপনার কথা না বোজে, বা তেড়ামী করে তাহলে আপনার দায়িত্ব হলো, তাকে আপনি শাস্তি দিবেন, প্রথমে ছোট ধরণের শাস্তি, তারপরে ধীরে ধীরে শাস্তির মাত্রা বাড়াবেন।

জিনকে শাস্তি দেওয়ার নিয়ম

(১) চেহেল কাফ ৭ বার পাঠ করে শরিষার তৈলে ফুঁক দিয়ে তা দুই শাহাদাৎ আঙ্গুলে মেখে রোগীর পিছন দিক থেকে দুই কানে দিয়ে চেপে ধরে রাখবে। আর কিছু তেল তার নাকে ও চোখের পাতায় দিয়ে দিবে । এতে সে কষ্ট পেয়ে আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে।

চেহেল কাফ এইঃ

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنَ كَانَ مِنْ كُلُكٍ تَكِرُّ كَرًّا كَكَرَّالْكِرَّ فِيْ كَبَدٍ تَحْكِيْ مُشَكْشَكَةِ كَلُكْلُكَ لَكَكٍ كَفَاكَ مَابِيْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتِهِ يَاكَوْكَبًا كَانَ تَحْكِيْ كَوْكَبُ الْفَلَكِ

(২) নিম্নের আয়াত ৭ বার পাঠ করে বাম কানে ফুঁক দিবে, এভাবে কয়েক বার করলে সে খুবই শাস্তি পাবে ও আপনার সাথে কথা বলতে বাধ্য হবে। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ -

(৩) সূরা জিনের প্রথম থেকে شَطَطًا পর্যন্ত জোরে জোরে পাঠ করে রোগীকে শুনাবে, সে খুবই শাস্তি পাবে ও আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে । আয়াতগুলো এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا- وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا- وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا-

(৪) নিম্নের আয়াত গুলো পাঠ করে রোগীর বাম কানে ফুঁক দিলে, সে খুবই কষ্ট পাবে ও আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে। এই আয়াতগুলো এতো শক্তিশালী যে, এই গুলো এখলাসের সহিত পাঠ করে পাহাড়ে ফুঁক দিলে পাহাড় সরে যাবে ইনশাআল্লাাহ। আয়াতগুলো এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৭)

(৫) উক্ত তদবীরগুলো প্রয়োগ করার পরেও যদি সে কষ্ট না পায়, তাহলে এক বোতল পানিতে সূরা জিন প্রথম থেকে رَهَقًا পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি খুব জোরে রোগীর মুখে মারবে। এতে ঐ জিন খুবই কষ্ট পাবে এবং আপনি তাকে যা বলবেন তা সে করতে বাধ্য হবে ।

(৬) মুদাব্বীর নিজের ডান হাতকে রোগীর গলার কাছে নিয়ে আস্তে আস্তে মুঠ করবে,আর আয়াতুল কুরছি পাঠ করতে থাকবে, এতে ঐ জিনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, ফলে তার এমন কষ্ট হবে যে, সে আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতুল কুরছি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ –

(৭) যদি জিন হাজির হওয়ার পর কথা না বলে বা আপনার কথা না শোনে সেক্ষেত্রে রোগীর যে কনো আঙ্গুল ধরে আস্তে আস্তে বাকা করতে থাকবে, তবে লক্ষ্য রাখবে, আঙ্গুল যেনো ভেঙ্গে না যায় , এই পরিমাণ বাকা করবে, যাতে সে ব্যথা পায় এরুপ করলে সে জিন যত শক্তিশালী হোক না কেনো, আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে ।

(৮) যদি জিন বেশি অবাধ্য হয় মুদাব্বীরের কথা না শুনতে চায়, তাহলে সূরা জিন ৭ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে, উক্ত পানি রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিবে আশা করা যায় এর বরকতে ঐ জিন মুদাব্বীরের কথা শুনতে বধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। তবে মুদাব্বীরের মনে রাখার কথা হলো জিনেরা যতই আপনাকে ভয় দেখাক না কেন,

আপনি কোন ভয় পাবেন না। কারন ওদের ঐ শক্তি এক ঘন্টার বেশি থাকে না। তাই কথার মাধ্যমে, তার অপরাদের কথা, তাকে বোজানোর চেষ্টা করুন ।আস্তে আস্তে দেখবেন, সে আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে।

(৯) নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করলে, রোগীর শরীরে পূর্ব থেকেই জিন হাজির থাকলে বা হাজির করলে ঐ জিন কঠিন শাস্তি পেয়ে রোগীকে ছেড়ে পালায়ন করতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

(১) যার উপর জিনের আছর হয়েছে, তার জন্য নিম্নের আয়াত ৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিবে ,কিছু সময় পর পর এরুপ করবে, যত সময় সে রোগীকে ছেড়ে না যায়, আর সাথে সাথে এই আয়াতগুলো পাঠ করে রোগীর কানে ফুঁক দিবে।

আয়াতগুলো এইঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-

২. অথবা নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে রোগীর মুখে দম দিতে থাকবে। আয়াতগুলো এইঃ

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- وَالصَّافَّاتِ صَفًّا- فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا- فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا- إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ- رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ- إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ- وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ- لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ- إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ- فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ-

(সূরা সাফ্ফাত ১-১১)

৩. অথবা নিম্নের আয়াতগুলো এক টুকরা কাগজে লিখে তা হাতের বাজুতে বেধে দিবে-যত সময় জিন না যায় ততো সময় তাবিজটি বাধা থাকবে।

আয়াতগুলো এইঃ

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا - وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا-

৪. অথবা সূরা ফাতেহা ,আয়াতুল কুরছি এবং সূরা জিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করে পানিতে দম দিয়ে রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিবে, এতে জিন খুবই কষ্ট পেয়ে চলে যেতে সিকার হবে।

৫. অথবা নিম্নের শব্দগুলো পাঠ করে, রোগীকে ফুঁক দিতে থাকবে যতো সময় সে আপনার কথা না শুনবে।

কব্দগুলো এইঃ

الم- طه- طسم- يس- والقران الحكيم- حم- عسق- ن- والقلم وما يسطرون-

(৬) অথবা সূরা আলাম নাশরহ ৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা হাতে নিয়ে রোগীর মুখে জোরে ছিটিয়ে দিবে, এভাবে কয়েক বার করলে সে জেতে বাধ্য হবে।

(৭) অথবা সুরা কাউসার ৭ বার পাঠ করে সরিষার তৈলে ফুঁক দিয়ে তা রোগীর কানে ফোটা ফোটা করে ঢালবে এতে জিন খুবই কষ্ট পেয়ে যেতে বাধ্য হবে।

(৮) অথবা নিম্নের লিখিত আয়াত ৩ বার পাঠ করে এক হাত লম্বা ডালিমের ডালে ফুঁক দিয়ে তা দ্বরা রাগান্বিত অবস্থয় রোগীকে আস্তে আস্তে খুব ঘন ঘন প্রহার করলে জিন শাস্তি পেয়ে পালায়ন করতে বাধ্য হবে। আয়াতগুলি এইঃ-

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

(৯) অথবা বিসমিল্লাহ সহ আয়াতুল কুরছি ৭ বার এবং নিম্নের আয়াত এক বার পাঠ করে রোগীর বাম কানে ফুঁক দিবে। এতে জিন খুব কষ্ট পেয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

আয়াত এইঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ-

(১০) আথবা তিন হাত লম্বা পাঁচ টুকরা কাপড় পাকিয়ে পাঁচটি সলিতা বানাবে। অতঃপর প্রত্যেকটির উপর নিম্নের দুআ ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে ,অতঃপর একটিতে সরিষার তৈল মেখে আগুন ধরিয়ে তার নাকে ধোয়া দিবে। তাতে জিন কঠিন শাস্তি পেয়ে পালায়ন করবে। এ ভাবে একটাই সমস্যা দূর না হলে,পাঁচটিই পুড়িয়ে ধোয়া দিবে। তবে সব সময় রোগীর প্রতি খিয়াল রাখবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

(১১) নিম্নের তদবীরটি নতুন কাপুড়ে লিখে,সরিষার তৈলে ভিজিয়ে, আগুনে ধরিয়ে তার ধোয়া রোগীর নাকে দিবে। আশা করা যায়, জিন পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তদবীর টি এইঃ

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

يا جبرائيل يا دردائيل بحق يا صبور

কিছু কথা

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেককে দেখা যায় যে. তারা নারিকেলের ছুবার সাথে ধুপ দিয়ে আগুণ জ্বালিয়ে নাকে ধোয়া দেওয়া হয়, এটা যদিও জিনকে কষ্ট দেওয়ার একটা পন্থা কিন্তু এতে কিছু লোক বাড়াবাড়ি করার ফলে, অনেক রোগীর জীবন নাশের কারণ হয়, তাই আমার মতে এভাবে শাস্তি না দেওয়াই ভালো। আবার অনেককে দেখা যায় মরিচ পুড়িয়ে নাকে ধোয়া দেওয়া হয়, যা রোগীর জন্য আরো মারাত্মক। এর থেকে আরো যেই শাস্তিগুলো আছে তা প্রয়োগ করাই ভালো।

একটি ঘটনা

আমাদের পাশের গ্রামে বাড়ি, একটি মেয়েকে তার বাঁচ্চা হওয়ার পরে, একটু কঠিন প্রকৃতির জিনে আছর করে, তার এক আত্মীয়র বাড়ি আমার বাড়ির সাথে মেশা, সেই সুবাদে তারা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসে, আমি জিনকে হাজির করে তার সাথে বহু সময় ব্যয় করার পরে, যে কোন কৌশলে হোক তাকে আমি রোগী থেকে সরিয়ে দেই, তারপরে সে তার মেয়েকে দুধ খাওয়ায় স্বাভাবিক মানুষের মতো হেটে সবার সাথে বাড়িতে যায়। আমি তখন গোপালগঞ্জে চাকরী করি, চাকরির খাতিরে চলে যাই, পরে ঐ জিন তাকে আবার আক্রমণ করে, আমি যেহেতু গ্রামের এই জন্য তারা আমার প্রতি আস্থাশীল না হয়ে, তারা তাকে কোন কবিরাজের কাছে নিয়ে যায়, সে জিনকে ছাড়াতে না পেরে ধুপ ও মরিচ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তার নাকে ধোয়া দেয়। ধোয়া সে নিতে চায় না, আর সে দেওয়ার জন্য বল ঈশ্বয়োগ করে, এভাবে জোরা জোরি করতে করতে তার মুখ-হাত অনেক জায়গা পুড়ে যায়, এর ফলে সে এমন দূর্বল হয় যে, সে আর হেটে বাড়িতে আসতে পারে না। বাড়িতে আনার পর আর সুস্থ্য হয় না। এভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে, তারা নিরুপায় হয়ে আমাকে আবার কল দিয়ে সব ঘটনা বলে,শুনে আমি খুবই মর্মাহত হলাম। কিন্তু আসার আর সুজোগ হয় নাই। তার কিছু দিন পরেই মেয়েটা মারা যায়।

এই জন্য ভাই সবার কাছে আকুল আবেদন জিন শরীরে থাকলেও মানুষ বেচে থাকে কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন যেনো আপনার শাস্তির কারণে রোগী মারা না যায়।

জিনকে শাস্তি দেওয়ার প্রথম রুকইয়াহ

নিম্নের আয়াতগুলি রোগীর কাছে উচ্চ আওয়াজে পড়তেই থাকবে যতো সময় ঐ জিন রোগীর শরীর থেকে যেতে রাজি না হয়।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴿۱۱۸﴾

(তাফসীরে ইবনে কাসীর খ.৫ , পৃ.৫০১)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার দ্বিতীয় রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াহটি পাঠ করে রোগীর শরীরে দম করবে তাহলে জিন পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

(সূরা ফাতেহা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- (সূরা বাকারা ১-৪)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (সূরা বাকারা ১৬৩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- (সূরা বাকারা ২৫৫-২৫৬)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ- **(সূরা বাকারা ২৮৪-২৮৬)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ **(সূরা আল ইমরান ১৮)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-**(সূরা আল ইমরান ২৬-২৭)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ- ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ- **(সূরা আ'রাফ ৫৪-৫৫)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا- **(সূরা আল ইসরা ১১০-১১১)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-**(সূরা মু'মিনুন ১১৫ ১১৭)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- وَالصَّافَّاتِ صَفًّا- فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا- فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا- إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ- رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ- إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ- وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ- لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ- إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ- فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ-
(সূরা সফফাত ১-১০)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- **(সূরা আর রহমান৩৩-৩৬)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ- هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-
(সূরা হাশর ২২-২৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا- وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا- وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا-(**সূরা জিন ১-৩**)

অতঃপর সূরা ক্বাফিরুন, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস এবং নিম্নের আয়াত পড়বে

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ-مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ- أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ-(**সূরা বাকারা ১৬-২০**)

এই মুঞ্জিল এমন কোন রুকইয়াহ এর বই নাই যার মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই তাই এর আলাদা করে কোন দলিল পেশ করলাম না। বাকি এই আয়াতগুলোর বিষয়ে অনেক হাদিসে জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার আলোচনা এসেছে।

একটি বিশেষ পন্থাঃ উপরের মুঞ্জিল তিন বার পাঠ করে সরিষার তেলে ফুঁক দিয়ে তা তিন রাত সমস্ত শরীরে ব্যবহার করে সকালে গোসল করে ফেলবে তাহলে জিনের সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (লুতফুল লাতীফ ৬২)

হাজার জিনে আক্রমণ করলে তৃতীয় রুকইয়াহ

দলে দলে জিনে আক্রমণ করলে নিম্নের আয়াতগুলো পড়তেই থাকবে যতো সময় সমাধান না হয়।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴿۱۱۸﴾ (সূরা মু'মিনুন ১১৫ ১১৭)

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ۚ (সুরা সফ্ফাত ১-৬)

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا﴿۱﴾ يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا﴿۲﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا﴿۳﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا﴿۴﴾ (সূরা জিন ১-৬)

(বেহেস্তী জেওর খ. ৯ পৃ. ১৬২)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার চতুর্থ রুকইয়াহ

নিম্নের দুআগুলি পাঠ করে করে রোগীকে ফুঁক দিবে যতো সময় রোগী সুস্থ না হয়।

* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم– الم – المص – طه – طس – طسم – كهيعص – يس – وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ – حم – عسق – ق – ن – وَالْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ – (আ'মালিয়াতে কাশমিরী ৫৯)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার পঞ্চম রুকইয়াহ

নিম্নের আয়াতগুলো রোগীর কানের কাছে জোরে জোরে পড়তেই থাকবে যতো সময় জিন যেতে রাজি না হয়।

قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًاۙ﴿۱﴾ یَّهْدِیْۤ اِلَی الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًاۙ﴿۲﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًاۙ﴿۳﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ یَقُوْلُ سَفِیْهُنَا عَلَی اللّٰهِ شَطَطًاۙ﴿۴﴾ (সূরা জিন ১-৬)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ষষ্ঠ রুকইয়াহ

রাকী নিজের হাত রোগীর গলার কাছে নিয়ে নিম্নের আয়াত পাঠ করে মুঠ বন্ধ করে বলবে যে, আমি তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিলাম ফলে জিনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে খুবই কষ্ট পাবে।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ – لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(সূরা বাকারা ২৫৫)

এটা আমার অভিজ্ঞতা।

জিনকে শাস্তি দেওয়ার সপ্তম রুকইয়াহ

নিম্নের আয়াত পাঠ করে রোগীর মুখে ফুঁক দিবেন আবার পাঠ করে ফুঁক দিবেন এভাবে চলমান রাখবেন। যতো সময় জিন আপনার কথা শুনতে বাধ্য না হয়।

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّاۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًاۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِیٰتِ ذِكْرًاۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ﴿۵﴾ اِنَّا زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِزِیْنَةِ ِالْكَوَاكِبِۚ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ مَّارِدٍۚ﴿۷﴾ لَا یَسَّمَّعُوْنَ اِلَی الْمَلَاِ الْاَعْلٰی وَ یُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍۗ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴿۱۰﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَاؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِیْنٍ لَّازِبٍ﴿۱۱﴾ (সূরা সফ্ফাত ১১)

(বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.১৬০)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার অষ্টম রুকইয়াহ

নিম্নের নিয়মে সূরা ইয়াছিনের আমল করলে জিনেরা প্রচূর শাস্তি পাবে এবং জিনের আছর ও যাদুর প্রভাব দূর হবে।

প্রথম বার সূরা ইয়াছিন সম্পূর্ন পাঠ করে রোগীর ডান কানে ফুক দিবে । দ্বিতীয় বার পাঠ করে বাম কানে ফুক দিবে । তৃতীয়বার পাঠ করে রোগীর মুখে ধম করবে । চতুর্থবার পাঠ করে রোগীর ডান ও বাম নাকের ছিদ্রে ফুক দিবে । ৫ম বার পাঠ করে, সারা শরীরের নিয়ত করে, তার বুকে ফুক দিবে । এতে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে জিনের আছর ও যাদুর প্রভাব দুর হবে ।

يٰسٓ ﴿١﴾ وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ
قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا
فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾ وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾
وَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ
بِمَغْفِرَةٍ وَّ اَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ ؕ وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ
مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ ﴿١٣﴾ اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا
بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَ مَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا
تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَ مَا عَلَيْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوْۤا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ
تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ
جَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾
وَ مَا لِيَۤ لَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا يُنْقِذُوْنِ ۚ ﴿٢٣﴾ اِنِّيْۤ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْۤ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ
يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۙ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ
مِّنَ السَّمَآءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾ يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ
مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾ وَ اِنْ
كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ اَحْيَيْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ
جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۙ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا
يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ
الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ ﴿٣٧﴾ وَ الشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَ
الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ ؕ وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۙ ﴿٤١﴾ وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا
يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۙ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ وَ اِذَا
قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا
مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ
اَطْعَمَهٗۤ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّ لَاۤ اِلٰۤى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا
هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ
الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّ لَا

تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى
الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ ۬ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾ وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا
الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَ لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى
مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَ مَا عَلَّمْنٰهُ
الشِّعْرَ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ اَوَ
لَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾ وَ ذَلَّلّٰنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَ مِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾
وَ لَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَهُمْ ۙ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَ لَمْ يَرَ
الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ
هِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ﴿٧٩﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ
نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۪ وَ هُوَ
الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

জিনকে শাস্তি দেওয়ার নভম রুকইয়াহ

বিসমিল্লাহ সহ আয়াতুল কুরছি ৭ বার এবং নিম্নের আয়াত এক বার পাঠ করে রোগীর কানে ফুঁক দিবে। এতে জিন খুবই কষ্ট পাবে। এভাবে করতে থাকবেন যতো সময় জিন কষ্ট পেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য না হয়।

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (সূরা বাকারা ২৫৫)

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (সূরা সাওয়াদ ৩৪)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার দশম রুকইয়াহ

রাকী সূরা মুমিনুন এর শেষ চার আয়াত পাঠ করে রোগীর কানে ফুঁক দিবে, তারপর সূরা তারিক ৭ বার পাঠ করে কানে ফুঁক দিবে। অতঃপর ডান কানে আজান দিবে এবং বাম কানে ইকামত দিবে। জিন প্রচুর পরিমাণে শাস্তি পেয়ে পালিয়ে যাবে। রোগীকে স্থায়ী ভাবে সুস্থ রাখার জন্য এই রুকইয়াহটি ২১ দিন বা ৪১ দিন রোগীকে রেকর্ড করে শোনালে ভালো ফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيْمِ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ
رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴿۱۱۸﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ۙ﴿۱﴾ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ﴿۲﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ﴿۳﴾ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ؕ﴿۴﴾ فَلْيَنْظُرِ
الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ؕ﴿۵﴾ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ﴿۶﴾ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ ؕ﴿۷﴾ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ؕ﴿۸﴾
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۙ﴿۹﴾ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ ؕ﴿۱۰﴾ وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۙ﴿۱۱﴾ وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۙ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ
لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۙ﴿۱۳﴾ وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ ؕ﴿۱۴﴾ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۙ﴿۱۵﴾ وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا ۖ﴿۱۶﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿۱۷﴾

৭ বার।

(আসান আলিয়াত ও তাবিজাত খ. ৩, পৃ. ২৩৮)

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

ষষ্ঠ দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবনী, আমরা আজ ষষ্ঠ দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি। আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে, যারা আমাদের এই ব্যাচে নতুন সকাল-সন্ধার আমল শুরু করেছেন বা যারা করতে মনোস্থ করেছেন, তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এই সময়টা আপনারা কি করবেন?

কিছু কিতাব মুতালা করার অনুরোধ করছি

বেহেস্তী জেওর নভম খন্ড, আমলিয়াতে কাশমিরি, তাবিজাতে রুহুল্লাহ, জিন জাতির বিশ্ময়কর ইতিহাস, আমলিয়াতে কুরআনী, নাফেউল খলায়েক, আর আমার লিখিত বই, আমি জিনের সাথে কথা বলেছি, জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ, স্বামী- স্ত্রীর দ্বন্ধে আকাবিরদের আমল, জিনকে বশ করার আমল, বাতেনী চোখ খোলার আমল, রোগ পরিক্ষার গোপন সূত্র, রুকইয়াতুল আমরাজ, ইলাজুল আমরাজ, মুজেজাতুশ

শেফা, তাবিজের নতুনদরজা, এসো তাবিজ শিখি ১৫ দিনে, তদবীর জগতের গোপন এলেশ এগুলো বাংলা কিতাবের মধ্যে ভালো কিতাব।

উর্দূ কিতাব যারা পড়তে আগ্রহী তাদের জন্য

اسان عملیات و تعویذات' کتاب التعویذات' عملیات عزیزیات، قرانی ایاتوں سے علاج' رجال الغیب' روحانی غسل' روحانی علاج' سورہ یس کی کرشمات' شمس المعارف اردوں' آئینہ عملیات-اسم اعظم۔ سیف بسم اللہ- کاف شرح چہل کاف

যারা আরবী ভালো বোজেন তাদের জন্য নিম্নের কিতাবগুলো খুবই জরুরী

تسخير الجان لمنفعة الانسان. وقاية الانسان من الجن و الشياطين. فتح الحق المبين - لطف اللطيف - اَلصَّارِمُ الْبَتَّارُ فِيْ التَّصَدِّيْ لِلسَّحَرَةِ الْاَشْرَارِ- خواص القران للغزالي - الطب النبي - اكام المرجان في احكام الجان - احكام القران لابن العربي المالكي - العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني - لقط المرجان في احكام الجان - الكلم الطيب

الحذر من السحر- الرقية الشرعية. الجوراني

- الرقية الشرعية لابطال العين و السحر والتلبس واعلاج الامراض الحسية - الطب النبوي ابن القيوم رحمه الله

الاحكام الفقهية في الرقية الشرعية محمد بن صالح الجزاع

الفتاوى الذهبية في الرقية الشرعية - الأذكار النووية للإمام النووي

গতকাল আমরা জিনকে শাস্তি দেওয়ার কিছু কথা বলেছিলাম কিন্তু শাস্তি দেওয়ার পরেও যদি জিন আপনার কথা না শোনে, রোগীকে ছেড়ে না যায়, সেক্ষেত্রে করণীয় হলো, হয়তো তাকে বোতলে বন্ধি করতে হবে না হয় তাকে হত্যা করতে হবে।

জিনকে বোতলে বন্ধি করার কোন প্রমাণ আছে কি না?

আসলে এটা একটা এমন কাজ যা করি আমরা কিন্তু কি হচ্ছে তা আমরা দেখতে পাই না। তবে এর একটা প্রমাণ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, জিন জাতির বিশ্ময়কর ইতিহাস কিতাবে লেখা আছে, সাহাবায়ে কেরাম এক সফরে ছিলেন, তারা একটি মাটির পাত্র দেখতে পেলেন তার মুখ ঢাকনা দিয়ে আটকানো, তারা যখন তার মুখ খুললেন, তার থেকে ধোয়া

বের হচ্ছিল, আর আওয়াজ আসতেছিল যে, হুজুর আমাকে মাফ করে দেন আমি ভালো হয়ে যাবো আমি চলে যাচ্ছি। লেখক বলেন এই পাত্রে সুলাইমান (আ.) জিনকে বন্ধি করেছিলেন,তাই মুক্ত হওয়ার পরে জিন মনে করেছে যে, এখনও সুলাইমান (আ.) আছেন, তাই সে এভাবে বলেছে। এর থেকে বুজে আসে যে, আসলে জিনকে কোন বস্তুর মধ্যে আটকে রাখার সম্ভব।

আর আমরা যারা তদবীর করি তারা তো এর পত্যক্ষ্যদর্শি, আমরা এমন অনেক রোগী পাই, যাদের জিনগুলোকে আমরা বোতলে বন্দী করে রাখি, তারপরের দিন আবার জিন এসে ঐ রোগীর উপর হাজির হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে না বন্দি করা হলো তুমি কিভাবে আবার আসলে? সে বলে আমি তার ভাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসেছি। কারণ আমার ভাইকে বন্দি করা হয়েছে, তাকে না ছাড়লে আমি রোগীকে মেরে ফেলবো। এই জিনের কথপতন দ্বারা বুজা যায় যে জিনকে বন্দি করা যায়।

আমরা জিনের চিকিৎসা দুই ভাবে করি

১. যেহেতু জিন একটা প্রাণী তার প্রাণ আছে, তাহলে তার ভয়ও আছে, তাই আমরা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করি, সে ভয়ে আর রোগীর কাছে আসে না।

২. আমরা তাকে বন্দি করি।

কিভাবে করি এটা? করার পন্থা হলো, যখন আমরা জিনকে বন্দি করার জন্য তার মুখের সামনে বোতল নিয়ে দুআ-দুরুদ পড়ে বোতলের মুখ আটকাই তখন দুই সুরাত, হয়তো যে জিন কষ্ট দিচ্ছে সে বোতলে বন্দি হইছে, না হয় আমাদের এই আচারণ দেখে ভয়ে পালিয়েছে, কারণ সে যেহেতু গায়েব জানে না তাই সে মনে করবে যে, কতোজনকেই না বন্দি করেছে হয়তো আমাকেও বন্দি করবে। এই ভয়ে সে আর আসবে না।

জিনকে বোতলে বন্দি করার নিয়ম

জিন যদি কয়েক বার ওয়াদা করে যে, সে আর রোগীর কাছে আসবে না। অতঃপর আবার আসে এবং রোগীকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিতে থাকে, তো সেক্ষেত্রে প্রথমে তার পরিবারের কাউকে ডেকে, তার কাছ থেকে ওয়াদা নিবে এই ভাবে যে, সে বলবে আমাদের এই লোককে আমি নিয়ে যাচ্ছি,

এর পরে সে আর এই রোগীর কাছে আসবে না । যদি সে আসে, তাহলে তাকে বন্দী করলে বা হত্যা করলে, আমাদের কেউ এর প্রতিশোদের জন্য আসবে না। এরুপ ওয়াদা করার পরে যদি আবার আসে, তাহলে তাকে বন্দী করে রাখবেন ।

(১) জিন রোগীর শরীরে হাজির করার পর কিছু সময় তার তার সাথে কথা বলবে এবং কতো জন তার সাথে তা জানার চেষ্টা করবে অতঃপর একটি বোতল নিয়ে মুখটি খুলে রোগীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে প্রথমে ৩ বার আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে অতঃপর বলবে اخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنُ তিন বার বলে মাথায় হালকা করে থাবা দিবেন, অতঃপর নাক বন্ধ করে ধরবেন ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ট, তারপর ছেড়ে দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করে দিবেন। তবে মুখ বন্ধ করার সময় এই আয়াতটি **وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** পাঠ করবেন তাহলে অন্য জিনরা তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না।

(২) মুদাব্বীর একটি কাগজে জাফরান,কালি দ্বারা নিম্নের দুআটি লিখবে, অতঃপর তা একটি বড় বোতলের মধ্যে ডুকাবে, অতঃপর তা রোগীর মুখের কাছে ধরবে,

মুদাব্বীর একবার আয়াতুল কুরছি, একবার ফালাক ও নাস পাঠ করে বোতলের মুখে ফুঁক দিবে,অতঃপর বোতলটি ধরে উঠালে তা অত্যন্ত ভারী মনে হবে। এতে বুজতে হবে যে ঐ দুষ্ট জিন বোতলে আশ্রয় নিয়েছে, এমতাবস্থায় বোতলের মুখ বন্ধ করে দিবেন তার পর তা মাটির মধ্যে নিরাপদ স্থানে পুতে রাখবে, জিনটি মৃত্যু পর্যন্ত ঐ অবস্তায়ই জীবন কাটাবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- بو لاقيش قموشا نفسهما ابن الملك احضروا واجيبوا داعي الله طائفين بالفوس والوتر والخانت من اليوم الساعة س لا عمله س لا له ع١١ وو ال من لا عمل هو صفال -

জিনকে মেরে ফেলার উপায়

অনক সময় জিনকে বোতলে বন্দি করলেও রোগী সুস্থ্য হয় না। আবার সে মুদাব্বিরের কথাও শোনে না। সেক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে তাকে জবাই করে দিতে হয়।

(১) আয়াতুল কুরছি তিন বার পাঠ করে, মুদাব্বীর তার নিজ হাতে ফুঁক দিয়ে, ছুরির মত করে তার গলায় জবাই করার নিয়তে চারাবেন, আসা করা যায় এর বরকতে ঐ জিন মারা যাবে।

(২) জিনগ্রস্ত রোগীর কানে ৭ বার আযান এবং সূরা ফাতেহা,সূরা ফালাক, সূরা নাছ, আয়াতুল কুরছি,সূরা তারেক পূর্ন একবার, সূরা হাশরের শেষ কয়েক আয়াত তথা لو انزلنا الى اخر ও সূরা সফফাত পূর্ন পাঠ করে রোগীর কানে ফুঁক দিবে এর বরকতে ঐ জিন মারা যাবে ইনশাআল্লাহ ।

(৩) জিনের তদবীর করার সময় বা জিনকে শাস্তি দেওয়ার সময় অনেক জিন যাদু টোনা করে, যার ফলে মুদাব্বীরের তদবীর আর কাজ করে না। এরুপ অবস্থায় একবার রোগীর মুখে কিছু থুথু দিলে ঐ যাদু টোনা নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর নিম্নের দুয়াটি কাফনের কাপড়ে বা সাদা কাগজে লিখে বাদামের তৈল হলে ভাল ,না হয় শরিষার তৈলে ভিজিয়ে ইষ্টিল বা লোহার চামুচের উপর রেখে আগুন ধরিয়ে রোগীর নাকে ধোয়া দিতে বলবেন, আশা করা যায় এর বরকতে, একটি জিন মারা যাবে এভাবে একটি করে পোড়াবে আর একটি করে জিন মারা যাবে। এই তদবীর দ্বারা যে জিন দুর থেকে বদ নজর করে তারাও মারা যাবে ইনশাআল্লাহ । দুআটি এইঃ

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار واخوانهم واحبابهم-

(৩)জিন হাজির হওয়ার পর নিজেকে রাগান্বিত করে রোগীর গলার কাছে হাত মুঠ করে ধরে

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

তিন বার পাঠ করেমুঠ ধরে রাখবেন, যত সময় রোগী নড়া চড়া করতে থাকবে ততো সময় ধরে রাখবেন এতে ঐ জিন মরে যাবে ইনশাআল্লাহ।

জিনকে মেরে ফেলার ক্ষেত্রেও দুই পন্থা থেকে খালি না। হয়তো জিন আসলেই এই পন্থা অবলম্ভনের ফলে মারা গেছে অথবা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে যে, আল্লাহ কাকে যেনো হত্যা করে ফেলেছে, আমাকেও না জানি হত্যা করে ফেলে? তাহলে আমাদের লক্ষ্য অর্জন হয়ে গেছে, তাহলো রোগীকে সুস্থ্য করা আর আমরা তা করেছি।

অনেক রোগী আছে, যাদের জিনকে বোতলে বন্দি করলে বন্দি হয় না। জবাই করলেও জবাই হয় না, আবার রোগীও সুস্থ্য হচ্ছে না। এদের ক্ষেত্রে করণীয় হলো, রোগীর সাথে যারা আছে তাদেরকে বোজানো যে, ভাই সব রোগীর চিকিৎসা একই পন্থায় হয় না। কারো জিন ছাড়িয়ে দিলে সে সুস্থ্য হয়ে যায়, কারো জিন বন্দি করলে রোগী সুস্থ্য হয়ে যায়, আর

কারো জিন হত্যা করলে সুস্থ্য হয়ে যায়, আর কারো ক্ষেত্রে এর কোনটাই কাজে আসে না, তখন আপনাদের দায়িত্ব হলো আমরা যা করতে বলি তা গুরুত্ব সহকারে করা, আর আমাদের সাথে যোগাগোগ রাখা আশা করা যায় এই পন্থায় চিকিৎসা করতে থাকলে কিছু দিনের মধ্যে আপনার রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে। আর এই সমস্ত রোগীদের জন্য সব থেকে ভালো কাজ করে জিনকে মেরে ফেলার দুই নাম্বার আমল। আর বাকি মেরে ফেলার তদবীর, যাদু নষ্ট করার তদবীর, আর শরীর বন্দের তদবীর তো থাকবেই।

একটা রোগীর ঘটনা

আমার মাদারীপুরের একটা রোগী বয়স বারো তেরো বছর হবে সমস্যা জিন তার শরীরে আসছে, সে আর যায় না, তাকে যাওয়ার কথা বললে সে বলে, আমি তো যেতে চাই কিন্তু যেতে পারি না, আমাকে বেধে রাখা হয়েছে। বার বার চেষ্টা করে যখন তাকে তার শরীর থেকে তাড়াতে পারলাম না। কি আর করার জিনকে মেরে ফেলার দুই নাম্বার তদবীর প্রয়োগ করলাম, ফরে তিন দিন পরেই আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুস্থ্য করে দিলেন।

আরো একটি ঘটনা

আমি এক বার একটা রোগী দেখতে ফরিদপুরে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম যে, রোগীর কি সমস্যা? তারা বলল যে, এর বালেগ হওয়ার পর থেকেই জিনের সমস্যা কিন্তু এখন যে সমস্যা রোগীর হচ্ছে, তাহলো সে সারা দিন বাড়ির যতো কাপড় আছে তা ধৌত করতে থাকে। আর বাড়িতে কোন লোক আসলে তাকে গোসল না করে ঘরে প্রবেশ করতে দেয় না। স্বামী বলতেছিল, হুজুর! সারা দিন অফিসে কাজ করে ক্লান্ত অবস্থায় যখন বাড়িতে আসি শীত আর গরম নাই গোসল না করে ঘরে প্রবেশ করতে দেয় না, এক মহাবিপদে আছি। যাহোক আমি রোগীকে বসিয়ে জিন হাজির করার দুআ-দুরুদ পাঠ করার সাথে জিন এসে হাজির হলো, তার সাথে অনেক সময় কথা বলার পরে, যে বিষয়টি জানা গেলো, তা হলো, সে এক কবীরাজের কথা বলে যে তাকে পাঠিয়েছে। আমরা তাকে বিদায় করার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু তাতে কোন উপকার হলো না। ফলে তাকে মেরে ফেলার তদবীর প্রয়োগ করলাম কিন্তু তাতেও তার কোন উপকার হলো না। এখন আমার চেষ্টা শেষের দিকে কি করবো দিশা পাচ্ছি না, এমন সময় মনের মধ্যে উদয় হলো একটা কৌশল, তা হলো জিনকে মেরে ফেলার ৩ নাম্বার কৌশল, আল-হামদুলিল্লাহ সাথে সাথে ফায়দা হলে,া রোগীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো,

রোগী ছাটা-ছাটি করতে শুরু করল বুজলাম যে ফায়দা হচ্ছে, ধরেই রাখলাম কিছু সময় পর রোগী বেহুশ হয়ে গেলো, আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী তারপরে রোগী সুস্থ্য হয়ে গেলো।

জিনকে পুড়িয়ে ফেলার উপায়

যদি কখনও এমন হয় যে, উপরের তদবীর প্রয়োগে কোন উপকার হয় না, তাহলে জিনকে পুড়িয়ে ফেলার তদবীর প্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম পন্থাঃ- এক মজলিসে ধারাবাহিক ভাবে ৩ বার সুরা বাকারা শোনাবে। তাহলে আশা করা যায় ঐ জিন জ্বলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি এর দ্বারা রোগী পরিপূর্ণ সুস্থ্য না হয় ,তাহলে একদিনে পরিপূর্ণ হদরের সাতে পূর্ণ কুরআন শরীফ রোগীকে শোনাবে অথবা কুরআনে যত আজাবের আয়াত আছে তা রোগীকে শোনাবে যত সময় না জিন মারা যায়।

দ্বিতীয় পন্থাঃ- রোগীর কানে ৭ বার আযান দিবে । সূরা সফফাত ,সূরা জিন, সূরা ক্বফ, সূরা র'য়াদ, সূরা তরেক, ৭ বার করে পাঠ করে রোগীকে শোনাবে।

তৃতীয় পন্থাঃ- সূরা বরুজ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে অতঃপর তা রোগীকে পান করাবে ও মুখে ছিটিয়ে দিবে, এতে জিন জ্বলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ পন্থাঃ- সূরা ইয়াছিন ২বার ,সূরা জিন ৩বার ,পাঠ করে রোগীকে শোনাবে এভাবে মোট এক সপ্তাহ শোনাবে ।

পঞ্চম পন্থাঃ- দুরুদে ইব্রাহিম ১১ বার , আয়াতুল কুরছি ১১ বার , দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার, সূরা কাফিরুন ও এখলাস দুনোটাই এক সাথে ১১বার, দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার ,সূরা ফালাক ৩৩বার, দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার, সূরা নাস ৩৩বার,দুরুদে ইব্রাহিম ১১ বার, দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার পাঠ করে রোগীকে শোনাবে ।

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [يونس/٨١]

৩৩ বার, আবার দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার পাঠ করে রোগীকে শোনাবে ।

দূর থেকে জিনে ক্ষতি করে শরীরে হাজির হয় না

এ বিষয় কিছু কথা

এখন কথা হলো, কিছু জিন আছে যারা রোগীর শরীরে ভর করে না কিন্তু দূর থেকে যাদুর মাধ্যমে রোগীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এর ফলে রোগীর শরীরে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় তা হলো, কারো শরীর জ্বালা-পোড়া করে, কারো পেটে বিভিন্ন সমস্যা হয়, যা ডাক্টার দেখিয়ে কোন ফায়দা হয় না কখনো মনে হয় যে, গ্যাসের সমস্যা কিন্তু ঔষধ খেলে কোন উপকার হয় না। আবার কারো দেখা যায়, শরীরে পোকার মতো কি জানি হাটা-চলা করতে থাকে, আবার কারো কানে বিভিন্ন কথা শুনতে পায়, অনেকে আবার গান শুনতে পায়, কেউ কেউ আবার যৌন উদ্দিপনা মূলক কথা শুনতে পায়। এইরুপ বহু সমস্যা হয় জিনের কারণে মানুষের।

জিন কি মানুষের শরীরে প্রবেশ না করে ক্ষতি করতে পারে?

হ্যা, জিনে মানুষের শরীরে প্রবেশ না করেও ক্ষতি করতে পারে। হাদিসের মধ্যে এমন কয়েকটি ঘটনা পাওয়া যায় যদিও অনেকে এই হাদিসকে দূর্বল বলেছেন।

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بَالَ قَائِمًا، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: إِنِّي لأَجِدُ دَبِيبًا، فَمَاتَ، فَسَمِعُوا الْجِنَّ تَقُولُ: قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

সাঈদ বিন আবু আরুবা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুহাম্মাদ বিন সিরিনকে বর্ণনা করতে শুনেছি, সা'য়াদ বিন উবাদা দাড়িয়ে প্রস্রাব করল, অতঃপর তিনি ফিরে এসে তার সাথীদেরকে বললেন, আমি পিঠে কষ্ট অনুভব করতেছি এর কিছু সময় পরে তিনি ইন্তেকাল করে। অতঃপর তারা জিনদেরকে বলতে শুনলো, খাজরাজ এর নেতা সা'য়াদ ইবনে উবাদাকে আমরা হত্যা করেছি। তাকে আমরা দুটি তীর মেরেছি কিন্তু তার শরীরে ক্ষতের কোন চিহ্ন হয় নাই।

এই হাদিস থেকে বুঝে আসে যে জিনেরা মানুষকে দূর থেকে তাকে স্পর্শ করা ব্যতিতই ক্ষতি করতে পারে। আর এই রোগীদের চিকিৎসা অনেক কঠিন যাদের শরীরে জিন হাজির হয় তাদের থেকে। এর একটি কারণ হলো।

(১) এই সমস্ত রোগীরা পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে একটু সময় লাগে ফলে রোগী এক চিকিৎসকের চিকিৎসার উপর নির্ভর না করে একের পর এক মুদাব্বিরের কাছে যেতে থাকে আর প্রতিজনেই তার রোগ পরিক্ষা করে হয় তো জিনের সমস্যার কথা বলে না হয় যাদুর সমস্যার কথা বলে। এর ফলে ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে এই বিষয়টা গেথে যায় ফলে সে আস্তে আস্তে মানসিক রোগী হয়ে যায়। এখন তার জ্বর হলে বা মাথা

ব্যথা করলে বা স্ত্রী বা অন্য কারো সাথে ঝগড়া হলে সে মনে করতে থাকে যে, তাকে এই সমস্যায় জিনে ফেলেছে। অথচ এই কাজগুলো সাধারণ যা সবার জীবনেই আসে কিন্তু সে এটাকে স্বাভাবিক মনে করতে পারে না ফলে এদের চিকিৎসা একটু কঠিন।

আমার এক রোগীর ঘটনা

আমি তখন গোপালগঞ্জ কুশলী মাদ্রাসায় চাকরি করি, একদিন রাতে বাসায় মুতা'য়ালা করতেছিলাম, রাত তখন সম্ভবত ১০ টা বাজে মুহতামিম সাহেব ফোন করে বললেন যে, হুজুর ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি? আমি বললাম না ঘুমাইনি। সে বললো তাহলে একটু মাদ্রাসায় আসেন একজন লোক আসছে আপনার সাথে দেখা করার জন্য। আমি মাদ্রাসায় আসার পর মুহতামিম সাহেব বললেন যে, হুজুর এই লোকটি আমার দেশি সে অনেক বিপদে আছে তাই সে আপনার সাথে দেখা করার জন্য আসছে আপনি একটু ভালোভাবে দেখেন যে, তার কি সমস্যা। আমি তাকে আমার রুমে এনে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার কি সমস্যা হচ্ছে বলেন, সে প্রথমেই বললো হুজুর আমি বাড়িতে না জানিয়ে একজনের কাছ থেকে সুদের উপর টাকা নিয়ে আপনার কাছে আসছি কারণ আমার কাছে কোন টাকা ছিলো

না ভাড়া দিয়ে আপনার কাছে আসার মতো। এরপরে তার শরীরে যে যে সমস্যা হচ্ছে তার কথা আমাকে বললো এবং সে আরো বললো, আমার পরিবার এখন অতিষ্ট হয়ে গেছে ফলে আমার আর কোন চিকিৎসা তারা করে না এবং আমি কারো কাছে যেতে চাইলে যেতে তো দেয়ই না বরং আরো বেশি কথা বলে। তার কথাগুলো শুনে আমি অনুভব করতেছিলাম যে, তার জিনের সমস্যার কারণে সে মানসিক রোগী হয়ে গেছে। এরই মধ্যে আমার রুমে টিকটিকি আওয়াজ দিলো, সাথে সাথে সে বলে যে, হুজুর দেখেন এই যে, জিন চলে আসছে সে আপনাকেও ক্ষতি করবে যার ফলে আপনি যে তদবীর আমাকে দিবেন তা আর কোন কাজে আসবে না। এরপর তাকে আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তার সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কথা বললাম তারপর তাকে তদবীর দিলাম। কিন্তু বুঝার বিষয় হলো তার মনের মধ্যে জিনের কথা এমন ভাবে গেথে গেছে যে, তার জীবনে যা কিছু হয় তাই জিনের কারণে হয় বলে মনে করে সে, তাই এই রোগীর চিকিৎসা অনেক কঠিন।

(৪)নিম্নের দুআটি লিখে এক পিচ পানিতে ভিজিয়ে ৩ দিন সকালে খেতে হবে ,এভাবে মোট ২১ দিন। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- سبحان الله سبحان الله وعظمة الله وبرهان الله وصنع الله وبطش الله وكبرياء الله وجلال الله وكمال الله ومن الله ولااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس وملتومانس النار وماذرنا درنا اخنوس برحمتك ياارحم الراحمين

এই দুআর ব্যাপারে কিছু কথাঃ এই দুআটি আমার বইতে যখন লিখতে যাই, তখন মন বলে এই দুআর বিষয়েই একটা বই লিখে ফেলি, কারণ হলো আমার মনে হয়, এই দুআটি তদবীর জগতের গ্যাসের ঔষধ অর্থাৎ গ্যাসের ঔষধ যেমন সব রোগীর ক্ষেত্রে ডাক্টার নির্দ্বিধায় লিখে দেয়, তদ্রুপ প্রতিটি মুদাব্বিরেরও জরুরী যে, সে এই দুআটি প্রতিটি রোগীর জন্য নির্দ্বিধায় লিখে দিবে। কারণ এই দুআটি এমন কোন রোগ নাই যার জন্য কাজ করে না। আপনি যে রোগের জন্যই দেন, সে ফায়দা পাবে ইনশাআল্লাহ। যদিও সাত পিচ কাগজে লিখে দেওয়া কষ্টের কাজ কিন্তু আপনার রোগী ভালো হওয়া, আপনার সুনাম সব জাগায় ছড়িয়ে পড়ার জন্য এই দুআর বিকল্প নাই। যে সমস্ত রোগী শত শত মুদাব্বির দেখিয়ে উপকার পায় নাই আপনি তাকে লিখে দেন, দেখবেন কয়েক দিন পরেই আপরাকে কল দিয়ে বলবে যে, হুজুর খুব আরাম

পাচ্ছি। এটা যদিও যাদু নষ্ট করার তদবীর কিন্তু সব রোগের জন্য ভালো কাজ করে। এটা আমার উস্তাদ মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেব (দাঃ বাঃ) কে দেখেছি সব রোগীকে দেওয়ার জন্য, কোন সময় ব্যস্ততার কারণে লিখার সময় না হলে, আমাকে বলতো লিখে দেওয়ার জন্য, তখন ছাত্র ছিলাম লিখতে খুব কষ্ট হতো তাও লিখে দিতাম। হুজুরকে লিখে দিতে দিতেই আমার মুখস্থ হয়েছে। আর আপনারা যারা আমাকে ফলো করেন আপনাদেরকে বলি সবাইকে এই দুআ লিখে দিবেন।

(৬) নিম্নের তদবীরটি ২১ পিচ কাগজে বা কাফনের কাপড়ের উপর লিখে প্রতি দিন ১পিচ, শরিষার তেলে ভিজিয়ে ইষ্টিলের চামুচের উপর রেখে আগুন ধরিয়ে নাকের আধা হাত নিচে রেখে নাকে ধোয়া নিবেন ।

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار واخوانهم واحبابهم-

দূর থেকে জিন ক্ষতি করলে রুকইয়াহ

আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে, জিনেরা মানুষকে দূর থেকে কিভাবে ক্ষতি করে তাহলে দেখতে পাই যে, তারা বদ-নজরের মাধ্যমে, যাদুর মাধ্যমে এবং হিংসার মাধ্যমে ক্ষতি করে। সুতরাং যদি এই গুলোর বিষয়ে কুরআনে যে সূরা রয়েছে তা এবং হাদিসে যে, দুআ রয়েছে তা দিয়ে রুকইয়াহ করা হয় আশা করা যায় অতিদ্রুত সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বদ নজরের রুকইয়াহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ﴿۷﴾

৭ বার। (সূরা ফাতেহা)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ

مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

৭ বার। (সূরা বাকারা ২৫৫)

ۙ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ﴿۴﴾

৭ বার। (সূরা মুলক ৩-৪)

وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

৭ বার। (সূরা কলাম ৫১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

৭ বার। (সূরা এখলাস)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

৭ বার। (সূরা ফালাক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

৭ বার। (সূরা নাস)

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ -

৭ বার।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

৭ বার।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

৭ বার।

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيُّ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

৭ বার।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

৭ বার।

এই রুকইয়াহটি যে বদ-নজরের রুকইয়াহ তা আমি পেয়েছি اسلام ويب নামে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে তার মধ্যে এটা আনা হয়েছে।

যাদুর রুকইয়াহ

যখন আপনি আপনার নিজের অথবা অন্য কারো রুকইয়াহ করতে ইচ্ছা পোষণ করবেন তখন হাত মাথার উপর বা শরীরের

যে স্থানে সমস্যা হচ্ছে সে স্থানে রেখে রুকইয়াহটি পাঠ করা শুরু করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

১ বার (সূরা ফাতেহা)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

১ বার। (সূরা বাকারা ২৫৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

১ বার। (সূরা এখলাস)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ
اِذَا وَقَبَۙ ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِۙ ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ
اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

১ বার। (সূরা ফালাক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِۙ ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ ﴿۵﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

১ বার। (সূরা নাস)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا
سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ
وَ اعْفُ عَنَّا ۪ وَ اغْفِرْ لَنَا ۪ وَ ارْحَمْنَا ۪ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

১ বার। (সূরা বাকারা ২৮৫-২৮৬)

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ
سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَآ
اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ
اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا
يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ

اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

১ বার। (সূরা বাকারা ১০২)

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ وَ اُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۖ﴿۱۲۰﴾

১ বার। (সূরা আরাফ ১১৭-১১৯)

فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾

১ বার। (সূরা ইউনুস ৮০-৮২)

وَ اَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿۶۹﴾

১ বার। (সূরা ত্বহা ৬৯)

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

১ বার। (মুত্তাফাকুন আলাই)

এই রুকইয়াহটি পাঠ করে জয়তুন তেল এবং পানির উপর ফুঁক দিয়ে ঐ পানি পান করবে এবং গোসল এবং জয়তুন তেল শরীরে

ব্যবহার করবে। আশা করা যায় অতিদ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এই রুকইয়াহটি فتح الحق المبين নামক কিতাবে আছে।

হিংসা এবং বদ-নজরের রুকইয়াহ

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

তিন বার। (সূরা ফাতেহা)

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هِم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُوْنَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ* وَإِذَا لَقُوْا الَّذِينَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَب اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صَمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَوتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

(সূরা বাকারা ১-২০)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ

ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ اللَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. البقرة১৬৩-১৬৫] :

(সূরা বাকারা ১৬৩-১৬৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

তিন বার।(সূরা বাকারা ২৫৫-২৫৭)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ

عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

(সূরা বাকারা ২৮৪-২৮৬)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم - اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانتِقَامٍ * إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

(সূরা আল ইমরান ১-৫)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (آل عمران:

(সূরা আল ইমরান ১১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُواْ

مِنهُم تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ . (ال عمران: ٢٦-

(সূরা আল ইমরান ১২৬-১২৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. [الأعراف: ٥٤-٥٦]

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ.

(সূরা তাওবা ১১৪)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

(সূরা ইউনুস ১৫৭)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

(সূরা নাহাল ১৬৯)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّاخسارا.

(সূরা বনী ইসরাইল ১৮২)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَابُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৮)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.

(সূরা শুয়ারা ৮০-৮২)

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ* المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ

وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ * وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ * وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ.
(সূরা নুর ১৩৫)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ :
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا * إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ * إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَا وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِب.

(সূরা সফ্ফাত ১-১১)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ.
(সূরা ফুস্সিলাত ১৪৩)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ * فَبِأَيِّ

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.

সূরা আর রহমান ৩১-৪১)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا * وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا * وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا * وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا * وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا .

(সূরা জিন ১-৯)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُالْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم-

(সূরা হাশর ২১-২৪)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ والحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُم أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العَزِيزُ الْغَفُورُ * الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ * وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ * وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ * إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ- قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ * وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ * فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ .

(সূরা মুল্‌ক ১-১১)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.

তিন বার। (সূরা কলাম ৫১)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا.

তিন বার। (সূরা নিসা ৫৪)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

(সূরা ইবরাহীম ১২৬)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا* لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.

(সূরা ত্বহা ১০৫-১০৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

তিন বার।(সূরা বাকারা ২৫৫)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا زَلْزِلَةِ الْأَرْضِ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. (الزلزلة)

তিন বার। (সূরা ঝিলঝাল)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِيْنٌ.

তিন বার।(সূরা কাফিরুন)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ * وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

তিন বার। (সূরা এখলাস)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

তিন বার।(সূরা ফালাক)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم الله الرحمان الرحيم
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

তিন বার। (সূরা নাস)

এই রুকইয়াহটি اَلصَّارِمُ الْبَتَّارُ فِيْ التَّصَدِّيْ لِلسَّحَرَةِ الْاَشْرَارِ বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

উপরের তিনটি রুকইয়াহ সম্পর্কে কিছু কথা

যে সমস্ত রোগীদেরকে জিনেরা দূর থেকে ক্ষতি করে তাদের জন্য এই তিনটি রুকইয়াহ ফায়দা জনক হবে ইনশাআল্লাহ। যে

সিরিয়ালে রুকইয়াহগুলো লেখা হয়েছে তা সেভাবে প্রথমটি সকালে, দ্বিতীয়টি দুপুরে এবং তৃতীয় রাতে পাঠ করলে অথবা রেকর্ড করে শুনলে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশাবাদী ঐ জিনগুলো রোগীকে আর ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

এটি এমন এক রুকইয়াহ যা যে কোন জিনের সমস্যার সমাধান করতে পারে

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ-

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

(সূরা ফাতেহা)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ -الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

(সূরা বাকারা ১-৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ -

(সূরা বাকারা ২৫৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ-

(সূরা বাকারা ২৮৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ -الٓمّٓ ﴿١﴾ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ
الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ
یَدَیْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ
وَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰى عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی
الْاَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ
كَیْفَ یَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ
عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ
مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ۚ وَ مَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ
الرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا
یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا
وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّكَ
جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ﴿٩﴾
اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
شَیْـًٔا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ وَ قُوْدُ النَّارِ ﴿١٠﴾

(সূরা আল ইমরান ১-১০)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(সূরা আল ইমরান ১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

(সূরা আল ইমরান ২৬-২৭)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ۫ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ حَثِیْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْیَةً ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ﴿۵۵﴾ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۵۶﴾ وَ هُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾

(সূরা আরাফ ৫৪-৫৭)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ﴿۴۵﴾ وَّ جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ یَّفْقَهُوْهُ وَ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا

ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿۴۶﴾
نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ هُمْ نَجْوٰٓى
اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۴۷﴾ اُنْظُرْ
كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۴۸﴾ وَ
قَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۴۹﴾
قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿۵۰﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ
صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ
فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰٓى اَنْ
يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿۵۱﴾

(সূরা বনী ইসরাইল ৪৫-৫১)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ
عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

(সূরা আ'রাফ ১১৭-১১৯)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ
سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿۷۹﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ
مُّلْقُوْنَ ﴿۸۰﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ
الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾

(সূরা ইউনুস ৭৯-৮২)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَ
اِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿۶۵﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ
عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿۶۶﴾ فَاَوْجَسَ فِىْ

نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾

(সূরা ত্বহা ৬৫-৬৯)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿٣﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿٥﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۙ﴿٦﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿٨﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿٩﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَ اِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَ اِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾ وَ قَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۖ﴿١٥﴾ ءَاِذَا

مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ۠ ﴿۱۶﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا
الْاَوَّلُوْنَ ﴿۱۷﴾ قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿۱۸﴾

(সূরা সফ্ফাত ১-১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۸﴾
يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ﴿۲۹﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۰﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿۳۱﴾ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۲﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ
تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا
بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾

(সূরা আর রহমান ২৮-৩৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى
جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ
نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾

(সূরা হাশর ২১-২৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ
لَمَجْنُوْنٌ ﴿۵۱﴾ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۲﴾

(সূরা কলাম ৫১-৫২)

وَّ أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّحِيمِ- اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾

(সূরা জিন ৩)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّحِيمِ - قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ﴿۶﴾

(সূরা কাফিরুন)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّحِيمِ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

(সূরা এখলাস)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّحِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

(সূরা ফালাক)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّحِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

(সূরা নাস)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مَنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ .

بِسْمِ اللهِ ، آمَنَّا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ ، وَبِعِزَّةِ اللهِ الَّتِيْ لَا تَرَامُ وَلَا تَضَامُ، وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيْعِ، نَحْتَجِبُ بِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَائِذِيْنَ بِاللهِ مِنَ الْأُبَالِسَةِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُسِرٍّ وَمُعْلِنٍ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكُنُ بِالنَّهَارِ وَيَخْرُجُ بِاللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّيْ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

بِسْمِ اللهِ ، آمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءُ اللهِ مُنْتَهَى ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبِيّاً وَرَسُوْلاً .

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ .

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌوَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقٌ يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ .

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.
أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَن يَّحْضُرُوْنَ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ ، اَللّٰهُمَّ لَايَهْزِمُ جُنْدَكَ وَلَا يَخْلِفُ وَعْدَكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ .
أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَمِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .
اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَّأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا .
تَحَصَّنْتُ بِالْإِلَهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَاسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوْقِ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوْقِ، حَسْبِيَ اللهُ هُوَ حَسْبِيْ ، اَلَّذِيْ بِيَدِهِ. مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى ، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، وَلَيْسَ وَرَاءُ اللهِ مَرْمَى، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ .

(এই রুকইয়াহটি আছে فتح الحق المبين কিতাবে পৃ. ১৩১-১৪১)

(১) নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগীর বালিশের মধ্যে রেখে দিবে ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيْمِ- هَذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رُّسُوْلِ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ اِلَى مَنْ يَّطْرُقُ مِنَ الْعُمّارِ وَالزَّوَّارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ- اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِىْ الْحَقِّ سَعَةً فَاِنْ كُنْتَ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا مُقْتَحِمًا – فَهَذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- وَرُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ وَاتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هَذَا وَانْطَلِقُوْا اِلَى عُبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَاِلَى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللهِ اِلَهًا اَخَرْ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ- حٰم-لَا يَنْصُرُوْنَ- حم- عسق تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا اللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ – فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(২) নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে।

ب	د	و	ح
ح	و	د	ب
د	ب	ح	و
و	ح	ب	د

اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان و هامة وعين لامة تحصنت بحصن الف الف ولا حول ولا قوة الا با لله العلى العظيم

و صلى الله على النبي واله وسلم

(৩)নিম্নের তদবীরটি লিখে প্রথমটা ব্যবহারের ৭ দিন পর এটা কোমরে ব্যবহার করবে ।

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

সপ্তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী আমরা আজ সপ্তম দিনের ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেছি। গতকাল আমরা জিনের বিষয় কিছু কথা বলেছিলাম এবং কিছু কথা ছুটে গিয়েছিলো, প্রথমে আমরা তার সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলবো তার পরে মুল আলোচনা শুরু করবো।

যাদের শরীর জ্বালা-পোড়া করে বিশেষ করে ৪৫ বছর অতিবাহিত মহিলাদের এই সমস্যাগুলো হয় একটু বেশি। তাহলে আমরা তাকে নিম্নের দুআ লিখে দিবো পাশাপাশি আরো তদবীর প্রয়োগ করবো।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- سبحان الله سبحان الله وعظمة الله وبرهان الله وصنع الله وبطش الله وكبرياء الله وجلال الله وكمال الله ومن الله ولااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس وملتومانس النار وماذرنا درنا اخنوس برحمتك ياارحم الراحمين

সে তদবীর গুলো এই

(১) এই রোগীর জন্য সূরা তাকবীর এখলাসের সাথে পাঠ করে যমযমের পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দিনে দুই বার করে ৪১ দিন খাবে, তাতে তার সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

(২) আর এতেও যদি সে ভালো ফলাফল না পায়, তাহলে সূরা নাযিয়াত এর প্রথম পাঁচ আয়াত একশত বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিনে দুই বার করে ৪১ দিন পান করলে সমস্যা দূর হবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এইঃ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا [النازعات/١-٥]

কিছু রোগী কানে বিভিন্ন কথা শুনতে পায়

এখন কথা হলো, যে সমস্ত রোগীদের জিনেরা দূর থেকে সমস্যা করে, তাদের এক প্রকার হলো, কানে কানে বিভিন্ন কথা শুনতে পায়। এই কথা শোনাটা বিভিন্ন ধরণের হয়ে তাকে।

কেউ কেউ সূরা শুনতে পায়, কেউ কেউ গান শুনতে পায়, কেউ কেউ আছে কানে ডোল এর শব্দ শুনতে পায়, আবার কেউ শুনে যে, তোমার অমুক আত্মীয় তোমাকে ক্ষতি করার জন্য তাবিজ পুতে রেখেছে, আবার কারো এই সমস্যা চোখে দেখা দেয়। তারা চোখে দেখতে পায় যে, কিছু লোক এসে তাদের সম্পদ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আর তখন সে লাঠি ইত্যাদি নিয়ে বের হয়, আর পরিবারের লোকেরা মনে করে যে,তার মাথায় সমস্যা হয়েছে, তথা সে পাগল হয়ে গেছে।

আমার এক রোগীর ঘটনা

আমার এক ছাত্র ভাই, আমাকে তার এলাকা তথা বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার এক গ্রামে একটা রোগী দেখার জন্য নিয়ে যায়। রোগীর বয়স ৬০-৬৫ হবে, তার হাতে একটা লাঠি, যার উপর ভর দিয়ে সে চলা-ফেরা

করে, সে দেখতে পায় যে, গ্রামের কিছু ছোট ছেলেরা তার সুপারি গাছ থেকে সুপারি পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তখন সে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, লাঠি নিয়ে ঐ ছেলেদেরকে তাড়াতে যায়, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কোথায় তারা সে উত্তর দেয় যে, ঐ যে সুপারি নিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখন গাছে সুপারিই নাই, আর এখন সুপারির মৌছুমও না।

আর একটি রোগীর কথা ঘটনা

আমাকে চট্রগ্রাম থেকে এক সেনাবাহিনীর সদস্য আমাকে কল করে বলল, হুজুর! আমার স্ত্রী সব সময় যৌন উত্তেজনামূলক কথা শুনতে পায়, সে শুনতে পায় যে, আমার একটা ভাই আছে, তার সাথে তাকে সহবাস করার কথা আর এতে সে উত্তেজনাও অনুভব করতে পারে। বহু চিকিৎসক দেখিয়েছি কিন্তু কোন উপকার পাচ্ছি না। আমি কিছু দিন চিকিৎসা করার পরে সে আমাকে বলল, হুজুর আপনি একটু ভালো ভাবে পরিক্ষা করে দেখেন যে, এর মধ্যে আমার ভাই এর কোন হাত আছে কি না? যদি থাকে তাহলে আমি আমার ভাইকে গুলি করে মেরে ফেলবো কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটা তার একটা রোগ যা জিনের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

আসলে এই সমস্যা কেন হয়?

আমি ডাক্টারী বই ও তদবীরের বই অধ্যায়ন করে যা বুজেছি, তাহলো এটা দুটি কারণে হতে পারে।

(১) মানুষিক রোগের কারণে
(২) জিনের কারণে

মানুষিক সমস্যা মানুষের কানে হতে পারে, আবার কারো মেধায় হতে পারে, আবার কারো চোখে হতে পারে।

কানে মানুষিক সমস্যা হলে, সে বিভিন্ন কথা, গান ইত্যাদি শুনতে থাকে। আর চোখে হলে বিভিন্ন জিনিস সে দেখতে থাকে। আর যদি মেধায় হয়, তখন ঘনো কথা, বকা দেওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

এই একই সমস্যাগুলো জিনের কারণেও হতে পারে। কিন্তু সমস্যা যেটা হয়, তাহলো এটা কি মানুষিক সমস্যার কারণে হয়েছে? না জিনের কারণে হয়েছে এটা বুজা হয়ে দাড়ায় অনেক কঠিন।

তাই এই সমস্যার জন্য আমার পরামর্শ হলো, ডাক্টারি চিকিৎসা করবে এবং তদবীরি চিকিৎসাও করবে তাহলে অতিদ্রুত সুস্থ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কানে কথা শুনলে যা করবে

যদি কেউ কানে বিভিন্ন কথা শুনতে পায়, তাদের জন্য এই আমলটি খুবই উপকারকারী। তবে এর সাথে জিনের অন্য তদবীরও প্রয়োগ করবেন, পাশাপাশি এটা এখলাসের সাথে করবেন। কিছু তুলা নিয়ে তাতে আয়াতুল কুরছি তিন বার বা পাঁচ বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে তা কানের ভিতরে দিয়ে রাতে ঘুমিয়ে থাকবে। এভাবে ২১ দিন, সমাধান না হলে ৪১ দিন করবে। আয়াতুল কুরছি এইঃ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ-

এটা একটা উৎকৃষ্ট পন্থা কিন্তু কিছু সময় এই পন্থা অবলম্ভন করার পরেও তেমন ফায়দা হয় না। এক্ষেত্রে আমরা বলি যে, রোগীর চিকিৎসা আমরা দুই ভাবে করি এটা হলো তার রোগের চিকিৎসা, আর একটা হলো, তার মনের চিকিৎসা, আপনি যদি রোগীকে শুধু রোগের চিকিৎসা দেন, তার মনের চিকিৎসা না দেন, সে ক্ষেত্রে সে আপনার চিকিৎসা প্রতি তেমন আস্থাশীল হবে না। এই জন্য প্রত্যেকেরই দরকার রোগীর মনের চিকিৎসাও করা। তা কিভাবে করতে হবে সেটা আপনারই বুজে নিতে হবে।

যেমন ধরুণ, কারো কোন এক অসুস্থতা দেখা দিলো, তো সে আপনাদের সকলের নিকট চিকিৎসার জন্য গেলো, আপনারা সকলে তাকে তদবীর লিখে দিলেন ব্যবহার করার জন্য, খাওয়ার জন্য, তাতে তেমন তার কোন উপকার হলো না। এখন নিরুপায় হয়ে আমার কাছে আসলো, আমিও যদি তার কথা শুনে তাকে ব্যবহারের জন্য তাবিজ ও খাওয়ার জন্যে লিখে দেই। তাহলে তার মনের চিকিৎসা হলো না, কারণ হলো সে মনে মনে ভাববে যে, অন্য মুদাব্বিররা যা করছে, এই হুজুরও তো তাই করলো এতে আমার কি ফায়দা হবে। আবার অনেকে তো বলেই ফেলে যে, হুজুর খেতে খেতে আর ব্যবহার করতে করতে অতিষ্ট হয়ে গেছি। অন্য কোন ব্যবস্থা থাকলে তা করেন। এই সময় আমার কাজ হলো তুলারাশি ব্যবহার করা, তার মাধ্যমে তার কি কি সমস্যা হয়েছে তা তাকে জানানো এবং ইনশাআল্লাহ শব্দ দ্বারা সে দ্রুত সুস্থ্য হবে এই সুসংবাদ দেওয়া। এই তুলারাশি দ্বারা যখন আপনি তার সমস্যাগুলো বলবেন, তখন তার মন প্রশান্তি পাবে যে, এবার ঠিক হুজুরের কাছে এসেছি, আল- হামদুলিল্লাহ এবার আমি সুস্থ্য হয়ে যাবো।

এখন কথা হলো রাশির তো ইসলামে কোন অস্তিত্ব নাই। তো তদবীর জগতে রাশি নিয়ে এতো আলোচনা কেনো?

বাস্তব কথা হলো, ইসলামে রাশির কোন অস্তিত্ব নাই এবং রাশির যে ব্যাখ্যা বইতে লিখা হয়েছে, আর যা পত্রিকায় প্রচার করা হয় তা বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ শিরক। যেমনঃ বইতে লেখা আছে, ধরুণ আপনার মেষ রাশি, তো এই লোকের তিনটা বিপদ আছে, তা থেকে বেচে গেলে সে একশত বছর বাঁচবে এবং অমুক দিনে ব্যবসার জন্য সফর করলে লাভবান হবে। এগুলো সব শিরেকী কথা যা থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত থাকতে হবে।

তবে আমরা যে তুলারাশি ব্যবহার করি তার ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার মধ্যে বহু মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে দিয়েছেন আলাদা আলাদা গুণাগুণ। এই বৈচিত্রময় মানুষের মধ্য থেকে এক প্রকার মানুষ আছে এমন, যাদের হাতে আয়না দিয়ে কিছু দুআ পাঠ করলে, তারা ঐ আয়নার মধ্যে কিছু দেখতে পায় এবং তাদের হাত মাটিতে রেখে কিছু দুআ পাঠ করলে তাদের হাত চলা শুরু করে। এই গুণাগুণের মানুষগুলোকে তদবীরি পরিভাষায় তুলারাশি বলা হয়। এটা কিন্তু হিন্দয়ানী কালচারের তুলারাশি না। এর একটা প্রমাণ হলো, হিন্দুয়ানী কালচারে যাকে তুলারাশি বলা হয়, তার গুণাগুণে কিন্তু বলা হয় নাই যে, যে ব্যক্তি তুলারাশি হবে, তার হাত চলবে এবং আয়নায় বিভিন্ন জিনিস দেখতে পাবে।

এই যোগ্যতা যে, অনেক মানুষকে দেওয়া হয়, এর একটা প্রমাণ হলো জিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস কিতাবে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) লিখেছেন তাবেয়ীনদের জামানায় এক ব্যক্তি ছিলো এমন যে, আপনার হাতের মুঠের মধ্যে কয়েকটি পাথর নিয়ে মুঠ বন্ধ করে আপনি যদি তাকে বলেন যে, বলেন তো এর মধ্যে কয়টি পাথর আছে? সে সাথে সাথে তা বলতে পারতো।

আমার কাছে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করতো এক যবক তার তথ্য আছে, যাকে আপনার বাড়িতে আসার অনুমতি দিলে, সে কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার বাড়িতে কি কি আছে চোখ বন্ধ করে দেখে বলে দিতে পারতো। আল্লাহ তা'য়ালা ছেলেটিকে নিয়ে গেছে, তাকে জান্নাত নছিব করুণ।এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা বুজা যায় যে, এইরুপ ব্যক্তি বাস্তবেই থাকা সম্ভব।

তুলারাশি দ্বারা কি কাজ করতে হয়

আমরা তুলারাশি ব্যবহার করি দুই কারণে, (১) রোগীর মনকে সান্তনা দেওয়ার জন্য। কারণ একজন রোগীর দুই ধরনের চিকিৎসা করতে হয, একটি হলো তার মনকে সান্তনার চিকিৎসা, আর একটি হলো রোগের চিকিৎসা, আপনি তার মনকে সান্তনা না দিলে রোগের চিকিৎসায় তেমন ফায়দা হবে না। (২) জিনকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য। কারণ হলো, যখন আমরা তুলারাশির হাতে আয়না দিয়ে যখন দুআ পড়ি ও তার হাত কাপে এবং আমরা একটা বোতল নিয়ে আয়নার সামনে নিয়ে কিছু পড়ে বোতলের মুখ আটকাই আর তুলারাশি বলে যে, একজন বন্ধি হয়েছে, তখন ঐ জিন হয়তো বাস্তবে বন্ধি হয়েছে আর না হয় আশে পাশে ছিলো এই অবস্থা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে, কারণ হলো সে তো আর গোয়েব জানে না। সে তখন মনে মনে ভাববে যে, কাকে না জানি বন্ধি করেছে আমাকেও বন্ধি করবে। অতঃএব আমি পালাই, ফলে সে চলে যাবে আর আমার রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে। এখন বন্ধি হোক বা না হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কারণ আমার উদ্যেশ্য সফল হয়ে গেছে, আর তা হলো রোগীকে সুস্থ্য করা।

তুলারাশি কে তা কিভাবে আমরা বুজবো?

১. যে কোন ব্যক্তির ডান হাত মাটিতে রেখে নিম্নের আয়াত তিন বার পড়ে হাতে ফুঁক দিবে, যদি তুলারাশী হয়, তাহলে অবশ্যই তার হাত চলা শুরু করবে, ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا– وَأَكِيدُ كَيْدًا – فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا–

২. যে কোন ব্যক্তির হাত মাটিতে রেখে পাঁচকলি টুপি হাতের উপর রাখলে, যদি সে তুলারাশী হয় তাহলে অবশ্যই তার হাত চলতে থাকবে।

৩. সূরা ফাতেহা তিন বার বা একবার পাঠ করে হাতের উপর ফুঁক দিলে তার হাত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৪.আরেকটি পন্থা হলো, হরফের মান দিয়ে পরিক্ষা করা। যেমমঃ আমার উস্তাদ মাওলানা আব্দুস ছালাম, তার মায়ের নাম ফুলজান, আমার উস্তাদ তুলারাশি। বের করার পন্থা হলো, "ছ" এর মান হলো ৩২ আর "ফ" এর মান হলো,

৬২ তো এই দুইটাকে যোগ করলে হয় ৯৪, আর ৯৪ কে ১২ দিয়ে ভাগ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৭ । সুতরাং এই ভাবে যে কোন ব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষর এবং তার মায়ের নামের প্রথম অক্ষর এর মান বের করে তাকে যোগ দিয়ে যোগ ফলকে ১২ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগ শেষ যদি ৭ থাকে তাহলে সে তুলারাশি হওয়ার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই তুলারাশির মধ্যে রয়েছে আবার অনেক ধরণের কেউ কেউ তুলারাশি ঠিক কিন্তু তার হাত চলে না আয়নায় দেখতে পায় না এর দ্বারা কোন উপকার হবে না। আবার অনেকে আছে হাত চলে কিন্তু আয়না দেখতে পায় না। এদের দ্বারা আপনি আয়নার কাজটি করাতে পারবেন না। আর শত চেষ্টা করলেও এদেরকে দেখানো যায় না। আর অনেকে আছে ভালো দেখতে পায়, আবার অনেকে ভালো দেখতে পায় না। মোট কথা সবাই সমান ধরণের উপকারে আসে না। আবার অনেকে তুলারাশি ঠিক কিন্তু বিশ-ত্রিশ বছর কখনও কাজ করে নাই, এখন পরিক্ষা করে দেখে যে সে তুলারাশি, এরাও কিছু দেখতে পায় না।

তুলারাশির গুনাগুণ কি নষ্ট করা যায়?

১.এই তদবীর জগতে জানার কোন শেষ নাই, যদি প্রশ্ন করে যে, তুলারাশির হাত কি নষ্ট করা যায়? উত্তরে বলবো, হ্যা নষ্ট করা যায়। এখন প্রশ্ন হলো নষ্ট করলে আমরা তার সমাধান কিভাবে করবো?

তুলারাশির হাত নষ্ট করলে সমাধান করার নিযম হলো

আপনি তুরারাশিকে আপনার সামনে বসিয়ে তার হাত মাঠিতে রেখে নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে ফুঁক দিবেন, এভাবে কয়েক বার করলে আশা যায় সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এইঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ - فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ - فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ - قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ - قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ - قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ - إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

অত:পর

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ- وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-

২. এতে যদি সমাধান না হয়, তাহলে নিম্নের পন্থা অবলম্ভন করবে।

[أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ [الزخرف/৭৯ এই আয়াত সাত বার পাঠ করে ফুঁক দিবে তারপর بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ তিন বার পাঠ করে ফুঁক দিবে, অতঃপর সূরা ফালাক নাস সূরা এখলাস তিন তিন বার পাঠ করে ফুঁক দিবে এতে সমস্যা দূর হয়ে সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কিছু কথাঃ নতুন যারা তুলারাশি পরিক্ষা করার নিয়ম শিখেছেন, প্রথম পর্যায় আপনার যে সমস্যা হবে তা হলো, আপনি নতুন কাউকে পরিক্ষা করতে গেলে, সে হয়তো হঠাৎ কয়ে বেহুশ হয়ে যেতে পারে, তার হাত শক্ত হয়ে বাকা হয়ে যেতে পারে, এক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণ নাই। আপনি যে বেহুশ হয়ে যাবে কয়েক মিনিট পর তাকে নাম ধরে ডাক দিলে তার হুশ ফিরে আসবে। আর যার হাত বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, তার হাত কয়েক মিনিট মালিশ করলে ঠিক হয়ে যাবে।

একটি ঘটনা

আমি একবার, নতুন নতুন রোগী দেখার জন্য ভোলা যায়। গিয়ে রোগী দেখতেছি, সেই বাড়িরই একটা ছেলে আমাকে বলল যে, হুজুর ! আমার হাতটা পরিক্ষা করে দেন। আমরা তখন অনেক উচু একটি খাটের উপর বসে কাজ করতেছিলাম, ছেলেটিকে বল্লাম তোমার হাত এই স্থানে রাখো, সে তার হাত রাখলে আমি দুআ পাঠ করে তার হাতে ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে ঐ ছেলের হাত শক্ত হয়ে সামনের দিকে না এসে, পিছনের দিকে হাত গিয়ে ঐ খাট থেকে পড়ে যায়। আমরা কেউ তাকে ধরারও সুযোগ পাই নাই। ফলে ছেলেটি বেহুশ হয়ে যায়, তারপর তাড়াহুড়া করে দুআ-দুরুদ পাঠ করে তাকে ফুঁক দিলে সে সুস্থ হয়। এইরুপ হঠাৎ করে আপনিও বুকা হয়ে যেতে পারেন, তাই আগে থেকে সতর্ক থাকবেন, তাহলে আশা করা যায় কোন সমস্যা হবে না।

তুলারাশির প্রয়োজনীয়তা

তুলারাশি তদবীর জগতে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় না, কোন মুদাব্বির যেনো এমন না হয় যে, সে যে কোন রোগী দেখতে তুলারাশির প্রতি মুহতাজ হয়। যার ফলে, যে তুলারাশিকে সে ডাকে, তার মান বেড়ে যায় এক পর্যায় এমন হয় যে, আপনাকে রোগীরা যা হাদিয়া দেয় তা থেকে তুলারাশিকে বেশি দিতে হয়। অথচ এই রোগী আপনার শুনাম শুনে এসেছে, আপনার কথা কাজের প্রতি আস্থাশীল হয়ে এসেছে কিন্তু মান দেখাচ্ছে তুলারাশি। যে সমস্ত তুলারাশি এইরুপ করবে তাদেরকে কাজের জন্য ডাকবেনই না। আপনি আরো যে পন্থায় কাজ করা যায়, সে পন্থা অবলম্ভন করবেন। মনে রাখবেন তুলারাশি দ্বারা রোগী সুস্থ্য হয় না সুস্থ্য হয় আপনার ঝাড়-ফুঁক ও দুআ-দুরুদ লেখে দেওয়ার ফলে। আর যে তুলারাশি মান দেখায় তাকে আপনি না ডাকলে দেখবেন যে, তার ঐ অঞ্চলে কোন কাজই নাই। তবে যদি এরা ভালো হয়, আপনাকে সম্মান করে, হাদিয়া যা দেন তাই নেয়, তাহলে প্রয়োগ করা যেতে পারে রোগীর মনকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য।

আয়না পড়ার নিয়ম

আয়নার উপর, প্রথমে যার রোগ পরীক্ষা করার ইচ্ছা করবে, তার নাম এভাবে লিখবে। যেমন:- হে আল্লাহ আব্দুল্লাহ এর কোন মানুষ বা জ্বীনের ক্ষতি থাকলে তা দেখিয়ে দেন, তার নিচে লিখবে اَللّٰهُمَّ اَنْظِرْنَا مَا ضَرَّهُ اَوْ ضَرَّهَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ। অতঃপর নিম্নের আয়াত তিন বার পড়ে আয়নার উপর দম দিবে। আয়াতটি এই- إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

আয়না পড়া জানার পরে সতর্কতা

নতুন যে সমস্ত ভায়েরা আয়না পড়া শিখবেন, তাদের মনে রাখার কথা হলো, আপনার গ্রামে কিছু চুরি হলে বা কেউ চুরির তদবীর নিতে আসলে আপনি আয়না পড়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চোর বলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ হলো, ইসলামে চোর সাব্যস্ত করার জন্য চার জন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, আর আপনি এক জন তুলারাশির আয়নার মধ্যে কি দেখেছে তার উপর ভিত্তি করে কাউকে চোর সাব্যস্ত করতে পারেন না। তাই চোর ধরার জন্য কখনও আয়না পড়বেন না। তবে চোরের জন্য যে তদবীর গুলোতে বলা আছে যে, প্রয়োগ করলে মাল রেখে যাবে ইত্যাদি তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আয়নায় জিন হাজির করে বোতলে বন্ধি করার উপায়

তুলারাশি যখন দেখবে যে, আয়নার মধ্যে দুষ্ট জিন হাজির হয়েছে, তখন একটি বোতলের মুখ খুলে আয়নার কাছে ধরে, আপনি একবার আয়াতুল কুরছি পাঠ করে ঐ আয়নার উপর আঙ্গুল দিয়ে টুকা দিবেন, ফলে তুলারাশি দেখবে যে, জিন বোতলে চলে গেছে, যখন তুলারাশি বলবে যে, জিন বোতলে চলে গেছে তখন আপনি বোতলের মুকটি বন্ধ করে দিবেন। আর বন্ধ করার সময় পাঠ করবেন وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ তাহলে আশা করা যায় যে ঐ জিন আর কোন দিন বের হতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

জিন যদি রোগীর শরীরে থাকে

তুলারাশি দ্বারা বন্ধি করা যাবে কি না?

তুলারাশি প্রয়োগ করবেন, যাদের শরীরে জিন নাই, দূর থেকে ক্ষতি করে বা বাড়িতে গেলে রোগীর শরীরে হাজির হয় কিন্তু মুদাব্বিরের কাছে আসলে আর হাজির হয় না অথবা কাউকে যাদু করা হয়েছে বহু চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু ফায়দা হচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যাদের শরীরে জিন হাজির আছে তাকে ছাড়ানো, তার সাথে কথা বলা, তাকে জবাই করে দেওয়া বা বোতলে বন্ধি করার যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রয়োগ করবেন। তুলারাশি দ্বারা এক্ষেত্রে তেমন ফায়দা পাওয়া যাবে না।

জিনেরা দূর থেকে রোগীদের যে সমস্যগুলো করে

জিনেরা দূর থেকে রোগীদের অনেক সমস্যা করতে পারে, তবে তার মধ্যে বেশি যে, সমস্যা করে তার মধ্যে একট হলো রোগীর কথা বলার শক্তি নষ্ট করে দেয়, ফলে সে আর কথা বলতে পারে না।

আমার জীবনের সর্বপ্রথম রোগী যে কথা বলতে পারে না

২০১৫ সালের কথা, আমি শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এর গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় ইফতা পড়ি, পাশাপাশি তখন ঐ মাদ্রাসায় কোন উস্তাদ তদবীর করতো না কিন্তু রোগী আসতো অনেক, তাই আমি রোগী দেখা শুরু করি। এই খবর পেয়ে এক লোক এসেছে যে, হুজুর আমার মেয়েটা এই মাদ্রসার মহিলা শাখায় পড়া-লেখা করে সে হঠাৎ করে কথা বলতে পারতেছে না কি করতে পারি? আমি বল্লাম তাকে নিয়ে আপনাদের বাড়িতে যেতে হবে, সে বলল ঠিক আছে চলেন, আমি তার সাথে তাদের বাড়িতে গেলাম জিজ্ঞাসা করলাম কি সমস্যা হয় মেয়েটির, সে বলল যে, হুজুর মেয়েটি ভালো থাকে, সব কিছু স্বাভাবিক আছে হঠাৎ করে কথা বলতে পারে না। তখন সে খাতায় লিখে তার খালামনিদের দেখায় যে, আমি কথা বলতে পারতেছিনা আমার বাড়িতে কল দেন, ফলে তারা কল দেয়। আজও তাই হয়েছে, অনেক বার এইরুপ হয়েছে হুজুরদের থেকে পানি পড়া এনে খাওয়ালে দুই তিন দিন পর সুস্থ্য হয়। তাই আমি এবার চাচ্ছি যে, ভালো চিকিৎসা করানোর জন্য তাই আপনাকে নিয়ে আসা। কি করবো মনে মনে ভাবতেছি কারণ এর আগে এইরুপ রোগী দেখি নাই, তাই নিরুপায় হয়ে আমর উস্তাদ মাওলা আব্দুস ছালাম সাহেব (দা.বা.) কে কল দিলাম, রোগীর অবস্থা বল্লাম হুজুর বলল, যাদুর তদবীর প্রয়োগ করো ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। হুজুরের পরামর্শ আমার মন মতো হলো না, কারণ আমার ইচ্ছা ছিলো যে, রোগীকে এখনই সুস্থ্য করে ফেলবো। তাই রোগীকে বসিয়ে জিন হাজির করার যে তাবীজ আছে তা লিখে তার কাছে দিয়ে বসিয়ে রাখলাম। আর এদিকে হুজুর যে তদবীর এর কথা বলছে তা লিখতে শুরু করলাম। মনের নিয়ত হলো, যদি জিন হাজির হয় তাহলে তো আল-হামদুলিল্লাহ, আর যদি না আসে, তাহলে এই তদবীরগুলো ব্যবহার করবে। এভাবে অনেক সময় চলে গেলো জিন হাজির হওয়ার কোন আলামত দেখতে পেলাম না, কিছু সময় পর জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কি? কথা বলল না, একই অবস্থায় থাকলো। কি করার রোগী আমাদের সামনে বসা আর আমি তদবীর লিখতেছি। এভাবে এক ঘণ্টা চলে গেলো আমার তদবীর লেখাও শেষ, তার পিতাকে বল্লাম যে মেয়েকে ভিতরে নিয়ে যান, যখন সে তাকে ভিতরে নেওয়ার জন্য উঠানোর চেষ্টা করছে এখন আর সে উঠে না। ফলে বুজলাম যে, জিন এসে হাজির হইছে। আমি খাটের উপর বসা ছিলাম নেমে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কি? সে কথা বলে না, তাপর কিছু শাস্তি দেওয়ার পরে কথা বলল, জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কি কেনো এসেছো? সে তার নাম বলল, আর বলল যে, এই মেয়ে সন্ধার সময় একা একা মাদ্রাসায় যাচ্ছিল, রাস্তায় ওর সাথে আমার দেখা হয়, ওকে দেখে আমার পছন্দ হয় তাই এসেছি। বল্লাম কি করবা এখন রোগী ছেড়ে যাবা? উত্তর দিলো, না আমি যাবো না। বল্লাম তাহলে শাস্তি ভোগ করো কিছু শাস্তি দেওয়ার পরে সে বলল যে, আমি চলে যাবো, আমি তার কাছ থেকে আর না আসার ওয়াদা নিয়ে বিদায় করে দিলাম। রোগী দৌড়ে গিয়ে বাড়ি আঙ্গিনায় মাটিতে পরে গেলো, সুস্থ্য হওয়ার পর আশ্চায্য হয়ে বলল যে, আমার বোরকায় মাটি কেনো? অর্থাৎ সে যে মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে এসেছে তার সাথে এতো কিছু করা হয়েছে তার সে কিছুই জানে না।

রোগী কথা বলতে না পারলে তদবীর

অনেক রোগী আছে ,যারা কথা বলতে পারে না, যেমন কেউ আছে যে, তাকে জিনে আছর করার পর থেকে আর কথা বলতে পারে না, অনেকে আছে জিনে আছর করলে কথা বলতে পারে না এবং তার চোখ দিযে পানি পড়তে থাকে, আবার অনেকে আছে, জিনে আছর করেছে কোন মুদাব্বির যখন জিন ছাড়ায় জিন চলে যাওয়ার পর আর

কথা বলতে পারে না। যে কারণেই হোক যদি কথা বলতে না পারে, তাহলে নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করবে ইনশাআল্লাহ কথা বলতে পারবে।

১. অনেক সময় জিন রোগীর কথা বলার শক্তি নষ্ট করে ফেলে। এমতাবস্থায় ২৩كهيعصবার, ২০ حمعسق বার, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا .বার ২ পর্যন্ত طه --- لتشقى বার, ২বার,

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ- ২বার এবং সুরা ইয়াছিন প্রথম মুবীন একবার পড়ে পানিতে দম দিবে। আবার ঠিক ঐ নিয়মে পড়ে পানিতে দম দিয়ে উক্ত পানি রোগীর মুখের মধ্যে দিয়ে ১০/১৫মিনিট রেখে খেয়ে ফেলতে বলবে। রোগী মুখের মধ্যে পানি রাখতে না চাইলে, জোরপূর্বক রাখতে বাধ্য করবে, ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে কথা বলতে পারবে।

(২) এই পন্থায় যদি ফায়দা না হয়, তাহলে রোগীর জিহ্বার উপর শাহাদাৎ আঙ্গুল দিয়ে وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

বেজড় সংখায় পাঠ করে তার মুখের ভিতর ফুঁক দিয়ে রোগীকে আল্লাহ বলতে বলবে, এরুপ কয়েক বার করলে আশা করা যায় রোগী সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ।

(৩) যদি উক্ত অবস্থায় ফায়দা না হয়, তাহলে রোগীর বাম কানে সাত বার আযান দিবে, আর যাদু নষ্ট করার যে আয়াতগুলো আছে তথা فلما القوا قال موسى الخ

পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিতে থাকবে, আশা করা যায়, কিছু সময় এরুপ করলে রোগীর জবান খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো উপরে আছে সেখান থেকে বা জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ বই থেকে দেখে নিবে।

(৪) রোগীকে বলতে বলবেন আল্লাহ, তার মুখের আলামত দেখে দেখা যায় যে সে, কথা বলতে চায় কিন্তু পারতেছে না। এক্ষেত্রে করণীয় হলো আপনি তার পিঠে থাবা দিয়ে বলবেন لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ এভাবে কয়েক বার করার পরে আপনি তাকে আল্লাহ বলতে বলবেন, সে যখন আল্লাহ বলতে যাবে তখন আপনি আসতে করে তার পিঠে থাবা দিবেন এতে তার মুখ থেকে আল্লাহ শব্দ বের হবে, এরপর থেকে সে কথা বলতে পারবে।

জিনের রোগী চোখে না দেখলে যা করবেন

অনেক রোগী আছে, যারা হঠাৎ করে চোখে দেখতে পারে না, ডাক্টারী কোন সমস্যা নাই। তদবীর জগতে পরিক্ষা করলে দেখা যায় যে তার জিনের সমস্যা বা যাদুর সমস্যা, আবার অনেকের শরীরে জিন ছিলো আপানি জিন ছাড়ানোর পরে রোগী বলে যে আমি চোখে দেখতে পারতেছি না। সেক্ষেত্রে এখলাস এর সাথে নিম্নের তদবীরগুলো প্রয়োগ করবেন আশা করা যায় ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ।

যদি জিন ছাড়ানোর পরে রোগী আর চোখে দেখতে না পায়, তাহলে নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করবে।

(১) জিন রোগীর চোখের কোন ক্ষতি করলে, একবার আয়াতুল কুরছি, একবার সুরা সফ্ফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করে, রোগীর চোখে দম করবে, আর পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীর চোখ ধৌত করায় দিবে, আশা করা যায়, চোখের জোতি শক্তি ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ ।

(২) যদি সমস্যা দূর না হয় , তাহলে যাদু নষ্ট করার যে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তথা فلما القوا قال موسى الخ পাঠ করে চোখে ফুঁক দিবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দ্বারা চোখ ধৌত করে দিবে আশা করা যায় চোখের সমস্যা দূর হবে ইনশাআল্লাহ ।

জিনের কারণে মাথা ব্যথা

অনেক ক্ষেত্রে জিন চলে যাওয়ার সময়, যাদুর দ্বারা রোগীর মাথা ব্যাথা তৈয়ের করে দিয়ে যায়, যদি এরুপ অবস্থা হয়,তাহলে সাথে সাথে মাথা চেপে ধরে নিম্নের আয়াত ও দোয়া পাঠ করে ফুঁক দিবে । আর যদি অন্য কোন কারণেও হয় তাহলেও এই তদবীরগুলো ফায়দা দিবে ইনশাআল্লাহ। মাথা চেপে ধরে নিম্নের আয়াত তিন বার ও দোয়া ৭ বার পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিবে ।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

শরীরে যে কোন স্থানে ব্যথা হলে তদবীর

যদি কারো শরীরের কোন স্থানে ব্যথা হয়, তাহলে ঐ আয়াত ও দুআ এক পিচ কাগজে জাফরান কালী দ্বারা লিখে শলিষার তেলে ভিজিয়ে তার মধ্যে হালকা লবণ দিয়ে ব্যথা স্থানে মালিশ করবে, এভাবে ৭ দিন করলে ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

জিন ছাড়ানোর পরে যে তদবীর দিবেন

ডাক্টার বলেন, কবিরাজ বলেন, আর মুদাব্বির বলেন, সবারই কিছু নির্ধারিত ঔষধ, কিছু নির্ধারিত তদবীর অধিকাংশ রোগীকে দেওয়ার জন্য থাকে। তদ্রুপ আমিও জিনের প্রাই সব রোগীকে নিম্নের তদবীরগুলো দিয়ে থাকি, আর এতে আমি খুব ভালো ফলাফল পেয়েছি আল-হামদুলিল্লাহ।

(১) নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগীর বালিশের মধ্যে রেখে দিবে ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيْمِ- هَذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رُّسُوْلِ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ اِلَى مَنْ يَّطْرُقُ مِنَ الْعُمّارِ وَالزَّوَّارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ- اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِىْ الْحَقِّ سَعَةً فَاِنْ كُنْتَ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا مُقْتَحِمًا – فَهَذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- وَرُسُلُنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ وَاتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هَذَا وَانْطَلِقُوْا اِلَى عُبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَاِلَى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللهِ اِلَهًا اَخَرْ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا

وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ- حٰم-لَا يَنْصُرُوْنَ- حم- عسق تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ – فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(৩) নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে ।

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان و هامة وعين لامة

تحصنت بحصن الف الف ولا حول ولا قوة الا با لله العلى العظيم

و صلى الله على النبي واله وسلم

(৩) নিম্নের তদবীরটি লিখে প্রথমটা ব্যবহারের ৭ দিন পর এটা কোমরে ব্যবহার করবে ।

اَعُوْذُ بِااللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِااللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِااللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِااللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِااللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(৪)নিম্নের দুআটি লিখে এক পিচ পানিতে ভিজিয়ে ৩ দিন সকালে খেতে হবে ,এভাবে মোট ২১ দিন ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- سبحان الله سبحان الله وعظمة الله وبرهان الله وصنع الله وبطش الله وكبرياء الله وجلال الله وكمال الله ومن الله ولااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس وملتومانس النار وماذرنا درنا اخنوس برحمتك ياارحم الراحمين

(৫) এতে যদি সমস্যা দূর না হয়, তাহলে নিম্নের তদবীরটি লিখে রুপার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ- وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاَلِهِ وَسَلَّمَ

(৬) নিম্নের তদবীরটি ২১ পিচ কাগজে বা কাফনের কাপরের উপর লিখে প্রতি দিন ১পিচ, শরিষার তেলে ভিজিয়ে ইষ্টিলের চামুচের উপর রেখে আগুন ধরিয়ে নাকের আধা হাত নিচে রেখে নাকে ধোয়া নিবেন ।

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار واخوانهم واحبابهم-

জিনের রোগীরা যে সমস্যার কথা বলবে, তার তো চিকিৎসা দিবেন যেমন কেউ বলল যে তার মাথা ব্যথা, তাকে তো মাথা ব্যথার তদবীর দিবেন পাশাপাশি উপরের তদবীরগুলোও দিবেন।

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

অষ্টম দিনে ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী আজ আমরা অষ্টম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের কাছে রোগীরা তখনই আসে, যখন তারা বোজে যে ডাক্টার দ্বারা কোন উপকার পাচ্ছে না, তখন আমাদের কাছে আসে। কিন্তু আপনার রোগীর কি সমস্যা এটা তার আচার-আচারণ দেখে বুজতে হবে যে, তার কি জিনেরই সমস্যা, না উম্মাদ রোগের সমস্যা? কারণ হলো, জিনের সমস্যা আর উম্মাদ রোগের সমস্যা একই ধরণের, তবে জিনে যার উপর আছর করে সে কিছু সময় পাগলামী করে, তারপরে রোগী ছেড়ে চলে যায়। আর উম্মাদ রোগ যার, সে এই কথা দিন-রাত ভর বলতে থাকে আর এরা রাতে ঘুমায় না, ঘুমালেও হালকা।

একটা রোগীর ঘটনা

আমি টুঙ্গীপাড়া কুশলী মাদ্রাসায় খেদমত করার সময়, একজন লোক এসে বলল যে, আমাদের একটা মেয়ের কি জানি সমস্যা হইছে আপনি একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে আসেন, আমি তার সাথে গেলাম, দেখলাম যে, মেয়েটা ঘরের মধ্যে গান গাচ্ছে। আমি পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম যে, কিভাবে এই সমস্যা দেখা দিলো? তারা বলল যে, হুজুর

আমার মেয়ে কখনও একটা গান গায় নাই এবং খুব ভদ্র ছিলো কিন্তু কি জানি কি হয়েছে? হঠাৎ করে সে এই গান গাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আমি ভিতরে গেলাম, মেয়েটি আমাকে দেখে বলল, কি হুজুর আপনি গান শুনবেন? আমি আর কি বলবো বল্লাম যে, গান শোনার জন্যই তো এসেছি। এবার সে আমাকে বলল যে, তোমার পিছনে হাজার হাজার জিন এসেছে, তুমি আর যেতে পারবে না। এমন ভাবে কথাটি বলল, যাতে মনে হলো আসলেই জিন আসছে। তারপর সে আয়নার নিকটে গেলো, আয়নার মধ্যে গভীর ভাবে দৃষ্টি করে বলল যে, তারা ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। আমি তাকে দুআ-দুরুদ প্রয়োগ করে দেখলাম যে, আসলে তার জিনের সমস্যা না, তার সমস্যা হলো উম্মাদ রোগের। যেটা তার আচারণ থেকে একে বারেই বোজা যাচ্ছিল না। এভাবে অনেক রোগী রয়েছে যাদের জিনের সমস্যা মনে করে আমরা বহু দিন ধরে চিকিৎসা করি কিন্তু কোন ফায়দা পাই না। আবার অনেক রোগী আছে যাদের জিনের সমস্যা ডাক্টার মানুষিক রোগ মনে করে বহু দিন ধরে চিকিৎসা দিচ্ছে কিন্তু কোন উপকার পাচ্ছে না। এই জন্য আমি বলি যদি কোন রোগীর সরাসরি জিনের সমস্যা বুজে না আসে, সেক্ষেত্রে জিনের চিকিৎসা ও উম্মাদ রোগরে চিকিৎসা এবং ডাক্টারি চিকিৎসা এক সাথে প্রয়োগ করতে হবে, তাহলে আশা করা যায় রোগী অতিদ্রুত সুস্থ্য হয়ে যাবে।

উম্মাদ রোগের কিছু কারণ

সাধারণত উহার মুল কারণ হলো,অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়,দীর্ঘদিন প্রবল জঠর রোগ,চিরকোষ্ঠবদ্ধতা,সীমাহীন মস্তিষ্কচালনা,চিরন্তরচিন্তা,দুশ্চিন্তা, স্ত্রীলোকের মেন্স বন্ধ, এবং অতিরিক্ত শোকের দরুন কিংবা মাথা বা মস্তিষ্কে আঘাতের কারণে হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে উম্মাদ রোগের সৃষ্টি হয়। আবার

অনেক সময় জিন শরীরে বার বার প্রবেশ করার দ্বারাও উম্মাদ রোগ সৃষ্টি হয়। কোষ্ঠাকাঠিন্য বা জঠর রোগের কারণে উম্মাদ রোগের সৃষ্টি হয়, তাহলে পেটে দূষিত মল আছে কি না তা লক্ষ্য করতে হবে,যদি থেকে যায়, তা বের করার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করবে ।

অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয়ের ধরুণ, এরুপ অবস্থা হলে, ঠান্ডা কিন্তু শুক্রবর্ধক ঔষধ ও আহারের ব্যবস্থা করবে । অতিরিক্ত চিন্তা ও মস্তিষ্ক চালনার ধরুণ উম্মাদ রোগ প্রকাশ পেলে, চিন্তা পরিশ্রম কুমিয়ে দিতে হবে । উপযুক্ত বিশ্রাম ও জায়েয কিছু আনন্দের ব্যবস্থা করতে হবে ।

শোকের কারণে উম্মাদ রোগ প্রকাশ পাইলে, ইসলামীক আনন্দ দ্বারা তার মনকে খুশি রাখতে হবে। মিষ্টি ও শিরনী খেতে দিবে । আর বুদ্ধিমান ও ভালো লোকের সংগে থাকতে দিবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আনন্দের স্থানে অধিক সময় কাটাতে দিবে ।

সন্তান প্রস্রাবের পর নিফাস বন্ধ থাকার দরুণ উম্মাদ রোগ দেখা দিলে, ১২৫ গ্রাম শরিষার তেলের মধ্যে ৬ গ্রাম কর্পুর মিশ্রিত করে এবং ঐ তেলে নিম্নের আয়াত ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। এই তেল দিনে ৩/৪বার পেটে ও কোমরে ভালো ভাবে মালিশ করবে ।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا- بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

আর নিম্নের তদবীরটি লিখে জরায়ু সোজা ব্যবহার করবে । তদবীরটি এইঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ- أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ-

উম্মাদ রোগের চিকিৎসা

২৫০ গ্রাম খাটি শরিষার তেল ও এক বোতল পানিতে মুঞ্জিল তথা ৩৩ আয়াত পাঠ করে, এক সাথে তেল ও পানিতে ফুঁক দিবে, আবার পাঠ করে, তেলও পানিতে ফুঁক দিবে । অতঃপর ঐ তেল গোসলের আধা ঘণ্টা আগে মাথাসহ সমস্ত শরীরে মালিশ করবে । তারপর ঐ পানি অন্য পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ থেকে ২০ বালতি পানি রোগীর মাথায ঢেলে গোসল করাবে । তবে যদি কয়েক বালতি ঢালার পর রোগীর শীত শীত করে, তাহলে আর ঢালবে না । গোসল শেষে রোগীর সমস্ত শরীরে ঐ তেল আবার মালিশ করে দিবে। এভাবে মোট ১৪ দিন করবে।

(২) নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগী যে বালিশে ঘুমায় তার মধ্যে দিয়ে রাখবেন ।

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا- وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ- موم دح هيا مودح ه لاطا-

وصلى الله على النبى واله وسلم

(৩) ৩৩ আয়াত, আয়াতে শেফা এবং ২ নাম্বার তদবীর লিখে রোগীর কোমরে ব্যবহার করবে। আয়াতে শেফা এইঃ-

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ -وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُور -يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ-وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا- وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ-قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ-

(৪) ৩৩ আয়াত পাঠ করে দিনে ২বার রোগীর শরীরে দম করবে ।

(৫) জাফরান কালী দ্বারা আয়াতে শেফা চিনা মাঠির প্লেটে লিখে তা ধৌত করে সকাল বিকাল রোগীকে পান করাবে ।

যদি রোগী দিন- রাত না ঘুমায়, তাহলে ডাক্টারের সাথে পরামর্শ করে ঘুমের ঔষধ খাওয়াবে। প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস গাভী থেকে দুধ দহন করার সাথে সাথে কাচা খাওয়াবে।

এই কয়েকটি কাজ সঠিক ভাবে ২/৩ সপ্তাহ করতে পারলে, আশা করা যায়, রোগী সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ।

উম্মাদ রোগীদের মূল সমস্যা

এদের মূল সমস্যা হলো এরা ঘুমাই না। আর একজন লোক যদি একাধারে না ঘুমাই, তাহলে এমনিতেই তার মাথায় সমস্যা হয়ে যায়, তাই এই রোগীকে ডাক্টারের সাথে পরামর্শ করে ঘুমের ঔষধ খাওয়াবে। তদবীর জগতেও এই রোগীদের ঘুমের জন্য চিকিৎসা আছে তবে সেটা একটু কঠিন, শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বেহেস্তী জেওর এর মধ্যে লিখেছেন যে, একটা পেচা পাখি ধরে, জবাই করে ছেড়ে দিবে একটা চোখ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। সেই চোখটা তুলে মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করলে ঘুম হবে। আর যদি কেউ বলে যে, হুজুর ঘুমের পাওয়ারী

ঔষধ দুইটা করে খাওয়ানো হচ্ছে কিন্তু ফায়দা হচ্ছে না। তাহলে নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করবে।

(১) রোগ বা চিন্তা ভাবনা অথবা যাদুর কারণে যদি কারো ঘুম না হয়, তাহলে সূরা আম্বিযা লিখে শরীরে ব্যবহার করবে আশা করা যায় ঘুম হবে ইনশাআল্লাহ।

(২) অথবা নিম্নের আয়াতগুলো লিখে কোমরে ব্যবহার করবে, তাহলে ঘুম হবে ইনশাআল্লাহ।

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (٩١) إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ- وصلى الله على النبى واله وسلم

(৩) এশার নামাজ পরে বিসমিল্লাহ বলে রুমের দরজা বন্ধ করবে, তারপর ঘরে লাইট বন্ধ করে, ডান কাদে শুয়ে নিম্নের আয়াত পাঠ করে ঘুমাবে। আয়াত পাঠ করার পর আর কারো সাথে কথা বলবে না ইনশাআল্লাহ ঘুম হবে। আয়াতটি এই:-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا –

উম্মাদ রোগীদের জন্য এক নাম্বার ও দুই নাম্বার তদবীর প্রয়োগ করবে।

কিছু কিছু রোগী আমরা পাই, যারা এক বার ঘুমাইলে একাধারে ১৫-১৬ দিন ঘুমিয়ে থাকে, এর মধ্যে তাকে কেই টেনে উঠালে উঠে বসে থাকে, খাবার মুখে দিলে খায় আবার ঘুমিয়ে যায়।

এক রোগীর ঘটনা

আমার কাছে একটা রোগী আসছিলো, সে লোকটি কন্টাক্টার, কাজ ঠিক করে, লোকজন ঠিক করে আসে যে, আগামী কাল থেকে কাজ করবে, হঠাৎ করে দেখা দেয় এই ঘুমের সমস্যা ১৫- ২০ দিন চলে যায় সে ঘুম থেকে উঠে না। তাকে কেউ ধরে টেনে উঠালে সে টের পায় না, কিছু মুখে দিলে ছোট বাচ্চাদের মতো ঘুমের মধ্যেই কিছু খেয়ে নেয় আবার ঘুমিয়ে যায়। এই সমস্যার কারণে সে দুনিয়ার কোন কাজই ঠিক মতো আঞ্জাম দিতে পারছে না।

এইরুপ ঘুমের চিকিৎসা

আমি এই রোগীদের সমস্যা নিয়ে গভেষনা করে, যে বিষয় আমার অন্তরে উদয় হইছে, তাহলো,গ্রাম-গঞ্জে যে সমস্ত কৃষক দিনের অধিকাংশ সময় জমিতে কাজ করে তাদের ব্যবহারীত একটা গামছা,যখন তার ঘুম শুরু হবে তখন তার মাজায় বেধে দিবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

আর এই পন্থাকে আরো শক্তিশালি করতে আপনি ঐ গামছাটা হাতে নিয়ে সূরা কাফিরুন পাঠ করে এক কোণে, সূরা এখলাস পাঠ করে এক কোণে, ও সরূা ফালাক পাঠ করে এক কোণে, আর সূরা নাস পাঠ করে আরেক কোণে গিরা দিয়ে তাতে ফুঁক দিবে, তারপর তা ঐ রোগীর কোমরে বেধে দিবে ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে।

সূরা ফাতেহা দ্বারা উম্মাদ রোগের রুকইয়াহ

مارواه خارجة بن الصلت عن عمه قال : أتيت النبي ﷺ فأسلمتُ، ثم رجعت فمررتُ على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال اهله انا حدثنا أن صاحبك - أي النبي ﷺ - قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه به؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب فبرا، فأعطوني مائة شاة، فأتيت موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا النبي ﷺ فأخبرته، فقال: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا، قال: (خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية (حق) [إسناده صحيح رواه أحمد (٥/٢١١)، وأبو داود

হযরত খারিজা বিন সালত তার চাচার বরাতে বর্ণনা করেন: আমি নবী করীম (ﷺ)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর ফিরে যাওয়ার পথে এমন এক জাতির কাছে এলাম, যাদের মধ্যে একজন পাগল ছিল যাকে ছিকল দিয়ে বেধে রাখা হয়েছিল। তারা বলল, ‘তোমার সাথী (অর্থাৎ নবী ﷺ) তো কল্যাণ নিয়ে

এসেছেন। তোমার কাছে কি এমন কিছু আছে, যা দিয়ে তাকে আরোগ্য দিতে পার?'

আমি সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম এবং সে সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা আমাকে একশটি বকরী দিল। আমি নবী করীম (সা.) কাছে ফিরে এলাম এবং বিষয়টি নবী করিম (ﷺ)-কে জানালাম। তিনি বললেন, 'তুমি কি এর বাইরে কিছু পড়েছিলে? আমি বললাম, না।'

তিনি বললেন, নাও (এই পুরস্কার গ্রহণ কর)। আমার জীবনের শপথ, যে ব্যক্তি বাতিল ঝাড়ফুঁক দিয়ে কিছু খায়, সে তো হারাম উপার্জন করে। কিন্তু তুমি বৈধ ঝাড়ফুঁক দিয়ে উপার্জন করেছ।

সহীহ সূত্রে আহমাদ (৫/২১১) আবু দাউদ

উম্মাদ রোগের রুকইয়াহ

আমরা যারা রাকী বা মুদাব্বির আছি তারা যখন কোন কোন রুকইয়াহ বা তদবীরের বই এর মধ্যে হাদীসে বর্ণিত দুআ ব্যতিত বিভিন্ন কঠিন নিয়ম সহ কোন রুকইয়াহ ও তদবীর পাই তার উপর আমাদের এতো

বিশ্বাস জন্ম নেয় যে হাদিসে বর্ণিত দুআর উপরও এই পরিমাণ বিশ্বাস জন্ম নেয় না। তাই আমাদের উচিৎ হাদিসে বর্ণিত দুআর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে রুকইয়াহ করা তাহলে সমস্যা অতিদ্রুত চলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সুরা ফাতিহা কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা যা রূহানী চিকিৎসায় বিশেষ কার্যকর। পাগল রোগ বা মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচে এর জন্য একটি সাধারণ পদ্ধতি দেওয়া হলো:

রুকইয়াহ পদ্ধতি

১. পবিত্রতা রক্ষা করুন

নিজেকে পবিত্র রাখুন। অজু করুন এবং একটি পবিত্র স্থানে বসুন।

২. ইখলাস সহকারে নিয়ত করুন

আল্লাহর কাছে রোগীর জন্য শেফা (আরোগ্য) প্রার্থনা করুন।

আস্থা রাখুন, সুরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা রোগীর মানসিক অবস্থা উন্নত করবেন।

৩. সুরা ফাতিহা ৭ বার পাঠ করুন।

প্রতিবার পড়ার পর রোগীর দিকে ফুঁক দিন বা আপনার হাতের তালুতে ফুকঁ দিয়ে তা রোগীর মাথায় বা শরীরে বুলিয়ে দিন।

৪. পানি ও তেল ব্যবহার

একটি পবিত্র পাত্রে পানি ও আরেকটি পাত্রে অলিভ অয়েল তেল নিন।

সুরা ফাতিহা ৭ বার পড়ে ওই পানি বা তেলের উপর ফুঁক দিন। এরপর রোগীকে সেই পানি পান করতে বলুন এবং তেল দিয়ে রোগীর মাথা ও কপালে মালিশ করুন।

৫. নিয়মিত প্রয়োগ:

এ প্রক্রিয়াটি প্রতিদিন সকালে এবং রাতে একবার করে করুন।

৭ দিন বা ২১ দিন, না হলে ৪১ দিন নিয়মিত চালিয়ে যান।

দোয়া এবং তাওয়াক্কুল
সবসময় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখুন এবং নিয়মিত দোয়া করতে থাকুন।

সতর্কতা:

রোগী যদি মানসিক রোগে গুরুতর অবস্থায় থাকে, তবে চিকিৎসা ও রূহানী পদ্ধতি একসঙ্গে চালানো উত্তম।

কোনো বিদআত বা ভুল আমল করা থেকে বিরত থাকুন।

এই বিষয়ে আমার লিখিত বই মু'জিজাতুশ শিফা বইটি ফলো করুন।

উম্মাদ রোগের চিকিৎসা হাদিসে আরো যা পাই

عن ابن مسعود ، قال : « من قرأ عشر آيات من سورة البقرة أول النهار لم يقربه شيطان حتى يمسي ، وإن قرأها حين يمسي لم يقربه حتى يصبح ولا يرى شيئا يكرهه في

أهله وماله ، وإن قرأها على مجنون أفاق : أربع آيات من أولها وآية الكرسي ، وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها

বাংলা অনুবাদ

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,যে ব্যক্তি সকালে সূরা বাকারার দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে সন্ধা পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসতে পারবে না,আর যদি উহা সন্ধায় পাঠ করে তবে সকাল পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসবে না আর তার সম্পদ ও পরিবারে কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখবে না। আর যদি ঐ দশ আয়াত পাগলের উপর পাঠ করে তবে সে সুস্থ্য হয়ে যাবে।চার আয়াত সূরার শুরুতে এবং আয়াতুল কুরছি ও তার পরে দুই আয়াত,আর সূরা শেষের তিন আয়াত।

এই হাদিস থেকে বুজা যায় এখলাসের সাথে সূরা বাকারার দশটি আয়াত পাঠ করে পাগল রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করলে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে। তবে ধৈর্য ধরে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আমল করতে থাকতে হবে। কেউ কেউ ৭ দিনে, কেউ ১৪ দিনে, আর কেউ ২১ দিবে কেউ বা আবার ৪১ দিনে সৃস্থ্য হবে ইনশাআল্লাহ। (শুয়াবুল ইমান লিল বায়হাকী খ.৫ পৃ.৪১৭)

আয়াত দশটি এইঃ

الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة/١-٤]

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ –

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦) [البقرة/٢٨٤-٢٨٦]

৩ নাম্বারঃ-

حدثتني أم أبان بنت الزارع ، عن أبيها ، أن جدها الزارع ، انطلق إلى رسول الله ﷺ فانطلق بابن له مجنون ، أو ابن أخت له ، قال جدي : فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، قلت : يا رسول الله ، إن معي ابنا لي ، أو ابن أخت لي ، مجنونا ، أتيتك به تدعو الله له فقال : « ائتني به » فانطلقت به إليه ، وهو في الركاب ، فأطلقت عنه ثياب السفر ، وألبسته ثوبين حسنين ، وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله ﷺ ، فقال : « ادنه مني ، اجعل ظهره مما يليني » فأخذ بمجامع ثوبه أعلاه وأسفله ، فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ، ويقول : « اخرج عدو الله ، اخرج عدو الله » ، فأقبل

ينظر نظر الصحيح ، ليس بنظره الأول ، ثم أقعده رسول الله ﷺ بين يديه فدعا له ، فمسح وجهه ودعا له ، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة النبي ﷺ يفضل عليه

বাংলা অনুবাদ

আমাকে উম্মু আবান বিনতে জারেয়ী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা জারেয়ী (রা.) হুজুর (সা.) এর নিকট গেলেন সাথে তার একটি পাগল ছেলে বা তার বোনের ছেলে, আমার দাদা বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট মদিনায় পৌছালাম, আমি বল্লাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমার সাথে আমার ছেলে বা আমার বোনের ছেলে পাগল। তাকে আপনার নিকট নিয়েসেছি,আপনি তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুআ করেন। হুজুর (সা.) বলেন তাকে আমার নিকট নিয়ে আসো, আমি তার নিকট গেলাম আমি তার সফরের কাপড় পরিবর্তন করে দুটি সুন্দর কাপড় পরিধান করিয়ে দিলাম এবং তার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট নিয়ে আসলাম।তিনি বললেন তাকে আমার নিকটে আনো, আর তার পিঠকে আমার দিকে করো, অতঃপর তার কাপড় উপর এবং নিচ থেকে ধরলেন,তারপর তার পিঠে প্রহার করলেন এমনকি আমি তার উভয় বগলের সাদা দেখতে

পেলাম। আর হুজুর (সা) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন তুমি বের হও, হে আল্লাহর দুশমন তুমি বের হও। তারপর সে সুস্থ্য মানুষের মতো তাকালেন, যা ইতিপূর্বে ছিলো না।তারপর হুজুর (সা.) তাকে সামনে বসিয়ে দুআ করলেন,তার চেহারে মাসেহ করে দুআ করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুআ করার পরে এই দলের মধ্যে তার থেকে উত্তম আর কেউ ছিলো না। (মারেফাতুস সাহাবা লিআবী নাঈম আল আসবাহানী খ.৮ পৃ.৪২৮)

হাদিসের এই ভাষ্য থেকে বুজে আসে এই রোগীর জিনের কারণে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে, অতঃএব যদি কোন রোগী জিনের কারণে পাগল হয়ে যায়, তাহলে তাকে নবী করীম (সা.) এর এই পন্থায় চিকিৎসা করলে সব থেকে বেশি ফায়দা পাওয়া যাবে।

অনেক বাড়ির মানুষেরা মনে করে যে

তাদের বাড়িতে কিছু একটা আছে

অনেক বাড়িতে এমন সমস্যা দেখা দেয়, তারা মনে করে যে, তাদের বাড়িতে দুষ্ট কোন জিন্নাত বসবাস করে, যার ফলে পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা

দেখা দিচ্ছে। কেউ কেউ তো আমাদের কাছে এসে বলে যে, হুজুর আমার পাঁচটা ছেলে ইনকাম করে কিন্তু আমরা কোন বরকত পাচ্ছি না।

দুষ্ট জিন বাড়িতে থাকলে যে সমস্যা হয়

আসলে দুষ্ট জিন যদি আপনার বাড়িতে বসবাস করে, তাহলে বাড়িতে কি কি সমস্যা হতে পারে?

১. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে না

২. স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে অধিকাংশ সময় দ্বন্দ্ব হয়

৩. ইনকামে কোন বরকত থাকে না

৪. সব সময় পরিবারের কোন না কোন এক জন অসুস্থ থাকে

৫.মহিলারা বিভিন্ন ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখতে থাকে

৬. শিশু বাচ্চারা অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করে

৭. রোগ বিপদ সব সময় লেগে থাকে

এই বিষয়গুলো যদিও এই ভাবে বিশ্বাস করা যাবে না যে, জিনের কারণেই এইগুলো হয়েছে। তবে এই সমস্যা যখন কোন পরিবারে দেখা দিবে তখন করণীয় হলো, পরিবারের সব সদস্য নামাযের প্রতিগুরুত্ব দিবে, সকাল সন্ধ্যা বাড়িতে কুরআন তেলাওয়াত করবে, স্বামী-স্ত্রী এক সাথে খানা খাবে, সকলে দস্তারখান বিছিয়ে খানা খাবে, উপার্জিত টাকার কিছু টাকা আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় ব্যয় করবে, ঘরে মানুষ বা প্রাণীর ছবি থাকলে তা বের করে ফেলবে, বিসমিল্লাহ বলে রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করবে, ইশার নামাযের পর অতিদ্রুত ঘুমিয়ে যাবে, সুন্নাত তরিকায় ঘুমাবে, বিছানায়

শুয়ে আর মোবাইল চালাবে না, ঘরের লাইট বন্ধ করে দিবে, বাচ্চাদের আকিকা না করলে আকিকা করে দিবে, বাচ্চাকে মানুষের সামনে দুধ পান করাবে না,এই কাজ গুলো করলে উপরের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ। এই সব পন্থা অবলম্ভণ করার পরেও যদি কোন বাড়িতে সমস্যা মনে হয়, তাহলে যা করতে হবে। এর আগে জেনে নেই যে, **আসলে জিন মানুষের বাড়িতে থাকে কেনো?** এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

জিন মানুষের বাড়ি থাকার প্রথম কারণ

আপনি যে বাড়িতে বসবাস করেন, সে বাড়ি বানানোর আগ থেকে জিনেরা এই স্থানে বসবাস করতো,যখন আপনারা বাড়ি বানিয়ে বসবাস করা শুরু করেছেন, তখন থেকে তাদের সমস্যা শুরু হয়েছে কারণ হলো, জিনেরা নির্জন স্থানে থাকতে পছন্দ করে, আর মানুষকে তারা ভয় পায়, এই জন্য আপনার পরিবারে তারা বিভিন্ন সমস্যা করতে শুরু করে যাতে আপনারা এই স্থান ছেড়ে চলে যান।

দ্বিতীয় কারণ

হয়তো আপনার বাড়ির নিচে কোন সম্পদ প্রথীত আছে, আর জিনেরা তা পাহারা দেয়, এখন আপনাদের বসবাসের কারণে তাদের কাজে সমস্যা হয়, ফলে তারা আপনাদের উপর আক্রমণ করে যাতে আপনারা এই স্থান ছেড়ে চলে যান।

সতর্কতাঃ যারা নতুন এই কোর্সে ভর্তি হয়েছেন,তাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা হলো, আপনারা কোর্স করার পরে যখন তদবীর করা শুরু করবেন, তখন হয়তো কোন বাড়ি বন্ধ করতে গেলেন, গিয়ে তুলারাশি দ্বারা বা অন্য কোন পন্থায় যেমন মোরগের গলায় তাবিজ বেধে বুজলেন যে,

এই বাড়িতে সম্পদ মাটির নিচে আছে, এখন আপনার মনে লোভ হলো ঐ সম্পদ উঠানোর জন্য, খবরদার এই কাজ কেউ করতে যাবেন না, আপনার দায়িত্ব রোগী দেখা ও তাকে সুস্থ্য করা। আপনি আপনার কাজ ভুলে যদি এই কাজ শুরু করেন, তাহলে আপনার মান-সম্মান সব হারাবেন রোগীতো থাকবেই না। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, আপনি কষ্ট করে যখন একটু সুনাম অর্জন করেছেন, তখন গ্রামের বা আপনার মহল্লার খুবই পরিচিত লোক কল করে বা সরাসরি এসে বলে যে, হুজুর আপনার সাথে কিছু কথা ছিলো, আপনি বল্লেন ঠিক আছে বলেন সে বলল যে, মানুষের সামনে বলা যাবে না। আপনি বললেন যে চলেন তাহলে, সে বলবে যে, হুজুর আপনি আমাকে তো চেনেন আমি আসলে এই কাজের মধ্যে নাই আমার কিছু বন্ধু আপনার সাথে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না, তাই আমাকে বলতে বলেছে বিষয়টি হলো, তারা একটা ম্যাগনেট পেয়েছিল, পেয়ে তা মাটির নিচে পুতে রেখে ছিলো কিন্তু স্থান মনে নাই, তাই আপনি যদি একটু দেখে দিতেন যে, তা কোথায় আছে? খবরদার এই কাজ আপনি কখনও করতে যাবেন না। আপনি সাথে সাথে বলে দিবেন আমি রোগী দেখি এই বিষয়টাই আমি ভালো পারি, আপনার বিষয় আমার জানা নাই, কারণ যদি আপনি তাদের এই মিথ্যা কথায় সাড়া দেন, তারা আপনাকে দেখিয়ে অনেককে প্রতারিত করবে, এর ফলে আপনার মান-সম্মান জশ সব হারাবেন।

বাড়ির জিন বা সম্পদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম কাজ হলো, আপনি বাড়ি বন্ধ দিবেন তাহলে এই সমস্যাগুলো থেকে পরিবার মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ।

বাড়ি বন্ধ দেওয়ার নিয়ম

(১) সাদা কাপড়ে এ আয়াতগুলি যেভাবে লিখা আছে ঠিক সেভাবে লিখবে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ-

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا- فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

অতঃপর নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে কাপড়ে ফুঁক দিয়ে কাপড়ের মাঝখানে গিরা দিবে। আয়াত এই-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-

এরপর সে কাপড় যেকোন বোতলে ভরে বাড়ির চার পাশ দিয়ে ১৩ হাত পর পর একটি করে পুতে রাখবে। তবে এ গুলো পুতার পূর্বে অবশ্যই মুঞ্জিল পড়ে পানিতে দম দিয়ে, ঐ পানি সারা বাড়িতে এমন ভাবে ছিটিয়ে দিবে, যেন আধা হাত জায়গাও ফাকা না থাকে। এই বন্ধ করার ফলে বাড়িতে কোন জিন আসতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

আর চারটা পেরেক নিবে তার প্রত্যেকটির উপর নিম্নের আয়াত ২৫ বার করে পাঠ করে ফুঁক দিবে। আয়াতগুলো এইঃ

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا- فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

এই পেরেক চারটি বাড়ির চার কোণে ঐ বোতলের মধ্যে দিয়ে দিবে। আর এক হাত একটা রোড নিবে তাতে চার কুল পাঠ করে ফুঁক দিবে এবং

নিম্নের দুআটি তিন বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে তা বাড়ির মধ্যখানে পুতে রাখবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيٌّ فِىْ الْاَرْضِ وَلَا فِىْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

আর যদি শহরের ফ্লাট বাড়ি হয়, তাহলে নয় হাত পর পর একটি করে দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখবে বা প্রতি রুমের চার কোণে চারটি লাগিয়ে রাখবে।

(২) চারটি পেরেক নিয়ে প্রত্যেকটির উপর ২৫ বার নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করে প্রত্যেক বার একটি পেরেকের উপর ফুঁক দিবে। আয়াতগুলি এইঃ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا- فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

অতঃপর চারটি কাঁচা বা অল্প পোড়া মেটে শরা নিয়ে প্রথমটির ভিতরে লিখবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللهم صلى على محمد واله وسلم جبرائيل عن يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ —

দ্বিতীয়টায় লিখবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللهم صلى على محمد واله وسلم ميكائيل عن لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

তৃতীয়টায় লিখবেঃ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ- اللهم صلى على محمد واله وسلم اسرافيل عن قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ

চতুর্থটায় লিখবেঃ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ- اللهم صلى على محمد واله وسلم عزرائيل عن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

চারটি মাটির পাতিলে পড়া ৪টি পেরেক ভরে প্রক্যেকটি পাতিলের মুখ ঐ লিখিত শরা দ্বারা বন্ধ করে দিবে। অতঃপর এক বালতি পানিতে মুঞ্জিল পাঠ করে ফুঁক দিবে। বাড়ির যত দূর পর্যন্ত রোগী চলাফেরা করে, তার চার কোণে চারটি গর্ত করবে এক হাত পরিমাণ। এবার ঐ চারটি গর্তে চারটি মাটির পাতিল রেখে চারজন হাফেজ চার কোণায় দাড়িয়ে সূরা ছাফ্ফাত, সূরা ইউনুস, সূরা ইয়াছিন ও সূরা জিন এক বার করে পাঠ করতে থাকবে। আর আমেল নিজে এক কোণা থেকে কাচি বা লোহার যে কোন একটি অস্ত্র নিয়ে দায়েরা দিতে দিতে যে স্থান থেকে শুরু করছে, সে স্থানে এসে শেষ করবে এবং দায়েরা দেওয়ার সময় আয়াতুল কুরছি পড়তে থাকবে ,দায়েরা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আয়াতুল কুরছি পড়াও শেষ হবে। তারপর সীমানার বিভিন্ন স্থানে বালতিতে পানি রাখবে, ঐ বালতির পানির সাথে কিছু পড়া পানি মিশিয়ে দিবে। আট দশজন লোক পানি ছিটানোর জন্য রাখবে, এবার একজন বাড়ির মাঝখানে দাড়িয়ে আযান দিবে। আর পানি ছিটানোর কাজ এবং আযান একই সাথে শুরু করবে এবং একই সাথে শেষ করবে। এবং ঐ একই সময় গর্ত চারটি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়ে মাটি দিয়ে সমান করে দিবে। তবে পানি এমন ভাবে ছিটাতে হবে যে, কোন স্থানে আধা হাত জায়গা ফাকা না থাকে। ঘর এবং বাহিরে সব জায়গা ছিটাবে, কারণ যদি জিন ভিতরে থেকে যায় তাহলে সে

ভিতরে থেকে জিন বিভিন্ন ভাবে রোগীকে কষ্ট দিবে। এবার আমেল বন্ধের ভিতর বসে মনোযোগ সহকারে একবার হিযবুল বাহার পাঠ করে আল্লাহ তায়ালার নিকট দুআ করবে। এই বন্ধের মধ্যে জিন ঠুকতে পারবে না ,ইনশাআল্লাহ চোর ডাকাতও ঠুকতে পারবে না।

শহরের ফ্লাট বন্ধ করার নিয়ম

চারটি পেরেক বন্ধের এক নাম্বার নিয়মে যেভাবে পড়ার জন্য বলা হয়েছে, সেভাবে পড়বে। আর মারকিন কাপড়ে এক নাম্বার বন্ধের দুআগুলো লিখে প্রতি রুমের চার কোণে চারটি টেপ বা অন্য কিছু দিয়ে লাগিয়ে রাখবে। তবে শহরের এই ফ্লাট গুলোতে রড গেড়ে দেওয়া লাগবে না।

ঘর বন্ধ করা বা বাড়ি থেকে জিন তাড়ানোর রুকইয়াহ

(১) হারাম জিনিস ঘর থেকে বের করবে। যেমনঃ মূর্তি বা প্রাণীর ছবি।

(২) নিম্নের দুআ প্রত্যেক রুমে পাঠ করবে।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ، أُنَاشِدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنْ لَا تَظْهَرُوْا لَنَا وَلَا تُؤْذُوْنَا.

(৩ বার)

أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ لَا تَبْدُوا لَنَا وَلَا تُؤْذُونَ

(৩ বার)

আমি আল্লাহর এবং পরকালের শপথ করে তোমাদের (জিনদের) ওপর কঠোর আদেশ করছি যে, তোমরা আমাদের সামনে প্রকাশিত হবে না এবং আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

(৪) প্রতি রুমে তিন বার করে কেবলা মুখি হয়ে উচু আওয়াজে আজান দিবে।

(৫) নিম্নের প্রতিটি আয়াত ও দুআ তিন বার করে পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিবে আর পানিতে গোলাপজল ও মোটা লবণ মিশাবে।

(৬) এবার এই পানি বাড়িতে প্রবেশের প্রধান দরজা থেকে ছিটানো শুরু করবে এবং সমস্ত বাড়িতে এমনভাবে ছিটাবে যেনো কোথাও আধা হাত জায়গা ফাকা না থাকে।

أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ *

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۚ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ
الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ
خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿۱۰﴾

(সূরা সফ্ফাত ১-১০)

وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ﴿۴۵﴾ وَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿۴۶﴾

(সূরা বনী ইসরাইল ২৫-২৬)

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿۶۵﴾ (সূরা বনী ইসরাইল ৬৫)

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً) (٩٧) (সূরা কাহাফ ৯৭)

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ, إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ) (٥٤) (সূরা সাবা ৫৪)

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ) (সূরা ইয়াছিন ৯)

اَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامّاتِ اللَّاتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَا جِرٌمِنْ شَرِّ مَايَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَايَعْرُجُ فِيْهَا وَشَرِّ مَاذَرَأَ فِىْ الْارْضِ وَشَرِّ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ الَّيْلِ وَالنّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ الَّيْلِ وَالنّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمَانُ-

بِسْمِ اللهِ أَمْسَيْنَا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ وَبِعِزَّةِ اللهِ الَّتِيْ لَا تَرَامُ وَلَا تَضَامُ وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيْعِ نَحْتَجِبُ وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَائِذٌ مِّنَ الْأَبَالِسَةِ وَمِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُعْلِنٍ أَوْمُسِرٍّ

وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَبِكْمَنُ بِالنَّهَارِ وَيَكْمَنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ ,وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ اَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ- أَعُوْذُ بِمَا اسْتَعَاذَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ وَمُوْسَي وَعِيْسَي وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ,وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَبْغِيْ. يَخْرُجُوْنَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى

অতঃপর একদিন এখলাসের সাথে ঘরে উচু আওয়াজে সূরা বাকারা পাঠ করবে আশা করা যায় জিন বাড়ি থেকে চলে যাবে আর এই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

মানুষের ঘর থেকে জিন তাড়ানোর রুকইয়াহ

কখনো কখনো জিনেরা মানুষের ঘরে অবস্থান করে এবং তাদের জন্য নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে প্রথমেই তাদের সতর্ক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছেঃ নিঃসন্দেহে এই বাড়িগুলোতে জিনেরা বাস করে। তোমরা যদি তাদের উপস্থিতি অনুভব করো, তাহলে তিনবার তাদের বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দাও। (সহীহ মুসলিমঃ ২২৩৬)

কি বলে জিনদেরকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিবে

(১) একটি দুর্বল হাদিসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে তাদের বলা যেতে পারেঃ আমরা তোমাদের নুহ (আ.) ও সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)-এর চুক্তির মাধ্যমে অনুরোধ করছি, আমাদের ক্ষতি করো না। (আবু দাউদঃ ৫২৬০; তিরমিজিঃ ১৪৮৫; বাগাবিঃ ১৯৪/১২)

(২) ইবনে হাবিব বলেন, নবী (সা.) বলেছেনঃ আমি তোমাদের সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)-এর চুক্তির কসম দিচ্ছি, আমাদের ক্ষতি করো না এবং আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ো না।

(৩) ইমাম মালেক বলেন, তিনবার বলতে হবেঃ আমি আল্লাহ ও পরকালের শপথ করে বলছি, আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ো না এবং আমাদের ক্ষতি করো না।

(শরহুন নববীঃ ২৩৩/১৪)

এ বিষয়ে আরো তথ্য দেখতে পারেনঃ ইবনুল আরাবির 'আহকামুল কুরআন' (১৮৬৬/৪)

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

নভম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আজ আমরা নভম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি।

আমরা গত কাল বাড়ি বন্ধের বিষয় কথা বলছিরাম, আজ সে বিষয়ে আরো কিছু কথা, আমরা বাড়ি বন্ধ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে, সতর্কতা অবলম্ভন করবো তা হলো, বাড়ি বন্ধের কাজ একে বারে দ্বিপহরের সময করবো না এবং মাগরীবের পুর্ব মুহুর্তে তথা সূর্য ডুবে যাচ্ছে এমন সময় করবো না আর গভীর রজনীতে করবো না। কারণ হলো, আমার অভিজ্ঞতার কথা হলো, এই সময় গুলোতে জিনের শক্তি একটু বেড়ে যায়, অন্য সময়ের তুলোনায়।

যদি বাড়িতে জিনেরা বহু পরিমাণে সমস্যা করে তাহলে করণীয়

যদি কোন পরিবারে জিনেরা বাচ্চাদের উপর আক্রমণ করে, অনেক সময় বাড়িতে যে সমস্ত মুরব্বিরা আছে তাদের উপর আক্রমণ করে, বাড়ি বার বার বন্ধ দেওয়া হয়, তাতে তেমন ফায়দা হয় না। তাহলে এই তদবীরটি ঐ বাড়ির জন্য খুবই উপকারী হবে।

নিম্নের নকশাটি লিখে ঘরের পশ্চিম পাশে লাগিয়ে রাখবে, ইনশাআল্লাহ জিন ঐ ঘরে আর প্রবেশ করতে পারবে না। নকশাটি এইঃ

يا حفيظ	يا حي	يا قيوم
يا الله	يا رحمن	يا رحيم
يا الله	يا رحمن	يا رحيم
يا الله	يا رحمن	يا رحيم
يا الله	يا رحمن	يا رحيم

জিনেরা বাড়িতে পাথর মারলে করণীয়

অনেক বাড়িতে দেখা যায় যে, জিনেরা পাথর মারে। কারো বাড়িতে দেখা যায় যে, ছাদের উপর বা টিনের উপর মনে হয় যে, ছোট ছোট পাথর গড়তে গড়তে

নিচের দিকে পড়তেছে। আবার কারো বাড়ি দেখা যায় যে, হঠাৎ করে টিনের উপর বা ছাদের উপর বড় ঢিল মারার মতো শব্দ হয় কিন্তু বাহির হলে কোন ঢিল পাওয়া যায় না। এইরুপ বাড়ির সমস্যা থেকে মুক্ত করার জন্য নিম্নের পন্থা অবলম্ভন করবে।

আয়াতুল কুরছি ৭ বার পাঠ করে, পানিতে ফুঁক দিয়ে, প্রথমে সমস্ত বাড়িতে পানি এমন ভাবে ছিটাবে যেনো কোথাও আধা হাত জাগা বাকি না থাকে। তারপর বাড়ি বন্ধ দিবে তাহলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতুল কুরছি এইঃ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة/٢٥٥]

বাড়িতে যদি হাজার হাজার জিন বসবাস করে তাহলে করণীয়

যদি কোন বাড়িতে হাজার হাজার জিন বসবাস করে, এক্ষেত্রে বাড়ির সদস্যরা কি কাজ করলে এদের থেকে হেফাজত থাকবে।

১. বাড়ির চার কোণে চারটি কাগজী লেবু বেধে রাখবে।

২. বাড়িতে কবুতার লালন-পালন করবে।

৩. সাদা মোরগ বাড়িতে লালন-পালন করবে।

৪. প্রতিদিন অল্প অল্প করে সূরা বাকারা বাড়িতে তেলাওয়াত করবে।

৫. পুরুষেরা শরীরে আতর ব্যবহার করবে।

এই কয়েকটি কাজ করতে পারলে ইনশাআল্লাহ ঐ জিনগুলো বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

বাড়ি বন্ধ দেওয়ার পরেও পরিবারের লোকেরা কেনো সমস্যা অনুভব করে

আমরা অনেক বাড়ি বন্ধ দেওয়ার পরেও দেখি যে, বাড়িতে সমস্যা হচ্ছে এর কারণ কি আসলে কি আমাদের বন্ধ কি কোন কাজ করে না, নাকি অন্য কোন কারণ আছে?

বাড়ি বন্ধতে ফায়দা না পাওয়ার কারণ

১. যে বাড়ি বন্ধ দেওয়া হয়, সে বাড়িতে টিভি চালানো হলে, জিনেরা অনায়াসে ঐ বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে।

২. বর্তমান জামানায় মোবাইলের ব্যবহার বেশি হচ্ছে, যে বাড়ি বন্ধ দেওয়া হলো সে বাড়িতে যদি মোবাইলে, নাটক, সিনেমা বা অশ্লীল কিছু দেখা হয় তাহলে বাড়ি বন্ধ দূর্বল হয়ে যায়।

৩. মানুষ বা কোন প্রাণীর ছবি বাড়িতে লাগিয়ে রাখে, তাতেও বাড়ি বন্ধ দূর্বল হয়ে যায়।

৪. কুরআন তেলাওয়াত যদি একেবারেই বাড়িতে না হয় তাহলেও বাড়ি বন্ধ দূর হয়ে যায়।

৫. কুকুর, ঘোড়া বা মানুষের মূর্তি ইত্যাদি যদি বাড়িতে থাকে তাহলেও বাড়ি বন্ধ দূর্বল হয়ে যায়।

আপনি বাড়ি বন্ধ দেওয়ার পরে যদি তারা বলে যে, আমাদের সমস্যা তো এখনও হচ্ছে তাহলে আপনি প্রথমে দেখবেন যে, উক্ত সমস্যার কোনটা বাড়িতে আছে, সেটা দূর করে দিলে সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

ভয়ানক জিন যদি যেতে না চায়

জিনের আছর দূর করার জন্য اَللّٰهُ يًا رَحْمَانُ يَا قَدِيْرُ পাঠ করে আটার উপর ফুঁক দিয়ে গোল আকার বানিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খাবে। এভাবে ২১ দিন খাবে আশা করা যায় রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

নির্ধারিত বাড়িতে বাচ্চা ক্রন্দণ করলে করণীয়

যদি নির্ধারিত বাড়িতে বাচ্চা ক্রন্দন করে, ঐ বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি নিয়ে গেলে আর কাদে না। সেক্ষেত্রে করণীয় হলো নিম্নের দুআটি লিখে ঘরে প্রবেশের প্রধান দরজায় বেধে রাখলে আশা করা যায় সমস্যা দূর হয়ে যাবে। দুআটি এইঃ

آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم،لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ،ياحفيظ ياحفيظ ياحفيظ ياحفيظ ياحفيظ-

আমরা দীর্ঘ নভম ক্লাস পর্যন্ত শুধু জিনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশাবাদী যে, এই বিষয়গুলোই যদি কেউ ভালো ভাবে আয়ত্ব কয়ে নেয়, তাহলে জিনের বিষয়ে আর কোন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কথা না। তারপরেও যদি কারো আরো জানার আগ্রহ থাকে, তাহলে উলামায়ে কেরামের লিখিত বইগুলো বেশি বেশি অধ্যায়ণ করবেন আশা করা যায় তাতে অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে। এরপরেও যদি কোন বিষয় বুজে না আসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

জিনের কারণে নিঃশ্বাস বন্ধ হলে রুকইয়াহ

এই রুকইয়াহটি পাঠ করতে থাকবেন যতো সময় সমস্যা সমাধান না হয় ততো সময়। আশা করা যায়

এর বরকতে অতিদ্রুত রোগী সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর সুস্থ হওয়ার পরে এই রুকইয়াহ পাঠ করে মাটির পাত্রে নদী থেকে পানি এনে তাতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি দিনে কয়েক বার অল্প করে খাবে এবং গোসলের পানির সাথে মিশিয়ে গোসল করবে। এভাবে ২১ দিন করবে আর রুকইয়াহটি রেকর্ড করে দিনে দুই বার করে শুনবে। তাহলে আশা করা যায় এই রোগী অতিদ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ-

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ– مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ– اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ– صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ–

(সূরা ফাতেহা)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ –

(সূরা বাকারা ২৫৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ– لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ-

(সূরা বাকারা ২৮৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ﴿۱﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ﴿۲﴾ وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ﴿۳﴾ وَ لَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ﴿۴﴾ وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ﴿۶﴾

(সূরা কাফিরুন)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ﴿۴﴾

(সূরা এখলাস)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ﴿۵﴾

(সূরা ফালাক)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴿۶﴾

(সূরা নাস)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - **فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ – فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ – فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ – فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ – قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ – رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ – قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ – قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ – إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ**

অত:পর

بِسْمِ اللهِ الّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيٌّ فِىْ الْاَرْضِ وَلَا فِىْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ–

উপদেশ

(১) এই রোগীর সব সময় কোন না কোন কাজের সাথে থাকতে হবে যাতে সে চিন্তিত হওয়ার সময় না পায়।

(২) একা একা রুমের মধ্যে থাকবেব না সব সময় মানুষের মধ্যে থাকার চেষ্টা করবে।

(৩) যদি এই রোগীগুলো বিবাহের উপযুক্ত হয় তাহলে বিবাহ দিয়ে দেওয়া সব থেকে ভালো কাজ। একশ জনের মধ্যে ৯৮ জনই বিবাহ দিলে ভালো হয়ে যায়।

(৪) প্রতিদিন সকালে ৭ পিস আজওয়া খেজুর খাবে।

(৫) শরীরে জয়তুন তেল ব্যবহার করবে।

(৬) সকাল-সন্ধ্যা অল্প করে মধু,কালো জিরা খাবে।

চালান জিনের রোগীদের জন্য রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াটি রোগীকে প্রতিদিন দুই বার করে শোনাবে। এভাবে ২১ বা ৪১ দিন বা ৩ মাস করবে এবং পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিনে দুই বার করে খাবে ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত রোগী সুস্থ হবে।

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ-

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ– مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ– اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ– صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ–

(সূরা ফাতেহা)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ –الم – ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ– الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ– وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ

قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

(সূরা বাকারা ১-৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّحِيمِ – اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ –

(সূরা বাকারা ২৫৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّحِيمِ – لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ-

(সূরা বাকারা ২৮৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ -الٓمّٓ ﴿١﴾ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰى عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ۚ وَ مَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَیْـًٔا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ وَ قُوْدُ النَّارِ ۙ ﴿١٠﴾

(সূরা আল ইমরান ১-১০)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(সূরা আল ইমরান ১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ–

(সূরা আল ইমরান ২৬-২৭)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ۫ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ حَثِیْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْیَةً ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ۚ﴿۵۵﴾ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۵۶﴾ وَ هُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾

(সূরা আরাফ ৫৪-৫৭)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًاۙ﴿۴۵﴾ وَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا﴿۴۶﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا﴿۴۷﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا﴿۴۸﴾ وَ قَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا﴿۴۹﴾ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًاۙ﴿۵۰﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا﴿۵۱﴾

(সূরা বনী ইসরাইল ৪৫-৫১)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ﴿۱۱۹﴾

(সূরা আ'রাফ ১১৭-১১৯)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ﴿۷۹﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ﴿۸۰﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ﴿۸۱﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ﴿۸۲﴾

(সূরা ইউনুস ৭৯-৮২)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَ اِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى﴿۶۵﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى﴿۶۶﴾ فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى﴿۶۷﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ

اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى﴿۶۸﴾ وَ اَلْقِ مَا فِیْ یَمِیْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَیْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ اَتٰى﴿۶۹﴾

(সূরা ত্বহা ৬৫-৬৯)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا﴿۲﴾ فَالتّٰلِیٰتِ ذِكْرًا﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِزِیْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۙ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾ لَا یَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ یُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴿۱۰﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِیْنٍ لَّازِبٍ﴿۱۱﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَ یَسْخَرُوْنَ﴿۱۲﴾ وَ اِذَا ذُكِّرُوْا لَا یَذْكُرُوْنَ﴿۱۳﴾ وَ اِذَا رَاَوْا اٰیَةً یَّسْتَسْخِرُوْنَ﴿۱۴﴾ وَ قَالُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۖ﴿۱۵﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ﴿۱۶﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ﴿۱۷﴾ قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۚ﴿۱۸﴾

(সূরা সফ্ফাত ১-১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴿۲۸﴾ یَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَاْنٍ ۚ﴿۲۹﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴿۳۰﴾

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ﴿۳۱﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۲﴾ یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ﴿۳۳﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾

(সূরা আর রহমান ২৮-৩৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَیْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾

(সূরা হাশর ২১-২৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ اِنْ یَّكَادُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَیُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ یَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۵۱﴾ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۵۲﴾

(সূরা কলাম ৫১-৫২)

وَّ أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ- اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾

(সূরা জিন ৩)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَ لِیَ دِیْنِ ﴿۶﴾

(সূরা কাফিরুন)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ یَلِدْ ۙ وَ لَمْ یُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

(সূরা এখলাস)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

(সূরা ফালাক)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

(সূরা নাস)

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مَنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ .
بِسْمِ اللهِ ، آمَنَّا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ ، وَبِعِزَّةِ اللهِ الَّتِيْ لَا تَرَامُ وَلَا تَضَامُ، وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيْعِ، نَحْتَجِبُ بِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَائِذِيْنَ بِاللهِ مِنَ الْأُبَالِسَةِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُسِرٍّ وَمُعْلِنٍ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكُنُ بِالنَّهَارِ وَيَخْرُجُ بِاللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّيْ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .
بِسْمِ اللهِ ، آمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءُ اللهِ مُنْتَهَى ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبِيّاً وَرَسُوْلاً .
بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ .

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.
أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌوَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِإِلَّا طَارِقٌ يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ .
أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.
أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَن يَّحْضُرُوْنَ . اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ ، اَللَّهُمَّ لَايَهْزِمُ جُنْدَكَ وَلَا يَخْلِفُ وَعْدَكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ .
أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَمِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .
اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَّأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا .
تَحَصَّنْتُ بِالْإِلَهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَاسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوْقِ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوْقِ، حَسْبِيَ اللهُ هُوَ حَسْبِيْ ، اَلَّذِيْ بِيَدِهِ. مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى ، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، وَلَيْسَ وَرَاءُ اللهِ مَرْمَى، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ .

(এই রুকইয়াহটি আছে فتح الحق المبين কিতাবে পৃ. ১৩১-১৪১)

আশিক জিনের লক্ষণ

মানুষের জীবনে আশিক জিনের প্রভাব থাকলে কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখা যেতে পারেঃ

অস্বাভাবিক দুঃস্বপ্নঃ ঘুমের সময় অস্বাভাবিক এবং ভীতিকর স্বপ্ন দেখা।

দাম্পত্য জীবনে সমস্যাঃ বিবাহিত হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অযথা কলহ বা শারীরিক দূরত্ব তৈরি হওয়া।

একাকিত্ব ও নির্জনতায় প্রবণতাঃ মানুষজন থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছা করা।

শরীরের অদ্ভুত অনুভূতিঃ বিশেষ করে ঘুমের সময় চাপ অনুভব করা বা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা।

ধর্মীয় কাজে অলসতাঃ নামাজ, কুরআন পাঠ বা অন্য ধর্মীয় কাজে অনাগ্রহ।

আশিক জিনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াহটি রোগী নিজে দিনে দুই বার পাঠ করবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দিনে দুই বার খাবে ও গোসল

করবে। আর যদি পড়তে না পারে বা পড়ে ভালো ফায়দা না পায় তাহলে ভালো রাকীর মাধ্যমে করাবে। এভাবে মোট ২১ দিন করলে ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। রাকী রেকর্ড করেও রোগীকে দিতে পারে শোনার জন্য।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(সূরা ফাতেহা)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(সূরাা বাকারা ২৫৫)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

(সূরা কাফিরুন)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(সূরা এখলাস)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

(সূরা ফালাক)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَٰهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

(সূরা নাস)

الم* ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-(সূরা বাকারা ১-৫)

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ

أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (সূরা বাকারা ২৮৫-২৮৬)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ* فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ* فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ* وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (সূরা আ'রাফ ৭৯-৮২)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا- (সূরা বনী ইসরাইল ৮২)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- (সূরা আল ইমরান ১৭৫)

(وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ).[١٤] (সূরা কলাম ৫১)

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ- (সূরা বাকারা ১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيم . (সূরা নূর ২১)

وَإِذا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلنا بَينَكَ وَبَينَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا* وَجَعَلنا عَلى قُلوبِهِم أَكِنَّةً أَن

يَفقَهوهُ وَفي آذانِهِم وَقرًا وَإِذا ذَكَرتَ رَبَّكَ فِي القُرآنِ وَحدَهُ وَلَّوا عَلى أَدبارِهِم نُفورًا - (সূরা বনী ইসরাইল ৪৫-৪৬)

إِنَّ عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ. (সূরা হিজর ৪২)

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - (সূরা ইয়াছিন ৯)

৭ - আয়নায় দেখার হাজিরাত

سَلٰمٌ ۚ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

সূরা ইয়াছিনের এই আয়াত হাযিরাতের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। এই আয়াতের সঙ্গে সংযুক্ত মুয়াক্কিল আমলকারীর সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা দেন এবং জোরালো রূহানী সাহায্য করে থাকেন। এটি একটি দুর্লভ ও অতুলনীয় হাযিরাতের পদ্ধতি।

যারা হাযিরাত করতে চান, তাদের জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। সঠিক নিয়মে করলে ইনশাআল্লাহ ব্যর্থতা হবে না।

যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

আরবী মাসের প্রথম জুম'য়ার রাতে এশার নামাজের পর শুরুতে ও শেষে ১১ বার করে দুরুদে ইব্রাহিমী পাঠ করবে অতঃপর উক্ত আয়াত ১১ শত বার পাঠ করবে এভাবে মোট ২১ দিন।

শর্তঃ প্রতিদিন একই সময় ও একই স্থানে আমল করতে হবে।

শেষ দিনে করণীয়ঃ সকল নবী, অলিয়া, এবং মুয়াক্কিলদের জন্য কিছু দুধের রান্না পায়েশ বাচ্চাদেরকে খাওয়াবে।

হাযিরাতের জন্য ব্যবহার ও প্রয়োগ

আয়নায় হাজিরাতের চমৎকার একটি হাজিরাত

যদি পরবর্তীতে যদি হাজিরাতের প্রয়োজন হয়, তবে এমন কোনো মুয়াক্কিল নির্ধারণ করুন যার মধ্যে মুয়াক্কিল সহজেই হাযির হয়। বয়সের কোনো বাধা নেই। সে যে কোনো বয়সের হতে পারে।

একটা পরিষ্কার আয়না নিয়ে তাতে কাজল লাগিয়ে মামুলের হাতে দিয়ে উক্ত আয়াত ২১ বার পাঠ করে মামুলের উপর ফুঁক দিবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে মুয়াক্কিল আয়নায় এসে হাজির হবে যা জিজ্ঞাসা করবেন তার উত্তর পেয়ে যাবেন। তবে খবরদার গায়েবের কোন বিষয় তাকে জিজ্ঞাসা করবে না।

যে রোগীদের জিনের সমস্যা তাদের হাজিরা রোগীর নিজের মাধ্যমেই করা যাবে আয়না রোগীর হাতে দিলে সে নিজেই তার সমস্যা দেখতে পারবে তবে মনে রাখতে হবে সব রোগীর ক্ষেত্রে এটা প্রজোজ্য নাও হতে পারে।

৮-মারাত্মক রোগী হলে এই হাজিরা করবে

এই হাযিরাতের জন্য এমন একটি কক্ষ নির্বাচন করুন যা নিরিবিলি, একান্তে এবং সম্পূর্ণ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। সেই কক্ষে কোনো ধরনের শব্দ, গোলমাল বা অশান্তি থাকা উচিত নয়।

কক্ষের পরিবেশ এমন হতে হবে যাতে মুয়াক্কিল বিরক্ত না হয় অর্থাৎ কক্ষটি শান্ত, মনোযোগপূর্ণ ও হৃদয়ের প্রশান্তি সহকারে প্রস্তুত রাখতে হবে।

বিশেষ দিন ও নিয়মাবলী:

এই আমল বৃহস্পৃতিবার দিবাগত রাতে করবে। চন্দ্রগ্রহণ এর সময় যেন না পড়ে, তা খেয়াল রাখতে হবে।

কক্ষ প্রস্তুতি:

১. কক্ষে একটি খালি চেয়ার রেখে এবং তার উপর সাদা কাপড় বিছিয়ে দিন।

২. সাদা কাপড়টি সুগন্ধি আতর দিয়ে সুগন্ধিত করে দিন।

৩. প্রয়োজনে ঘরে আগরবাতি জ্বালাতে পারেন।

এবার যা করতে হবে

১. মামুল (যার ওপর হাযিরাত হয়) তাকে সেই চেয়ারের সামনে বসান।

২. তাকে বলে দিন যে চেয়ারটির দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকবে এবং মনোযোগ নষ্ট করবে না।

৩. আমলকারী (عامل) নিজে বসে নিচের আমল শুরু করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

পাঠের নিয়মঃ

এই আয়াতটি ১০০ বার পড়তে হবে। এর আগে ও পরে ১১ বার করে দুরুদে ইব্রাহিমী' পড়তে হবে।

ফলাফল (যা ঘটতে পারে)

আমল চলাকালীন বা কিছুক্ষণের মধ্যে সেই খালি চেয়ারে একটি বিরাট চেয়ারের ছায়া বা মুয়াক্কিল উপস্থিতি দেখা যাবে।

সেই চেয়ারে একজন ব্যক্তি বসে থাকবে এবং জিজ্ঞেস করবেঃ তুমি আমাকে কেন ডেকেছো?

আমলকারী তখন বলবেঃ আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই এবং হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কাজে আপনার সাহায্য চাই। সে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেবে।

পরবর্তী সময়ঃ

এরপর থেকে এই হাযিরাতের জন্য দিন ও সময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। শুধুমাত্র কক্ষ প্রস্তুত করে এবং মামুলকে চেয়ারের সামনে বসিয়ে এই প্রক্রিয়া পুনরায় করলে মুয়াক্কিল হাজির হবে এবং সাহায্য করবে।

বিশেষ নির্দেশনা:

শিশুদের ওপর এই হাযিরাত হয় না।

এই আমলকে যাকাতের নিয়তে একবার করলে, এরপর থেকে বারবার করতে হলে আলাদা নিয়তের দরকার হয় না।

আপনি যদি এই আমল শুরু করতে চান, তবে অবশ্যই বিশুদ্ধ নিয়ত, পরিপূর্ণ পরিপাকতা ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরণের রূহানী আমল করার আগে কোনো বিশ্বস্ত আলেম বা মুদাব্বিরের পরামর্শ নেওয়া উত্তম। كائنات حاضرات٦٣

৯ - ইসমে জাত দ্বারা হাজিরাত

"اسم الله" এর সাধনায় এমন সব গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে, যেগুলো সাধকের রুহানী জগতে প্রবেশের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। এই সাধনার অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলো নিজ নিজ সাধনের স্তর এবং সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

আমি এখানে এমন কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করছি, যেগুলোর মাধ্যমে রুহানী শক্তি অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পায় এবং রূহানী নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা যায়।

আয়না তৈরী করার নিয়ম

একটি ৪ * ১০ ইঞ্চি মাপের আয়না নিন। আয়নার মাঝখানে "اللہ" নামটি লিখুন।

আমলের সময় ও স্থান

রাতের ইশা ও ফজর নামাজের মাঝখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন।

সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাত ২টা থেকে ৩টার মধ্যে, কারণ এই সময় রূহ ভারসাম্যের অবস্থানে থাকে। নির্ধারিত সময়ে একটি নির্জন ও শান্ত পরিবেশে যান, যেখানে কেউ বিরক্ত করবে না।

পেট খালি বা হালকা থাকবে (খাবার হজম হওয়া উচিত)।

আমলের সঠিক পদ্ধতি

১. উত্তর দিকের দেয়ালে আয়নাটি এমনভাবে লাগান যেন চোখের সোজাসুজি হয়।

২. ওযু করে বসুন এবং একটি আগরবাতি জ্বালান।

৩. ধীরে ধীরে "اللہ" নামটি জিকির করতে থাকুন এমনভাবে যেন প্রতিদিন প্রায় ১৫ মিনিটে ৬৬ বার জিকির সম্পন্ন হয়।

৪. জিকির শেষে আয়নায় লেখা "اللہ" নামটির দিকে অভিমুখী হয়ে তাকান, এমনভাবে যেন চোখের পলক না পড়ে এবং দৃষ্টি এদিক-ওদিক না যায়।

৫. শুরুতে ৩০ মিনিট এভাবে তাকিয়ে থাকার চর্চা করুন।

৬. এরপর প্রতিদিন সময় ১-২ মিনিট করে বাড়ান, যতক্ষণ না আপনি ১ ঘণ্টা পর্যন্ত নিরবিচারে তাকিয়ে থাকতে সক্ষম হন।

৭. এভাবে নিয়মিত আমল চালিয়ে যেতে হবে।

জীবনযাপনে পরিশুদ্ধতা আনতে হবে: খাবার হতে হবে হালকা ও সহজপাচ্য। কম খাওয়ার, কম ঘুমানোর ও কম কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করুন। সময় নষ্ট না করে বাকি সময় আল্লাহর জিকির ও ইবাদতে কাটান। মিথ্যা বলবেন না, অসৎ উদ্দেশ্য রাখবেন না, এবং আত্মাকে পবিত্র রাখুন।

আমলের ফলাফল

কিছুদিন এই আমল করার পর আয়নায় লেখা "الله" নাম উজ্জ্বল হতে শুরু করবে। মনে হবে আপনার চেতনা অন্য এক জগতে প্রবেশ করছে। অবশেষে সম্পূর্ণ আয়না আলোয় ভরে উঠবে এই আলোই হচ্ছে আত্মার ভেতরের আলোর প্রকাশ।

এই নূর মূলত "الله" নামের বরকতে প্রকাশ পায় এবং সাধকের মধ্যে روشن ضميرى অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি জন্মায়।

এই আমল একটি রূহানী খজানা, যা শুধুমাত্র আহলে যৌক বা আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য সংরক্ষিত।

এটা আল্লাহওয়ালাদের এক গোপন রহস্য, যা অযোগ্য বা জ্ঞানহীনদের থেকে গোপন রাখা শ্রেয়।

বিশেষ নির্দেশনা:

পুরো আমল চলাকালীন জালালি ও জামালি উভয়ের প্রতি পূর্ণ পরহেজগারী রাখতে হবে।

আমলটি অন্তত ১,২৫,০০০ বার পূর্ণ করতে হবে।

হাসিল হওয়ার পর কি কি করতে পারবেন

আপনি এই আমল হাসিল হওয়ার পর থেকে রোগীর যে কোন সমস্যা দেখতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আয়নার মাধ্যমে নিজে হাজিরাত করার উপায়

১. একটি নতুন আয়না ক্রয় করে, আয়নার মাঝখানে কালো কালিতে একটি গোল বৃত্ত একে নিবেন। এরপর সেই বৃত্তে গোলাপ ও আতর লাগিয়ে দিন।

আমল শুরু করার সময়

রাত ১২টা (মধ্যরাত) থেকে নিচের আমল শুরু করুন।
কালো বৃত্তটির মধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখুন এবং নিচের কালিমাগুলো পাঠ করুন ২১০০ বার

يَا بَدِيعُ العَجَائِبُ يَا كَاشِفُ القَرَائِبُ

বিশেষ নির্দেশনা

আমলের শুরুরতে ও শেষে ১০১ বার দুরুদে ইবরাহিম পাঠ করবেন। আমল অবশ্যই পূর্ণ আস্থা ও একিনের সাথে করবেন।

চিল্লার নিয়ম (৪০ দিনের সাধনা)

এই আমল ৪০ দিন (চিল্লা) অবিরাম করতে হবে।শেষের দিকে আয়নার বৃত্তের মধ্যে মুয়াক্কিলের উপস্থিতি শুরু হবে। দেখা শুরু হলেই তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না, যতক্ষণ না চিল্লা সম্পূর্ণ হয়। ৪০ দিন পূর্ণ হলে, তারপর তাদের সঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছায় কথা বলা সম্ভব হবে।

সতর্কতা ও শর্তাবলি

নিয়মিত জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে। ক্লান্তি বা অলসতা ছাড়াই নিরবিচারে আমল চালিয়ে যেতে হবে। দ্রুত ফায়দা পাওয়ার জন্য বেশি করে "لا إله إلا الله" (কালেমা তইয়্যিবা) এবং দুরুদ শরীফ পড়তে হবে।

এই আমলের ফলাফল

এই সাধনার মাধ্যমে সাধকের রুহানীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং রূহানী দুনিয়ার সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। তবে এটি

একটি উচ্চ স্তরের রূহানী আমল, যা আখলাক, পরহেযগারী ও নিয়মিত ইবাদত ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না।

এই আমল করে সফল হওয়ার পর থেকে আপনি যখনই ইচ্ছা রোগীদের যে কোন সমস্যা আপনি নিজেই আয়নার মধ্যে দেখতে পারবেন আরো যে কত কিছু করতে পারবেন তা বলার ভাষা নাই। (কায়েনাতে হাজিরাত ১৬৩)

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

দশম দিনের ক্লাস

এখান থেকে শুরু হচ্ছে যাদুর বিষয় আলোচনা

এই জামানায় কিছু কিছু মানুষেরা মনে করে যে, আমরা খুবই মডেল হয়ে গেছি, বিজ্ঞানের যুগ এটা, এই জামানায় আমরা না দেখা জিনিসকে বিশ্বাস করি না। কিন্তু কুরআন হাদিস গভেষণা করলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যাদুর অস্তিত্ব আগে থেকেই পৃথিবীতে আছে, যার দ্বারা মানুষকে ক্ষতি করা সম্ভব। আর ইসলামে যদি কেউ কাউকে যাদু করে এবং তার যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।আর ইসলাম এমন কোন ধর্ম না যে, যে বিষয়ের অস্তিত্ব নাই তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবে। আর যাদুর বিষয় বহু লোকের অবিজ্ঞতা এটাকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যাদু বলতে কিছু দুনিয়ার মধ্যে আছে এবং তা দ্বারা মানুষকে ক্ষতি করা সম্ভব।

আমার একটি রোগীর ঘটনা

আমি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ার অধিবাসী এক পরিবারে চিকিৎসার জন্য গিয়ে ছিলাম। তাদের পরিবারের সমস্যা জানতে চাইলে তারা বলল, আমাদের একটি জমিকে কেন্দ্র করে এক আত্মীয় এর সাথে ঝগড়া হয়। ঝগড়া হওয়া পরে, সে আত্মীয়র এক মেয়ে, যে খুলনায় থাকে সে বাড়িতে আসে। আসার পর থেকেই আমার পিতার বুকে য্যাম পড়ে, যার ফলে শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল এবং খানা খেতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই আমরা তাকে গোপালগঞ্জ বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তার পরীক্ষা করে কোনো রোগ নির্ণয় করতে পারে না। তাই তিনি বলেন, এমন রোগী তো কখনও দেখিনি, এরপর তিনি রোগীকে খুলনায় নিয়ে যেতে বলেন। আমরা পিতাকে খুলনা নিয়ে যাওয়ার পথেই তিনি মারা যান। পিতা মারা যাওয়ার কিছু দিন পর, সে মেয়েটি আবারও বাড়িতে আসে। আসার পর থেকে একই সমস্যা আমার এবং আমার মাতা ও ছোট ভাইয়ের দেখা দেয়। তখন আমরা ধারণা করলাম, কেউ হয়তো যাদু করেছে। তাই তাদের দুজনকে এক আলেমের নিকটে নিয়ে যাই। তিনি পানি পড়া ও তাবীজ দিলে আমরা দুজন সুস্থ হয়ে যাই। এরপর থেকে আমরা অনেক দিন সুস্থ্য

ছিলাম। এখন আবার সেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা চাচ্ছি এর ভাল চিকিৎসা করাতে, তাই আপনাকে আনা। আমি প্রথমে সারা বাড়িতে পানি ছিটিয়ে দাফনকৃত সমস্ত যাদু নষ্ট করি। এরপর বাড়ি বন্ধ দেই এবং পরিবারের কোনো সদস্যকে যেন ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য তদবীর দেই। এরপর থেকে আলহামদুলিল্লাহ তারা এখনও সুস্থ্য আছে। এছাড়াও আমি আরো অনেক রোগী দেখেছি, যাদেরকে কুরআনের আয়াত ও মাসনুন দু'আ দ্বারা চিকিৎসা করার ফলে আল্লাহ-তায়ালা সুস্থ্য করে দিয়েছেন।

ভাঙ্গার এক পরিবারের ভয়ানক ঘটনা

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গার অধিবাসি একটি মেয়ে এসএসসি পরিক্ষার্থী ছিলো, হটাৎ করে কয়েক দিন হালকা হালকা জ্বর আর শীত শীত করে, খাওয়া দাওয়ার প্রতি তেমন কোনো রুচি নাই। ডাক্তার দেখায় কিন্তু তেমন কোন ফায়দা হয় না। ধীরে ধীরে এটি বাড়তে শুরু করে, শীত প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে, নিরুপায় হয়ে ভর্তি করা হয় ফরিদপুর মেডিকেল হাসপাতালে। একদিন যেতে না যেতেই পায়ূ পথ দিযে রক্ত বের হওয়া শুরু হলো, তারা নিরুপায় হয়ে পাঠিয়ে দিলো ঢাকায়, ভর্তি করা হলো ঢাকা বড় এক হাসপাতালে ঔষধ

প্রয়োগ করলো, পরিক্ষা-নিরিক্ষা করলো, কিন্তু তেমন কোন সুফল তারা পেল না, অবশেষে নাক.মুখ, বায়ূপথ দিয়ে রক্ত বের হওয়া শুরু হলো। পরিবারের লোকেরা দিশেহারা হয়ে আমাকে কল করলো, আমি সব কথা শোনার পর রোগীর নাম ও রোগীর পিতা-মাতার নাম নিয়ে পরিক্ষা করে দেখলাম যে, তার যাদুর সমস্যা আছে, তাকে কেউ শত্রুতা করে ক্ষতি করেছে, দ্রুত তদবীর লিখে দিলাম, তারা নিয়ে রওয়ানা হলো কিন্তু আফসোস তারা তদবীর নিয়ে ঢাকা পৌছানোর আগেই, মেয়েটা মারা যায়, ইন্নালিল্লাহি ওইন্নাইলাইহি রজিউন।

কিছু দিন পরে ঐ পরিবারের হাল ধরার জন্য ঐ মেয়েটির ভাই, প্রবাসে গমন করে, যাওয়ার ১৫-২০ পর তারও ঐ রোগ দেখা দেয়, যা তার বোনের দেখা দিয়েছিল। হালকা হালকা জর, প্রচুর পরিমাণে শীত, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাওয়া, ভয়ে দিশেহারা হয়ে তাকে তার পরিবারের লোকেরা প্রবাস থেকে বাড়িতে আনে, অতঃপর আমাকে কল করে, তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে, আমি তাদের অনুরোধ ফেলতে না পেরে তাদের বাড়িতে যাই। তাপর ক্ষতি, যাদু-মন্ত্র দূর করার যে তদবীর আছে তা প্রয়োগ করি, আল-হামদুলিল্লাহ,

এই তদবীরের বরকতে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুস্থ্য করে দেন এবং সে প্রবাসে চলে যায়।

এই সব ঘটনা দ্বারা বুজা যায় যে, আসলে যাদু বলতে একটি বস্তু পৃথিবীতে আছে যা দ্বারা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো এই যাদু কারা করে?

الساحر هو الذي يستعين بالشياطين على تحصيل ما لا يقدر

যাদুকার বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে, শয়তানদের নিকট সাহয্য চায়, যে জিনিস সে পারে না তা অর্জন করার জন্য।

এই সাহয্য চাওয়া যায় কুরআনকে অবমানোনা করার মাধ্যমে, মুখ দিযে কুফরীযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করার মাধ্যমে, অনেক সময় আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত গায়রুল্লাহ এর নামে প্রাণীকে জবাই করার মাধ্যমে। এই কাজগুলো করলে শয়তাদের দলের লোকেরা খুশি হয়, ফলে সে যা করতে তাদেরকে বলে তারা তা করে দেয়।

যাদু কিভাবে করা হয় ও তার কারণে কি কি ক্ষতি হয়

অসংখ্য মানুষ যাদুতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থতায় ভুগে মৃত্যুবরন করে। এই সমস্ত যাদু, যাদুকারেরা বিভিন্ন ভাবে করে, কখনও

কখনও দেখা যায় যে, যাদু কারেরা এমন ভাবে যাদু ও বান মারে যে, হটাৎ যাদুকৃত ব্যাক্তির কলিজায় ধরে যায় এবং রক্ত বমন ও রক্ত দাস্ত হতে শুরু করে। এমনকি কোন কোন সময় যাদুকৃত ব্যাক্তি ২/৩ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

এধরনের বান অনেক নিয়মে করা হয়ে থাকে, যেমন কখনও মাটির মূর্তি তৈরী করে, কখনও কাগজে ছবি একে, কখনও গাছের উপর আবার কখনও মাছের উপরও মারা হয়, ফলে যাদুকৃত ব্যাক্তি যাদুতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট ভোগ করতে করতে মারা যায়।

আসলে যাদু মানুষের উপর করা সহজ, কিন্তু তাকে সুস্থ্য করতে অনেক সময় লাগে। আর যাদু শিক্ষা করতে মাত্র কয়েক দিন সময় লাগে।

আমরা পরিক্ষা করলে দেখি যে অধিকাংশ রোগীর যাদুর সমস্যা কিন্তু প্রশ্ন হলো এতো যাদু করে কারা?

অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের একজনের ভুলের কারণে আরেকজন যাদুতে আক্রান্ত হয়ে যায়। যেমন ধরুন ইসলামের বিধান হলো, আমরা যখন কারো প্রসংশা করবো,

তখন মাশাল্লাহ শব্দ যোগে প্রসংশা করবো কিন্তু আমরা যদি কারো প্রসংশা করার ক্ষেত্রে মাশাল্লাহ শব্দ যোগ না করি তো সেক্ষেত্রে দিনের কিছু সময় আছে, যে সময় মাশাল্লাহ ব্যতিত কারো প্রসংশা করলে একটি দুষ্ট জিন তার পিছনে লেগে যায়, আর যাদুর দ্বারা তাকে ক্ষতি করতে থাকে। এই জন্য আমরা যখন কারো রোগ পরিক্ষা করি তখন দেখা যায় যে, অধিকাংশ রোগীরই যাদুর সমস্যা। আর অনেককে তো বাস্তবেই যাদু দ্বারা ক্ষতি করা হয়।

যাদু কি কিছু মন্ত্র পড়েই করা হয়?

কিছু কিছু যাদু আছে, যা করার জন্য কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, বরং কিছু আসবাব একত্রিত করলেই যাদুতে রুপান্তরিত হয়। যেমনঃ ধরণ আমি কারো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাতে ইচ্ছা করলাম, তো সেক্ষেত্রে কালো মুরগীর পায়খানা নিয়ে স্বামী- স্ত্রী যে ঘরে থাকে সে ঘরের দরজায় গুণ চিহ্ন দিয়ে আসলে ধীরে ধীরে ঐ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হবে এটা এক ধরনের যাদু।

আরেকটি পন্থাঃ অনেক মহিলা আছে যারা তাদের স্বামীকে বশ করতে চায়, তাহলে স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পর স্ত্রী এক টুকরা আখের গুড় নিয়ে তার লজ্জা স্থানের ভিতর দিয়ে ভিজিয়ে তা

দিয়ে শরবত বানিয়ে, তা স্বামীকে খাওয়ালে স্বামী হয়তো তার পরিপূর্ণ বশ হয়ে যাবে, না হয় পাগল হয়ে যাবে।

আর কিছু যাদু আছে যা প্রয়োগ করার জন্য মন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

একজন যাদু শিক্ষাকারী ব্যক্তির ঘটনা

আমি আমার উস্তাদ মাওলানা আব্দুস ছালাম সাহেব থেকে শনেছি, তাকে ঐ ব্যক্তি বলেছেন যে, তার সাথে, তার এক প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব হয়, ফলে তাপর এমন রাগ হয় যে, সে নিয়ত করে যে, যেভাবে হোক ওকে মেরে ফেলবো। তাই সে খোজ নিতে নিতে এক হিন্দু তান্ত্রিক এর সন্ধান পান যে, মানুষ মারার মন্ত্র জানে, সে ছুটে যান তার কাছে, বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, অমুক কি বাড়িতে আছে? বাড়ি থেকে মহিলারা বলে যে, সে কৃষি জমিতে গেছে, তিনি তার খোজে চলে যান সেই জমিতে গিয়ে তাকে পান, তার কাছে গিয়েই তার পায়ে জোড়িয়ে ধরে, যে আমি শুনেছি আপনি মানুষ মারার মন্ত্র পারেন? আমাকে তা শিখাতে হবে না হলে আমি আপনার পা ছাড়বো না। বহু সময় সে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে তাকে শিখাতে রাজি হয় শর্তের সাথে। শর্ত হলো, এটা শিখার পরে মাত্র দুই বার প্রয়োগ করতে

পারবে। একবার প্রয়োগ করবে, কাজ করে কি না জনার জন্য। আর দ্বিতীয় বার প্রয়োগ করবে তোমার শত্রুকে মারার জন্য আর প্রয়োগ করতে পারবে না। সে শিখার পরে কিছু বালিতে ফুঁক দিয়ে তা একটি কলার বাগানে ছিটিয়ে দেয়। দুয়েক দিন পরে গিয়ে দেখে যে, সব কলা গাছ মারা গেছে। এবার সে ঐ মন্ত্র দিয়ে বালি পড়ে রাতের আধারে ছুটে যায় তার প্রতিবেশি শত্রুর বাড়ির দিকে, কাছে কাছে যাওয়ার পর তার মনের মধ্যে উদয় হয় যে, আমার শত্রুতা তো এই পরিবারের একজনের সাথে, ছোট ছেলে-মেয়েরা তো আমার শত্রু না। তাই সে প্রয়োগ না করে ফিরে আসে।

এই মন্ত্রের শুরুর বাক্য এমন ছিলো

আমি কাফেরের বাচ্চা কাফের, তারপরে মন্ত্র শুরু। নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে কুফরী ও শিরিক থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুণ আমীন।

আমি বিষয়টা বোজানোর জন্য লিখেছি, আপনারা কেউ এইগুলো প্রয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না।

কুফরী মন্ত্র বা যাদু দ্রুত কাজ করে এমন কথা

আমাদের দেশে বহুল প্রচলীত

এই কথাটা ঠিক না কারণ হলো, আমি অনেক গভেষণা করে দেখেছি, যে রোগী আমরা কুরআন হাদিসের দুআ দ্বারা চিকিৎসা করার পরে অনেক রোগী সুস্থ না হওয়ায়, তারা ঐ রোগীকে যারা কুফরী মন্ত্র দ্বারা কাজ করে তাদের কাছে নিয়ে গেছে কিন্তু ফলাফল জিরো, কোন উপকার না পেয়ে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে। আর আমরা তো তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে অল্প টাকা নিয়েছি, আর তারা বহু টাকা নিয়েছে কিন্তু ফলাফল জিরো।

আমার একটি রোগীর ঘটনা

আমি ২০১৫ সালে রমজান মাসে রোগী দেখার উদ্দেশ্যে সফর করলাম ভোলা, সফর চলাকালীন অবস্থায় আমার এক ছাত্র ভাই কল দিয়ে বললেন, নাঈম ভাই আমি তো তারাবি পড়ানোর জন্য মাদারীপুর এসেছি, এই মসজিদের একজন কল্যাণকামী লোক, তার ছেলের জিনের সমস্যা কোনো ভাবেই ভালো হচ্ছে না। আপনি কি একটু আসতে পারেন? আমি বল্লাম আমি তো রোগী দেখার লক্ষ্যে ভোলাতে এসেছি, কয়েকদিন পরে বাড়িতে এসে আপনার সাথে যোগাযোগ করবো ইনশাআল্লাহ। ভোলা সফর শেষ করে বাড়িতে এসে ছাত্র ভাইকে কল দিলাম সে যেতে বললো, আমি রওয়ানা হয়ে

চলে গেলাম মাদারীপুর, বিকালের দিকে দিয়ে পৌছালাম রোগীর বাড়িতে। মাগরীবের পরে বহু মানুষের ভীড় বিভিন্ন জন আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করলো আর আমিও সরল মনে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে ছিলাম। পরে জনতে পারলাম যে, এই রোগী শবে বরাতে সারা রাত নামায পড়ছে, সকালে ফজরের নামায পড়ে ঘুমাইছে. ঘুম থেকে উঠে আর হাটতে পারে না, মুখ দিয়ে লালা পড়া শুরু হয়েছে। এর পরে অনেক মুদাব্বির দেখানো হয়েছে কিন্তু কোন ফায়দা হচ্ছে না। এরপরে এক আলেমকে আনছে চিকিৎসা করানোর জন্য, সে চেষ্টা করে বলছে যে, কুফরী তাবিজ ছাড়ানো এর রোগ ভালো হবে না, নাউজুবিল্লাহ। এরপরে তারা এক হিন্দুকে আনছে, সে এসে কাছিম পুড়িয়ে কতো কিছুই না করছে কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। শেষ পর্যায় আমাকে নিয়েছে, তাই এতো প্রশ্ন। আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী এই কথাগুলো শুনে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে পরিপূর্ণ রুজু করে তদবীর দিলাম আল-হামদুলিল্লাহ দুই সপ্তাহের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা রোগীকে সুস্থ্য করে দিয়েছেন।

যে কারণে এই ঘটনা বল্লাম

মনে রাখার কথা হলো যদি কুরআন ও হাদিসের দুআ দ্বারা রোগী সুস্থ্য না হয়, তাহলে এই রোগী কুফরী হাজারো তদবীর প্রয়োগ করলে উপকার হবে না। আর কুফরী তদবীর দ্রুত ফায়দা দেয় এটা একটা বুকা কথা ছাড়া আর কিছু না।

পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের শুরু থেকেই যাদুর চর্চা চলছে এবং কুরাআনুল কারীমে যাদুর বিষয় বহু আলোচনা করা হয়েছে, আর মানুষের অভিজ্ঞতায় বুজে আসে যে, যাদু বলতে পৃথিবীতে কিছু আছে এবং তা দ্বারা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যায়।

এখন কথা হলো যাদু করলে কি আলামত মানুষের শরীরে পাওয়া যায়

১. যাদু যাকে করা হয়েছে, সে খানা খেতে গেলে তার বুকে খানা হালকা হালকা বেধে যায়।

২. যাদুগ্রস্থ্য ব্যক্তিদের পেটে বেশি সমস্যা হয়, যা ডাক্টার দেখিয়ে কোন উপকার পাওয়া যায় না।

৩.কারো চোখের পাশ দিয়ে কালো হয়ে যায়।

৪. ধীরে ধীরে শুকনা হতে থাকে।

৫. হঠাৎ করে যৌন দূর্বলতা দেখা দেয়।

৬. কোন কারণ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়।

৭. রক্ত বমি হয়।

৮. বিবাহের আগে মেয়েদের বহু চেষ্টার পরেও পাত্র বাড়িতে আসে না।

৯. বিবাহের চাহিদা মেয়েদের মধ্যে থাকে না।

১০. ব্যবসা-বানিজ্য কোন কিছুতে বরকত পাওয়া যায় না।

এইগুলো ব্যতিত আরো অনেক কারণ রয়েছে, যে আলামত দ্বারা বুজা যাবে যে, তাকে যাদু করা হয়েছে।

যাদুর লক্ষণ সমূহ

(১) বহুকাল ধরে মাথা ব্যথা বা অস্থায়ী মাথা ব্যথা হঠাৎ করে আসে আবার চলে যায়।
(২) বমি বমি ভাব (৩) বমি হওয়া (৪) পিঠের নিচে ব্যথা (৫) কখনও কখনও পেট ব্যথা (৬) পেট ফোলা (৭) হঠাৎ করে বেহুশ হয়ে যাওয়া (৮) জিন রোগীর জবান দ্বারা কথা বলা এটা এভাবে যে তার ভিতর থেকে একা একাই কথা উঠে আসে সে কথা বলার ইচ্ছা না করলেও ।

কিভাবে বুজবেন যে আপনি যাদুতে আক্রান্ত

রুকইয়াহ শোনার দ্বারা যদি আপনার মাথা ঘোরে, অসাড়তা অনুভব হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাপতে থাকে বা উপরে যে লক্ষণগুলো বলা হয়েছে তার কোনোটি প্রকাশ পায় তাহলে বুজবেন যে আপনাকে যাদু করা হয়েছে। অন্যথায় বুজবেন যে আপনার শারীরিক সমস্যা ডাক্টারের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

তবে যাদু অনেক ধরনের আছে, আপনাকে কোন প্রকারের যাদু করা হয়েছে তা নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

অসুস্থ্যতার যাদু

যাদুকৃত ব্যক্তি অসুস্থতার যাদু দ্বারা শারীরিক বিভিন্ন কষ্ট অনুভব করতে থাকে। আর সে এই যাদুর কারণে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলে যায় অথচ সে অনুভব করতে পারে না এবং তার ভুলে যাওয়া রোগ হয়। আর এই সমস্ত রোগীরা জাগ্রত অবস্থায় এবং ঘুমের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হয়।

অসুস্থতার যাদুর লক্ষণ

অসুস্থতার যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তি বেশ কয়েকটি শারীরিক লক্ষণ অনুভব করে, তার মধ্য থেকে নিচে কিছু তুলে ধরা হলো।

(১) কোন শারীরিক রোগ ছাড়াই শরীরের কোন অঙ্গে স্থায়ী ব্যথা।

(২) বার বার মৃগী রোগের ন্যায় খিঁচুনি হওয়া।

(৩) শরীরের কোন অঙ্গে বা সমস্ত অঙ্গে প্যারালাইসিস হওয়া।

(৪ কোন একটি ইন্দ্রিয় অস্থায়ীভাবে বাতিল হয়ে যাওয়া। যেমনঃ চোখ, কান বা নাক ।

(৫) সাধারণ দুর্বলতা এবং দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনে অক্ষমতা।
(৬) ডাক্টারী কোন কারণ ব্যতিতই স্থায়ী মাথা ব্যথা।
(৭) তীব্র শ্বাসকষ্ট তার মনে হয় যেনো কিছু একটা চেপে ধরেছে তার বুকে।
(৮) তার শরীরে চলমান অসড়তা বিশেষ করে হাতে ও পায়ে সে অনুভব করে কেমন জানি পিপিলিকা তার পায়ে এবং হাতে হাটাহাটি করে। আবার অনেকে তার সমস্ত শরীরে পিপিলিকা হাটা অনুভব করে।
(৯) স্থায়ী পিঠে ব্যথা যা রোগীর মেরুদণ্ডে, বিশেষ করে নিচের অংশে হয় যা কোন কারণ ছাড়াই হয়।
(১০) শরীরের পেশীতে অবিরাম ব্যথা।
(১১) মহিলাদের চুল পড়ে যাওয়া যা ডাক্টারি চিকিৎসায় কোন উপকার হয় না।
(১২) পাকস্থলী এবং পরিপাকতন্ত্রের একাধিক সমস্যা, যেমনঃ কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, ক্রমাগত বমি হওয়া বা পেটে কাঁপনি। ক্ষুধা কমে যাওয়া, বমি বমি ভাব কিন্তু বমি না হওয়া।

অসুস্থতা যাদুর রুকইয়াহ

রাকী এখলাসের সাথে পাঠ করে রোগীকে শোনাবে এবং তাকে বাড়ীতে যাওয়ার পরে দুই বার করে শুনতে থাকবে এভাবে ২১ বা ৪১ শুনবে। আর পাঠ করে নদীর পানিতে ফুঁক দিয়ে তাতে বরই পাতা মিশিয়ে গোসল করবে এবং দুই বার করে ৪১ দিন খাবে।

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) [الفاتحة/٢-٧]

তিন বার।

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ الله الرحمنِ الرَّحِيمِ الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هِم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُوْنَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ* وَإِذَا لَقُوْا الَّذِينَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ

بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَب اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صَمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَوتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . البقرة : ١ - ٠

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ اللَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. البقرة٠٦٥-٠٦٩] :

أعوذ بالله منَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا

بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٥٥-٢٥٧)

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. [البقرة: ٢٨٤-٢٨٦]

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانتِقَامٍ * إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. [آل عمران

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (آل عمران: ١١٨

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُواْ مِنهُم تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ . (ال عمران: ٢٦-١٢٨

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. [الأعراف: ٥٤-٥٦]

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. التوبة:১৪

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. [يونس: ١٥٧

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ١٦٩ :النحل]

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّاخسارا. [الإسراء: ١٨٢

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَابُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. [المؤمنون: ١١٨-١٥٥]

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. [الشعراء: ٧٨-١٨٠

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ* المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ * وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ * وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. (النور: ١٣٥

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ : وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا * إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ * إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَا وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِب. [الصافات: ١-١١٠

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَعَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. (فصلت: ١٤٣

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. [الرحمن: ٣١-١٤١

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا * وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا * وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا * وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا * وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا . [الجن: ١-١٩

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُالْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ والحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُم أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العَزِيزُ الْغَفُورُ * الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِاً وَهُوَ حَسِيرٌ * وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ * وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ * إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ- قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ * وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ * فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ . الملك : ٢-١٥

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا. (النساء: ٥٤

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار. [إبراهيم: ١٢٦

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا* لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. [طه: ١٠٥-١٠٧]

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ إِذَا زَلْزِلَةِ الْأَرْضِ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. (الزلزلة)

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينْ. (الكافرون)

তিন বার।

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ * وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. [الإخلاص)

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. (الفلق)

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم الله الرحمان الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ. (الناس)

তিন বার।

রোগীর জন্য বিশেষ নসীহাত

এই চিকিৎসা নেওয়ার পাশাপাশি নিম্নের এস্তেগফারটি বেশি বেশি পাঠ করবে। কত বার তার কোন সীমা নাই। তাহলে অতিদ্রুত এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

"أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

অতিদ্রুত বিবাহ হওয়ার রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াহটি প্রতিদিন একবার করে শুনলে অতিদ্রুত বিবাহ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। **রুকইয়াহটি এইঃ**

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. [البقرة: ١٣٥

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [البقرة: ١٠٢]

أعوذ بالله من الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. [البقرة: ٢٣٠[

أعوذ بالله من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً. النساء : ١١

أعوذ بالله من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْماً مُّبِيناً. النساء: ١٢٠

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. [الأعراف: ١١٩

أعوذُ باللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ [

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. (هود: ٤٠ [

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. [١١٧:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. الأنبياء: ١٩٠

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّحِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. الحج :

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّحِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالتَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ

سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ. [المؤمنون: ١٢٧

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. [الشعراء: ١٧

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زوج كريم. القمان: ١١٠

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً . حزاب:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ [الزمر: ١٦

أعوذ بالله من الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. [الشورى: ١٥٠

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ . [الدخان: ١٥٤

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ.

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذاريات: ١٤٩

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ. الطور : أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. النجم: ١٤٥

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. [المجادلة: ١١

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. (القيامة: ٣٩[

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍفقير . (القصص: ٢٤ |

(২১ বার)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ [الأنبياء: ١٨٩

(২১ বার বা তার থেকে বেশি)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا * أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. الفرقان: ٧٤ - ١٧٧

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا * يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ . (الزلزلة)

(১১ বার বা ২১ বার)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. الفيل

(২১ বার)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. الكافرون

(৩ বার)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ * وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . [الاخلاص

(৩ বার)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. (الفلق)

(৩ বার)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

(৩ বার)

ভালো পাত্র বা পাত্রী পাওয়ার রুকইয়াহ

যদি কোন মেয়ের বর বেধে রাখা হয় যাদু দ্বারা ফলে যখন কোন পাত্র বাড়িতে আসে দেখে পছন্দ হয় মনে হয় বিবাহ হয়ে যাবে কিন্তু আর পরে খবর হয় না। আবার অনেকের তো বাড়িতে পাত্রই আসে না, আবার অনেকের ক্ষেত্রে যেটা হয় তাহলো উপযুক্ত পাত্র আসে না। অর্থাৎ মেয়ে যে মানের সে মানের ছেলে আসে না। তাহলে নিম্নের রুকইয়াহটির উপর আমল করলে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

রুকইয়াহটির উপর আমল করার উপায়

এই রুকইয়াহটি প্রতিদিন মাগরীবের নামাযের পর নিজে পাঠ করবে বা ইয়ারফোন দুই কানে দিয়ে সাউন্ড একটু বাড়িয়ে দিয়ে শ্রবণ করবে। এভাবে ২১ দিন বা ৪১ দিন বা ৩ মাস শুনবে এর মধ্যে ভালো একটা রেজাল্ট বের হবে ইনশাআল্লাহ। রুকইয়াহটি এইঃ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ- مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن، يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ' اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مَلَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَلَاَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَأَهْلِ الْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيْ حُكْمِكَ وَعَدْلٌ فِيْ قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهْ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فَيْ كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا اللّٰهُ يَا رَحْمَنُ يَا بَرُّ يَا رَحِيْمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٍ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٍ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ لَمَا أُنْزَلْتَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٍ ، رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ عَفِّفْنِيْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَبَاعِدْ

بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ بَعْدَ الْمَشْرِقِ عَنِ الْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ عَجِّلْ إِلَيَّ رِزْقِيْ وَأَرْضِنِيْ بِمَا قَسَّمْتَ لِيْ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الشَّاكِرِيْنَ، رَبِّ أَشْكُ إِلَيْكَ ضُعْفِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ رَبِّ لَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ وَلَا تَتْرُكْنِيْ لِنَفْسِيْ فِيْ زَمَنِ الْفِتَنِ وَاَعْصِمْنِيْ وَعَفِّفْنِيْ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَي سَبِيْلًا وَاسْعُدْنِيْ بِفَرْجِكَ الْقَرِيْبِ فَإِنَّ ظَنِّيْ فِيْكَ جَمِيْلٌ فَلَا تُرَدَّنِيْ يَا رَبِّ الْأَرْبَابِ خَائِبًا فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. وَصَلِّ اَللّٰهُمَّ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنُ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

যে কোন কাজে সফল হওয়ার রুকইয়াহ

যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বের হওয়ার নিয়ত করবে, তখন সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরছি, সূরা ইনশিরাহ, সূরা ঝিলঝাল, সূরা ফীল, সূরা কাফিরুন, সূরা ফালাক ও নাস ৭ বার করে প্রত্যেকটি পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিয়ে তা দিয়ে গোসল করবে এবং পান করবে। তারপর নিজের কাজের জন্য বের হয়ে যাবে। কাজের স্থানে পৌছানো পর্যন্ত اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ পাঠ করতে

থাকবে। এভাবে এই রুকইয়াহ করলে আপনার যে কোন ভালো কাজে সফল হবেন ইনশাআল্লাহ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করানোর যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ

যদি উপসর্গগুলো দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হয়েছে। তাহলে সর্ব প্রথম যে কাজ করতে হবে তাহলো, একটা পানি সামনে নিবে তারপর সূরা ফাতেহা ৭ বার, আয়াতুল কুরছি ৭ বার,সূরা ইনশিরাহ ৭ বার, সূরা ঝিলঝাল ২১ বার, সূরা ফীল ৩ বার, সূরা নাছর ৩ বার, সূরা এখলাস ৩ বার, সূরা ফালাক ও নাস তিন তিন বার পাঠ করে এই পানিতে ফুঁক দিবে। তারপর এই পানি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা যে সমস্যা মনে করতেছে সে পান করে চিৎ হয়ে শুবে, আর রাকী নিম্নের রুকইয়াহটি পাঠ করবে এতে তাদের মধ্যে করা বিচ্ছেদের যাদু নষ্ট হয়ে যাবে। **রুকইয়াহটি এইঃ**

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) [الفاتحة/٢-٧]

৭ বার।

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ

الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هِمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُوْنَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ* وَإِذَا لَقُوْا الَّذِينَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَب اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صَمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَوتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ

بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . البقرة : ١ - ٠

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ اللَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. البقرة٥٦٥-٥٦٥] :

أعوذ بالله منَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٥٥-٢٥٧)

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. [البقرة: ٢٨٤-٢٨٦]

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانتِقَامٍ * إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. [آل عمران : ١-٥]

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (آل عمران: ١١٨

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعِلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُواْ مِنهُم تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ . (ال عمران: ٢٦-١٢٨

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. [الأعراف: ٥٤-٥٦]

এরপর আয়াতে ايات فك السحر" ايات فك العقد" এবং جنكে জালিয়ে দেওয়ার রুকইয়াহ পাঠ করবে। الشفاء"

এভাবে ৭ দিন বা ২১ দিন করলে বিচ্ছেদের যাদু নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করার রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াহটি এখলাসের সাথে পাঠ করে স্বচ্ছ পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা যার মুহাব্বত কুমে গেছে তাকে পান করালে তাদের মধ্যে গভীর মুহাব্বত তৈর হবে ইনশাআল্লাহ। **রুকইয়াহটি এইঃ**

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير. [البقرة: ١٤٨]

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.ال عمران: ١٩

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. (ال عمران: ١٢٥

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.آل عمران: ١٠٣]

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا.]٨٧ :النساء[

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. [المائدة: ٣٢]

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ [البقرة: ١١٦٥

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.البقرة]

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ.البقرة: ٢٢٢[

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبَّةً مني ولِتُصنَعَ على عَيْنِي. [طه: ١٣٩ (২১ বার)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى [المائدة: ٧٢[

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: ١٢١

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. [الشورى: ٢٣(

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. الممتحنة: ١٧

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত বৃদ্ধি ও বিচ্ছেদের যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ

যদি কোন পরিবারের মধ্যে শুধু দ্বন্দ্ব চলতে থাকে ও একজনের প্রতি আরেকজনের যে ভালোবাসা ছিলো তা যদি কুমে যায় তাহলে এই রুকইয়াহটি প্রয়োগ করবে। কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা রুকইয়াহটির নিচে লেখা হয়েছে। রুকইয়াহটি এইঃ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ- مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن، يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ' اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مَلَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَأَهْلِ الْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ وَعَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْاِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنتَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًاأَحَدٌ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَرُّ يَا رَحِيْمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ، يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، يَامَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مَنَ الظَّالِمِيْنَ ، رَبِّ إِنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، رَبِّ إِنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصَبٍ وَّعَذَابٍ، أَنْتَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ، رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٍ، رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٍ، رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٍ، فَاغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ مِنْ إِنْسٍ وَّجَانٍّ وَنَقِّنِيْ مِنَ الْأَذَى كَمَا

يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَطَهِّرْنِيْ مِنْ نَجَاسَةِ الشَّيْطَانِ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَبَاعِدْ بَيْنَهُ وَبَيْنِيْ بَعْدَ الْمَشْرِقِ عَنِ الْمَغْرِبِ، وَاشْفِنِيْ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا، اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ (স্বামী বা স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করবে এই স্থানে) إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُّحِبُّ وَاهْدِنَا إِلَى صَرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَّقِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ، وَارْضَىْ عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُ بِكَ غَضَبٌ عَلَيْنَا فَلَا نُبَالِيْ، وَاسْتَجِبْ دُعَائِيْ وَاقْبَلْ نِدَائِيْ وَلاَ تُرَدَّنِيْ خَائِبًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وَصَلِّ اَللّٰهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

যৌনশক্তি বাড়ানোর রুকইয়াহ

أعوذ بالله منَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الانفال: ٥٢]

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شدِيدُ الْعِقَابِ . [غافر: ١٢٢

أعوذ بالله منَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. [الحديد: ١٢٥

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. [المجادلة: ٢١]

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. [هود: ٥٢]

أعوذُ باللهِ منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا . [الكهف: ٣٩]

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. [مريم: ١١٢

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . [الحج: ١٤٠

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ فَقِيرٌ * فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقُصَصَ قَالَ لَا خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. [القصص: ٢٤ - ١٢٦

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ. (النمل: ٣٣]

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى * أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى*

أعوذُ باللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفَ قُوَّةً. [الروم: ٥٤]

(বার বার পড়তে থাকবে)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. (الشورة:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٧) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (١٨) أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (٢٣) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٤) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (٢٥) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (٢٦) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (٢٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩)

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (٣٠) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (٣١) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (٣٢) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (٣٣) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (٣٤) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (٣٥) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (٤١) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٤٥) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (٤٧) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (٤٨) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (٤٩) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (٥٠) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (٥١) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (٥٢) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (٥٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (٥٥) هَذَا

نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (٥٦) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (٥٧) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (٦١) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)

এই রুকইয়াহ শেষ হওয়ার সাথে সাথে, দুআ দ্বারা বিবাহ হওয়ার রুকইয়াহটি শুরু করবে, তারপর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত বৃদ্ধি ও বিচ্ছেদের যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহটি প্রয়োগ করবেন।

কাউকে যাদু করলে সেগুলোকে নষ্ট করতে হয় যেভাবে

১. নতুন মাটির পাতিলে নদীর জোয়ার-ভাটার পানি উঠিয়ে নিম্নক্ত আয়াতগুলো পাঠ করে দম দিবে এবং তা দ্বারা রোগীকে সাত দিন গোসল দিবে ও অল্প অল্প করে পান করাবে। তাহলে সমস্ত যাদু নষ্ট হয়ে যাবে। আর এ আয়াত দ্বারা যেকোনো পানি পড়ে ঘর-বাড়িতে ছিটিয়ে দিলে দাফন করা সমস্ত যাদুও নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এই:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ - فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ - فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ - قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ - قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ - قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ - إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

অত:পর

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم- وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم-

২.নিম্নক্ত দু'আটি জাফরান কালি দ্বারা সাত টুকরা কাগজে লিখে প্রতিদিন রাতে এক গ্লাস পানিতে এক টুকরা কাগজ ভিজিয়ে রেখে সকালে কাগজটি ফেলে দিয়ে পানি পান করবে। ইনশাআল্লাহ অনেক পুরাতন যাদুগ্রস্থ রোগীও সুস্থ হয়ে যাবে। দু'আটি এই:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- سبحان الله سبحان الله وعظمة الله وبرهان الله وصنع الله وبطش الله وكبرياء الله وجلال الله وكمال الله ومن الله ولااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس وملتومانس النار وماذرنا درنا اخنوس برحمتك ياارحم الراحمين

৩. দুষ্ট জ্বীন ও মানুষের যাদু বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু তার কোনো পরওয়া করবে না। আল্লাহ তায়ালার কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। যদি যাদু খুব তীব্র হয়, তাহলে, اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঁচ বার লিখে বাম হাতের বাজুতে বেধে দিবে, ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

রোগীকে গোসল দেওয়ার জন্য গামছা পড়া

যাদু নষ্ট করার জন্য, এক নাম্বার পন্থায় যে গোসল করানোর কথা বলা হয়েছে, সে স্থানে এই পড়া গামছা প্রয়োগ করলে আরো ভালো ফায়দা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

গামছা পড়ার নিয়মঃ পুরুষ হলে গামছা, মহিলা হলে কাপড় হলে ভালো হয়, গামছা হলেও চলবে। নুতুন ক্রয় করে চার কুল পাঠ করে চার কোণে চারটি গিরা দিয়ে তাতে ফুঁক দিবে। অতঃপর ঐ গামছা মাথার উপর উড়নার মতো করে দিয়ে গোসল করবে, আর কাপড় পরিধান করে নিলেই হবে। প্রথম দিন গামছা বা কাপড় পরিধান করে গোসল করে নিলে এই গামছা বা কাপড় এর দায়িত্ব শেষ। এবার এই কাপড় বা গামছা কোন দরিদ্র লোককে দিয়ে দিবে। আর বাকি ছয় দিন শুধু পানি মাথায় ঠেলে গোসল করবে। চার কুল এইঃ

সূরা কাফিরুন

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

সূরা এখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤) [الإخلاص/١-٤]

সূরা ফালাক

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

সূরা নাছ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) [الناس/١-٦]

যাদুর কারণে যাদের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত আসে

অনেক লোকের দেখা যায় যে, যাদু তার উপর এমন ভাবে প্রভাব ফেলেছে যে, তার নাক,মুখ বা বায়ূ পথ দিয়ে রক্ত আসে, পাশা-পাশি রক্ত বমিও হতে পারে সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো, অতিদ্রুত নিম্নের চিকিৎসা প্রয়োগ করতে হবে।

১. সাদা কাচের গ্লাসে পুকুর থেকে পানি উঠিয়ে নিম্নের আয়াতটি ৭ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা তাকে

খাওয়াবে ও হাত মুখ ধৌত করে দিবে আশা করা যায়, এই সমস্যা থেকে অতিদ্রুত মুক্তি পাবে। আয়াতটি এইঃ

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ [الزخرف/٧٩]

২. আর যদি দেখা যায় যে, এই আমলের বরকতেও অতিদ্রুত কোন উপকার পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে ঐ আমলের সাথে এই নকশাটিও প্রয়োগ করবে। তাহলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। তবে নকশাটি লেখার নিয়ম হলো, প্রথমে যে ঘরে এক লেখা, সে ঘরে এক লিখবেন, তারপর দুই এর ঘরে দুই লিখবেন, এভাবে নয় পর্যন্ত লিখবে। সিরিয়াল অনুযায় লিখবে না। নকশাটি এইঃ

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

وصلى الله على النبي واله وسلم

উক্ত নকশা আরো যে কাজে ব্যবহার হয়

১. বাচ্চারা বিছানায় প্রশ্রাব করলে ঐ নকশা ভোজ পাতায় লিখে কোমরে ব্যবহার করলে সমস্যা দূর হয়।

২. ভয়ানক স্বপ্ন বন্ধ করার জন্য উক্ত নকশা লিখে কোমরে ব্যবহার করলে ভয়ানক স্বপ্ন বন্ধ হবে।

৩. যে সমস্ত মহিলাদের হায়াযের সময় ব্যথা হয়, ঐ নকশাটি লিখে কোমরে ব্যবহার করলে ব্যথা দূর হবে।

রোগী যদি দূরে থাকে তার যাদু নষ্ট করার উপায়

যদি সে আপনাকে ভিডিও কল দেয়, তাহলে আপনি উপরের পন্থায় তাকে পানি পড়ে দিবেন। আর তদবীরগুলো লিখে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন আর সে তা প্রিন্ট করে বের করে উপরে বলা নিয়ম অনুযায় ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

দূরের রোগীর যদি ক্ষতি বার বার করে

১. যদি রোগী প্রবাসে বা অন্য কোন জেলায় কিন্তু তাকে যাদু করে, বার বার ক্ষতি করা হয়। তাহলে আপনি একটি ছুরি নিয়ে, সূরা ফাতেহার একটি আয়াত পাঠ করে মাটিতে বা ফ্লোরের উপর একটি দাগ দিবে, আবার আরেকটি আয়াত পাঠ করবে আর একটি দাগ দিবে, এভাবে যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] পাঠ করবে, তখন মনে মনে বলবেন যে, আমি অমুকের ক্ষতি কেটে দিলাম এভাবে

প্রতিদিন করতে থাকলে, কিছু দিনের মধ্যে রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর এর পাশা-পাশি মুরাকাবা করতে পারলে আরো ভালো হয়।

২. অথবা একটি কাগজের উপর রোগীর নাম লিখে হাত দ্বারা চেপে ধরে নিম্নক্ত আয়াত ১০০ বার পড়ে ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আয়াতটি এইঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

৩. প্রবাহমান পানি অথবা নদীর পানি বা ৭ কুপের পানি, পাত্রে নিয়ে নিম্নের আয়াত ১১ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে, আর সূরা ফালাক, সূরা নাস ১১ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে অতঃপর ঐ পানি রোগীকে তিন চুমুক খাওয়াবে এবং বাকি পানি দ্বারা গোসল করাবে, এভাবে ৪০ দিন করাবে, আশা করা যায় রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এইঃ-

فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ-وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ- فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ- فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين - وألقي السحرة ساجدين

- قالوا آمنا برب العالمين - رب موسى وهارون- إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ-

তবে এই আমলটি রবিবার থেকে শুরু করবে ।

তবে বর্তমান জামানায় আমরা বাঙালিরা যেহেতু হিংসুক বেশি, তাই আমরা অন্যের ভালো দেখতে পায় না। তাই কারো ভালো দেখলে তাকে কিভাবে ক্ষতি করা যায় সে চেষ্টায় লেগে যাই। বিশেষ করে দোকানকে ক্ষতি করা হয়, দোকানের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হয়ে যায়। অনেক কোম্পানির মালিকের খবর আমাদের কাছে আছে, যে সারা দুনিয়ার যে কোন দেশে যে কোন সময় চলে যেতো ব্যবসার কাছে, অনেক সম্পদের মালিক ছিলো। যাদুতে আক্রান্ত হয়ে সব কিছু হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে, এখন শ্রমীকদের টাকা দিতে না পেরে, গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিদেশী একজন ব্যবসায়ীর সাথে আমার ভালো সম্পর্ক হয়, সে একজন বড় ব্যবসায়ী অকেনগুলো রেস্টুরেন্ট এর মালিক ছিলেন। যাদু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে হতে সব শেষ এখন একটি রেস্টুরেন্ট আছে, তাতেও কোন লোকজন আসে না। তিনি বলেন, অথচ এই দোকানের এমন অবস্থা ছিলো, কর্মীরা ভয়ে আমার দোকানে কাজ করতে চায়তো না, যে একটুও রেষ্ট

পাওয়া যায় না, আর এখন লোকই আসে না। তার অনেক পরিচিতকে জিজ্ঞাসা করছে, কি তুমি আমার দোকানে খানা ক্রয় করতে কেনো আসো না? সে বলে তোমার দোকান তো বন্ধ থাকে। অথচ এরা প্রতিদিন দোকান খোলে।

প্রবাসিরা যাদুতে আক্রান্ত হলে যেভাবে চিকিৎসা করবে

পানি পড়ার যে কাজগুলো আছে তা ভিডিও কলে করবেন, আর তদবীর লিখে সরাসরি পাঠানো সম্ভব হলে পাঠাবেন। অন্যথায় ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে পাঠাবেন, যাতে তারা তা প্রিন্ট করে বের করে ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে জাফরান কালী দ্বারা লিখা জরুরী না । কারণ হলো জাফরান কালী দ্বারা লিখলে প্রিন্টে ভালো লেখা আসে না এই জন্য আপনি লাল কালী দ্বারা লিখে দিবেন।

দোকানের যাদু নষ্ট করার নিয়ম

আর দোকানের বরকতের তদবীর দিবেন। আর প্রতিদিন মোরাকাবা করে তার দোকানের যাদু নষ্ট করবেন। আর মোরাকা করা অবস্থায় নিম্নের আয়াত পাঠ করে বলবেন, হে এই সকল হরফের মুয়াক্কিলগণ অতিসত্বর আপনারা অমুকের দোকানে যান এবং সে স্থানে কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধান

করার জন্য চেষ্টা করেন আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে। আয়াতটি এইঃ

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [آل عمران/٧٣، ٧٤]

দোকানের যাদু নষ্ট করার আরেকটি নিয়ম

মোরাকাবা করা অবস্থায়, ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে জায়নামাযের উপর ছড়িয়ে রেখে আস্তে আস্তে হাতকে গুটিয়ে আনবে, আর মনে মনে নিয়ত করবেন যে, আমি চতুর দিক থেকে লোকদেরকে তার দোকানে আনতেছি। আর উপরের আয়াত পাঠ করতে থাকবেন।

পাশাপাশি ঐ লোক যদি আন্তরিক হয় আপনার মাদ্রাসার যদি কোন সহযোগীতা করে, তাহলে আপনি আপনার মাদ্রাসার বাচ্চাদেরকে দিয়ে এক লাখ পচিশ হাজার বার দুআয়ে ইউনুছ পড়িয়ে দিবেন, তাহলে আরো বেশি ফায়দা পাবে।

বাস্তবেই এই যাদুতে ভুগছে বহু সংখ্যক লোক, এদের মধ্যে বড় বড় উলামায়ে কেরামও আছে যাদেরকে যাদু দ্বারা ইলমি ময়দানে ক্ষতি করা হচ্ছে, শারীরিক ক্ষতি তো করা হচ্ছেই।

আর এই যাদু তাদের উপর বার বার করা হচ্ছে, তাই যাদের ক্ষতি বার বার করবে তাদের জন্য নিম্নের পন্থায় আংটি বানিয়ে দিলে সব থেকে বেশি ভালো হয়।

দোকানে বেচাকেনা বৃদ্ধির আমল

এটি লিখে লেভেনিটিং করে দোকানে লাগিয়ে রাখলে বেচাকেনায় বরকত হবে।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

দোকানে বেচাকেনা বৃদ্ধির আমল দ্বিতীয় আমল

এটি লিখে লেভেনিটিং করে দোকানে লাগিয়ে রাখলে বেচাকেনায় বরকত হবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ

الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

যাদু থেকে বাচার জন্য আংটি পড়ার নিয়ম

৪.অনেক সময়, যাদুকার মানুষ বা জ্বীনেরা, যাদুর দ্বারা বন্ধের তাবীজ নষ্ট করে ফেলে। তাই এ ধরণের যাদু থেকে বাঁচার জন্য একটি খালেছ রূপার মিনারাদার আংটির মিনারার উপর ٧٨٦ লিখে যেকোনো রাতে (বৃহস্পতি বার শেষ রাত হলে ভাল হবে) অযু সহকারে সূরা ইয়াছিন সাত বার পড়বে। প্রত্যেক বার সূরা শেষ করে মিনারার উপর ফুঁক দিবে। সূরা ছফ্ফাত, দুই বার পড়ে প্রত্যেক বার ফুঁক দিবে। সূরা মুমিনুনের শেষ চার আয়াত, সাত বার পাঠ করে প্রত্যেক বার ফুঁক দিবে। আয়াতুল কুরসী দশ বার পাঠ করে, প্রত্যেক বার ফুঁক দিবে। এই আংটি হাতে থাকলে মানুষ ও জ্বীনের কোনো প্রকার যাদু চলবে না ইনশাআল্লাহ।

তবে যারা তদবীরকারী আমার মনে হয়, তাদের জন্য এই আংটি ব্যবহার করা উত্তম। কারণ কখন আপনাকে জিন বা মানুষে ক্ষতি করবে তা আপনি জানেন না।

এই আংটির পাওয়ার নষ্ট হয় কি?

এই আংটিকে যতো গুরুত্ব কম দেওয়া হবে, ততো তার পাওয়ার কুমে যাবে। যেমন আপনি খুলে যে কোন স্থানে রেখে দিলেন, মাটিতে ফেলে রাখলেন, তাহলে এর পাওয়ার অতিদ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। আমি অনেক উলামায়ে কেরামকে দেখেছি, তারা আংটির প্রতি এতো গুরুত্ব দেয় যে, সারা দিন তারা আংটি ব্যবহার করে, আবার রাতে ঘুমানোর পূর্বে আংটি খুলে তার খাদেমের কাছে দেয় যত্ন করে রাখার জন্য এভাবেই ব্যবহার করার নিয়ম।

যাদুকে যাদুকারীর দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার আমল

যাদু-টোনাকে যাদুকারের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সূরা আবাসার আমল খুবই উপকারী। সূরা আবাসা ১৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সকাল-সন্ধা খাবে। মাগরীবের পরে ৩ বার সূরা আবাসা পাঠ করবে, নিজে পাঠ করতে না পারলে অন্য কেউ পাঠ করে রোগীর উপর দম করবে। এভাবে ১১ দিন করলে যাদুর প্রভাব যাদুকারের দিকে ফিরে যাবে ইনশাআল্লাহ।

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

১১ তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা আজ ১১ তম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি। তদবীর জগতের মূল বিষয় হলো জিন ও যাদু বাকি বিষয়গুলো হলো শাখা। তবে শাখার মধ্য থেকে কিছু বিষয়গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে আর তা হলো, নজর লাগা, বাচ্চা কন্সেপ না করা, যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি। তাই আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

বদ-নজর কি?

বদ-নজর হলো, হিংসাত্মক দৃষ্টির কুফল। আল্লাহ তা'য়ালার জিকির ছাড়া গাফেল অবস্থায় তীক্ষ্ণ কুদৃষ্টির ফলে জিন শয়তান মানুষের ক্ষতি করে। হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট জানা যায় যে, اَلْعَيْنُ حَقٌّ বদ নজর সত্য। তাই এটাকে তদবীর জগতে অবহেলা করার কোন সুযোগ নাই। কিছু কিছু মানুষের নজরে

এতো প্রভাব রয়েছে যে, তার থেকে কারো বদ-নজর লাগলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঐ লোক মারা যেতে পারে।

বদ-নজর কার থেকে লেগেছে জানা থাকলে যা করতে হবে

হাদিস এর আলোচনা থেকে এটা বুজা যায় যে, যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, অমুক থেকে অমুকের বদ-নজর লেগেছে। তাহলে করণীয় হলো, যার থেকে বদ-নজর লেগেছে, সে যদি পরিচিত হয় বা তাকে চিনা যায়, তাহলে তাকে গোসল করিয়ে ঐ গোসলের পানি, যার উপর নজর লেগেছে তার মাথার উপর ঢেলে দিলে সে সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

পানি পড়ার সূরাসমূহ

সূরা ফাতেহা ৭ বার পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিবে (২) আয়াতুল কুরছি ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে (৩) সূরা ঝিলঝাল ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে (৪) সূরা ফীল ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে (৫) সূরা নাসর ৩ বার (৬) সূরা কাফিরুন ৩ বার (৭) সূরা এখলাস ৩ বার (৮) সূরা ফালাক ৩ বার (৯) সূরা নাস ৩ বার পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিয়ে পান করবে।

رقية الحسد والعين (হিংসা এবং বদ-নজরের রুকইয়াহ কুরআন দ্বারা)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) [الفاتحة/٢-٧]

তিন বার।

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هِم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُوْنَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ* وَإِذَا لَقُوْا الَّذِينَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ

الَّذِي اسْتَوقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَب اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صَمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَوتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . البقرة : ١ - ٠

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ اللَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. البقرة٠٦٥-١٦٥] :

أعوذ بالله منَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٥٥-٢٥٧)

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. [البقرة: ٢٨٤-٢٨٦]

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانتِقَامٍ * إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. [آل عمران

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (آل عمران: ١١٨

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُواْ مِنهُم تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ . (ال عمران: ٢٦-١٢٨

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. [الأعراف: ٥٤-٥٦]

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. التوبة:১৪

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. [يونس: ١٥٧

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ١٦٩ :النحل]

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّاخسارا. [الإسراء: ١٨٢

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَابُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. [المؤمنون: ١١٨-١٥٥]

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. [الشعراء: ٧٨-١٨٠

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ* المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ * وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ * وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. (النور: ١٣٥

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ : وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا * إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ * إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَا وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِب. [الصافات: ١-١١٠

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَعَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. (فصلت: ١٤٣

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. [الرحمن: ٣١-١٤١

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا * وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا * وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا * وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا * وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا . [الجن: ١-١٩

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُالْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ والحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُم أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العَزِيزُ الْغَفُورُ * الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِاً وَهُوَ حَسِيرٌ * وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ * وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ * إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ- قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ * وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ * فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ . الملك : ٢-١٥

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا. (النساء: ٥٤

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار. [إبراهيم: ١٢٦

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا* لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. [طه: ١٠٥-١٠٧]

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ إِذَا زَلْزِلَةِ الْأَرْضِ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. (الزلزلة)

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينْ. (الكافرون)

তিন বার।

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ * وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. [الإخلاص)

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. (الفلق)

তিন বার।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم الله الرحمان الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ. (الناس)

তিন বার।

যদি জানা না থাকে যে কার থেকে বদ-নজর লেগেছে

১.নিম্নক্ত আয়াতদ্বয় লিখে তাবীজ বানিয়ে ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ বদ-নজর হতে মুক্তি পাবে। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا

سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ - وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

২. উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পড়ে পানিতে দম দিয়ে রোগীকে গোসল দিবে ও কিছুটা পান করাবে। এরুপ সাত দিন করলে রোগী সুস্থ হবে ইনশাআল্লাহ।

৩. বদ-নজর দূর করার জন্য নিম্নের দু'আটি লিখে শরীরে ব্যবহার করলে বদ-নজর দূর হবে ইনশাআল্লাহ । দু'আটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ- اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلَّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ- بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

৪. অনেক লোকের বার বার বদ-নজর লাগে আমরা তাদের যাদু নষ্ট করার তদবীর প্রয়োগ করি কিন্তু তাতে সে সুস্থ্য হয় না। কারণ হলো, তার বদ-নজর লেগেছে। এই রোগীদের জন্য করণীয় হলো, তিন টুকরা হলুদ নিবে, প্রত্যেক টুকরার উপর তিন বার নিম্নের দুআটি পাঠ করে ফুঁক দিবে। অতঃপর এক টুকরা পুড়িয়ে নাকে ধুয়া নিতে দিবে এভাবে তিন দিন

করবে ইনশাআল্লাহ বদ-নজর নষ্ট হয়ে যাবে আর লাগবে না। দুআটি এইঃ

اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّ الْكُفْرُ بَاطِلٌ

৫. অথবা এই আয়াতগুলি জাফরান কালী দ্বারা লিখে বৃষ্টির দ্বারা ধৌত করে সে পানি দ্বারা গোসল করবে ৭ দিন ইনশাআল্লাহ বদ-নজর দূর হবে। আয়াতগুলি এইঃ

يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف/٣١-٣٣] قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف/٣٣]

যদি রোগী হাসপাতালে থাকে বা ঘরে পড়ে যায়, তাহলে এই পানি দ্বারা তার হাত মুখ ধৌত করায় দিবে। এভাবে এক

সপ্তাহ করতে থাকলে আশা করা যায় সে সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বাচ্চা কন্সেফ করার বিষয় আলোচনা

আগে বুজতে হবে কাদের জন্য তদবীর প্রয়োগ করতে হবে। বিবাহের পরে অনেক মেয়েদের অতিদ্রুত বাচ্চা কন্সেফ করে, আর কারো একটু দেরি হয়, তবে এই দেরির সময় কতোটুকু এটা জানা জরুরী। তাহলো দুই বছর, কারণ হলো, কারো কারো বাচ্চা কন্সেফ করতে দুই বছর সময় লাগতে পারে। দুই বছরেও যদি বাচ্চা কন্সেফ না করে তাহলে বুজতে হবে যে, স্বামী বা স্ত্রীর সমস্যা আছে এখন আর বসে থাকলে চলবে না, অবশ্যই ডাক্টারী বা তদবীরী চিকিৎসা নিতে হবে।

তদবীর নিয়ে আলোচনার পূর্বে কিছু কথা

যাদের বাচ্চা কন্সেফ করে না, তাদের কথা বা আপনার পরিক্ষা দ্বারা যদি মনে হয় যে, তার জিনের সমস্যা। তাহলে তাকে বাচ্চা কন্সেবের তদবীরের পাশাপাশি জিন থেকে হেফাজতের শক্তিশালি তদবীর প্রয়োগ করবে। আর যাদের পরিক্ষায় যাদুর সমস্যা ধরা পড়বে, তাদের জন্য বাচ্চা

কন্সেফের তদবীরের পাশাপাশি শক্তিশালি যাদুর তদবীর প্রয়োগ করবে।

আর একটি কথা হলো, অধিকাংশ মানুষ ডাক্টার দেখিয়ে যখন দেখে যে, ডাক্টার দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তারা আলেমের কাছে আছে তদবীর নেওয়ার জন্য, নিয়ত হলো দেখি ডাক্টার দেখিয়ে তো কোন উপকার পেলাম না তদবীরে কোন ফাযদা হয় কি না?

তারা এসে ডাক্টারদের বিভিন্ন পরিক্ষার কথা বলে, বলে যে, ডাক্টার বলেছে যে, জরায়ূর মুখ বড় হয়ে গেছে বা বাচ্চা কন্সেফের নাড়ীতে সমস্যা, এই রোগীর আর বাচ্চা কন্সেফ করবে না অথবা বলে যে, তার স্বামীর নাকি বীর্যে কীট নাই বা কীট মারা গেছে বা দূর্বল হয়ে গেছে। এই কথাগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এখলাসের সাথে তদবীর প্রয়োগ করবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা অধিকাংশ রোগীকেই সন্তান দিবেন।

কেনো ডাক্টারের এই রিপোর্ট এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবো না?

কারণ হলো ডাক্টারের রিপোর্ট ভূল হওয়ার সম্ভাবণা রয়েছে, দ্বিতীয় কারণ হলো, দুআ ও দাওয়া অনেক অসম্ভবকে আল্লাহ

তা'য়ালার হুকুমে সম্ভবে পরিনত করে। মনে রাখার কথা হলো, ডাক্টারকে আমরা অবহেলা করছি না কিন্তু যেহেতু তারা কোন মেশিন দ্বারা পরিক্ষা করে তাতে ভুল হতেই পারে স্বাভাবিক কথা।

আমার এক বিজ্ঞ মুফতী বন্ধুর ঘটনা

মাদারীপুরের রাজৈরে অবস্থীত রাজৈর মাদ্রাসায় খেদমত করতেন আমার এক মুহাব্বতী বন্ধু, এক দিন ইশার নামাযের পরে, কল দিলেন আমি ফোন রিসিভ করার পর তিনি বললেন মুফতী সাহেব ফ্রি আছেন? কিছু কথা বলতাম। আমি বল্লাম বলেন সমস্যা নাই আমি ফ্রি আছি। আমার পরিবারের পক্ষ্য থেকে মেয়ে দেখে আমার বিবাহের দিন তারিখ ঠিক করে ফেলেছে কিন্তু আমি একটা পেরেশানির মধ্যে আছি, কারো কাছে বিষয়টা বলতে পারছি না। তাই আপনাকে কল দিলাম। বল্লাম কি পেরেশানি বলেন, সে বলল আমি কোন এক কারণে ডাক্টারের কাছে গিয়ে আমার শারীরিক বিষয় পরিক্ষা করি তারা পরিক্ষার রিপোর্ট দেখে বলে যে, আপনার বীর্যে কীট নাই, ফলে আপনার দ্বারা বাচ্চা কন্সেফ করবে না। এখন আমি কি করি? কারণ হলো আমার যে মেয়ের সাথে বিবাহ ঠিক হয়েছে সে বড় এক আলেমের মেয়ে। আসলে যদি আমার

এই সমস্যা হয় তাহলে আমি তার জীবন নষ্ট করতে চাই না। আমি তার কথায় বুজতে পারলাম যে, সে মহা পেরেশানির মধ্যে আছে, তাই আমি ধীর্ঘ সময় নিয়ে তাকে ওয়াজ করে তার মনকে স্বাভাবিক করি। এরপর সে বিবাহ করে আল-হামদুলিল্লাহ বিবাহের দেড় বছর পরেই সে সন্তানের বাবা হয়েছে।

ফরিদপুরের এক মহিলার ঘটনা

তার একটা বাচ্চা ভুমিষ্ট হওয়ার সময় কোন এক অসুস্থ্যতার কারণে তার সন্তান ধারণের নাড়ী কেটে ফেলে ডাক্টারেরা অর্থাৎ তার আর বাচ্চা হবে না। সে সুস্থ্য হওয়ার কিছু দিন পর তার ইচ্ছা হয় আরেকটি বাচ্চা নেওয়ার। ফলে সে শুরু করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে রোনাজারি কিছু দিন পর দেখা যায় যে, তার গর্ভে বাচ্চা আসছে। ডাক্টাররা তো হতোবাগ কি করে সম্ভভ? এই অসম্ভব কে সম্ভব করতে পারেন আল্লাহ তা'য়ালা। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো যা হোক সমস্যা নাই। এখলাসের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আস্থা রেখে তদবীর প্রয়োগ করবে আর আল্লাহ তা'য়ার কাছে তাদেরকে দুআ করতে বলবে আল বলবে, আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় কিছু দান করার জন্য ইনশাআল্লাহ তারা ভালো ফলাফল দেখতে পাবে।

বাচ্চা কন্সেফ করার রুকইয়াহ

রুকইয়াহ মানুষের প্রত্যেক কাজের জন্য উপকারী আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে।

তবে বান্দার দায়িত্ব হলো, আল্লাহ তা'য়ালার উপর পূর্ণ আস্থা রাখা, সব প্রয়োজনে তার কাছে দুআ করা, তার রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া, তিনি বান্দার জন্য যা ফায়সালা করবেন সেটাতেই কল্যাণ। এই বিশ্বাস নিয়ে রুকইয়াহ করলে ভালো ফায়দা পাওয়া যাবে।

রুকইয়াহ করার নিয়ম

প্রতিদিন দুই বার করে এই রুকইয়াহ শুনবে এবং রাকী এটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দুই বার করে ৯০ দিন খেতে বলবে। আশা করা যায় অতিদ্রুত সুসংবাদ আসবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ). [الفاتحة:١-٧]

)الم* ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ *أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). [سورة البقرة:١-٥]

)اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ). [سورة البقرة:٢٥٥]

)آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ). [سورة البقرة:٢٨٥-٢٨٦]

)قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ). [سورة آل عمران:٢٦-٢٧]

)وَقُل رَبِّ أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا* وَقُلِ جاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ الباطِلُ إِنَّ الباطِلَ كانَ زَهوقًا* وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ وَلا يَزيدُ الظّالِمينَ إِلّا خَسارًا). [سورة الإسراء:٨٠-٨٢]

)قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ* اللَّـهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ). [سورة الإخلاص:١-٤]

)قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ). [سورة الفلق:١-٥]

)قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَـهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ). [سورة الناس:١-٦[

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ). [سورة آل عمران:٣٨[

هَب لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا). [سورة مريم:٥[

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ). [سورة الأنبياء:٨٩[

اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، ٱرْزُقْنِي ٱلْوَلَدَ ٱلصَّالِحَ ٱلتَّقِيَّ، وَٱجْعَلْهُ بَارًّا بِوَالِدَيْهِ، وَلَا تَجْعَلْهُ جَبَّارًا عَصِيًّا.

اللَّهُمَّ يَا قَوِيُّ يَا رَحْمَٰنُ، يَا ذَا ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ، يَا قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، لَا تَحْرِمْنِي مِن نِّعْمَةِ ٱلذُّرِّيَّةِ ٱلصَّالِحَةِ.

اللَّهُمَّ يَا مَنْ أَمْرُهُ بَيْنَ ٱلْكَافِ وَٱلنُّونِ، يَا مَنْ رَزَقَ مَرْيَمَ عَلَيْهَا ٱلسَّلَامُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنْهَا وَلَا قُوَّةٍ، ٱرْزُقْنِي ٱلذُّرِّيَّةَ ٱلصَّالِحَةَ ٱلَّتِي تَقَرُّ بِهَا عَيْنِي، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ.

বাচ্চা কন্সেফের জন্য যে তদবীর দিবে

১. নিম্নের দুআগুলো এখলাসের সাথে জাফরান কালী দ্বারা লিখে পানিতে ভিজাবে যখন অক্ষর উঠে যাবে তখন কাগজ ফেলে দিয়ে ঐ পানিটা যত্ন করে রেখে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দিনে ২ বার করে ৩ মাস খাবে। আর এর মধ্যে স্ত্রীর সাথে স্ত্রী সুলভ আচারণ করতে থাকবে আশা করা যায় বাচ্চা কন্সেফ করবে ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) [الفاتحة/١] وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ -وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُور -يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ-وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا- وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ-قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ-

اللهم يا غنى ياكريم اغننى بحلالك عن حرامك بفضلك عمن سواك۔

তদবীর ব্যবহারের সময় যে নিয়ম মানতে হবে

১. তদবী চলাকালীন সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে ও সহবাসের দুআ পড়বে।

২. সহবাসের সময় পরিপূর্ণ কাপড়হীন হওয়া যাবে না।

৩. স্ত্রীর সাথে শেষ রাতে সহবাস করবে।

৪. সহবাসের পর স্ত্রী আধাঘণ্টা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে, তারপর গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে।

এই নিয়ম ফলো করলে ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত ফলাফল পাওয়া যাবে।

২. আর নিম্নের আয়াত দুটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে স্ত্রী কোমরে ব্যবহার করবে, ইনশাআল্লাহ গর্ভে সন্তান আসবে ও রক্ষা পাবে। আয়াত দুটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ –اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ- وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

৩.নিম্নক্ত আয়াত হরিণের পাতলা চামড়ায় গোলাপজল ও জাফরান দ্বারা লিখে ৩০ দিন পরে স্ত্রী লোকের শরীরে ব্যবহার করবে, ইনশাআল্লাহ গর্ভে সন্তান আসবে। আয়াতটি এইঃ

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

আর নিম্নের পন্থাগুলো যদি সম্ভব হয় ব্যবহার করবে, তাহলে আরো দ্রুত ফায়দা পাওয়া যাবে।

৪. মাসিকের শেষ তিন দিন দৈনিক তিন বার মানুষের চুলের ধোঁয়া জরায়ুতে দিবে এবং মাসিক বন্ধের সাথে সাথে গোসল করে সহবাস করবে, ইনশাআল্লাহ চির বন্ধা নারীরও সন্তান হবে।

যে সমস্ত নারীদের বন্ধ্যা মনে করা হয় তাদের জন্য যে তদবীর দিবে

১. নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগীকে বলবেন যে, এটি তামার মাদুলীতে ভরে মাটির একটি কলসে পানি ভরে তার মধ্যে এই তদবীরটি রেখে দিবে, হায়ায থেকে পবিত্র হওয়ার পরে ঐ কলস থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দিনে ২ বার করে ঐ কলস থেকে পানি খাওয়া শুরু করবে। এভাবে মোট ৯০ দিন খাবে ইনশাআল্লাহ বাচ্চা কন্সেফ করবে। তদবীরটি এইঃ

خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا- و صلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

২. ৪০ টি লবঙ্গের উপর নিম্নের আয়াত ৭ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। হায়ায থেকে পবিত্র হওয়ার পর প্রতি দিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে ১টি চিবিয়ে খেয়ে ঘুবাবে তবে লবঙ্গ খাওয়ার

পরে আর পানি খাওয়া যাবে না। আর এই চল্লিশ দিনে স্বামীর সাথে স্বামী সুলভ আচারণ হতে হবে, ইনশাআল্লাহ বাচ্চা কন্সেফ করবে। আয়াত এইঃ

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ [النور/٤٠]

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا- وصلى الله على النبي واله وسلم

যাদের বাচ্চা কন্সেফ করে ঠিক কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়

তাদের প্রধান কাজ হলো,

১. ভারী কোন কাজ করা যাবে না।

২. গাড়ীতে আরোহণ অনেক জরুরত ব্যতিত করবে না।

৩. তাকে দুশ্চিন্তায় রাখা যাবে না।

৪. তার সাথে ঝগড়া করা যাবে না।

৫. বাচ্চা কন্সেফ করার পর থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত সহবাস করবে না, যদিও বৈধ।

৬. মাগরীবের আগ মুহুর্তে বাহিরে থাকবে না।

৭. বাচ্চা কন্সেফ করার পর থেকে কাউকে পেট দেখাবে না। কারণ হলো অনেক সময় দেখা যায় যে, জিন আত্মীয় সজনের রুপ ধরে এসে আপনাকে পেট দেখাতে বলতে পারে, আর আপনি যদি তাকে পেট দেখান তাহলে নিশ্চিত মনে রাখবেন আপনার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে। আর নজর লাগার বিষয় তো রয়েছেই।

৮. বাচ্চা কন্সেফ করার পর থেকে মুভি, নাটোক, অশ্লীল কিছু দেখবে না।

এই সমস্ত নিয়ম পালন করলে অনেকাংশেই আল-হামদুলিল্লাহ ভালো থাকবে নষ্ট হবে না।

যারা রাতে স্বপ্নে ফল খায়

অনেক মহিলার সমস্যা হলো, তারা রাতে স্বপ্নে বিভিন্ন ফল খায়, সকালে মন থাকে খারাপ এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে ব্লিডিং শুরু হয়, তারপরে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। এদের জন্য করণীয় হলো, ঘরে টিভি থাকলে বন্ধ করবে,

মানুষ বা প্রাণীর ছবি থাকলে বের করে ফেলবে, শুকেজে প্রাণীর মূর্তি থাকলে বের করে ফেলবে। আর নিম্নের তদবীরটি কোমরে ব্যবহার করবে।

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ-

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- وصلى الله على النبي واله وسلم-

বাচ্চা নষ্ট না হওয়ার তদবীর

১. কোন নারী গর্ভবতী হলে, নিম্নের আয়াত ফজর ও ইশার পরে ৩ বার করে পাঠ করবে বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ বাচ্চা নষ্ট হবে না। আয়াত এইঃ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [آل عمران/٢٧]

২. নিম্নের আয়াত লিখে বাচ্চা কন্সেফের সাথে সাথে কোমরে ব্যবহার করবে, বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর বাচ্চার গলায় দিবে ইনশাআল্লাহ বাচ্চা নষ্ট হবে না। আয়াত এইঃ

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ- فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

৩. অথবা নিম্নের আয়াতটি লিখে কোমরে ব্যবহার করবে। আয়াতটি এইঃ

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا [الكهف/٢٥]

৪. অথবা নিম্নের তদবীরটি লিখে কোমরে ব্যবহার করবে, তবে এই তদবীরগুলোর মধ্যে এটা অনেক বেশি কার্যকর।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) [الفاتحة/٢-٧] وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ [المؤمنون/١٢-١٤]

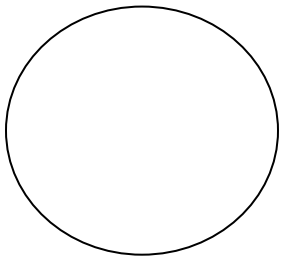
যে নারীর শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান হয়,

তার ছেলে হওয়ার তদবীর

১. যে নারীর ছেলে সন্তান হয় না, বার বার মেয়ে সন্তান হয়, তার জন্য নিম্নের আয়াত গুলো হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখে গর্ভ ধারণের তিন মাস পূর্বেই শরীরে ব্যবহার করতে দিবে, ইনশাআল্লাহ ছেলে সন্তান হবে। আয়াত গুলো এই:-

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ- يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيْسَى اِبْنًا صَالِحًا طَوِيْلَ الْعُمُرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ-

২. যে নারীর শুধু কন্যা সন্তান হয়, এমন রমণীর পেটের উপর নিম্নের গোলাকার বৃত্ত অঙ্কন করে তার উপর সত্তর বার আঙ্গুল ঘুরাবে এবং প্রত্যেক বার يَامَتِيْنُ পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার পুত্র সন্তান হবে। তবে এ তদবীর করার অনুমতি শুধু মাত্র স্বামী এবং মা ও আপন বোনকে দেওয়া হল। বৃত্তটি এই:-



৩. বাচ্চা কন্সেফ করার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী নিয়ত করবে যে, এবার যে সন্তান আল্লাহ তা'য়ালা দিবে তার নাম রাখবো আব্দুর রহমান তাহলে আশা করা যায় ছেলে সন্তান হবে ইনশাআল্লাহ।

৪. বাচ্চা কন্সেফ করার প্রথম মাসেই সূরা আ'লা পাঠ করে রোগীর বুকের ডান পাশে ফুঁক দিলে পুত্র সন্তান হতে পারে ইনশাআল্লাহ। তবে এটি রোগীর স্বামী , বোন, মা যে কোন একজন করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

৫. নিম্নের আয়াত দুটি প্রতিদিন ফজরের পরে পাঠ করলে পুত্র সন্তান আল্লাহ তা'য়ালা দিবেন ইনশাআল্লাহ।

১ম অয়াত (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০০):

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

২য় আয়াত (সূরা আলে ইমরান ৩:৩৮):

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

৬. নিম্নের আয়াত লিখে মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করলেও উপকার হবে।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

১২ তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আজ আমরা ১২ তম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি।গতকাল গর্ভধারণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, আজ আমরা আলোচনা করবো মেয়েদের কেনো বিবাহ হয় না? এর কারণ কি তা নিয়ে আলোচনা করবো।

কয়েকটি কারণে মেয়েদের বিবাহ হয় না

১. মেয়ের চেহারা ভালো বংশও ভালো কিন্তু মেহমান যখন বাড়িতে আসে তখন তার চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। এরুপ যদি কোন মেয়ের হয় তাহলে বুজবেন যে, এই মেয়ের আশিক জিনের সমস্যা আছে, তাকে বিবাহের তদবীরের পাশাপাশি জিনের তদবীর প্রয়োগ করবে।

২. আর কিছু মেয়ে আছে যাদের বাড়িতে মেহমান আসলে তাকে দেখে পছন্দ হয়ে যায়, মনে হয় যে, এই জাগা বিবাহ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা বাড়িতে গিয়ে আর খবর নেয় না।

তাহলে বুজবেন যে, এই মেয়ের বর বাধা আছে। তা নষ্ট করে বিবাহের তদবীর প্রয়োগ করবে।

৩. আর কিছু মেয়ে আছে, যাদের পিতা-মাতা তাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য বাড়িতে মেহমান আনার যে চেষ্টা তা করে কিন্তু কোন মেহমান বাড়িতে আসেনা। তাহলে বুজবেন যে, এই বাড়িতে জিনের বা মানুষের কোন ক্ষতি আছে।

অতিদ্রুত বিবাহ হওয়ার রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াহটি প্রতিদিন একবার করে শুনলে অতিদ্রুত বিবাহ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। **রুকইয়াহটি এইঃ**

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. [البقرة: ١٣٥

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا

يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [البقرة: ١٠٢]

أعوذ بالله من الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. [البقرة: ٢٣٠[

أعوذ بالله من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً. النساء : ١١

أعوذ بالله من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْماً مُّبِيناً. النساء: ١٢٠

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. [الأعراف: ١١٩

أعوذُ باللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ [

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. (هود: ٤٠ [

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. [١١٧:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. الأنبياء: ١٩٠

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. الحج :

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالتَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ. [المؤمنون: ١٢٧

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. [الشعراء: ١٧

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زوج كريم. القمان: ١١٠

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً .
حزاب:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ [الزمر: ١٦

أعوذ بالله من الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. [الشورى: ١٥٠

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ . [الدخان: ١٥٤

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ.

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذاريات: ١٤٩

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ. الطور : أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. النجم: ١٤٥

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. [المجادلة: ١١

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. (القيامة: ٣٩[

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍفقير . (القصص: ٢٤ |

(২১ বার)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ [الأنبياء: ١٨٩

(২১ বার বা তার থেকে বেশি)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا * أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. الفرقان: ٧٤ - ١٧٧

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا * يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ . (الزلزلة)

(১১ বার বা ২১ বার)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. الفيل

(২১ বার)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. الكافرون

(৩ বার)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ * وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . [الاخلاص

(৩ বার)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. (الفلق)

(৩ বার)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

(৩ বার)

বিবাহের যে তদবীর দিলে অতিদ্রুত বিবাহ হয়

উপরে উল্লেখিত তিন কারণের যে কোন একটা কারণ পাওয়া গেলে, প্রথম কাজ হলো, তার শরীরের যাদু নষ্ট করার তদবীর প্রয়োগ করতে হবে। কারণ হলো, জিনের সমস্যাই হোক বা যে সমস্যাই হোক যাদের বিবাহ হয় না তাদের শরীরে যাদুর সমস্যা পাওয়া যায়।

১. নতুন একটি মাটির পাত্রে উজান-ভাটার পানি উঠিয়ে, যদি উজান-ভাটার পানি না পাওয়া যায়, তাহলে যে খাল বা নদীতে স্রোত আছে তা থেকে যে দিকে স্রোত যায় সেদিক থেকে পানি উঠাবে আর হাত দিয়ে উল্টা দিকে নাড়া দিয়ে পানি উঠাবে। অতঃপর নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করে, পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দিয়ে ৭ দিন গোসল করবে, আর দিনে দুই থেকে তিন বার খাবে। আয়াতগুলি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ

الْمُبْطِلُونَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ - فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ - فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ - قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ - قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ - قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ - إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

অত:পর

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم- وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم-

২. একটা নতুন কাপড় পড়ে দিবেন, কাপড় পড়ার নিয়ম হলো, চার কুল পাঠ করে চার কোণায় গিরা দিবে।

এবার এটা পরিধান করে ঐ পড়া পানি মাথায় ঠেলে গোসল করবে। প্রথম দিন গোসল করে কাপড়ের কাজ শেষ। এবার

এটা একটা দরিদ্র লোককে দিয়ে দিবে, বাকি ছয় দিন ঐ পানি দ্বারা গোসল করবে।

৩. প্রতিদিন ইশার নামাযের পরে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে একশত বার يَالَطِيْفُ (ইয়া লাতীফু) পাঠ করবে। এভাবে মোট ৩০ দিন করবে।

৪. নিম্নের তদবীরটি লিখে কোমরে ব্যবহার করবে। তদবীরটি এইঃ

ك	د	ع	ط	ص
ف	ح	ط	ص	ى
ع	ط	ص	ك	ق
ع	ص	ك	ف	ح
ع	ع	ك	ف	ط

و صلى الله على النبي واله وسلم

৫. নিম্নের দুআটি লিখে ২১ দিন পরে কোমরে ব্যবহার করবে। দুআটি এইঃ

طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ-طسم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ -طسم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ- و صلى الله على النبي واله وسلم

৬. যারা চায় যে, তাদের মেয়ের অতিদ্রুত বিবাহ হয়ে যাক সেক্ষেত্রে করণীয় হলো, পাত্র যখন বাড়িতে আসবে আর তারা যদি জানে যে, ছেলে ভালো তার সাথে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যাবে। তাহলে পাত্র পাড়িতে প্রবেশ করার পরে আপনাকে কল দিবে। তখন আপনি সূরা ফাতেহা পাঠ করে,মনে মনে বলবেন যে, হে এই সকল হরফের মুয়াক্কিলগণ অতিসত্বর আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে অমুক মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তাহলে আশা করা যায় অতিদ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

একটি মেয়ের ঘটনা

আমি তখন গোপালগঞ্জ ছিলাম, এক মসজিদের ইমামের সাথে মতোবিনিময় চলাকালীন সময় তিনি বললেন যে, হুজুর আমার একটা বোনের দীর্ঘ দিন ধরে বিবাহ হচ্ছে না। তার বিবাহের চেষ্টায় প্রাই পাঁচ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে কিন্তু বিবাহ হচ্ছে না। তখনও সে জানে না যে, আমি একজন তদবীর কারক, আমি বল্লাম যে আমি কিছু তদবীর পারি আপনি

প্রয়োগ করে দেখতে পারেন আশা করা যায় বিবাহ হয়ে যাবে। সে তদবীর নেওয়ার জন্য রাজি হলো আমি উপরের ঐ তদবীরগুলো প্রয়োগ করলাম আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে ৭ দিন মধ্যে তার বিবাহ হয়ে গেলো।

যদি ৪০ দিনে কাজ না হলে করণীয়

১. ৪০ দিন পর যদি রোগী বলে যে, কোন উপার পাচ্ছি না তাহলে নিম্নের দুআটি রোগী বেশি পরিমাণে পাঠ করবে।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ

২. যদি আপনার বিয়ের উপযুক্ত মেয়ের প্রস্তাব না আসে অথবা প্রস্তাব আসলেও পছন্দ না হয় তাহলে নিম্নোক্ত দু'আ ১১২ বার পাঠ করবেন এবং তিনবার সূরা দোহা পাঠ করবেন। প্রতি মাসে ১১ দিন করে তিন মাস এ আমল করতে থাকবেন।

(رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ (قصص : ٢٤

৩. নিম্নের রুকইয়াহটি দিনে ২ বার করে ৪১ দিন শুনবে এবং রাকী পানিতে ফুঁক দিয়ে দুই বার করে খেতে বলবে এবং গোসল করতে বলবে । তাহলে আশা করা যায় অতিদ্রুত বিবাহ হয়ে যাবে।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ﴿۷﴾

الٓمّٓ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۖ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَۙ﴿۳﴾ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَؕ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴿۵﴾ (সূরা বাকারা ১-৫)

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴿۱۰۲﴾ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَ

اتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝١٠٣ (সূরা বাকারা ১০২-১০৩)

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝١٦٣ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝١٦٤ (সুরা বাকারা ১৬৩-১৬৪)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝٢٥٥ لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ۬ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٢٥٦ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ۬ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٢٥٧

(সূরা বাকারা ২৫৫-২৫৭)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۪ وَ اغْفِرْ لَنَا ۪ وَ ارْحَمْنَا ۪ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾ (সূরা বাকারা ২৮৫-২৮৬)

﴿۱۷﴾ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾ (সূরা আল ইমরান ১৮-১৯)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾ (সূরার আ'রাফ ৫৪-৫৬)

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ﴿۱۱۹﴾ وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۚ﴿۱۲۰﴾ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱۲۱﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ (সূরার আ'রাফ ১১৭-১২২)

فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾ (সূরা ইউনুস ৮১-৮২)

وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿۶۹﴾ (সূরা ত্বহা ৬৯)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۱۸﴾ (সূরা মুমিন ১১৫-১১৮)

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨ الْكَوَاكِبِ ۙ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ

الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿۱۰﴾ (সূরা সফ্ফাত ১-১০)

وَ اِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْۤا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِىَ وَ لَّوْۤ اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالُوْا يٰقَوْمَنَاۤ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْۤ اِلَى الْحَقِّ وَ اِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۰﴾ يٰقَوْمَنَاۤ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۱﴾ وَ مَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۲﴾ (সূরা আহকাফ ২৯-৩২)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ﴿۳۳﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ﴿۳۵﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾ (সূরা আর রহমান ৩৩-৩৬)

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾

(সূরা হাশর ২১-২৪)

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿۱﴾ يَّهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿۲﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾ وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿۷﴾ وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۙ﴿۸﴾ وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾ (সূরা জিন ১-৯)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾(সুরা এখলাস)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾ (সূরা ফালাক)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِۙ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ ﴿٥﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿٦﴾ (সূরা নাস)

অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গার তদবীর

বিবাহ বেধে রাখা বা কাউকে ক্ষতি করা হয়, অধিকাংশ সময় অবৈধ সম্পর্কের কারণে। যার ফলে একটি মেয়ে বা ছেলে বরবাদ হয়ে যায়। অনেকে আছে যে, তাদের আর জীবনে বিবাহই হয় না। আবার অনেকের বিবাহ তো হয় কিন্তু সারা জীবন অতিবাহিত হয় অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে। কারণ হলো, তাদেরকে এমন ভাবে ক্ষতি করা হয় যে, সারা জীবন ঐ ক্ষতিতে ভুগতে হয়।

প্রেমে আসক্ত করার যাদু করলে রুকইয়াহ বা অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গার রুকইয়াহ

যদি ছেলে বা মেয়ের অবস্থা এমন হয় যে, অস্বাভাবিক কারো প্রতি প্রেমে আসক্ত হয়, তার সাথে যৌন সম্পর্ক করতে প্রবল

আগ্রহ হয়, তার থেকে দূরে থাকার ধৈর্য না থাকে, তাকে দেখার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তার প্রেমে অন্ধ হয়ে যায়। তাহলে বুঝবেন তাকে এই যাদু করা হয়েছে।

কিভাবে রুকইয়াহ করবে

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ নামে যে রুকইয়াহটি উপরে লেখা হয়েছে তার সাথে নিম্নের আয়াতগুলো যোগ করে পাঠ করে রোগীকে শোনাবে। আয়াতগুলো এইঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾ اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۶﴾ (সূরা তাগাবুন ১৪-১৬)

অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গার তদবীর

১. দুই ব্যক্তির অবৈধ সম্পর্কের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে হলে, নিম্নক্ত আয়াত বকরীর চামড়ার উপর লিখে দুটি পুরাতন কবরের মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করবে। তবে শর্ত হলঃ কবর দুটি নিজ আত্মীয়দের না হতে হবে। আয়াতটি এই:-

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلْعَدَاوَةَ فِيْمَا بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ

ফুলান ও ফুলানের স্থানে যে দুই ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে ইচ্ছুক তাদের নাম লিখতে হবে।

২. উক্ত আয়াতটি কাগজের উপর জাফরান কালী দ্বারা লিখে মাদুলীতে ভরে, নদী বা পুকুরের পারে ভিজা-শুকনার মাঝে গেড়ে রাখবে ইনশাআল্লাহ অবৈধ সমস্পর্ক ভেঙ্গে যাবে।

৩. উক্ত আয়াতটি কাগজের উপর জাফরান কালী দ্বারা লিখে মাদুলীতে ভরে, ছেলের তদবীর নিতে আসলে মেয়ে কবুতরের পাখায়, আর মেয়ের জন্য নিতে আসলে মর্দা কবুতরের পাখায় বেধে ছেড়ে দিবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হবে।

৪. নিম্নলিখিত আয়াত একুশ বার পাঠ করে একটি পানের উপর ফুক দিয়ে খাওয়াবে এবং লবণের উপর ফুক দিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করবে,ইনশাআল্লাহ অবৈধ ভালবাসা বিচ্ছিন্ন হবে। আয়াতটি এই:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم– قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৫. অবৈধ প্রেম ও ভালবাসা দুর করার জন্য নিম্নলিখিত আয়াত সাত বার পাঠ করে, পান-সুপারীর উপর ফুক দিয়ে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য সফল হবে। আয়াতটি এই:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم– وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–

৬. আর এই আমলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখলাসের সাথে করলে অতিদ্রুত অবৈধ সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে। এই আমলটি রবিবার থেকে করতে হয়, রবিবার দিবাগত রাতে ফজরের সুন্নাত ও ফরজের মাঝে সূরা ফাতেহাকে বিসমিল্লাহ সহ পাঠ করবে।

রবিবার ৭০ বার

সোমবার ৬০ বার

মঙ্গলবার ৫০ বার

বুধবার ৪০ বার

বৃহস্পতিবার ৩০ বার

শুক্রবার ২০ বার

শনিবার ১০ বার

যেভাবে বিসমিল্লাহ এর মিমকে আল হামদু এর সাথে মিলিয়ে পড়বে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। বাকিটা যেভাবে আছে সেভাবেই পাঠ করবে।

৭. যদি কোন বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে থাহলে, নিম্নের আমলটি এখলাসের সাথে করা যায় তাহলে অবৈধ সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে। আমলটি এইঃ

প্রথমে ৩ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে, তারপর সূরা কুরাইশ ৭০ বার পাঠ করবে,এরপর আবার দুরুদে ইব্রাহিম ৩ বার পাঠ করে যদি সম্ভব হয়, স্বামী বা স্ত্রী যে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছে তার শরীরে আস্তে করে ফুঁক দিবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, সে যেনো বুজতে না পারে। আর যদি সে দূরে থাকে বা প্রবাসে থাকে তাহলে পাঠ করার পরে তার চেহারা কল্পনায় এনে ফুঁক দিবে। তাহলেও ফায়দা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

৮. ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবে তারপর ৩৩৩ বার সূরা কুরাইশ পাঠ করবে অতঃপর আবার ১১ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে। তারপর আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য দুআ করবে।

এভাবে ২১ দিন করবে তাহলে যতো গভীর সম্পর্ক হোক তা ভেঙ্গে যাবে।

যে সমস্ত শত্রুরা বার বার ক্ষতি করে তাদেরকে দমন করার তদবীর

অনেক রোগী আছে যাদেরকে যাদু দ্বারা বা জিন দ্বারা বার বার ক্ষতি করা হয়। এদেরকে দমন করার জন্য নিম্নের তদবীর খুবই কার্যকারী।

শত্রুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধানোর তদবীর

নিম্নের তদবীরটি লিখে যে কোন এক শত্রুর দেওয়ালে লাগিয়ে রাখলে, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হবে এবং কখনও তারা আর একত্রিত হতে পারবে না। তদবীরটি এইঃ

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٤) واذا علقوا على شجرة سقطت ثمرها الا ما شاء الله —

দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করার আমল

দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করার জন্য এই আমলটি খুবই কার্যকারী। আপনি প্রত্যেক নামাযের পরে প্রথমে আপনি বিসমিল্লাহ ৫ বার পাঠ করবেন, তার পরে দশ বার নিম্নের আয়াত পাঠ করবেন। আয়াতটি এইঃ

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [المائدة/٦٤]

আমল শেষ হলে পাঠ করবে (على بغض فلان بن فلان আলা বুকদি ফুলান বিন ফুলান)

এভাবে ২১ দিন করলে ইনশাআল্লাহ তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

দুই ব্যক্তির মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করার আরো একটি তদবীর

শনিবার দিন দ্বিপহরের সময় রোদে বসে ১১ বার নিম্নের দুআটি পাঠ করে যাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির নিয়ত করবেন তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। দআটি এইঃ

وَ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقِ - اَللّٰهُمَّ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَ كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ اَدَمَ وَ اِبْلِيْسَ وَ كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَ نَمْرُوْدَ وَ كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ مُوْسَى وَ فِرْعَوْنَ وَ كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَبِيْ جَهَلٍ

শত্রুর জবান বন্ধ করার তদবীর

নিম্নের দুআটি লিখে মাদুলীতে ভরে ভারি পাটা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখবে, তাহলে আশা করা যায়, শত্রু আর আপনার বিষয় কথা বলতে পারবে না। ধীরে ধীরে আপনাকে সে ভুলে যাবে। দুআটি এইঃ

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ – ৩ص ৩د ৩ه ৩ع ৩ب ৩ج ৩ط ৩ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ تأَخَرُ- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ - صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ-

কেউ কোন পতিষ্ঠানের সাথে শত্রুতা করলে

বা কারো শত্রুতার সীমা ছাড়িয়ে যায়

রবিবার রাতে ঘুমানোর পূর্বে সূরা লাহাব এক বার পাঠ করে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই শত্রু দমন হওয়ার জন্য দুআ করবে। এভাবে ৩ রবিবার করলে আশা করা যায় শত্রু বন্ধু হয়ে যাবে। সূরা লাহাব এইঃ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

শত্রুকে একটু শাস্তি দেওয়ার আমল

যে শত্রু বার বার জিন চালান দিয়ে বা যাদু দ্বারা আপনাকে ক্ষতি করে তার জন্য নিম্নের তদবীরটি প্রয়োগ করলে আশা করা যায় সে, কিছু শাস্তি পেয়ে আপনার রাস্তা থেকে সরে যাবে। একটি কাটে আলকাতরা মেখে শুকিয়ে তার উপর যে কোন একটি লোহার যন্ত্র দ্বারা নিম্নের নকশা লিখে ৭ দিন আগুনে তাপ দিবে। কিন্তু জালাবে না, আশা করা যায় ফায়দা হবে। তদবীরটি এইঃ

بسم	الله	الرحمن	الرحيم
الله	الرحمن	الرحيم	بسم
الرحمن	الرحيم	بسم	الله
الرحيم	بسم	الله	الرحمن
بسم	الله	الرحمن	الرحيم

একেবারে নিরুপায় না হলে এই তদবীর প্রয়োগ করবে না। কারণ হলো যদিও আমি এই তদবীর লিখেছি কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার নাম আগুনে তাপ দেওয়া আমার কাছে পছন্দনীয় না। এই তদবীরটি আমি এনেছি, আদি ও আসল নকশে সোলেমানী তাবিজের কিতাব এর ৪৫৬ পৃষ্টা থেকে।

একটি ঘটনা

আমি এক আলেমের সাথে এক সাথে মাদ্রাসায় খেদমত করেছি। তার বাড়ি কক্সবাজার গোপালগঞ্জ বিবাহ করেছে এবং এখানে কিছু জাগা ক্রয় করে বসবাস করে, বাড়িতে একটা মহিলা মাদ্রাসা করেছে। তার প্রতিবেশী মহিলা খুবই খারাপ সব সময় তার কারণে চিন্তায় থাকতে হয় এই আলেম পরিবারের। আর সে প্রতিদিন তার সীমানা সামনের দিকে আধা হাত, একা হাত করে আগাতে থাকে। একদিন হুজুর রাগ করে তার সীমানার সব কিছু উঠিয়ে ফেলেছে। ফলে তারা হুজুরকে মারার জন্য আমরা যে মাদ্রাসায় চাকরি করতাম সেখানে চলে এসেছে। আর জংগী ইত্যাদি বলা শুরু করেছে। নিরুপায় হয়ে আমাকে বললেন হুজুর! এদের বিষয় কি করা যায? আমি উপরের তদবীর দিলাম, আর বিশেষ করে সূরা লাহাবের আমল দিলাম। হুজুর আমল শুরু করার কিছু দিন পর, হুজুর মহিলা মাদ্রাসার ভবনের জন্য কাজ উদ্বোধ করার জন্য কিছু মুরব্বিদেরকে ডাকলেন, কথার মধ্যে হুজুর দুষ্টমী করে এক মুরব্বিকে বললেন যে, জাগাতো কম, তাদেরকে বলেন যে, মাদ্রাসার জন্য কিছু জাগা দিলে ভালো হতো, মুরব্বিও দুষ্টমী করে তাদেরকে বললেন যে, মাদ্রাসার ভবণ করবো কিন্তু যাগা কম হয়ে যায়, তুমি এই পাশ দিয়ে কিছু জাগা মাদ্রাসায় দান করো। এই কথা বলার সাথে সাথে সে

বলল যে, আমি মাদ্রাসার জন্য আমার দুই শতাংশ জমি মাদ্রাসার পাশ দিয়ে মাদ্রাসার নামে দিয়ে দিলাম। যার এক শতাংশের দাম হবে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা।

শত্রুকে মেরে ফেলার তদবীর

আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে, আপনার শত্রু মারা যাক বা একে বারে দূর্বল হয়ে যাক তাহলে, ৭ দিন তার পিছনে সূরা মূলক পাঠ করলে শত্রু মারা যাবে বা একেবারে দূর্বল হয়ে যাবে।

তর্কে বিজয় হওয়ার তদবীর

আপনি যখন কারো সাথে কোন বিষয় তর্কে লিপ্ত হতে যাবেন তখন যদি আপনি চান যে, এই তর্কে আপনি বিজয় হবেন তাহলে নিম্নের হরফগুলো আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠের উপর লিখে তার পাশে গিয়ে বসবেন। সে যখন কোন বিষয় কথা বলতে যাবে তখন আপনি আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলটি চেপে ধরবেন। তাহলে তার নফস ছোট হয়ে যাবে আর সে তার মনের কথা বলতে পারবে না। হরফগুলো এইঃ

ا ج ه ز ط

শত্রুকে ধ্বংশ করে দেওয়ার তদবীর

নিম্নের হরফগুলো একটি রুটির টুকরার উপর লিখে তার উপর সূরা র'য়াদ ২৫ বার পাঠ করে তাতে ফুঁক দিয়ে তা পাঁচটি কুকুরকে খাওয়াবে। আর খাওয়ানোর সময় বলবে,

كُلُوْا لَحْمَ فُلَانَ بْنِ فُلَانَةٍ وَ مَزِّقُوْا جِلْدَهُ

এতে সে মৃত্যু রোগে প্রতিত হবে।

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

১৩ তম দিনের ক্লাস

আল হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা আজ ১৩ তম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি। আজ আমরা আলোচনা করবো স্বামী-স্ত্রীর যতো সমস্যা হয়, তার সমাধান নিয়ে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, অধিকাংশ মুদাব্বির পেরেশান স্বামী-স্ত্রীর তদবীর বিষয়ে, কারণ হলো, তারা যে তদবীর প্রয়োগ করে, তাতে তারা তেমন সফলতা পায়না। দ্বিতীয় বার আবার যদি রোগী এসে বলে যে, আমি তো তেমন উপকার পায়নি। এখন একটু ভালো তদবীর দেন। হুজুরের কাছে যে চিকিৎসা ছিলো তাতো দিয়ে দিয়েছে, এখন আর কি চিকিৎসা দিবে তা আর খুজে পায় না। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য লিপিবদ্ধ করলাম আকাবিরদের অধিকাংশ বই অধ্যায়ন করে, তার মধ্যে যে তদবীর আমার কাছে

ভালো মনে হয়ছে তা দিয়ে ও আমার অবিভজ্ঞতার বিষয় নিয়ে, **স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে আকাবিরদের আমল** নামক বই। এই বইটি আপনারা কিভাবে অধ্যায়ন করবেন? যেহেতু গ্রাহকদের এই বই এর প্রতি চাহিদা বেশি হওয়ার কারণে, বই এর লেখাগুলো মনের মতো করে বিন্যাস করা হয় নাই। তাই অধ্যায়ন করার নিয়ম হলো, আপনি সমস্ত বই অধ্যায়ন করার সময় মার্ক করে রাখবেন, যে তদবীরগুলো দূর থেকে প্রয়োগ করা যায়। কারণ হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব হয়, তখন দুই জন এক জাগাতে থাকে না। ফলে একজনকে কিছু খাওয়ানোও সম্ভব হয় না। তাহলে চলুন আমরা দেখি কি কি তদবীর দূর থেকে প্রয়োগ করা যায়।

স্বামী বা স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার আমল

নিম্নের দুআটি প্রত্যেক নামাযের পর এক তাসবীহ পাঠ করবে। তবে শুরু ও শেষে ১১ বার করে যে কোন একটি দুরুদ পাঠ করে নিবে। তাহলে আশা করা যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلِّبِ الْقَلْبَ وَالْبَصَرَ فلان بن فلان اِلَيَّ بِالْخَيْرِ بِحَقِّ حَبِّبْ حَبِّبْ حَبِّبْ يَا بَدُّوْحُ

বাংলা উচ্চারণ

ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি কাল্লিবিল কল্‌বা ওয়াল বাসারা ফুলান ইবনে ফুলান ইলাইয়া বিল খয়রি বিহাক্কি হাব্বিব হাব্বিব ইয়া বদ্দুহু।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত সৃষ্টির তদবীর

স্বামী এবং তার মায়ের নামের সংখ্যা এবং স্ত্রী ও তার মায়ের নামের সংখ্যা বের করে এক সাথে যোগ করে যা হয় يَا وَدُوْدُ তততোবার পাঠ করবে, এভাবে ৩ সপ্তাহ করলে আশা করা যায় মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

মুহাব্বত সৃষ্টির আর একটি তদবীর

নিম্নের দুআটি প্রতিদিন ১০১ বার পাঠ করবে এভাবে ৪০ দিন করলে আশা করা যায় মুহাবব্বত বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلِّبْ قَلْبَهَا اِلَيّ

বাংলা উচ্চারণ

ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি কল্লিব কল্বাহা ইলাইয়া

মুহাব্বত সৃষ্টির শক্তিশালি আমল

সূরা কুরাইশ ২১ বার পাঠ করে লবণে ফুঁক দিয়ে রেখে দিবে, দ্বিপহরের সময় ঐ লবণ অল্প অল্প করে আগুনে ফেলবে। এভাবে ৩দিন করলে আশা করা যায় মুহাব্বত বহুগুণে বেড়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতরে আমল

এই আমলের শুরু ও শেষে ১১ বার করে দুরুদ শরীফ পাঠ করে নিবে। অতঃপর আছরের নামাযের পরে সূরা আছর ১০১ বার পাঠ করবে। এভাবে এক সপ্তাহ করবে ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে।

স্ত্রী স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার আমল

নিম্নের তদবীরটি লিখে স্ত্রী তার বাম হাতে ব্যবহার করবে। আশা করা যায় স্বামী তার আনুগত্য হয়ে যাবে ইনশাাআল্লাহ।

والذين	الله	كحب	يحبونهم
امنوا	والذين	الله	كحب
اشد حبا	امنوا	والذين	الله
لله	اشد حبا	امنوا	والذين

স্বামী বা স্ত্রীকে আনুগত্য করার আমল

নতুন পাত্রে তথা অব্যবহারিত পাত্রে পানি ভরে নিজের সামনে রাখবে এবং এ আমল করা অবস্থায় কল্পনা করবে যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পানির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এ অবস্থায় সূরা ফাতেহা ৪১ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। অতঃপর কেবলা মুখি হয়ে বসে ঐ পানি পান করবে আর কল্পনা করবে যে, তাকেও পান করাচ্ছি ইনশাআল্লাহ সে আনুগত্য হয়ে যাবে এভাবে ৭ দিন বা ২১ দিন করবে।

দ্বিতীয় আমল

নিম্নের আয়াত জাফরান কালি দ্বারা দুই টুকরা কাগজে লিখে, এক টুকরা তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে। আর এক টুকরা সম্ভব হলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াবে ইনশাআল্লাহ আনুগত্য হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ- قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا- وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ

لَشَدِيدٌ- يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ-
اهيا اشراهيا فلان بن فلان علي حب فلان بن فلان-

বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, ওয়াল্লাহু গালিবুন্ আলা আমরিহি ওয়ালাকিন্না আকছারন্নাসি লা ইয়া'লামুন- ক্বদ শাগাফাহা হুব্বান্ - ওয়াইন্নাহু লিহুব্বিল খয়রি লাশাদিদ- ইহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহি ওয়াল্লাজিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহি।

পরিবারে মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ার আমল

পরিবারের মধ্যে দন্ধ হলে বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দন্ধ হলে, জর্দা বা খির অথবা হালুয়ার উপর يَا وَدُوْدُ এক হাজার বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে সবাইকে খাওয়াবে আশা করা যায় মুহাব্বত সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

স্বামী বা স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার আমল

নিম্নের আয়াতটি ৭ বার পাঠ করে লবণে ফুঁক দিয়ে তা আগুনে ফেলে দিবে আশা করা যায় মুহাব্বত সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ এভাবে ৭ দিন বা ২১ দিন করবে।

قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ

(সূরা ইয়াছিন ৭৮-৮০)

বাংলা উচ্চারণ

কলা মাই ইহ্ইল ইজামা ওয়াহিয়া রমীম- কুল ইহ্ইহাল লাজি আনশাআহা আওয়ালা মার্রাহ ওয়াহুয়া বিকুল্লি খলকিন আলীম- আল্লাজি জায়ালা লাকুম মিনাশ শাজারিল আখদরি নারান ফাইজা আনতুম মিনহু তুকিদুন।

বিট লবণ পড়া

ফজরের নামাযের পূর্বে চার টুকরা বিট লবণ নিয়ে একেক বার পাঠ করে একেক টুকরা লবণের উপর ফুঁক দিবে। অতঃপর প্রতিদিন এক টুকরা জলন্ত আগুনে ফেলে দিবে। অতঃপর যখনই তার সাথে দেখা করবে, সে আপনার প্রতি ব্যাকুল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াত এইঃ-

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ -

(সূরা ইয়াছিন ৭৮-৭৯)

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার শক্তিশালি আমল

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ نَفْسُ فلان بن فلان عِنْدِيْ
প্রত্যেক নাস শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে نَفْسُ فلان بن فلان عِنْدِيْ পাঠ করবে। এভাবে সূরা নাস শেষ করে একটি লবঙ্গের উপর ফুঁক দিবে। এভাবে ২১টি লবঙ্গ পড়বে। অতঃপর ঐ লবঙ্গগুলি আগুনে জ্বালাবে এভাবে মোট ১১ দিন করবে। ইনশাআল্লাহ স্বামী বা স্ত্রী তার ভালোবাসায় হাবুডুবু খাবে।

স্বামী বা স্ত্রীকে মুহাব্বতে পাগল করার তদবীর

জুমআর রাতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে নিম্নের আয়াত ৭ বার পাঠ করে চৌরাস্তার মাঠির উপর ফুঁক দিয়ে যার প্রতি নিক্ষেপ করবে সে আপনার ভালোবাসায় হাবুডুবু খাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ -اَللهُمَّ اجْعَلْ فُلَانَ بِنْتِ فُلَانٍ مَجْنُوْنًا وَ مَطِيْعًا لِيْ

বাংলা উচ্চারণ

ইয়া আইয়ুহান্ নাসু কাদ জায়াকুম বুরহানুম্ মির রাব্বিকুম- আল্লাহুম্মাজ্ আল্ ফুলানা বিনতে ফুলান মাজনুনান ওয়া মুতিয়ান লী।

স্বামী-স্ত্রীর মিল মুহাব্বতের তদবীর

নিম্নের দুআটি ২১ বার পাঠ করে লবণের উপর ফুঁক দিয়ে তা ২১ দিন জ্বালাবে ইনশাআল্লাহ মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَللّٰهُمَّ اَعْطِفِ الْمُؤَدَّةَ وَ الْمَرْحَمَةَ وَالشَّفَقَةَ فِيْ قُلُوْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ وَ كُلِّ بَنِيْ اٰدَمَ وَ بَنَاتِ حَوَّا- بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

বাংলা উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা আ'তিফিল মুআদ্দাতা ওয়াল মারহামাতা ওয়াশ্ শাফাকাতা ফী কুলুবি কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন ওয়া কুল্লি বানী আদামা ওয়া বানাতি হাওয়া বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

এই আমল দ্বারা যে কোন ব্যক্তির সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।

সূরা জিন দ্বারা ভালোবাসা পাওয়ার আমল

সূরা জিন ৭ বার পাঠ করে গমের উপর ফুঁক দিয়ে তা অল্প অল্প করে আগুনে জালাবে এভাবে ৩ দিন করবে ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

দ্বিতীয় তদবীর

নিম্নের আয়াত ১১ বার পাঠ করে, লবণের উপর ফুঁক দিয়ে তা ১১ দিন আগুনে জ্বালাবে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ –

(সূরা ইয়াছিন ৮১-৮৩)

বাংলা উচ্চারণ

আওয়া লাইসাল্লাজী খালাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি বিকাদিরিন আলা আই ইয়াখ্লুকা মিসলাহুম্ বালা ওয়াহুয়াল খাল্লাকুল আলীম ইন্নামা আমরুহু ইজা আরাদা শাইয়ান্ আই ইয়াকুলা লাহুকুন ফাইয়াকুন্ ফাসুবহানাল্লাজী বিইয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শায়ইন্ ওয়াইলাইহি তুরজাউন।

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের জন্য নিম্নের আয়াতের জাকাত আদায় করুণ

নিম্নের আয়াত ২০টি গোল মরিচের উপর ২০ বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে, প্রতিদিন একটি আগুনে জ্বালাবে ইনশাআল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। আয়াতটি এইঃ-

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ يَا حَفِيْظُ يَا نَاصِرُ اُحْضُرُوْنِيْ

বাংলা উচ্চারণ

ইহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহি ওয়াল্লাজীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান্ লিল্লাহি ইয়া হাফীজু ইয়া নাসিরু উহ্দুরুনী

উক্ত আমলের জাকাত আদায়ের উপায়

যে কোন জুমআর রাতে ইশার নামাযের পরে উক্ত আয়াত ৩৪০ বার পাঠ করবে এভাবে ৩১ দিন করবে, তাহলে এই আমলের জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা ক্বদর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সৃষ্টি করার উপায়

২১ টি মুলার বিচির উপর সূরা ক্বদর ২১ বার পাঠ করে প্রত্যেক বার একেকটির উপর ফুঁক দিবে, অতঃপর তা আগুনে জ্বালাবে, এভাবে ৭ দিন করলে আশা করা যায় সম্পর্ক গভীর হবে। সূরা ক্বদও এইঃ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

বাংলা উচ্চারণ

ইন্না আনজাল্ নাহু ফী লাইলাতিল কদরী- ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদরী- লাইলাতুল কদরি খয়রুম মিন আলফি শাহরিন তানাঝ্ঝালুল মালাইকাতু ওয়ার রুহু

ফীহা বিইজনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজরি।

মুহাব্বত ও বশিভূত করার তদবীর

নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে তবে তদবীর ব্যবহারের পূর্বে তদবীরটিকে লোবানের ধোয়া দিলে বেশি উপকার হবে। তদবীরটি এইঃ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا الله يا الله يا الله يا الله ارحم واجعل مؤدة و محبة فلان بن فلان احب فلان بن فلان كما بين ابراهيم وساره كما بين يوسف وزليخا كما بين محمد عائشة وكما بين علي و فاطمة الزهراء يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ-بحق الرحمن علم القران وبحق اسم اعظم يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الرااحمين

প্রথম فلان بن فلان স্বামী ও তার মাতার নাম লিখবে আর দ্বিতীয় فلان بن فلان স্থানে স্ত্রী ও তার মাতার নাম লিখবে।

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের তদবীর

নিম্নের আয়াত জাফরান কালী দ্বারা লিখে তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে আশা করা যায় উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক হবে।

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَ يَا مُسَخِّرَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ قَلِّبِ لِفُلَانَةِ قَلْبِ فُلَانٍ بِالْخَيْرِ لِاَدَاءِ الْحُقُوْقِ يَا وَدُوْدُ حَبِّبْ حَبِّبْ يَا وَدُوْدُ

لِفُلَانَةِ এর স্থানে যার মুহাব্বত নাই তার নাম এবং فُلَانٍ এর স্থানে যে মুহাব্বত করতে ইচ্ছুক তার নাম লিখবে।

এবং يَا لَطِيْفُ يَا وَدُوْدُ এগারো শত বার পাঠ করে ১১ টি কালো গোল মরিচের উপর ফুঁক দিয়ে তা জ্বলন্ত আগুনে পুড়াবে এভাবে ৪০ দিন করবে আশা করা যায় সমস্যা যত বড় হোক সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার এক বিশেষ আমল

নিম্নের আয়াত চন্দ্রগ্রহণ অথবা সুর্যগ্রহণের সময় বা শবে কদরে ৩৬৩ বার পাঠ করে আতর সুরমা এবং চিনি ও লবণের উপর ফুঁক দিয়ে রাখবেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হলে আতর শরীরে আর সূরমা চোখে ব্যবহার করে স্বামী বা স্ত্রীর সাথে দেখা করবে।আর চিনি পানিতে ভিজিয়ে খাওয়াবে এবং লবণ আগুনে ফেলে পুড়াবে এভাবে কয়েকদিন করলে সমস্যা দূর হবে।

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

বাংলা উচ্চারণ

ওয়া আল কায়তু আলাইকা মুহাব্বাতান মিন্নী ওয়ালি তুসনায়া আলা আইনী- ইহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহি ওয়াল্লাজীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান্ লিল্লাহি

স্বামীকে বশে আনার ২য় তদবীর

নিম্নের দুআটি এখলাসের সহীত জাফরান কালী দ্বারা লিখে স্ত্রী বাম হাতে ব্যবহার করলে স্বামী তার বশে থাকবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بحق موسى و عيسى بحق داؤد ومحمد رسول الله و بحق جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل وعزرائيل-

ভালোবাসা পাওয়ার আমল

নিম্নের দুআটি অযু সহকারে লিখে, তামার মাদুলীতে ভরে ডান হাতে ব্যবহার করবে, আশা করা যায় যত সময় তাবীজ হাতে থাকবে ততো সময় স্ত্রী তার জন্য ব্যাকুল থাকবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ-

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

(সূরা আনআম ৯৮)

বাংলা উচ্চারণ

ওয়াহুওয়াল্লাজী আন্‌শাআকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদাতিন ফামুস্তাকার্‌রুন ওয়া মুসতাওদাউন কাদ ফাস্‌সালনাল আয়াতি লিকাওমিন এফকাহুন।

পিতা-মা ভাই বোন যদি বিবাহতে রাজি না থাকে তাহলে তদবীর

নিম্নের দুআটি এক হাজার বার পাঠ করে যে কোন ঘ্রাণযুক্ত বস্তুর উপর ফুঁক দিয়ে তা কোন মেয়েকে ঘ্রাণ নিতে দিবে সে তার ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে যাবে। পিতা-মাতা ভাই -বোন যে কাউকে ঘ্রাণ নিতে দিলে সে নির্ধারিত ছেলে বা মেয়ের সাথে বিবাহ দিতে রাজি হয়ে যাবে।

اَخِرُ اَحْمَدْ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَكِيْمُ فَلَا يُعَادُ لَهُ شَيْئٌ مِنْ خَلْقِهِ فلان بن فلان

বাংলা উচ্চারণ

আখিরু আহমাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়া হাকীমু ফালা ইআদু লাহু শাইউন মিন খলকিহি ফুলান বিন ফুলান।

সুই পড়ে স্বামী বা স্ত্রীকে ভালোবাসায় পাগল করার উপায়

বুধবার দিন ইশার নামাযের পরে ছাগলের কলিজা নিবে আর ৩২ টি সুই নিবে, তারপর নিম্নের আয়াত এক বার

পাঠ করে ঐ সুয়ের উপর ফুঁক দিয়ে ঐ কলিজার মধ্যে বিদ্ধ করে দিবে এবং ঐ আয়াত পড়ার সময় যার জন্যে করা হচ্ছে সে স্বামী হলে তার নাম ও তার পিতার নাম উল্লেখ করবে, আর স্ত্রী হলে তার নাম ও তার মাতার নাম উল্লেখ করবে। এভাবে ৩২টি সুই ঐ কলিজার মধ্যে বিদ্ধ করবে অতঃপর ঐ কলিজাকে কয়লার আগুনে জ্বালাবে ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে। আয়াতটি এইঃ

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

বাংলা উচ্চারণ

ওয়াইন্নাহু লিহুব্বিল খয়রি লাশাদীদ

(সূরা আদিয়া ৮)

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের আমল

সূরা জিন ৭ বার পাঠ করে ৭ টি আখরুটের উপর ফুঁক দিয়ে তা এক এক করে আগুনে ফেলে দিবে এভাবে মোট ৩ দিন করবে আশা করা যায় সমস্যা দূর হবে।

স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে গভীর মুহাব্বত সৃষ্টির আমল

নিম্নের আয়াতগুলি ১১ বার পাঠ করে লবণের উপর ফুঁক দিয়ে তা আগুনে জ্বালাবে এভাবে মোট ১১ দিন করবে

তাহলে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলি এইঃ

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(সূরা ইয়াছিন ৮১-৮৩)

বাংলা উচ্চারণ

আওয়া লাইসাল্লাজী খলাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি বিকাদিরিন আলা আই ইখ্লুকা মিছ্লাহুম বালা ওয়াহুয়াল খল্লাকুল আলীম- ইন্নামা আম্রুহু ইজা আরাদা শায়আন আই ইয়াকুলা লাহু কুন ফাইয়াকুন-ফাসুব্হানাল্লাজী বিইয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শায়ইন ওয়াইলাইহি তুরজাউন।

মুহাব্বতের আরেকটি শক্তিশালি আমল

কার্পাস তুলার ২১টি দানা নিয়ে প্রত্যেকটির উপর সূরা ক্বদর একবার করে পাঠ করে ফুঁক দিবে অতঃপর তা আগুনে জ্বালাবে এভাবে ৭ দিন করবে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য হাসিল হবে। সূরা ক্বদর এইঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ

وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

বাংলা উচ্চারণ

ইন্না আনঝালনাহু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি, ওয়ামা আদরাকা মালাইতুল ক্বাদরি, লাইলাতুল ক্বাদরি খইরুম মিনআলফিশাহর ।তানাঝ্ঝালুল মালা-য়িকাতু ওয়ার রুহু ফীহা বিইজনি রব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালাম, হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজরি।

স্বামী বা স্ত্রীকে বশ করার তদবীর

নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করবে,তবে হাতে ব্যবহারের পূর্বে মাদুলীকে লোবানের ধোয়া দিয়ে নিবেন ইনশাআল্লাহ স্বামী বা স্ত্রী আপনার বশে থাকবে। তদবীরটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا الله يا الله يا الله يا الله ارحم واجعل مودة ومحبة فلان بن فلان على حب فلان بن فلان كما بين ادم و حوا كما بين ابراهيم و ساره كما بين يوسف و زليخا كما محمد و عائشة كما بين علي و فاتمة الزهراء يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله بحق الرحمن علم القران وبحق اسم اعظم يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বত বৃদ্ধি

ও স্ত্রীকে স্বামী বাড়িতে ফিরিয়ে আনার তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বত বৃদ্ধির জন্য আর স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য নিম্নের তদবীরটি স্বামী ও তার মাতার নাম এবং স্ত্রী ও তার মাতার নাম লিখে তামার মাদুলীতে ভরে এমন একটি গাছে ঝুলিয়ে বাধবে, যে গাছে বাতাস ও রোদ লাগে, তাহলে ইনশাআল্লাহ স্ত্রী বাড়িতে চলে আসবে আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। আয়াত এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -

(সূরা বনী ইসরাঈল ১)

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দূর করার তদবীর

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়, কথায় কথায় রাগারাগী বাগ্বিতন্ডা হয়, তাহলে নিম্নের তদবীরটি অযূ সহকারে দুই

টুকরা কাগজে লিখে তামার মাদুলীতে ভরে আতর মেখে পুরুষ হলে ডান হাতে আর মহিলা হলে বাম হাতে বাধবে, আর দ্বিতীয়টি ভাজ করে দুটি পাথরের নিচে রেখে দিবে।ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে। তদবীরটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٧٨٦ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

يحبونهم كحب الله يا غفار	والذين امنوا اشد حبا لله يا رحيم ١٤	والقيت عليك محبة مني يا كريم١١	انه لحب الخير لشديد يا ودود ٨
انه لحب الخير لشديد يا ودود ١٢	والقيت عليك محبة مني يا كريم٧	والذين امنوا اشد حبا لله يا رحيم ٢	يحبونهم كحب الله يا لطيف ١٣
والذين امنوا اشد حبا لله يا لطيف ٦	يحبونهم كحب الله يا رحمن ٩	انه لحب الخير لشديد يا رحيم ١٦	والقيت عليك محبة مني يا رحمن ٣
والقيت	انه لحب	يحبونهم	والذين

عليك محبة مني يا رحمن ١٥	الخير لشديد يا الله ٢	كحب الله يا كريم ٥	امنوا اشد حبا لله يا رحيم ١٠

اللهم سخر قلب فلان بن فلان علي حب فلانة بنت فلانة بحق وجعلنا
من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشينهم فهم لا يبصرون

প্রথম فلان بن فلان এর স্থানে স্বামী এবং তার পিতার নাম লিখবে, আর দ্বিতীয় فلانة بنت فلانة এর স্থানে স্ত্রী ও তার মাতার নাম লিখবে। আর স্ত্রী যদি ইচ্ছা করে যে, তার স্বামী আর ঝগড়া বিবাদ না করুক তাহলে প্রথম স্থানে স্ত্রী ও তার মাতার নাম লিখবে।

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার তদবীর

স্বামী স্ত্রীর দন্ধ যদি তিব্র আকার ধারণ করে একজন আরেক জনকে একে বারে মেনে নিতে না পারে, তাহলে দেশি মুরগীর ৭ টি ডিম নিয়ে, অযু সহকারে সূরা জিন এক বার পাঠ করে একটি ডিমের উপর ফুঁক দিবে, এভাবে ৭ বার পাঠ করে ৭টি ডিমের উপর ফুঁক দিয়ে তার একটি একটি করে এক দিনেই ৭ টি ডিম, কয়লার

আগুনে পুড়াবে। মোট কথা হলো এক দিনেই একটি একটি করে ৭ টি পুড়িয়ে ফেলবে তবে পুড়াবার সময় যার ভালোবাসা পেতে ইচ্ছুক তার নাম ও তার মাতার নাম উল্লেখ করবে। এভাবে এই আমল ৭ দিন করবে ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবেন।

স্বামী বা স্ত্রী রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনার তদবীর

কারো স্বামী বা স্ত্রী রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেলে, তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিদিন ইশার নামাযের পরে ১১ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করে, তারপর তেরোশত বার পাঠ করবে।

رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

বাংলা উচ্চারণঃ

রব্বি আন্নী মাগলুবুন ফান্তাসির।

অতঃপর আবার ১১ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে। এভাবে ৭ দিন বা ২১ দিন করবে।

স্ত্রী বা স্বামী দূরে থাকলে তার অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টির তদবীর

স্ত্রী বা স্বামী যদি দূরে থাকে তার অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টির জন্য সাত টুকরা লবণ নিয়ে প্রত্যেক টুকরা লবণের উপর নিম্নের আয়াত একেক বার পাঠ করে ফুঁক দিবে, এবার ঐ

পড়া লবণ প্রতিদিন এক পিচ জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিবে ইনশাআল্লাহ তার অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। আয়াতটি এইঃ

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

(সূরা ইয়াছিন ৭৭)

বাংলা উচ্চারণ

আওস্বামী বা স্ত্রীর মনে ভালাবাসা জাগ্রত হওয়ার তদবীর

যদি কোন স্ত্রী তার পিতার বাড়িতে চলে যায়, এখন স্বামীর কথা শুনতেই পারে না। কথা বলতে গেলে বকা দেয়, সে এ সংসার করবে না এ সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে বা এইরুপ যদি স্বামী করে,তাহলে নিম্নের তদবীরটি সূর্য উদিত হওয়ার সময় লিখে ডান হাতে ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ তার অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তদবীরটি এইঃ

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

প্রথম ফুলান বিন ফুলান এর স্থানে স্ত্রীর নাম ও তার মাতার নাম দ্বিতীয় ফুলান বিন ফুলানের স্থানে স্বামীর নাম ও তার মায়ের নাম লিখবে।

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের তদবীর

নিম্নের তদবীরটি লিখে তার উপর নিম্মের আয়াতটি ১১ শত বার পাঠ করে ঐ তাবিজের উপর ফুঁক দিয়ে তা বাম হাতে ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। আয়াতটি এইঃ

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

নকশাটি এইঃ

يُحِبُّونَهُمْ	كَحُبِّ	اللَّهِ	وَالَّذِينَ
كَحُبِّ	اللَّهِ	وَالَّذِينَ	آمَنُوا
اللَّهِ	وَالَّذِينَ	آمَنُوا	أَشَدُّ حُبًّا
وَالَّذِينَ	آمَنُوا	أَشَدُّ حُبًّا	لِلَّهِ

فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে ফিরিয়ে আনার তদবীর

স্ত্রী যদি কোন বিষয় রাগ করে পিতার বাড়িতে চলে যায় স্বামীর বাড়িতে আর না আসতে চায়, এটা যে কারণেই হোক শশুর শাশুড়ির কথা শুনে হোক বা অন্য কারো কথা শুনে, অথবা এতোদিন স্বামীর পূর্ণ ভক্ত ছিলো হঠাৎ করে আর স্বামীর কথা শুনতে পারে না, স্বামী ফোন দিলে বকা দেয়, যে আচারণ এতো বছরে প্রকাশ পায়নি। তাহলে সূরা কুরাইশ ৪১ বার পাঠ করে শরিষার দানার উপর ফুঁক দিয়ে তা ৭ দিন দুপুর বেলা আগুনে পুড়াবে, আর কিছু দানা সম্ভব হলে, স্ত্রী যে বাড়িতে রাগ করার পর আছে, সেখানে ছিটিয়ে দিবে ইনশাল্লাহ তার অন্তরে স্বামীর

ভালোবাসা জাগ্রত হবে আর স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসবে।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

বাংলা উচ্চারণ

লিইলাফি কুরাইশ- ইলাফিহিম রিহলাতাশ শিতায়ী ওয়াস সাইফ- ফাল-ইয়া'বুদু রব্বা হাজাল বাইত- আল্লাজি আতআমাহুম মিন জুইউ ওয়া আমানাহুম মিন খওফ।

মুহাব্বতের শক্তিশালি তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর দন্ধ মিটানোর জন্য উভয়ের মধ্যে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ৪০টি ছোলা বুট নিয়ে সূরা যিলযাল ১০০ বার পাঠ করে ঐ দানার উপর ফুঁক দিয়ে তা আগুনে পুড়াবে, তবে আগুনে পুড়ানোর সময় মুখে কোন মিষ্টি দ্রব্য রাখবে। এভাবে তিন দিন করবে ফায়দা না হলে ৭ দিন করবে ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে। সূরা যিলযাল এইঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

বাংলা উচ্চারণ

ইযা ঝুলঝিলাতিল আরদু ঝিলঝালাহা- ওয়া আখরাজাতিল আরদু আছক্বালাহা- ওয়া ক্বালাল ইনসানু মালাহা- ইয়াউমাইজিন তুহাদ্দিছু আখবারাহা- বিআন্না রব্বাকা আউহালাহা- ইআউমাইজিন ইয়াসদুরুন নাসু আশতাতা লিইরাউ আ'মালাহুম- ফামাই ইয়াসমাল মিছক্বালা জার্‌রতিন খয়রাই ইয়ারাহ- ওয়ামাই ইয়ামাল মিছকালা জার্‌রাতিন শার্‌রাই ইয়ারাহ-

স্বামী বা স্ত্রীর অন্তরে ভালোবাসার আগুন জ্বালানোর তদবীর

স্বামী বা স্ত্রীর অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য এই তদবীরটি খুবই ফসপ্রসূ ও পরিক্ষিত। বুধবার দিন ইশার নামাযের পর স্বামী বা স্ত্রীর অন্তরকে ভালোবাসার জ্বালে আবদ্ধ করার জন্য ৩২টি সূঁচ হাতে নিবে। অতঃপর নিম্নের আয়াতটি এখলাসের সাথে পাঠ করে ঐ সূঁই এর উপর ফুঁক দিবে আর ঐ লোকের নাম ও তার মাতার নাম

উল্লেখ করে বলবে হে আল্লাহ অমুকের অন্তরে ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিন। অতঃপর সূঁচগুলো আগুনে জ্বালাবে। ইনশাআল্লাহ তার অন্তরে ভালোবাসার আগুন জ্বলে উঠবে। আয়াতটি এইঃ

[وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [العاديات/٨

বাংলা উচ্চারণ

ওয়া ইন্নাহু লিহুব্বিল খয়রি লাশাদিদ

যদি কারো ক্ষেত্রে এমন হয়

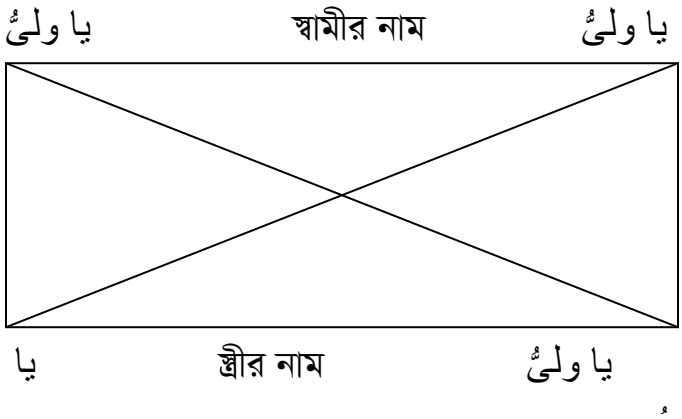
বাড়িতে আসলে স্বামী বা স্ত্রী খারাপ ব্যবহার করে, পরিবারের সকলে তাকে আড় চোখে দেখে, সে সবার সাথে মিশতে চায় কিন্তু কেউ তাকে মুল্যায়ন করে না। অথবা বন্ধু-বান্ধব ব্যবসার পার্টনার গ্রামের লোকেরা কেউ তার সাথে মিশতে চায় না। যার ফলে সে ধীরে ধীরে মানুষিক রোগী হয়ে যাচ্ছে, তাহলে নিম্নের তদবীরটি লিখে মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশাবাদি এই তদবীরের বরকতে এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। তদবীরটি এইঃ

[يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ [يس/١، ٢

এই সমস্ত রোগীদেরকে যে তদবীর দিয়ে ছিলাম

১ নাম্বারঃ- যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত না থাকে, তাহলে নিম্নলিখিত নকশাটি কাগজে লিখে গাছের ডালে

ঝুলিয়ে বেঁধে রাখবে ইনশাআল্লাহ অল্পদিনের মধ্যেই মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। নকশাটি এইঃ-



২ নাম্বারঃ- নিম্নক্ত আয়াতটি লিখে নিজের সঙ্গে রাখলে স্ত্রী নিজের অধীনে থাকবে ইনশাআল্লাহ আর স্ত্রী ব্যবহার করলে স্বামী তার অধিনে থাকবে। আয়াতটি এইঃ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ-

৩নাম্বারঃ- নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে ১৪ দিন পর কোমরে ব্যবহার করবে। তদবীরটি এইঃ-

٢٤٣و	٢٥٦ر	٢٥٣و	٢٥٠ ر

٢٥٥و	٢٤٤و	٢٤٩و	٢٥٤د
٢٤٥و	٢٥٨و	٢٥١و	٢٤٨د
٢٥٢د	٢٤٧و	٢٤٦د	٢٥٧و

৪ নাম্বারঃ- যে সব স্ত্রীলোকের স্বামী সর্বদা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে, নিম্নলিখিত আয়াত তিন বার পাঠ করে কিছু মিষ্টি দ্রব্যের উপর ফুক দিয়ে স্বামীকে খাওয়াবে, ইনশাআল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীর বশীভূত হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ-

৫নাম্বারঃ- অবাধ্য স্ত্রী বা স্বামীকে বাধ্য করে বাড়িতে আনতে হলে, নিম্ন লিখিত তাবীজটি লিখে স্ত্রীকে আনতে হলে স্বামী যে খাটে ঘুমায় তার নিচে পুতে রাখবে, আর স্বামীকে আনতে হলে স্ত্রী যে খাটে খুমায় তার নিচে পুতে রাখবে ইনশাআল্লাহ স্ত্রী স্বামী বাধ্য হয়ে বাড়িতে চলে আসবে। তবে স্বামীর জন্য করতে হলে حتي ياتي লিখতে হবে تاتي এর স্থানে। তাবীজটি এই:-

١٩ ١١٩ ١١ ١١ لحما ويا مريد اجلها ما الأخذ حتى تأتي فلانة بنت فلانة إلى فلان ابن فلان و وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ عجل الله الوحا لله الطور أنهم سابقون-

প্রথম ফুলানের স্থানে স্ত্রী ও তার মাতার নাম এবং দ্বিতীয় ফুলানের স্থানে স্বামী ও তার মাতার নাম লিখবে।

৬ নাম্বারঃ- অবাধ্য স্ত্রী বা স্বামীর ভালবাসা পেতে হলে নিম্ন লিখিত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে, একটি গোল মরিচের উপর ফুক দিবে। অত:পর তা আগুনে নিক্ষেপ করে বলবে, হে এই সকল হরফের মুয়াক্কেলগণ অতিসত্বর অমুকের কন্যা অমুককে উপস্থিত করে দিন। এরূপ সাত দিন করবে, ইনশাআল্লাহ স্ত্রী স্বামীকে খুব ভালবাসবে। দু'আটি এই:-

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِذَالِكَ جَبَّارٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ غَفُوْرٌ غَفَّارٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَرِيْمٌ سَتَّارٌ-

৭ নাম্বারঃ- স্ত্রীর নামের অক্ষর এবং স্বামীর নামের অক্ষর বের করে, এক সাথে যোগ করে যতো হয়, ঐ পরিমাণ يَا وَدُوْدُ পাঠ করবে, এভাবে মোট ২১ দিন করবে ফায়দা বুজে না আসলে ৪১ দিন করবে।

এই তদবীরগুলো আমরা অধিকাংশ রোগীকে দিয়ে থাকি আর আল-হামদুলিল্লাহ অনেকের ক্ষেত্রেই ভালো ফায়দা পাওয়া যাচ্ছে। অতঃএব এখলাসের সাথে এই তদবীরগুলো প্রয়োগ করলে ভালো উপকার পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

যে কোন আমলের জাকাত আদায় করার সহজ উপায়

তদবীর জগতে সব সময় কঠিন,অস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম এবং প্রশ্নবোধক বিষয় থাকে, এই সমস্ত সমস্যার কারণে সবার অন্তরে চাহিদা থাকে যে, তার কাছে এমন এক শক্তি থাকবে, যার দ্বারা সে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করবে, এবং এর সাথে সাথে এমন লোকেরও সংখ্যা কম না যে তারা চায়, এমন শক্তি তারা অর্জন করবে যে শক্তি দ্বারা সে অন্যদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে এবং নিজেও রক্ষা পাবে। আর এই শক্তি কি ভাবে অর্জন করা যায়, তা জানার জন্য মানুষ ছুটে যায় বিভিন্ন লোকের কাছে। আর বাস্তব কথা হলো, কোন আমল দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার পেতে হলে, ঐ আমলের রুহানী শক্তি অর্জন করা জরুরী, যত সময় আপনার কাছে রুহানী শক্তি না থাকবে, ততো সময় ঐ আমল দ্বারা ফায়দা অর্জন করা একটি কারামতি ব্যতিত আর কিছুই না। অন্যান্য এলেমের মতো তদবীর জগৎ ও আমলিয়াতের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন নিয়ম ও

শর্ত, যার উপর রয়েছে এই আমলের ভিত্তি, আর প্রত্যেকটি আমল তয়ের করার জন্য সীমাহিন মেহনত করতে হয়। আর তদবীর জগতে সফলতার জন্য যে, মূলনীতি লেখা হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেক হরফ ও আয়াত এবং নকশার জাকাত আদায় করা এক নাম্বার শর্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

জাকাত আদায়ের মূল শর্ত হলো, যে কোন আয়াত অথবা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতি নামকে এক লাখ পচিশ হাজার বার নির্ধারিত শর্তে পাঠ করবে, তাহলে আপনি এই এক আয়াত বা আল্লাহ তা'য়ালার একটি সিফাতী নামের রুহানী শক্তি অর্জন করেছেন।

এখন আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আমলিয়াতের জাকাতের পদ্ধতি বর্ণনা করবো

পত্যেক হরফ ও আয়াত এবং আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতি নামের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা একেক জন ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আর এই এক এক জন ফেরেস্তার সাথে আছে আরো বহু ফেরেস্তা, আর এই ফেরেস্তাদের কাজ হলো এই আমলের প্রভাব প্রকাশ করা, আর এটা তারা করে আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে, আল্লাহ তায়ালার আদেশ ব্যতিত তারা কিছু করতে পারে না। এর উদাহরণ হলো, কোন এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে না বহুদিন

ধরে, এখন কি করতে হবে ইসলাম শিখিয়েছে যে, আমরা বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে বৃষ্টির জন্য নামায পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুআ করবো যে, হে আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দুআ কবুল করলে ফেরেস্তাদের আদেশ দিবেন যে, ঐ এলাকায় বৃষ্টি বর্ষন করো ফলে তারা বৃষ্টি বর্ষন করবে, বাস্তবতা হলো এই নামাযের রুহানী শক্তি দ্বারা আমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে ডাকি ফলে মনোনীত ফেরেস্তারা আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই ফেরেস্তা যাদেরকে এই শক্তি দেওয়া হয়েছে, তাদেরকেই **মুদাব্বিরদের ভাষায় মুয়াক্কিল বলা হয়**।

মানুষের স্বভাব হলো, সে যেই মানুষের সাথে প্রতিদিন স্বাক্ষাত করে, তার সাথে তার ভালো সম্পর্ক হয়, এক পর্যায় একজন আরেক জনের বন্ধু হয়, আসতে আসতে সম্পর্ক আরো গভীরে চলে যায়। আমলের জাকাত আদাই করার দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, এক হরফ বা এক আয়াত বা একটি আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম বার বার পাঠ করলে এই আয়াত বা হরফ বা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নামের মুয়াক্কিল এর সাথে ভালো একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আর যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন

একজন আরেক জনের প্রয়োজনের প্রতি খিয়াল রাখে। ঠিক তদ্রুপ আপনি যখন আমলের জাকাত আদায় করবেন, তখন মুয়াক্কিলের সাথে আপনার একটি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে, ফলে যখন আপনি ঐ হরফ বা আয়াত অথবা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম এক আমল করবেন তখন ঐ মুয়াক্কিল আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে তার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করবে। তাই তদবীর কারীর জন্য আমলের জাকাত আদায় করার থেকে ভালো কোন কাজ আর হতে পারে না।

আমলের নিতি অনুযায় কোন আয়াত বা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নামের জাকাত হলো, ৪০ দিনে এক লাখ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করবে।

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

১৪ তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আজ আমরা ১৪ তম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি, আমরা আজ তদবীরের কিছু বিক্ষিপ্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। তার মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় হলো, বাচ্চাদের ক্রন্দন করা, বিষয়টা এমন যে, আপনি মুদাব্বির হন বা না হন, বাচ্চা কান্না করলে, তাকে নিয়ে আপনার কাছে আসবেই, যদি আপনি কোন মসজিদ বা মাদ্রাসার জিম্মাদার হন। বাচ্চা ভুমিষ্ট হলে তাকে ভালো রাখার জন্য যাবতীয় ফেতনা থেকে হেফাজতের জন্য ইসলামের কিছু হুকুম রয়েছে, যার অধিকাংশ আমরা পালন না করার কারণে, বাচ্চাদের বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে। বর্তমান জামানায় অধিকাংশ বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় হাসপাতালে। ইসলাম বলেছে যে, বাচ্চা ভূমিষ্ট হলে তার

ডান কানে আজান দিবে আর বাম কানে ইকামত দিবে। কিন্তু আমরা করি এর উলটা তা হলো, তার ছবি তুলে বিভিন্ন লোককে দিতে থাকি আর কেউ কেউ তো ফেসবুকে ছেড়ে লেখে যে, ছেলের বাবা হলাম বা মেয়ের বাবা হলাম, এর কারণে যে, ঐ বাচ্চার বদ-নজর লাগতে পারে এর কোন খবর তার নাই।

যে সমস্ত কারণে বাচ্চারা কান্না করে

১. জন্মের পরে বাচ্চার কানে আজান না দিলে।

২. বাচ্চাকে মানুষের সামনে দুধ পান করালে।

৩. সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বাচ্চাকে বাহিরে রাখা।

৪. সামর্থ্য থাকা সত্যেও আকিকা না করলে।

৫. বাচ্চার পিকচার নেটে ছাড়লে।

৬. বাজারের খোলা জিনিস ক্রয় করে ব্যাগে না ভরে হাতে করে বাড়িতে আনলে।

৭. বাড়িতে গান-বাদ্য চালালে।

বাজার থেকে তেলে ভাজা কোন বস্তু বা মিষ্টি রাতে নিয়ে আসলে তা অবশ্যই নিম্নের দুআগুলো পাঠ করে ঐ বস্তু বা মিষ্টিতে ফুঁক দিয়ে তারপরে ঘরে আনবেন। দুআগুলো এইঃ

এই দুআটি একবার পাঠ করে ফুঁক দিবে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التّاَمَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ

নিম্নের দুআটি ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে।

بِسْمِ اللهِ الّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيٌّ فِىْ الْاَرْضِ وَلَا فِىْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

নিম্নের দুআটি এক বার পাঠ করে ফুঁক দিবে।

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْحَسَدِ

এই আমলগুলো করে আপনি ঘরে প্রবেশ করলে তাতে জিনের আছর থাকলে বা বদ-নজর থাকলে তা থেকে হেফাজত থাকতে পারবেন।

এক যুবকের ঘটনা

আমাদের গ্রামে এক যুবক বাজার থেকে কয়েকটি সিঙ্গারা ক্রয় করে ইশার পূর্বে বাড়িতে আসছে, তার একটা খাওয়ার পরেই জিনে তাকে আক্রমণ করছে। ঐ জিনটা এতো ভয়ানক ও দুষ্ট ছিলো যে, সাথে সাথে সে তার ঘর-বাড়ি ভাংচুর করে বাড়ির পাশে ছিলো বাগান, সে বাগানে গিয়ে বড় এক গাছের সরু ডালে গিয়ে বসে রয়েছে আর নামে না। গ্রামের সব মানুষ জমা হয়েছে কারো কথা সে শোনে না। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না, তারা দুইজন হুজুর আনছে তারা আজান দিতে দিতে অনেক সময় পর নামছে। এখন ঐ জিন আর যায় না বহু চেষ্টা করার পরে আল্লাহ তা'য়ালা সুস্থ্যতা দান করেছেন।

ছোট শিশুকে জিনে আছর করলে রুকইয়াহ

এই রুকইয়াহটি সকাল সন্ধ্যা পাঠ করে রোগীর উভয় কানে ফুঁক দিবে অথবা রেকর্ড করে রোগীকে শোনাবে। আর এই রুকইয়াহ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিনে দুই বার করে খাওয়াবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ﴿۷﴾

(সূরা ফাতেহা, এক বার)

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ﴿۳۴﴾

(সূরা সওয়াদ ৩৪, ৭ বার)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا
نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ
يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ
لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ
الْعَظِيْمُ﴿۲۵۵﴾

(আয়াতুল কুরছি, ৩ বার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِۙ ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

(সূরা ফালাক ১ বার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِۙ ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

(সূরা নাস ১ বার)

ঘুমের মধ্যে যে কোন সমস্যা হলে এই রুকইয়াহ করুন

রুকইয়াহ এর পূর্বে যা করতে হবেঃ

(১) অযু করবে। (২) বিছানা ঝাড়ু দিবে। (৩) ঘুমানোর আগে দুআ পড়বে। (৪) ডান কাধে ঘুমাবে এবং ডান হাত গালের নিচে রেখে ঘুমাবেন। (৫) বাতি নিভিয়ে ঘুমাবে।

যেভাবে রুকইয়াহটি করবে

ঘুমানোর পূর্বে নিম্নের রুকইয়াহটি পাঠ করে অথবা রেকর্ড শুনে ঘুমাবে। আর পানির উপর পাঠ করে তা ঘুমানোর পূর্বে পান করবে। তাহলে আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশাবাদী আর কোন সমস্যা হবে না। এভাবে ২১ দিন করবে। তবে বেশি করলে কোন সমস্যা নাই।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿٢٥٤﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿٢٥٥﴾

(সূরা বাকারা ২৫৫)

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِیْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَیْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۪ وَ اغْفِرْ لَنَا ۪ وَ ارْحَمْنَا ۪ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ ﴿٢٨٦﴾

(সূরা বাকারা ২৮৪-২৮৬)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿٢﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿٣﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ﴿٤﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

(সূরা ফালাক) তিন বার।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِۙ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿٦﴾

(সূরা নাস) তিন বার।

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

আল্লাহুম্মা ক্বিনি আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু ইবাদাকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের পুনরুত্থানের দিন আমাকে আপনার শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا ، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِىَ لَهُ وَلَا مُؤْوِىَ

আল্হাম্দু লিল্লাহি আ'ল্লাযী আত'আমানা ওয়া সাক্বানা, ওয়া কাফানা, ওয়া আ'ওয়ানা, ফা-কাম্ মিম্মান্ লা কাফি লাহু ওয়া লা মুআ'উই

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

আল্লাহুম্মা আনতা খালাকতা নাফসী ওয়া আনতা তাতাওয়াফ্ফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়াহা। ইন্ আহইয়াইতাহা ফাহ্ফাজ্হা, ওয়া ইন্ আমাত্তাহা ফাগফির লাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল্ আফিয়াহ।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (তিন বার)

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হাল আযীমাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হু-আল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।

لَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতি, ওয়া রাব্বাল আরদি, ওয়া রাব্বাল আরশিল আযিমি, রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফালিকাল হাব্বি ওয়ান্নাওয়া, ওয়া মুনায্যিলাত্ তাওরাতি ওয়াল্ ইনজিলি ওয়াল্ ফুরক্বান, আউজু বিকা মিন্ শাররি কুল্লি যি শাররিন, আন্ তা আখিজুন্ বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহুম্মা আন্তা আল্আউয়ালু, ফালাইসা ক্বাব্লাকা শাইউন। ওয়া আন্তা আল্আখিরু, ফালাইসা বাআদাকা শাইউন। ওয়া আন্তা আয্যাহিরু, ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইউন। ওয়া আন্তা আল্বাতিনু, ফালাইসা দুনাকা শাইউন। ইক্দ্বি আন্না আদ্দাইনা, ওয়া আগ্নিনা মিনাল্ ফাকরি।

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ.

আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসি ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহি ইলাইকা, ওয়া ফাওওয়াজতু আমরি ইলাইকা, ওয়া আলজাতু জাহরি ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজআ ওয়ালা মানজা মিন্কা ইল্লা ইলাইকা। আমানতু বিকিতাবিকাল্লাজি আনযালতা, ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাজি আরসালতা। ফাইন্ন মিত্তা মিন্ লাইলাতিকা মিত্তা আলাল ফিতরাহ। ওয়া জআলহুন্না আখিরা মা তাকুল।

(الكلم الطيب পৃ. ২৬- ৩০)

বাচ্চাদের বদ নজর লাগলে রুকইয়াহ

(১) নাজদের অধিবাসী এক লোক ছিল যে, নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে বাচ্চাদের বদ- নজর লাগলে রুকইয়াহ করতেন। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৯৬)

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (সূরা ইসরাইল ৮২)

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ (সূরা ইউনুস ৫৮)

(২) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে তাকে উদ্বিগ্ন দেখলেন, তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ, তোমার মুখাবয়বে এই উদ্বেগ কেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হাসান ও হুসাইনকে বদ-নজর আক্রান্ত করেছে। জিব্রাইল (আ.) বললেন: বদ-নজর সত্য, এটি সত্য। আপনি কি তাদের এই শব্দগুলোর দ্বারা শিফা চাবেন না? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন: কী বলা হবে, হে জিব্রাইল? জিব্রাইল (আ.) বললেন: বলেন,

اَللَّهُمَّ ذَا السُّلطَانِ الْعَظِيمِ وَالْمَنِّ الْقَدِيمِ، ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيمِ وَلِيَّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ.

উচ্চারণঃ

আল্লাহুম্মা যা সুলতানিল আযীম, ওয়াল-মানিল কাদীম, যাল-ওয়াজহিল কারীম, ওয়ালিয়া কালিমাতিত-তাম্মাতি ওয়া দুআওয়াতিল মুসতাহাব্বাত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দোয়া পড়লেন, তারপর হাসান ও হুসাইন তাঁর সামনে খেলতে লাগলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা নিজেদের, নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের এই দোয়া দ্বারা আশ্রয় দাও, কারণ এর মতো আর কোনো দোয়া নেই যা এত উপকারী। এটি ইবনে কাসির তাঁর তাফসীরে (৪১১/৪) উল্লেখ করেছেন।

বাচ্চারা ক্রন্দন করলে যে তদবীর প্রয়োগ করবে

১.ছোট শিশু যদি উপরের দিকে তাকিয়ে বা চোখ বন্ধ করে অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করতে থাকে, তাহলে নিম্নক্ত আয়াত সাত বার পাঠ করে শিশুর দুই কানে ফুঁক দিবে, ইনশাআল্লাহ ক্রন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

২. যদি শিশু সর্বদা ক্রন্দন করে এবং রাতে ঘুমানোর সময় বেশী ক্রন্দন করে, তাহলে নিম্নক্ত আয়াত লিখে শিশুর গলায় ঝুলিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ ক্রন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ– شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ – إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

৩. ঘুমের ঘরে শিশু কান্না করলে বা চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ সময় কান্না করতে থাকলে, নিম্নক্ত তাবীজটি লিখে শিশুর গলায় বেঁধে দিবে, ইনশাআল্লাহ কান্না বন্ধ হয়ে যাবে। তাবীজটি এই:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الله بابنا تبارك حيطاننا لبيت سقفنا كهيعصق كفايتنا حمعسق حمايتنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ - وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

যদি বাচ্চা আড়ি ধরে কান্না করে

অনেক বাচ্চা আছে তারা কিছু চাওয়ার সাথে সাথে না দিলে কান্না শুরু করে আর থামতে চায় না। এরপর তাকে তা দিলেও থামে না । তাহলে নিম্নের তদবীরটি প্রয়োগ করবে।

ط ط ط ط ط ط ط هى هى هى هى هى هى
قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس بسم فلان بن فلان

তবে فلان بن فلان এর স্থানে শিশু ও তার মাতার নাম লিখবে।

যে সন্তান পিতা-মাতার কথা শোনে না

অনেক ছেলে-মেয়ে আছে, বয়াস কেবল ১০-১২ বছর হয়েছে, সে খুবই বদ-মেজাজি পিতা-মাতার কোন কথা শোনে না। এমনকি তার আচারণ এমন হয়েছে যে তার পিতা-মাতা তাকে নিয়ে ভয়ে থাকে। আবার ছেলে-মেয়েদের বয়াস আরো একটু বাড়ার পরেও দেখা দেয়। তাদের জন্য নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করবেন।

১. নিম্নের আয়াতটি সাত টুকরা কাগজে লিখে, এক টুকরা পানিতে ভিজিয়ে দিনে দুই বার করে তিন দিন সন্তানকে পান করাবে। এভাবে মোট ২১ দিন পান করাবে ইনশাআল্লাহ সন্তানের মধ্যে ভদ্রতা চলে আসার কথা। আয়াতটি এই:-

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

তবে ذُرِّيَّتِي এর পরে যে ছেলের জন্য আমল করবে বা তদবীর করবে তার নাম লিখবে। যেমন ধরুণ আপনি আপনার ছেলে আব্দুল্লাহ এর জন্য আমল করবেন বা তদবীর করবেন তাহলে এভাবে লিখতে হবে বা পাঠ করতে হবে। ذُرِّيَّتِي عَبْدُ اللهِ (জুরি্রইয়াতী আব্দুল্লাহ)

২. নিম্নের আয়াতটি প্রতিদিন ফজর ও মাগরীবের পরে সন্তানের পিতা বা মাতা ৭ বার করে পাঠ করবে। এভাবে ৭ দিন বা ২১ না হয় ৪১ দিন করবেন।

মুদাব্বির সুনাম অর্জন করার নিয়ম

যদি কোন মুদাব্বির সুনাম অর্জন করতে চায়, তাহলে সূরা মুহাম্মাদ এখলাসের সাথে জাফরান কালী দ্বারা লিখে যমযমের পানিতে ভিজিয়ে দিনে ২ বার করে ৪০দিন খাবেন। তাহলে আশা করা যায় তার সুনাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ।

যে বাচ্চা মাদ্রাসা বা স্কুলে যেতে যায় না

১. উপরের দুই নাম্বার আমল পিতা-মাতা করতে থাকবে।

২. নিম্নের দুআটি লিখে পানিতে ভিজিয়ে ২ বার করে ২১ দিন খাওয়াবে ইনশাআল্লাহ তাহলে সে মাদ্রাসায় বা স্কুলে যেতে ইচ্ছা পোষণ করবে । দুআটি এইঃ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا- رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي - اَللهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ

৩. নিম্নের তদবীরটি লিখে মাদুলিতে ভবে ছেলে বা মেয়ের কোমরে ব্যবহার করতে দিবে। তদবীরটি এইঃ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

وصلى الله على النبي واله وسلم

শিশু দিন দিন শুকিয়ে গেলে আমল

শিশু অতি শুকনা হলে বা তার প্রশ্রাব অতিরিক্ত হলে তিলের তৈলে সূরা ফাতেহা বিসমিল্লাহসহ তিনবার, আয়াতুল কুরসী তিনবার, সূরা সাফফাত لازب পর্যন্ত

তিনবার, সূরা জিন প্রথম থেকে ৬ পর্যন্ত তিনবার, চারকুল তিনবার পড়ে ফুঁক দিবে। এ তৈল তার পূর্ণ দেহে চল্লিশ দিন যারত মর্দন করবে। তৈল ব্যবহার করার পর তার শরীরে রাখতে পারবে অথবা গোসলও করাতে পারবে

গাভী দুধ দহন করতে না দিলে করণীয়

যে গাভী দুধ দহন করতে গেলে লাথি মারে, সে গাভীকে ভালো করার জন্য করণীয়

হলো,নিম্নের আয়াত লিখে মাদুলীতে ভরে গলায় বেধে দিবে। তাহলে সে আর ঝামেলা করবে

না ইনশাআল্লাহ। আয়াত এইঃ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

২. নিম্নের আয়াতটি ৩ বার পাঠ করে অবাধ্য পশুর কানে ফুঁক দিলে সে শান্ত হয়ে যাবে।

আয়াতটি এইঃ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ [آل عمران/٨٣]

কুরআন শরীফ মুখস্তশক্তি বৃদ্ধি করার রুকইয়াহ

সালাফের এক জা'য়াত থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যাদের কুরআন মুখস্ত করতে কষ্ট হয় বা ভুলে যায় তারা সূরা আলাম নাশরহ লিখে পানিতে ভিজিয়ে খাবে। তাহলে তাদের জন্য মুখস্ত করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৯২)

রাতে ঘুমালে যারা চিৎকার করে এবং ঘুমে যাদের জিনের সমস্যা হয় তাদের জন্য রুকইয়াহ

ইবনে কুতাইবা বর্ণনা করেন: একজন মিশরীয় শায়েখ আমাকে বলেছিলেন যে, আমি আরবদের একটি গোত্রে অতিথি ছিলাম। তারা আমাকে খুব সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন করেছিল। রাতে যখন তাদের এক ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে পড়ল, সে চিৎকার করে উঠল, পরে

উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং মাটিতে পড়ে গেল। আমি তার পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম: এর কী হয়েছে? তারা বলল: এটাই তার অবস্থা যখন সে ঘুমায়। তখন আমার মনে হলো তাকে কুরআনের একটি আয়াত পড়ে শুনাই:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا...﴾ (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৫৪)

এই আয়াত পড়ার পর সেই ব্যক্তি সুস্থতাবোধ করল এবং আর কখনো তার ওই অবস্থা হয় নাই।

এই আয়াতের ফজিলত

(১) ইবনু আবী হাতিম কা'ব ইবনু উজরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন: যখন এই আয়াত নাযিল হলো, একটি বিশাল কাফেলা দেখা দিলো, যাদের মনে হচ্ছিল তারা আরবের লোক। তারা জিজ্ঞাসা করল: তোমরা কারা? তারা বলল: আমরা জিন। আমরা মদীনা থেকে বের হয়ে এসেছি। আমাদেরকে এই আয়াত বের করে দিয়েছে।

(সূত্র: الدر المنثور (٩١/٣), لقط المرجان (পৃ. ১০৮)

(২) তাফসীরে আবু শাইখ-এ এসেছে: যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় আল্লাহ তাআলার এই বাণী وإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض (আরাফ: ৫৪) তিলাওয়াত করবে, তার উপর একটি ফেরেশতা তার পাখা মেলে রাখবে সকাল পর্যন্ত এবং চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(সূত্র: الدر المنثور (٩١/٣), لقط المرجان (পৃ. ১০৯)

রুকইয়াহটি যেভাবে করবে

যাদের রাতে জিনের সমস্যা হয় তারা অবশ্যই আয়াতটি মুখস্ত করে নিবে এবং রাতে পাঠ করে ঘুমাবে। তাহলে আশা করা যায় তাদের জিনের সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যারা নিজেরা পাঠ করে তেমন ফায়দা পাচ্ছেন না। তারা একজন রাকীর মাধ্যমে রেকর্ড করিয়ে প্রতিদিন রাতে ৫ থেকে ১০ মিনিট শুনে ঘুমাবেন ইনশাআল্লাহ তার সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

গরুর বাতাস বা নজর লাগলে করণীয়

অনেক সময় দেখা যায় গাভী বাচ্চা দেওয়ার পরে তার বদ-নজর বা বাতাস লাগে, গরুর বান

ফুলে যায়, অনেক সময় দুধের পরিবর্তে রক্ত আসতে থাকে সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো, যাদু

নষ্ট করার আয়াত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দিয়ে গরুকে গোসল করাবে ও ২ বার

করে গরুকে খাওয়াবে এবং বান দুই বার করে ধৌত করায় দিবে ইনশাাআল্লাহ ভালো হয়ে

যাবে।

সাপের বিষ নষ্ট করার তদবীর

যাকে সাপে কেঁটেছে তার বাম পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলে ডোর বেঁধে একজন টানতে থাকবে। আর আমেল নিম্নের আয়াত পড়ে রোগীর শরীরে ফুক দিয়ে গামছা দ্বারা মাথা হতে পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুল পর্যন্ত টেনে আনবে। এরূপ করতে থাকবে, যখন আঙ্গুল কালো হয়ে যাবে তখন একটা কাঁটা দিয়ে ফুটা করে বিষ বের করে দিবে। ঐরূপ

আবার করবে যদি বৃদ্ধা আঙ্গুল কালো হয়, তাহলে ফুটা করে বিষ বের করতে হবে। আর যদি কালো না হয়, তাহলে মনে করবে আর বিষ নাই। ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

জিন সাপে কামড় দিলে করণীয়

যদি এক বার সাপে কাটে তাহলে উপরের নিয়মে বিষ নামাবেন, আর যদি জিন সাপে বার

বার কামড় দেয়, ফলে শরীর জালাপোড়া করে, হাত পা ফুঁলে যায় তাহলে করণীয় হলো,

আয়াতে শেফা, আয়াতে সালাম ও নিম্নের দুআ তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে

পানি রোগীকে খাওয়ালে বিষের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

কুকুরের বিষ নষ্ট করার তদবীর

কিছু লবণ নিয়ে তার মধ্যে হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া দিতে থাকবে। আর নিম্নের আয়াত সাত বার পড়ে প্রত্যেক বার ফুঁক দিবে। যদি লবণের মধ্যে লোম পাওয়া যায়, তাহলে তা ফেলে দিবে। উক্ত লবণ রোগী তিন দিন সকালে খালি পেটে খাবে, ইনশাআল্লাহ কুকুরের বিষ নষ্ট হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا – وَأَكِيدُ كَيْدًا– فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا-

বিড়ালে কামড় দিলে কি করণীয়

বিড়ালের স্বাভাবিক বিষ থাকে না কিন্তু যদি কেউ আসে তাহলে তাকে লবণ পড়ে দিতে পারেন।

প্যারালাইসিস রোগের জন্য রুকইয়াহ

ইবন কুতাইবা (রহ.) বলেছেন: আমি একদল লোকের সাথে হজ্জে গিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে একজন প্যারালাইসিস রোগী ছিল। আমি তাকে দেখলাম কাবা ঘরের চারপাশে চলাফেরা করছে, কিন্তু সে প্যারালাইসিসে শিকার ছিল না। আমি তাকে বললাম: "আল্লাহ তোমাকে

রহমত করুন, কীভাবে তোমার রোগ সেরে গেছে, আর তুমি প্যারালাইসিস থেকে কিভাবে সুস্থ হলে? সে বলল: আমি যমযমের কূপে গিয়েছিলাম এবং তার পানি থেকে কিছু গ্রহণ করেছিলাম। তারপর আমি একটি কলম দিয়ে লিখলাম

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴿۲۴﴾

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

এরপরে বল্লাম হে আল্লাহ আপনার নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, যে উদ্দেশ্যে যমযমের পানি পান করা হয় তা পূর্ণ হয়। আর কুরআন আপনার কথা আমাকে সুস্থ করুন আপনার দয়ায়। তারপর আমি এই লেখা যমযমের পানিতে মিশিয়ে পান করি ফলে আমার হাত ও পায়ের

ব্যথা দূর হয় এবং আমি প্যারালাইসিস থেকে মুক্তি পাই। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৮৩-৮৪)

আমাদের চোখ যা দিয়ে আমরা দেখি, এটা একটা গোস্তের টুকরা যার উপরে পর্দা রয়েছে। যদি আমরা চোখ বন্ধ করি তাহলে বাহির থেকে যে আলো চোখ পর্যন্ত পৌছিয়ে আমাদেরকে দেখতে সহযোগীতা করে তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আমরা কিছু দেখতে পাই না। এটি আমাদের প্রকাশ্য চোখের কাজ।

সাধারণ ভাবে বলা হয় যে, আমরা চোখ দ্বারা দেখি কিন্তু চিন্তা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, দেখার জন্য শুধু চোখ যথেষ্ট না। যদি ঐ আসবাবকে নিয়ে যাওয়া হয়, যা চোখের পর্দা থেকে বিষয়টিকে মেধাকে অবগতি করে। তাহলে চোখের উপস্থিতি থাকা সত্যেও মানুষ কিছু দেখবে না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দেখার যে নিয়ম রয়েছে সেক্ষেত্রে চোখ হলো, জুজ, কুল না। অনেক সময় এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে এবং তার চোখ খোলা কিন্তু সে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখ এবং মেধা সব কিছু উপস্থিত আছে তার পরেও সে দেখতে পাচ্ছে না। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, দেখার জন্য মেধার সচেতন থাকা জরুরী।

একটি উদাহরণ

আমরা ঘর থেকে মাদ্রাসায় বা অফিসে যাই, যাওয়ার পরে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, রাস্তায় কি দেখেছেন?

আমরা সব জিনিসের নাম বলতে পারি না। তবে যেই জিনিসের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়েছি তার বিবরণ সঠিক ভাবে দিতে পারি।

আরো একটি উদাহরণ

আমরা যখন বড় ধরনের কোন চিন্তার মধ্যে থাকি, তখন আমাদের চোখের সামনে অনেক আওয়াজ হয়, অনেক ঘটনা ঘটে কিন্তু আমরা তার কিছুই বলতে পারি না।

মানুষের মেধায় চিন্তা ও কল্পনা সব সময চলতে থাকে। আপনি গভীর ভাবে চিন্তা করলে জানতে পারবেন যে, মানুষের জীবনের সব কাজ চিন্তা এবং কল্পনা থেকে বাস্তবায় রুপ ন্যায়। শুধু মানুষের কর্মজীবনই না বরং এলেমসমূহ ও ফনসমূহ মানুষের কল্পনা থেকে শুরু হয়।

যখন আমরা কোন জিনিসের অস্তিত্ব প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখতে পাই,তখন সে সম্পের্কে অবগত হওয়া ও চিন্তা করা আমাদের জন্য সহজ হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় কোন জিনিসের অস্তিত্ব প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখে নাই তারপরেও চিন্তা ও কল্পনার বস্তু মেধার উপর জুমা হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্য হলো, বাহিরের জিনিস যখন চোখের আওতাধীনে আসে তখন চোখ তা দেখতে পায়। আর যখন জিনিস চিন্তা ও কল্পনায় আসে তখন তা দেখার জন্য বাহিরের আলোর কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষ কল্পনার জিনিসকে এমন ভাবে অনুভব করে যেমন প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখে কোন জিনিসকে মানুষ অনুভব করে। কল্পনার জিনিস অস্তিত্বহীন হলেও প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখা জিনিসের মতই এর অর্থ রয়েছে। সুতরাং বুজা গেলো, দেখার কাজটা দুই ভাবে হয়।

১. প্রকাশ্য চোখ দিয়ে।

২. কল্পনা ও চিন্তা দিয়ে। যাকে বাতেনী চোখ বলে।

এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, যদি কোন ঘটনা আপনাকে প্রভাবিত করে বা কোন ব্যক্তিকে যদি আপনার অন্তরে ভালো লাগে।আর আপনি যদি আপনার মেধাকে ঐ ঘটনা বা ব্যক্তির দিকে মুতাওয়াজ্জু করেন, তাহলে আপনার কল্পনায় ঐ ঘটনা বা ব্যক্তির ছবি এমন ভাবে নকশা হয়ে যায় যে, তার শেকেল ও সূরাত আমরা এমন ভাবে অনুভব করি যেমন প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমে করে থাকি।

এইরুপ ভাবে অনেক সময় আমরা ঘুমিয়ে স্বপ্নে অনেক ঘটনা ঘঠতে দেখি তখন আমাদের চোখ বন্ধ থাকে, কিছু দিন পরে বাস্তবেই সে ঘটনা জাগ্রত অবস্থায় ঘটে।

এই সমস্ত উদাহরণ দ্বারা যা আপনাদেরকে বুজাতে চেয়েছি তা হলো, মানুষের দেখার যে কাজ, তা প্রকাশ্য চোখের যে আসবাব রয়েছে তা থেকে স্বাধীন।

কখনও কখনও মানুষ প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখে তার আসবাব উপস্থিত থাকার ফলে , আবার কখনও ঐ আসবাব উপস্থিত না থাকা সত্যেও দেখে, এই দেখার চোখকে বাতেনী চোখ বলে।

কিভাবে বুজবেন যে আপনার বাতেনী চোখ খুলেছে?

যদি কোন ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে মুরাকাবা করতে থাকে, তাহলে এক সময় তার বাতেনী চোখ খুলে যায়। বাতেনী চোখ খুলার কিছু আলামত নিম্নে লেখা হলো।

১. দুই চোখে মাঝে ভারি অনুভব হওয়া।

২. ধৈর্য শক্তি বেড়ে যাওয়া।

৩.মাথা ব্যথা অনুভব করা।

৪. ভালো খাবারের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়া।

৫. বেশি বেশি স্বপ্ন দেখা।

৬. মেধাশক্তি বেড়ে যাওয়া।

৭. ভবিষ্যতের ঘটনার সম্ভব্য জ্ঞান অর্জন করা।

৮. চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হওয়া।

মুরাকাবা

বাতেনী চোখ খোলার জন্য মুরাকাবার বিকল্প নাই। আপনাকে বাতেনী চোখ খোলার জন্য মুরাকাবা করতেই হবে।

মুরাকাবা কাকে বলে

সহজ ভাষায় বলতে গেলে,দুনিয়াবী সমস্ত কাজ-কাম, স্ত্রী ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় সম্পর্ক ত্যাগ করে নির্জন স্থানে বসে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জু হওয়াকে মুরাকাবা বলে।

হুজুর (সা.) এর সকল উম্মাত এ কথা জানে যে, হুজুস (সা.) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দুনিয়াবী সমস্ত কাজ-কাম, স্ত্রী ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-সজন এর সম্পর্ক ত্যাগ করে নির্জন স্থানে বসে ইবাদত ও রিয়াযত করেছেন।

মুরাকাবাকারীর জন্য যে জিনিসগুলো জরুরী

১. যে স্থানে মুরাকাবা করবে সেখানে হৈ চৈ থাকতে পারবে না।

২.সে স্থান অন্ধকার থাকবে।

৩. যতো সময় ঐ স্থানে থাকবে ততো সময় নিজের মেধাকে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি মুতাওয়াজ্জু রাখবে। আর কল্পনা করবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দেখতেছে।

মুরাকাবাকারী যে সমস্ত জিনিস থেকে বেচেঁ থাকবে

১. মিষ্টিদ্রব্য কম ব্যবহার করবে।

২. চেষ্টা করবে যে, প্রত্যেক প্রকারের নেশা থেকে বিরত থাকবে। যেমন পান খাওয়ার নেশা ইত্যাদি।

৩. খানা আধা পেট খাবে।

৪. প্রয়োজন যতোটুকু ততোটুকু ঘুমাবে, অধিক সময় জেগে থাকার চেষ্টা করবে।

৫. কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্ভন করবে, যতোটুকু জরুরত ততোটুকু বলবে।

৬. কারো দোষ বর্ণনা করা এবং গীবত করা থেকে বিরত থাকবে।

৭. মিথ্যাকে আপনার জীবন থেকে ডিলেট করে দিবেন।

৮. মুরাকাবা করার সময় কানে তুলা দিয়ে রাখবেন।

৯. মুরাকাবা করার সময় আরামে বসবেন, তবে কোমর সোজা রাখবেন।

১০. মুরাকাবা করার পূর্বে নাকের উভয় ছিদ্র দিয়ে আস্তে আস্তে করে নিশ্বাস নিবেন বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে রাখবেন না।

১১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে সংক্ষিপ্ত মুরাকাবা করবেন এবং করার সময় এই কল্পনা করবেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দেখতেছেন। আস্তে আস্তে এই কল্পনা এমন গভীরে চলে যাবে যে, মানুষ তার জীবনের সব কাজ ও নড়াচড়ায় সে কল্পনা করবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দেখতেছে।

মুরাকাবার এই স্তরকে এহসান এর স্তর বলে। এই স্তরে যখন বান্দা পৌছে যায়, তখন তার সামনে দুনিয়ার অদৃশ্য বিষয়ের দরজা খুলে যায়। আর সে আস্তে আস্তে আরো উন্নতি করতে থাকে।

বাতেনী চোখ খোলার পন্থা

১ নাম্বার পন্থা

এই আমল শুরু করার জন্য চেষ্টা করবে জাগ্রত থাকার অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় থাকার জন্য। আমল করার জন্য একটি আলাদা রুম নির্ধারণ করে নিবেন, যাতে আমলের মাঝে কেউ আপনাকে ডিস্টাপ না করে। এই আমল রাতে ঘুমানোর পূর্বে করবে, আমল শেষে কারো সাথে কথা না বলে চুপ করে ঘুমিয়ে যাবেন।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে অযু অবস্থায় আরাম দায়ক বিছানার উপর কোমরকে সোজা করে বসবেন। ঘরে সুঘ্রাণ যুক্ত আগর বাতি জালাবেন। এই আমলে দিন নির্ধারিত নাই। যে পর্যন্ত আপনি বাতেনি চোখ খোলার আলামত জাগ্রত বা ঘুমান্ত অবস্থায় না পাবেন ততো সময় পর্যন্ত করতে থাকবেন।

প্রথমে আপনার দায়িত্ব হলো, নিম্নের দুরুদ মুখস্থ করবেন, তারপরে যে কোন আরবী মাসের প্রথম জুম'য়ার রাত থেকে আমল শুরু করবেন।

যখন আপনি আমলের ইচ্ছা করবেন, তখন চোখ বন্ধ করে স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাস নিতে থাকবেন, কয়েক মিনিটি আপনার নিশ্বাসের দিকে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু নিশ্বাসকে নিজে থেকে জোরে বা আস্তে করবেন না। দুই-তিন মিনিট পর নিশ্বাস একা একাই হালকা হতে থাকবে। এই সময় আপনি আপনার মনোযোগ আপনার কপাল তথা দুই চোখের মাঝখানে নিবেন এবং এই কল্পনা করবেন যে, এই স্থানে একটি নুরের দায়েরা আছে যা অনেক আলোকিত। এই অবস্তায় আপনি নিম্নের দুরুদটি একশত এক বার পাঠ করবেন।

এই আমল শুরু করার কয়েক দিনের মধ্যে স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় এমন কিছু ঘটনার দিকে ইশারা করা হবে যা কয়েক দিনের মধ্যে ঘটে যাবে। স্বপ্ন আপনি অনেক দেখা শুরু করবেন, এই সময় আপনি স্বপ্নের প্রতি মনোযোগী হবেন, কারণ স্বপ্নের মধ্যে আপনাকে কোন বার্তা দেওয়া হবে। শুরুর দিকে স্বপ্ন কোন অর্থবোধক হবে না কিন্তু যতই আমল করতে থাকবেন স্বপ্ন আপনার ততো স্পষ্ট ও অর্থবোধক হবে থাকবে।

এই আমল আপনি চালু রাখলে আপনি এমন স্থানে পৌছে যাবেন যে, চোখ বন্ধ করে দুই চোখের মাঝখানে মনোযোগ দিলে আপনি যে কোন কাজের হাকিকত জেনে যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। দুরুদটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ نُوْرِ الْاَنْوَارِ وَسِرِّ الْاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْاَبْرَارِ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালী মুহাম্মাদিন নুরিল আনওয়ার ওয়া সিরি্রল আসরার ওয়া সায়্যিদিল আবরার।

২ নাম্বার পন্থা

এই আমলটি খুবই কার্যকারী। আমলকারীর সামনে আমলিয়াতের সমস্ত আশ্চার্য বিষয় প্রকাশ হবে। এই আমলের দ্বারা মানুষ, জিন, যাদু এবং গোপন সব বিষয় আপনার সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই আমল করার দ্বারা প্রথমে আপনার শ্রবণশক্তি খুলে যাবে। তারপর বাতেনী চোখ খুলবে। ফলে আমলকারী জিন্নাতের দুনিয়া, মুয়াক্কিল এর দুনিয়া প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে। আর তাদের সাথে কথাও বলতে পারবে, আর আপনার সে মাখলুক তা'বে আছে তাকে দিয়ে যে কোন কাজ আপনি করাতে পারবেন এবং তার সাথে মশওয়ারা করতে পারবেন। এই আমল দ্বারা কি কি অর্জন হবে তা লিখে সমাপ্ত করা সম্ভব না। তাই আর আলোচনা না করে চলুন আমল করার নিয়ম বলি।

তাহাজ্জুতের সময় উঠে প্রথমে গোসল করে তাহাজ্জতের নামায পড়ে জায়নামাজে বসে, চোখ বন্ধ করে বা কালো কাপড় দ্বারা চোখ বেধে। এরপরে নিজের দৃষ্টিকে শান্ত করে নিজের থেকে কিছু দেখার চেষ্টা না করে, আপনার মনোযোগ আমলের দিকে রাখেবেন। প্রথমে **১১** বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করে **২১** শত বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ (ইয়া হাইয়ু ইয়া কইয়ুম) পাঠ করবেন। তারপর আবার **১১** বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন। এই আমল একাধারে ৪০ দিন করবেন। ৭ দিন যেতে না যেতেই আপনার অবস্থার পরিবর্তন হবে। যেদিকে আপনার খিয়াল যাবে সেদিকের সমস্ত অবস্থার জ্ঞান আপনার অর্জন হয়ে যাবে। এই আমালের সফলতার প্রথম আলামত হলো, যে কোন বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হলে বা যে কোন প্রশ্ন আপনার মাথায় নিলে তার উত্তর সাথে সাথে আপনার অন্তরে এলকা করে দেওয়া হবে।

এই আমল করা অবস্থায় মিষ্টি জিনিস একেবারে পরিহার করতে হবে এবং জালালী জামালী পরহেজ করতে হবে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং নামাযের পাবন্দি হতে হবে, আর আপনার আমলের কথা কাউকে বলা যাবে না। আর এই আমলের ইজাজত ভালো কোন মুদাব্বির বা কোন হক্বপন্থি আলেম থেকে নিয়ে নিতে হবে।

৩ নাম্বার পন্থা

এই আমল করার জন্য করণীয় হলো, প্রতিদিন ইশার নামাযের পরে সাদা কাপড় পরিধান করে, অযু করে নির্জন রুমে কেবলা মুখি হয়ে বসবেন আর নিজের সামনে এক গ্লাস পানি রেখে, নিম্নের দুরুদটি পাঁচ হাজার বার পাঠ করে ঐ পানির উপর ফুঁক দিবেন। এরপর ঐ পানি থেকে কিছু পানি পান করবেন আর কিছু পানি দিয়ে আপনার চোখ ধৌত করবেন। আমল করার সময় অবশ্যই আতর শরীরে ব্যবহার করবেন। এই আমল করা কালীন সময় রাতে অযু করে আতর ব্যবহার করে ঘুমাতে যাবেন। ভাবে মোট ৪০ দিন করবেন, ৭ দিন হওয়ার সাথে সাথে আপনার মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এই আমল করা অবস্থায় যা কিছু আপনি দেখেন বা অনুভব করেন তা আপনি কাউকে বলবেন না। দুরুদটি এই ঃ

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ

বাংলা উচ্চারণ : সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ

একটি কথা, আরবী শব্দ يا এটাকে গ্রামারে হরফে নেদা বলে, এটা কাছে এবং দূরের উভয় জিনিসকে বুজানোর জন্য আসে। এভাবে দুরুদ পড়ার সময় কেউ যেনো এই বিশ্বাস না করে যে, আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'য়ালার মতো সব জাগা হাজির নাজির।

৪ নাম্বার পন্থা

এই আমলটি বাতেনী চোখ খোলার একটি চমৎকার আমল, এখলাসের সাথে করলে আমি আশাবাদি ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবেন।

আমলটি করার জন্য নীতি হলো, নির্জন রুম হতে হবে, আমল করাকালীন সময় কেউ যেনো আপনার রুমে প্রবেশ না করে। এই আমলটি ৪০ দিন করতে হবে, ৭ দিন পর থেকে আপনার মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আমলটি হলো, প্রথমে **১১** বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করে নিবেন এবং আমল শেষ আবার **১১** বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন। তারপর নিম্নের আমল করবেন। তবে মনে রাখার কথা হলো, আমল করার সময় অবশ্যই আপনার চোখ বন্ধ করে রাখবেন।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) [الحجرات/١٨]

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ই'য়ালামু গয়বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা তা'মালুন।

দুইশত বার পাঠ করবে।

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْتَ حَلَّ مُشْكِلَتِيْ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরামি আনতা হাল্লু মুশকিলাতী আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি।

১৩২ বার পাঠ করবেন।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [الأنعام/٥٩]

বাংলা উচ্চারণ ঃ ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গয়বি লা ই'য়ালামুহা ইল্লা হুয়া ওয়া ই'য়ালামু মা ফিল বার্‌রি ওয়াল বাহরি ওয়ামা তাসকুতু মিউ ওয়ারাকাতিন ইল্লা ই'য়ালামুহা ওয়া হাব্বাতিন ফি জুলুমাতিল আরদি ওয়ালা রতাবিউ ওয়ালা ইয়াবিসিন ইল্লা ফী কিতাবিম মুবীন।

দুইশত বার পাঠ করবেন।

৫ নাম্বার পন্থা

যারা তদবীর জগতে কাজ করে তাদের কাছে অনেক মানুষে কল করে এবং নিকটে এসে, জানতে যায় যে, তাকে কেউ যাদু করেছে কি না? বা যাদু করা থাকলে তা কোথায় করা আছে এবং যাদুকার কে?

নিম্নের আমল করে যদি আপনার বাতেনী চোখ খুলেন তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আমলটি এইঃ

আমলটি প্রতিদিন মাগরীব ও ইশার পরে করতে হবে, যে স্থানে আপনি নামায পড়বেন ঐ জাগাতে দুই রাকাত সালাতুল হাজাত আদায় করে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই ভাবে দুআ করবেন, হে আল্লাহ আমি দ্বীন ও দুনিয়ার জায়েয কাজে সাহায্য সহযোগীতার জন্য আমল করতে চাচ্ছি, নবী করীম (সা.) এর তুফায়েলে আমাকে সাহায্য করে আমার বাতেনী চোখ খুলে দেন। এই দুআ করার পরে আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম

يَا مُمِيْتُ (ইয়া মুমীতু) পাঁচ শত এক বার পাঠ করবেন। পাঠ করার নিয়ম হলো, এক নিশ্বাসে যতো বার পড়া যায় পড়বেন তারপর নতুন নিশ্বাস নিয়ে আবার যতো বার পড়া যায় পড়বেন এভাবে মোট পাঁচ শত এক বার পাঠ করবেন।

যতো দিন পর্যন্ত আপনার বাতেনী চোখ না খুলবে ততো দিন পর্যন্ত এই আমল আপনি করতে থাকবেন। এখলাসের সাথে করলে অতিদ্রুত ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ।

৬ নাম্বার পন্থা

এই আমল আমার কাছে সব থেকে প্রিয় ভালো ও পছন্দনীয় হয়েছে, এর প্রভাব সব আমল থেকে বেশি আমলটি হলো সূরা এখলাসের আমল। আমল করার নিয়ম হলো, ফজরের নামাযের পরে মুরাকাবার হালাতে বসে চোখ বন্ধ করে নিজের ধীয়ানকে নিজের অন্তরের দিকে করে কল্পনা করবে যে, আমার অন্তর থেকে নূরের রশ্মী বের হচ্ছে, এই অবস্থায় আপনি সূরা এখলাস ৩১৩ বার পাঠ করবেন। মনে রাখবেন সংখ্যার মধ্যে কম বেশি করা যাবে না। এভাবে কয়েক দিন করলেই আপনার বাতেনী চোখ খুলে যাবে। এরপর থেকে চোখ বন্ধ করলেই আপনি অন্তর থেকে নূরের রশ্মী বের হবে এবং সব কিছু দেখতে পাবেন এবং এই আমল দ্বারা আপনি এমন প্রশান্তি লাভ করবেন যে, সারা দুনিয়ার বাদশাহি দিলেও এই পরিমাণ প্রশান্তি পাবেন না। সূরা এখলাস এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

বাংলা উচ্চারণ ঃ কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ- আল্লাহুস সমাদ- লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ- ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফওয়ান আহাদ।

আর যদি আপনি সূরা এখলাসের জাকাত আদায় করে নেন, তাহলে তদবীর জগতে আর কি চাই আপনি তদবীর জগতের বাদশা হয়ে যাবেন।

জাকাত আদায় করার নিয়ম

নির্ধারিত ঘরে নির্ধারিত সময়ে সূরা এখলাস ৩১২৫ বার করে প্রতিদিন পাঠ করবেন। এভাবে ১২৫০০০ বার পাঠ করবেন।

এরপর আপনি যদি বিসমিল্লাহ সহ সূরা এখলাস জাফরান কালী ও গোলাপ জল দ্বারা লিখে আপনার বালিশের নিচে রেখে ঘুমান, স্বপ্নে খিজির (আ.) এর সাথে আপনার স্বাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ। কোন বিষয় জানার জন্য লিখে বালিশের নিচে রেখে ঘুমালে সেই বিষয় স্বপ্নে আপনি জেনে যাবেন। যে কোন রোগীকে লিখে পানিতে ভিজিয়ে খেতে দিলে সে সুস্থ্য হয়ে যাবে। লিখে যে কোন ঘরে বেধে রাখলে ঘরের যাবতীয় সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আরো বহু ফাজায়েল রয়েছে যা আমেল নিজে অবলোকন করতে পারবে।

৭ নাম্বার পন্থা

যে কোন রোগীর কি সমস্যা তা স্বপ্নে জানার জন্য এবং বাতেনী চোখ খোলার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। আমলটি করার নিয়ম হলো, রাতে যখন আপনি ঘুমাতে যাওয়ার ইচ্ছা করবেন তখন দুই রাকাত সালাতুল হাজাত নামায আদায় করে নিম্নের দুআটি ৩১৩ বার পাঠ করবেন, তবে শুরু ও শেষে ১১ বার করে দুরুদে ইব্রাহীম পাঠ করে নিবেন। দুআটি এই ঃ

يَا عَلِيْمُ عَلِّمْنِيْ يَا خَبِيْرُ اَخْبِرْنِيْ يَا وَهَّابُ هَبْ لِيْ مِنْ اَسْرَارِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ .

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া আলীমু আল্লিমনী ইয়া খবীরু আখবিরনী ইয়া ওয়াহ্হাবু হাবলী মিন আসরারিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব সুবহানাকা লাইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলীমুল হাকীম।

এই দুআটি যখন আপনি ৩১৩ বার পাঠ করে পাক-পবিত্র বিছানায় ঘুমিয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ আপনি যা জানতে ইচ্ছা করেছেন তার ইশারা আপনাকে স্বপ্নে দিয়ে দেওয়া হবে। কোন রোগ হলে তার চিকিৎসা কি তাও জানিয়ে দেওয়া হবে। এটা এস্তেখারা না বরং এটা বাতেনী চোখ খোলার বিশেষ আমল। যখন আপনার এই স্বপ্নে দেখা শুরু হবে, তখন আপনি মুরাকাবা করা শুরু করবেন।

মুরাকাবা করার নিয়ম

প্রথমে ঐ দুআটি একশত বার পাঠ করে, কেবলা মুখি হয়ে বসে দিলকে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জু করে পড়তে থাকবেন আল্লাহ তা'য়ালার জাতি নাম اَللّٰهُ (আল্লাহ) আর চিন্তা করতে থাকবেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ্য থেকে আমার অন্তরে নূর নাজিল হচ্ছে। এই আমলের বরকতে কয়েক দিনের মধ্যে আপনার বাতেনী চোখ খুলে যাবে এবং কাশফ হবে ইনশাআল্লাহ। এই আমলের বরকত হলো, এরপর থেকে মাত্র এক বার এই দুআ পাঠ করে মুরাকাবা করার সাথে সাথে সব বিষয় আপনার সামনে স্পষ্ট হযে যাবে। আমলের জন্য শর্ত হলো, খানা হালাল হতে হবে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং নামায ও সুন্নাতের পাবন্দী হতে হবে।

৮ নাম্বার পন্থা

বাতেনী চোখ খোলার জন্য প্রত্যেক নামাযের পরে ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করে, নিম্নের দুআটি ৭ বার পাঠ করবেন। আর ইশার নামাযের পরে ২১ বার পাঠ করবেন এভাবে মোট ৪০ দিন করবেন। দুআটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ يَا نُوْرَ النُّوْرِ اَنْتَ النُّوْرُ وَمِنْكَ النُّوْرُ وَاِلَيْكَ النُّوْرُ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ اسْتَمَدَّ النُّوْرَ نُوْرٌ مِنْ نُوْرِكَ وَيَا مَنْ اَضَاءَ الْكَوْنَ بِشِعَاعٍ مِنْ نُوْرِكَ وَيَا مَنِ اسْتَنَارَتِ الْقُلُوْبَ بِنُوْرِكَ يَا نُوْرَ النُّوْرِ يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ بَصَرِيْ وَ بَصِيْرَتِيْ وَ قَلْبِيْ وَعَزِيْمَتِيْ بِنُوْرِكَ يَا نُوْرَ النُّوْرِ وَنَوِّرْ طَرِيْقِيْ بِنُوْرِكَ وَاِكْشِفْ لِيْ اَسْرَارَ الْعِلْمِ وَالظُّلَمَاتِ وَاِكْشِفْ اَمَامِيْ عَوَالِمَ الْغَيْبِيَاتِ وَاِجْعَلْ لِيْ نُوْرًا اَمْشِيْ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ وَاَهْتَدِيْ بِهِ فِيْ الظُّلُمَاتِ وَالْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَالْقَبْرِ وَفِيْ آخِرَتِيْ وَالْجَنَّاتِ سُبْحَانَكَ اَنْتَ النُّوْرُ وَمِنْكَ النُّوْرُ وَبِكَ نَسْتَنِيْرُ يَا نُوْرَ النُّوْرِ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ—

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া নূরান নূর আনতান নূরু ওয়া মিনকান নূরু ওয়া ইলাইকান নূরু, সুবহানাকা ইয়া মানিস্তামাদ্দান নূরা নূরুম মিন নূরিকা ওয়া ইয়া মান আদায়াল কাওনা বিশিয়াইন মিন নূরিকা ওয়া ইয়া মানিস্তামারাতিল কুলুবা বিনূরিকা ইয়া নূরান নূর ইয়া আল্লাহু, আল্লাহুম্মা নাওভির বাসারী ওয়া বাসীরতী ওয়া কালবী ও আজীমতী বি নূরিকা ইয়া নূরান নূর, ওয়া নাওভির তরীকতী বিনূরিকা ওয়াকশিফলী আসরারাল ইলমি ওয়াজ জুলুমাতি ওয়াকশিফ আমামী আওয়ালিমিল গয়বিয়াতি ওয়াজ আললী নূরান আমশী বিহি বায়নান নাসি ওয়াহ তাদী বিহি ফিজ জুলুমাতি ওয়াল মাহইয়া ওয়াল মামাতি ওয়াল কবরি ওয়া ফী আখিরাতী ওয়াল জান্নাতি সুবহানাকা আনতান নূরা ওয়া মিনকান নূরা নাসতানিরু ইয়া নূরান নূর ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ।

আর নিম্নের দুআটি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে ১০০ বার পাঠ করবে, আর ইশার নামাযের পরে, সংখ্যাহীন পাঠ করবে। দুআটি এই ঃ

يَا اَللّٰهُ يَا نُوْرُ يَا هَادِيُّ يَا بَاطِنُ يَا ظَاهِرُ يَا مُبِيْنُ يَا كَاشِفُ يَا عَلِيْمُ يَا حَكِيْمُ يَا اَللّٰهُ يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِي يَا كَافِيُّ يَا وَهَّابُ يَا مُعْطِيُّ يَا جَوَّادُ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا وَاسِعُ يَا بَاسِطُ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া আল্লাহু ইয়া নূরু ইয়া হাদিয়ূ ইয়া বাতিনু ইয়া জাহিরু ইয়া মুবীনু ইয়া কাশিফু ইয়া আলীমু ইয়া হালীমু ইয়া আল্লাহু ইয়া ফাত্তাহু ইয়া ওজ্জাকু ইয়া গনিয়ূ ইয়া মুগনী ইয়া কাফিয়্যু ইয়া ওয়াহ্হাবু ইয়া মু'তিয়্যু ইয়া যাওয়াদু ইয়া কারীমু ইয়া রহীমু ইয়া ওয়াসিয়ূ ইয়া বাসিতু ।

৯ নাম্বার পন্থা

ইশরাক এর নামায আদায় করে কেবলা মুখি হয়ে আসন করে বসে খুব কাকুতী মিনতীর সহিত, কয়েক বার দূরুদে ইব্রাহীম পাঠ করে, সূরা ফাতেহা একবার, আয়াতুল কুররছি একবার,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

একবার

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

সাত বার

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

১১ বার পাঠ করে, চোখ বন্ধ করে পাঠ করবে,

اَللّٰهمَ اَنْظِرْنَا مَا ضَرَّهُ اَوْ ضَرَّهَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٍ

আর দিলকে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে রুজু রাখবেন। বিভিন্ন রোগীদের অবস্থা দেখার জন্য চেষ্টা করবেন। এভাবে একাধারে ৪০ দিন করলে আপনার বাতেনী চোখ খুলে যাবে। এটা আমার পরিক্ষিত আমল ভালো ফলাফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

এই আমলের বাতেনী চোখ দিয়ে কি দেখতে পাবেন?

রোগীকে আপনার সামনে বসিয়ে জিন হাজির করার দুআ-দুরুদ পড়ে যদি আপনি চোখ বন্ধ করে রোগীর বাড়ি কেমন তাতে কোন সমস্যা আছে কি না? তা যদি দেখার চেষ্টা করেন, আপনার সামনে তাদের ঘর, বাড়িতে জিন আছে, না তাবিজ করা আছে তা সব আপনার সামনে ভেসে উঠবে।

যেমনঃ আমি অনেক সময় এটা দেখে রোগীকে বলি যে, আপনার বাড়িতে টিনের ঘর আছে নীল রং এর বেড়া দেওয়া তাই না? তারা বলে যে, জি হুজুর! এইরুপ ঘর আমাদের আছে।

শহরে যারা থাকে তাদেরটা দেখে অনেক সময় বলেছি যে, আপনারা সিড়ি দিয়ে উঠে হাতের বাম পাশে তাকেন তাই না? তারা বলে যে, জি হুজর। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে পরিক্ষা করে দেখেছি আল-হামদুলিল্লাহ যা বলি তার অনেকটাই মিলে যায়। তবে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে মিলে না। আর এটা মিলবে সব সময় এটা জরুরীও না। আবার অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে, বাশ ঝাড়ে জিন বসে আছে তাদেরকে যদি বলি যে, আপনাদের বাড়িতে কি বাশ ঝাড় আছে? তারা বলে যে, না নাই। কিন্তু যদি বলি রোগীর নানা বাড়িতে কি আছে? তারা বলে যে, জি হুজুর ওর নানা বাড়িদে বাশ-ঝাড় আছে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, এর দ্বারা ইলমে একিন অর্জন হয় না ইলমে জন অর্জন হয়।

আর এই বাতেনী চোখ খুললে রোগীর অনেক উপকার করা সম্ভব হয়। যা আমলকারী নিজেই বুজতে পারবে।

১০ নাম্বার পন্থা

বাতেনী চোখ খোলার জন্য সব সময় মনে রাখার কথা হলো, গোনাহ থেকে যতো দূরে থাকবেন, যতোই দ্রুত ফায়দা পাবেন আর এই জন্য বাতেনী চোখ খোলার আমল করে কারো চোখ অতিদ্রুত খুলে যাবে, কারো দেরি হবে তবে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ। তাই চিন্তা না করে এখলাসের সাথে করতে থাকবেন। এই আমলটি খুবই ফায়দাজনক। আমলটি হলো, প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর মোরাকাবার হালাতে বসে চোখ বন্ধ করে নিম্নের দুআটি পাঠ করে নিজের অন্তরের দিকে মুতাওয়াজ্জু হবেন। এভাবে মুতাওয়াজ্জু হয়ে দুআটি পাঠ করতে থাকবেন ১০ থেকে ১৫ মিনিট। কিছু দিনের মধ্যে দেখবেন যে, চোখের সামনে গাড়ীর লাইটের মতো আলোকিত হয়ে উঠবে তখন আপনি ভয় পাবেন না। এভাবে চলতে

থাকলে কিছু দিন পর আপনি যা দেখতে ইচ্ছা করবেন তা দেখা শুরু করবেন। এটা এতো ভালো আমল যে, এর পর থেকে চোখ বন্ধ করে কয়েক বার শুধু দুআটি পাঠ করলেই রোগীর কি সমস্যা হইছে তা দেখতে পাবেন, হারানো ব্যক্তি কি অবস্থায় আছে তা অনুভব করতে পারবেন ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ আপনি করতে পারবেন। তবে এই দুআটি কতো বার পাঠ করতে হবে ও কতো দিন করতে হবে তার কোন সিমারেখা নাই। দুআটি এই ঃ

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿۱﴾ بِحَقِّ يَا لَطِيْفُ يَا بَصِيْرُ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়ুহাল মুজ্জাম্মিল বিহাক্কি ইয়া লাতীফু ইয়া বাসীরু।

বাতেনী চোখ খোলার জন্য আমার মধ্যে কি গুণ থাকা দরকার

১. আজান হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার কাজ ছেড়ে দিয়ে নামাযের পস্তুতি নিতে হবে এবং যথা সম্ভব জামাতের সাথে নামায আদায় করতে হবে।

২. ব্যবসা এবং কাজের মধ্যে ইনসাফ করতে হবে এবং ধোকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং কম ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৩. মালী ইবাদতে গুরুত্ব সহকারে জাকাত দিবে ও ওশর আদায় করবে।

এর সাথে সাথে আকিদাও বিশুদ্ধ করতে হবে।

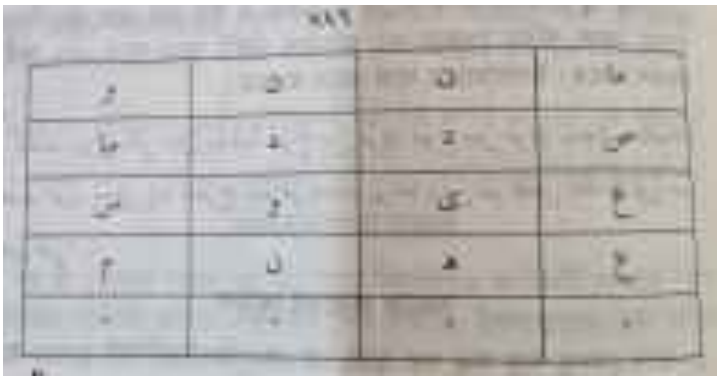
এক ব্যক্তির ঘটনা

এক ব্যক্তি বলেন যে, আমি রজব মাসে আয়াতুল্লাহ শাহ আবাদী (রহ.) এর নিকট গেলাম এবং হাকীকী মানুষ হওয়ার জন্য আমল চাইলাম তিনি আমাকে ঐ আমল দিলেন আমি ঐ আমল করা শুরু করে রমজান পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে করলাম, রমজান মাসে এক দিন জামাতের সময় আমি অনুভব করলাম যে, ইমাম সাহেব জামাত থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে রুকুতে আছে, তাশাহুদে নাই, সিজদায় আছেন তো কিয়ামে নাই। নামাযের পরে আমি ইমাম সাহেবের নিকট গেলাম আমার অবস্থা তাকে জানালে তিনি বললেন যে, আমার একটি সমস্যার কারণে আমার মন বার বার ঐ দিকে চলে যাচ্ছিল, আর আমার যখনই স্বরণ হচ্ছিল আমি সাথে সাথে নামাযের দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে ছিলাম।

বাতেনী চোখ খোলার আমল এর জন্য মুতালায়া করতে করতে এই নসিহাতগুলো পেলাম, যা আমার কাছে সোনার চেয়েও দামি মনে হয়েছে। আর পড়া-লেখা জামানায় উস্তাদদের থেকে শুনতাম যে, একজন জ্ঞান অন্বেষণকারী যখন তার মূল কথা বই থেকে পেয়ে যায়, তখন সে সারা দুনিয়ার বাদশা হওয়া থেকেও বেশি আনন্দিত হয়। এটা বুজেছি যখন বাতেনী চোখ খোলার বিষয় মুতালায়া করতে গিয়ে এই নসিহাত ও ইমাম গাজালী (রহ.) এর লিখিত বই আওফাক যখন পেলাম।

১৭ তম দিনের ক্লাস

(১) পুরুষত্ব বৃদ্ধির আমলকারও পুরুষত্ব কুমে গেলে নিম্নের নকশাটি লিখে কোমরে বেধে স্ত্রী সহবাস করবে ইনশাআল্লাহ পুরুষত্ব বৃদ্ধি পাবে।



(২) যদি কারো যাদুর কারণে সহবাসে অক্ষম হয়, তাহলে একটি ছুরির উপর নিম্নের দুআটি লিখবে। অতঃপর ঐ ছুরি দ্বারা কালো মুরগীর একটি সিদ্ধ ডিম দু টুকরা করে এক টুকরা স্বামী খাবে আর এক টুকরা স্ত্রী খাবে এতে যাদুর প্রভাব দূর হয়ে সে সহবাসে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ|

بكصم لا لا دم ما ما لا لا لا ٥ ٥ ٥
وصلي الله علي النبي واله وسلم

(৩) মদামী শক্তি হ্রাস পেলে প্রত্যহ নিম্নোলিখিত দোয়া সাতবার করে পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ মর্দামী শক্তি ফিরে পাবে|

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ . كهيعص حم عسق ياحي يا قوم يا صمد ياوتر ان تعافيني من العنة وتقدر لي على الجماع وصلى الله على محمد و اله واصحابه اجمعين*

(৪) যে কোন কারণে পুরুষত্বহীনতা হলে, এগারটি বরই পাতা নিয়ে পাথর দ্বারা পিশে তার সাথে কিছু পানি মিলায়ে নিবে। তারপর আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাকু ও সূরা নাস পাঠ করে উক্ত পানিতে দম করবে। ঐ পানি জিহ্বা দিয়ে তিনবার চেটে কিছু পান করবে এবং বাকী পানি দ্বারা গোছল করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে মর্দামী শক্তি ফিরে পাবে।

(৫) সূরা বাইয়্যিনাহ জাফরান কালী দ্বারা লিখে পানিতে ভিজিয়ে দিনে দুই বার করে ৪১ দিন খাবে সমস্যা দূর যৌনশক্তি বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

রুকইয়াহ দ্বারা যৌনশক্তির যাবতীয় সমস্যার সমাধান

যৌনশক্তি বেধে রাখার যাদু ও তার রুকইয়াহ

এটা হলো কোন সুস্থ সবল ছেলে যার কোন অসুস্থতা নাই সে স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হয়ে যাওয়া।

যেরুপ ভাবে যাদুর কারণে পুরুষ স্ত্রী সহবাসে সক্ষম হয় না, ঠিক তেমনি ভাবে স্ত্রীও যাদুর কারণে স্বামীর সাথে সহবাসে সক্ষম হয় না। আর মহিলাদের স্বামীর সাথে সহবাসে সক্ষম না হওয়ার বন্ধন পাঁচ প্রকার।

رَبْطُ التَّغْوِيْرِ (৫) رَبْطُ الْإِنْسِدَادِ (৪) رَبْطُ النَّزِيْفِ (৩)رَبْطُ التَّبَلُّدِ(২) رَبْطُ الْمَنْعِ(১)

رَبْطُ الْمَنْعِ(১) বলা হয়, মহিলা তার স্বামী সহবাস করতে গেলে পতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া। এটা এভাবে যে, মহিলার এক রান আরেক রানের সাথে মিশে যাওয়া। ফলে স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারে না। আর এটা হয় মহিলার অনিচ্ছায়।

এক যুবক তার স্ত্রী এই যাদুতে আক্রান্ত হয়, ফলে স্বামী বিরক্ত হয় তখন স্ত্রী তাকে বলে যে এটা আমার ইচ্ছাধীন না, তাই যখন আপনি আমার সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন আমার পা ছিকল দিয়ে বেধে দিবেন যাতে মিলে যেতে না পারে। কিন্তু তাতেও সে যুবক সফলতা পাই নাই।

رَبْطُ التَّبَلُّدِ(২) বলা হয়, যাদুতে নিয়োজিত মুয়াক্কিল জিন নারীদের অনুভুতির স্থানে বসে থাকে, যখন তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে চায় তখন ঐ জিন তার অনুভুতি বন্ধ করে দেয়। ফলে এই নারী কোন মজা পায় না। তাই সে তার স্বামীর কাজে সাড়া দেয় না, বরং তার সামনে একটা শরীর অশাঢ় হয়ে পড়ে থাকে। আর এই অবস্থায় নারীদের যোনী থেকে তরল পদার্থও বের হয় না।

رَبْطُ النَّزِيْفِ এই প্রকারের যাদু সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইস্তেহাজার রক্ত যাদুর কারণে চালু হয়ে যাওয়া।

رَبْطُ الْإِنْسِدَادِ (৪) বলা হয়, পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে যায়, তখন গোস্তের এক টুকরা বাধা হয়ে দাড়ায় ফলে সে সহবাসে সফল হয় না।

رَبْطُ التَّغْوِيْرِ (৫) বলা হয়, একটি পুরুষ বাকেরা মেয়েকে বিবাহ করে কিন্তু যখন সে সহবাস করতে যায় তখন তাকে সে ছায়্যিবা পায়। তবে যখন তাকে এই যাদু থেকে চিকিৎসা করা হয় সে তখন তাকে আবার সেই বাকেরা অবস্থায় ফিরে পায়।

যৌনশক্তি বেধে রাখলে তার রুকইয়াহ কয়েকটি পন্থায় করা যায়

প্রথম পন্থাঃ বিচ্ছেদ যাদুর রুকইয়াহটি পাঠ করবে, যদি জিন এসে হাজির হয় তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, যাদুর বস্তু কোথায় রাখা আছে? যদি সে বলে তাহলে তা উঠিয়ে নষ্ট করে ফেলবে। আর জিনকে রোগীর শরীর থেকে বের হয়ে যেতে বলবে। আর যদি জিন হাজির না হয় তাহলে অন্য পন্থা অবলম্ভন করবে।

বিচ্ছেদের রুকইয়াহ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ * بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

(সূরা বাকারা ১-৫)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [البقرة/১০২]

বার বার পড়তে থাকবে।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [البقرة/١٦٤]

(সূরা বাকারা ১৬৩-১৬৪)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

(সূরা বাকারা ১৫৫-১৫৭)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ-

(সূরা বাকারা ২৮৪-২৮৬)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [آل عمران/١٩]

(সূরা ইমরান ১৮-১৯)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ- ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ-

(সূরা আ'রাফ ৫৪-৫৬)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٩) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ [الأعراف/١٢١، ١٢٢]

এই আয়াতগুলো বার বার পাঠ করবে বিশেষ করে وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ এই আয়াতটি।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (٨١) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ [يونس/٨١، ٨٢]

এই আয়াতগুলো বার বার পাঠ করবে বিশেষ করে إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ এই অংশ টুকু।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৯)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- وَالصَّافَّاتِ صَفًّا- فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا- فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا- إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ- رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ- إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ- وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ- لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ- إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ- فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ-

(সূরা সাফ্ফাত ১-১১)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٠) يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [الأحقاف/٢٩-٣٢]

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- - يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ-

(সূরা আর রহমান ৩৩-৪০)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ- هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

(সূরা হাশর ২১-২৪)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا- وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا- وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا- وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (٥) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (٧) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا [الجن/١-٩]

(সূরা জিন ১-৯)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤ (

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥

বার বার পাঠ করবে।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

দ্বিতীয় পন্থাঃ নিম্নের রুকইয়াহটি বারো বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দিয়ে গোসল করবে এবং খাবে ৭ দিন তাহলে যাদু নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

রুকইয়াহটি এইঃ

قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (٨١) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ [يونس/٨١، ٨٢]

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٩) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ [الأعراف)

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى [طه/٦٩]

তৃতীয় পন্থাঃ সাতটি সবুজ বরই পাতা নিয়ে পাটা দ্বারা থেত করে পানির মধ্যে দিয়ে রাকী তার মুখকে পানির কাছে নিয়ে আয়াতুল কুরছি ৭ বার এবং সূরা ফালাক ও নাস ৭ বার করে পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। এই পানি রোগী ৭ দিন খাবে এবং গোসল করবে। তবে এই পানির সাথে নতুন কোন পানি মিশাবে না এবং পানি গরমও করবে না আর নাপাক জাগাতে পানি ঢালবেও না। তাহলে এই যাদু নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ পন্থাঃ দ্বিতীয় পন্থায় যে রুকইয়াহটি রয়েছে সেটা পাঠ করে রোগীকে শোনাবে এবং নিম্নের আয়াতটিও রুকইয়াহ এর সাথে পাঠ করবে তবে এই আয়াতটি একশত বার বা তার থেকে বেশি বার তাকরার করবে। আর এটা ৭ দিন করবে ইনশাআল্লাহ যাদু নষ্ট হয়ে যাবে। আয়াতটি এইঃ

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان/٢٣]

পঞ্চম পন্থাঃ একটি পাত্রে পানি নিয়ে নিম্নের রুকইয়াটি সাত বার পাঠ করে সে পানি পান করবে ও গোসল করবে ৩ দিন তাহলে যাদু নষ্ট হয়ে যাবে।

রুকইয়াহটি এইঃ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ * بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥ (

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ * بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اَللهُ يَشْفِيْكَ.

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

اَللَّهُمَّ أَبْطِلْ هَذَا السِّحْرَ بِقُوَّتِكَ يَا جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

ষষ্ট পন্থাঃ রোগীর কানে নিম্নের রুকইয়াহটি হয়তো পাঠ করবে, না হয় রেকর্ড করে দুই কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে দিবে যাতে রোগী শুনতে থাকে।

রুকইয়াহটি এইঃ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ * بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) [الفاتحة/٢-٧]

৭০ বার।

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ-

৭০ বার।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

৭০ বার।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

৭০ বার।

এই রুকইয়াহটি ৩দিন বা ৭দিন করবে তাহলে যাদু নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য কালোজিরার ব্যবহার

কালোজিরা বিভিন্ন উপকারিতার জন্য পরিচিত, যার মধ্যে যৌন শক্তি বৃদ্ধি করাও অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রাকৃতিক উপায়ে শারীরিক শক্তি ও সহনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করে। ডিম ও কালোজিরার সংমিশ্রণ একটি প্রচলিত

পদ্ধতি যা বিশেষত গ্রামীণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তবে এটি কোনও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত চিকিৎসা নয়, বরং একটি প্রাকৃতিক ও প্রচলিত পদ্ধতি। এখানে এর প্রস্তুতি ও ব্যবহার পদ্ধতি দেওয়া হলো:

উপকরণ:

কালোজিরা গুঁড়া - ১ চা চামচ

সিদ্ধ বা কাঁচা ডিম - ১টি

মধু (ঐচ্ছিক) - ১ চা চামচ

প্রস্তুত ও ব্যবহার পদ্ধতি:

সিদ্ধ ডিম খোসা ছাড়িয়ে ভর্তা করুন। কাঁচা ডিম ব্যবহার করলে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

এর সঙ্গে ১ চা চামচ কালোজিরা গুঁড়া যোগ করুন।

স্বাদ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য মধু মেশানো যেতে পারে।

এই মিশ্রণটি সকালে খালি পেটে বা রাতে ঘুমানোর আগে খান।

উপকারিতা:

কালোজিরা শারীরিক শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ডিম প্রোটিন ও প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে, যা শারীরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

মধু শক্তি পুনরুদ্ধার ও হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সতর্কতা:

অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। দিনে ১-২ চা চামচ কালোজিরার বেশি না খাওয়াই ভালো।

যদি কোনও স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকে বা ঔষধ খেয়ে থাকেন, তবে এটি ব্যবহার করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

প্রাকৃতিক উপাদানগুলো শরীরের জন্য ভালো হলেও এগুলোর উপযোগিতা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হতে পারে।

যৌন শক্তি ধরে রাখার জন্য মধুর ব্যবহার

এটি চমৎকার পরামর্শঃ এক চামচ মধু ছাড়া একটি দিনও যেতে দেবেন না. কেমন যেন এটি আপনার জীবনের জন্য পানি। এটাকে আপনার সারা জীবনের অভ্যাস বানিয়ে নিন। এই কারণেই ইবনে সিনা বলেছেন: যদি আপনি আপনার যৌবন রক্ষা করতে চান, তাহলে মধু খান। এইরুপ ভাবে আখরোটের পাতা ভালো করে সিদ্ধ করে, তারপর ফিল্টার করে মধু দিয়ে মিষ্টি করে প্রতিদিন চা হিসেবে পান করুন কারণ এটি শক্তিশালী।

যৌন ক্ষমতা শক্তিশালী করতে

রসুন নিন এবং এটিকে পিষে নিবেন, তারপর এটিকে কম আঁচে অলিভ অয়েল দিয়ে ভেজে নিন যতক্ষণ না এটি হলুদ হয়ে যায়, তারপরে এটি একটি ছোট বোতলে ভরে নিন, এটি দিয়ে পুরুষাঙ্গে অণ্ডোকোষ সহ মালিশ করবে, এবং এক ঘণ্টা পরে পানি দিয়ে ধৌত করে ফেলবে এভাবে কিছু দিন করলে যৌন শক্তি বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

পলাতককে ফিরিয়ে আনার আমল

(১) সূরা ফাতেহা এবং নিম্নের আয়াত লিখে এক টুকরা পাক পবিত্র কাপড় দ্বারা আবৃত করে কোন নির্জন স্থানে পাটা দ্বারা চাপা দিয়ে রাখবে ইনশাআল্লাহ পলাতক ফিরে আসবে।

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ - إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ - فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ أَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْخَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ - حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - اللهمَّ يَا هَادِيَ الْفَالِ وَ يَا رَادَّ الضَّالَّةِ أَرْدُدْ عَلَيَّ فلان ابن فلان ..... فلان ابن فلانة

এখানে প্রথম ফলান ফলান ইবন ফলানা এর স্থানে পলাতক ও তার পিতার নাম লিখবে, আর দ্বিতীয় ফলানা ফলান ইবন ফলান পলাতক ও তার মাতার নাম লিখবে

(২) সূরা ফিল প্রতিদিন ৭ বার পাঠ করবে এভাবে ৭ দিন করবে আর আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করবে ইনশাআল্লাহ পলাতক ফিরে আসবে।

(৩) পলাতক বা চোরের জন্য কাতান কাপড়ের গোল টুকরায় চাদের প্রথম তারিখে নিম্নের আয়াত লিখে পার্শে পলাতকের বা চোরের নাম ও তার মাতার নাম লিখবে। অতঃপর যেখানে লোকের চলাফেরা নেই এমন স্থানে কাপড়ের টুকরাটি রেখে তার উপর একটি খুটা গেড়ে মাটিতে চেপে রাখবে। পলাতক ব্যক্তি বা চোর আল্লাহর হুকুমে শীঘ্রই ফিরে আসবে।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦)

(সুরা তাওবাহ ৪৬)

(৪) যে কোন ব্যক্তি পালিয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে নিম্নের আয়াতটি লিখে মাদুলীতে ভরে যে স্থান থেকে চলে গেছে সে স্থানে লটকিয়ে রাখবেন। আশা করা যায় অতিদ্রুত ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(সূরা বাকারা ১৪৮)

পালিয়ে যাতে না যায় তার তদবীর

(১) নিম্নের আয়াতটি রুটির টুকরার উপর লিখে যে পালিয়ে যেতে যায় তাকে খাওয়ালে সে আর পালিয়ে যাবে না ইনশাআল্লাহ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠)

(সূরা আল ইমরান ২০০)

(২) অথবা কারো পলায়ন করে যাওয়ার ভয় হলে সুরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক, নাছ ও সূরা কাফিরুন তিনবার করে এবং সূরা والضحى • والطارق একবার করে পাঠ করতঃ রুমাল বা চাদরের কোণে ফুঁক দিয়ে গিরা দিবে। এ আমল করলে ইনশাআল্লাহ সে ব্যক্তি আর পলাবে না।

পাইলস রোগ নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সঙ্গে ধারণ করলে অর্শ রোগ ভালো হয়|

لا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

খ. ফজরের সুন্নতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা والضحى الم تر - الم نشرح পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা لا يلف كافرون - পাঠ করবে। এটি অর্শ রোগীর জন্যে বেশ উপকারী।

গ. মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর الم نشرح দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ফীল পাঠ করবে এবং নামায শেষে একশত বার استغفر الله পাঠ করে।

ঘ. দৈনিক আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا مَالِكُ সাতশত বার পাঠ করবে। এভাবে একচল্লিশ দিন এ আমল করবে। এতে বেশ উপকার হবে।

ঙ. নিম্নোক্ত দু'আটি জাফরান ও গোলাপ জল দ্বারা প্লেটে লিখে আঙ্গুরের রস দ্বারা ধৌত করে তাতে কিছু চিনি ও কাফুর মিশ্রিত করে ভক্ষণ করলে বেশ উপকার হ।

وَاذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

.বেদানার দানা পানিতে মিশিয়ে পানির রং পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিতে থাকবে। অত:পর ঐ পানি ভাল করে ছেকে দিনে দুইবার করে পান করবে। এভাবে কিছুদিন পান করলে, পাইল্স ভাল হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

.যদি পাইল্স-এর কারণে ব্যথা করে, তাহলে একটুকরা বরফ কাপড়ে পেচিয়ে ব্যথার স্থানে দশ মিনিট ধরে রাখবে। এটি দিনে কয়েক বার করবে, ইনশাআল্লাহ ব্যথা ভাল হয়ে যাবে।

মৃগী রোগের চিকিৎসা

নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ কাগজে লিখিবে। তাবীজরূপে গলায় ধারণ করিতে দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم - رب انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب - رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين - رب أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب أن يحضرون - وصلى الله على النبي واله وسلم-

রুকইয়াহ ও তদবীরের কোর্সকারী

বিশিষ্ট রাকী ও মুদাব্বির মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

১৭ তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা আজ ১৭ তম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি।

জিন বশ হওয়ার তিনটি পন্থা

১. আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর সুন্নাতের পরিপূর্ণ পাবন্দি করার ফলে, জিনেরা মুহাব্বত করে আপনার মুরিদ হতে পারে। এটাকে আল্লাহ প্রদত্ত বলা যায়। এর প্রমাণ অনেক উলামায় কেরাম থেকে পাওয়া যায়।

একটি ঘটনা

আল্লামা শামছুল হক্ব ফরিদপুরী (রহ.) এর ব্যাপারে তার পরিবার থেকে আমি নিজে শুনেছি যে, অনেক জিন তার মুরিদ ছিলো, আমি গওহরডাঙ্গায় ইফতা পড়ার সময় তার এক ছেলের মেয়ের জিনের সমস্যা দেখা দেয়। ফলে আমাকে তার চিকিৎসা করার জন্য বলা হয়। আমি যখন তাদেরকে বলি যে, বাড়ি বন্ধ দিতে হবে, তখন আল্লামা রুহুল আমীন (দা. বা.) বলেন যে, বাড়ি বন্ধ দিলে কি আমার পিতার মুরিদ জিনেরা বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে? আমি বল্লাম জি পারবে তখন আমাকে বাড়ি বন্ধ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা

আমি আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী (রহ.) এর কাছে তিরমিজী শরীফ পড়ার সুযোগ হয়েছে। হুজুর এক দিন ক্লাসে এসে কথা প্রসঙ্গে বললেন যে, আমার এক দিন নেগরানীর দায়িত্ব ছিলো, তাই রাত নয়টা দশটার দিকে সমস্ত মাদ্রাসায় ছেলেরা কি করে দেখার জন্য বের হলাম, এক ভবনে যাওয়ার পরে বারান্দায় দুটি সাপ দেখতে পেলাম,আমাকে দেখে সাপ দুটি আড়ালে চলে গেলো। আমি নেগরানী করে আমার রুমে এসেছি। এই সময় আমাকে ছালাম দিয়ে রুমে প্রবেশ করার অনুমতি চায়লো, আমি অনুমতি দেওয়ার পরে দুই জন ছাত্র আমার রুমে প্রবেশ করল, করে বলল হুজুর আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদের মাফ করে দেন। আমি তাদেরকে বললাম কি ভুল হয়ছে আমাকে বুজিয়ে বলো, তারা বলল যে, হুজুর আমরা কিন্তু মানুষ না, আমরা আপনাদের মাদ্রাসায় পড়ি, আসলে আমরা জিন। আমাদের নিয়ম হলো, কিছু সময় পর পর আমাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে হয়। আর আমরা অধিকাংশ সময় সাপের আকৃতি ধারণ করি। আপনারা যে সময় গেছেন, তখন আমরা আকৃতি পরিবর্তন করেছিলাম, ফলে আপনার সামনে পড়ে গেছি আমাদেরকে মাফ করে দেন। হুজুর বললেন যে, তোমরা যাও কোন সমস্যা নাই, তবে তোমরা কোন ছাত্রকে ভয় দিয়ো না। এই জিনকে হুজুর কিন্তু বশ করে নাই হুজুরের ইলেমের কারণে বা আমলের কারণে তারা তাকে সম্মান করেছে আর ক্ষমা চায়তে এসেছে।

২. কাসবী, অর্থাৎ আমল করে জিনকে বশ করা, এটা হলো, আকাবিরগণ বিভিন্ন আমলের কথা কিতাবে লিখেছেন, সেগুলোর উপর আমল করলে জিন এসে আপনার বশ হবে এবং আপনি তাকে যা করতে বলবেন তা সে করে দিবে।
এই আমলগুলো আমার মতো মানুষের জন্য কারণ হলো, তদবীর করি মানুষের দুঃখে দুঃখিত হই কিন্তু কিছু করার থাকে না। এই সময় মন চায় যে, যদি কোন ক্ষমতা আমার থাকতো যা দ্বারা এই রোগীকে সুস্থ্য করা যেতো তাহলে তাই প্রয়োগ করে দিতাম।

কিছু ভয়ানক রোগীর ঘটনা

১. আমার কাছে একটা রোগী এসেছিল গোপলগঞ্জ থেকে, মেয়েটির বয়াস ১৪-১৫ বছর হবে। জিনের সমস্যা হঠাৎ করে পাগলামী শুরু করে কাউকে চেনে না দৌড়ে একেক জনের কাছে চলে যায়। খাওয়া দাওয়ার কোন খবর নাই। সব সময় একেক ধরণের পাগলামী শক্তিশালি তদবীর প্রয়োগ করি কিন্তু কোন উপকার হয় না। একের পর এক তদবীর পরিবর্তন করে দিতে থাকলাম কিন্তু কোন ফায়দা পেলাম না। আমি তাকে দেখতে গেলে দৌড়ে আমার কাছে আসে, আর বলে যে, হুজুর আমি আপনার বাড়িতে যাবো আপনার বাড়িতে থাকবো আমার এখানে ভালো লাগে না। কথাটা আমি লিখে বুজাতে পারতেছি না কিন্তু তার কষ্ট দেখলে মন চায় যে, সব জিনকে হত্যা করে হলেও এই রোগীকে আমি সুস্থ্য করতে পারতাম।

যশোরের এক রোগীর ঘটনা

মেয়েটি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সরকারি ভালো চাকরী করতো হঠাৎ করে দেখা দিলো জিনের সমস্যা শরীরের মধ্যে কি জানি হাটা-হাটি করে। প্রথমে শুরু করলো ডাক্টারী চিকিৎসা কিন্তু কোন উপকার হলো ন,া এমনকি ডাক্টার কোন রোগই তার শরীরে পেলো না। তারপর শুরু করলো তদবীরি চিকিৎসা হাজির হলো শরীরে জিন, সে যাবে না তাকে কেউ শরীর থেকে তাড়াতে পারবে না চ্যালেনস ছুড়ে দিলো মুদাব্বিরের প্রতি। শুরু হলো যুদ্ধ অনেক দিন চিকিৎসা করার পর এখন আর শরীরে ভর করে না কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে ছাগলের ডাক আসা শুরু হলো, কিছু সময় পর পর হুবহু ছাগের ডাক তার কণ্ঠ দিয়ে বের হওয়া শুরু হলো। চাকরী বাতিল হলো বিবাহ করা হলো না। নিরুপায় হয়ে এসেছিলো আমার কাছে বহু চেষ্টা করলাম কিন্তু ছাগলের ডাক বন্ধ হয় না। এই যাগাতেও মন চায় যদি ক্ষমতা থাকতো সব জিন হত্যা করে হলেও তাকে সুস্থ্য করতাম।

এক বয়াস্ক মহিলার ঘটনা

আমার কাছে এসে হাতটা ধরে বললেন বাবা, আমি অনেক কষ্ট করে তোমার কাছে এসেছি, আমি অনেক বছর ধরে রাতে ঘুমাতে পারি না। যখন এই সমস্যা শুরু হয়, তখন তা আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও বেশি যন্ত্রনাদায়ক মনে হয়। আমার পেটের মধ্যে বলের মতো গোল কি জানি ঘুরতে থাকে আর গলার দিকে উটতে থাকে, মনে হয় যে, এখনই কি জানি বের হয়ে যাবে কিন্তু বের হয় না। সারা রাত এই অবস্থায় আমার

কাটে। কথাগুলো বলতে বলতে তার সেই অবস্থা শুরু হলো, পেট এক বার এক হাত উচু হয় আবার এক হাত নিচু হয় নিশ্বাস নিতে তখন অনেক কষ্ট হয়। অনেক ঝাড়-ফুঁক করলাম তদবীর প্রয়োগ করলাম কিন্তু আশাতীত ফায়দা পেলাম না।এই ক্ষেত্রেও মন চায় যে, কোন শক্তি আমার থাকলে তা প্রযোগ করে এই রোগীকে সুস্থ্য করতাম।

জিনকে বশ করার তৃতীয় পন্থা নিয়ে আলোচনা

আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, আঃ আজীজ নামক যে জিন আছো, সে এই রোগীর জিনকে শাস্তি দাও তো দেখা যায় কিছু রোগীর জিনগুলো শাস্তি পায় এর কারণ কি?

মনে রাখার কথা হলো, এই সমস্ত জিন হলো, আমরা অনেক সময় রোগী দেখার সময় জিনের সাথে কথা বলে দেখি যে, এদের আচার- ব্যবহার ভালো তাকে আমাদের সাথে কাজ করতে বলি, সে রাজি হয়, ফলে আমরা তার নাম জেনে নেই, তুলারাশির শরীরে হাজির করে কাজ করি। আবার অনেক সময় রোগীর শরীর থেকে জিন ছাড়ানোর সময় তার নাম ধরে বলা হয় যে, এই রোগীর শরীরের জিনকে প্রচুর পরিমানে শাস্তি প্রধান করো, এটা বলার ফলে আল্লাহ লক্ষ্য করি যে, রোগীর শরীরের জিন প্রচুর পরিমাণে কষ্ট পাচ্ছে। যে এতো সময় আমার কথা শুনছিলো না, সে এখন আমার কথা শুনতে রাজি হচ্ছে।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, আপনি এখলাসের সাথে তদবীর করেন রোগীদের ব্যথায় ব্যতিত হন, সকাল-সন্ধ্যার

আমল ঠিক রাখেন, যার ফলে অনেক মুমিন জিন আপনার এই রোগী দেখার কাজে সহযোগীতা করার জন্য চলে আসে, এই জিন আপনার এলাকারও হতে পারে, আবার রোগীর এলাকারও হতে পারে। অনেক সময় দেখবেন যে, আমরা রোগীর শরীরের জিনকে বলি যে, তুই দেখ তোকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার বাড়িতে কতো জিন আছে, সে দেখে বলে যে, হুজুর আপনার বাড়ি আমি হাজার হাজার জিন দেখতে পাচ্ছি আপনি আমাকে মাফ করে দেন। আসলে ঐ জিনগুলোকে আমি বশ করি নাই, হয়তো তারা আমার কাজে সহযোগীতা করার জন্য নিজ ইচ্ছায় এসেছে। যেমন আমরা রাস্তায় বা কোন বাড়িতে কারো বিপদ হলে, তাকে সহযোগীতা করার জন্য এগিয়ে যাই,তদ্রুপ জিনেরাও জিনের কারণে কেউ বিপদে পড়লে মুমিন জিন তাকে সহযোগীতা করার জন্য এগিয়ে আসে।

তবে মনে রাখার কথা হলো, এই জিনগুলোর সাথে সরাসরি কথা বলা যায় না। আপনি চাইলেই তারা হাজির হয় না, এটা তাদের মন মতো করে থাকে, এই জিনগুলো কাজ করে কি করে না এটাও একটা জন্নী বিষয়। আমরা এটা দেখতে পাই না, তবে এটাকে জিন ছাড়ানোর একটা কৌশল বলা যেতে পারে, এটাকে সত্যও বলি না আবার মিথ্যাও বলি না।

তাই এইরুপ জিনের দ্বারা কেউ কাজ করে সে যেনো নিজেকে বাহাদুর মনে না করে, আর প্রচার করে না বেড়ায় যে, আমার কাছে হাজার হাজার জিন আছে। আর বর্তমান তো অনেকে

এইরুপ জিনের গোডাউন নিয়ে ফেসবুকে বসেছে, যারা জিনদেরকে বিক্রিও করে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এইরুপ কাজ থেকে হেফাজত করুক।

কাসবী তথা আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার নিয়ম

আমি বহু দিন ধরে লক্ষ্য করেছি যে, যারা তদবীর জগতে কাজ করে তাদের কাছে জিনকে বশ করার কোন ভালো আমল নাই , তাই আমার ইচ্ছা যে, এই বিষয়ে আমি একটা কিতাব লিখবো কিন্তু ভালো কোন বই আমি পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ করে একদিন একটা বই আমার নজরে আসলো বইটি আরবীতে লেখা। প্রথম দেখাতেই কেনো যেনো বইটির প্রতি ভালো লাগা শুরু হলো, শুরু করলাম পড়া মজা পেতে থাকলাম, পড়তে পড়তে দেখলাম যে, জিনকে বশ করার অনেকগুলি পন্থা নিয়ে লোকটি আলোচনা করেছেন। মনের মধ্যে উদয় হলো যে, এই পন্থাগুলো আমি বাংলায় লিখে দিলে মনে হয় এই জগতে যারা কাজ করে তাদের জন্য ফায়দাজনক হবে। তাই আর দেরি না করে লেখা শুরু করে দিলাম। লেখতে লেখতে ২৫ টা পন্থা লিখলাম। তারপর তার নাম দিলাম,, **জিনকে বশ করার আমল**,, যে বই থেকে আমলগুলো সংগ্রহ করেছি তার নাম হলো, تسخير الجان لمنفعة الانسان

এই ২৫টি পন্থার মধ্য থেকে যে, পন্থাগুলো সহজ তা আপনাদেরকে এখন দেখাবো।

জিনকে বশ করার ১৬ নং পন্থা

এই আমলকে বলে রিয়াসাতুল খতফি,আল্লাহ তা'য়ালার জন্য আপনি ৭ দিন রোজা রাখবেন, এই ৭ দিন আপনি নির্জন স্থানে অবস্থান করবেন, আগুনে পাকানো কোন জিনিস খাবেন না। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে এক হাজার বার করে নিম্নের আমলটি করবেন, সপ্তম রাতে আপনার সামনে হাজির হবে তুর্কি পোষাক পরিহিত এক গোলাম, যার হাতে থাকবে বিজলির মতো আলো উহা সে আপনার দিকে নিক্ষেপ করবে, এরপরে সে আবার আসবে, এসে আপনাকে সালাম দিবে আপনি উত্তর দিবেন না বরং তৃতীয় বার আপনি তার সালামের উত্তর দিবেন।তারপর সে বলবে যে আপনি আমার কাছে কি চান? আপনি বলবেন আমার বাকি জীবন তোমার সেবা চাই, সে বলবে আমি শুনেছি আর মেনে নিয়েছি,আর আপনি তার থেকে ওয়াদা নিবেন শর্তগুলোর উপর আর এই শর্তগুলো লিখা থাকবে একটি সবুজ রেশমির কাপড়ের উপর যা আধা হাত লম্বা ও চৌড়া হবে। এরপর থেকে যখনই তাকে আপনি ডাকবেন সে এসে হাজির হবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ-

يَا نُوْرُ يَا هَادِيُّ يَا مُغِيْثُ يَا مُبِيْنُ يَا لَطِيْفُ

এই কয়েকটি আমল আমি লেখলাম বাকি যারা সবগুলো পড়তে চান তারা আমার লিখিত বই

জিনকে বশ করার আমল এটা সংগ্রহ করতে পারেন। আর এই আমল করার জন্য নির্জন রুম

হতে হবে যাতে কোন মানুষ আসবে না। লাইট বন্ধ করে আমল করতে হবে। আর যাদের

হার্ট দূর্বল তারা এই আমল না করাই ভালো, কারণ হলো, আপনি যদি ভয় পান তাহলে

আপনার বড় ধরণের ক্ষতি হতে পাবে।

২ নাম্বার পন্থাঃ জিনকে বশ আনার আমল

সব জিনদের বশ করার জন্য পরীক্ষিত ও কার্যকর পদ্ধতি

যদি কেউ জিনদের দেখা ও উপস্থিতি লাভ করার প্রতি আগ্রহ এবং আগ্রহপূর্ণ ইচ্ছা রাখে, তাহলে তার উচিত নিচের নিয়ম অনুযায়ী আমল করা।

একটি রুপার প্লেট বানাবে। এর আকার হবে আড়াই ইঞ্চি চৌকা (২.৫ ইঞ্চি ২.৫ ইঞ্চি)। এই রুপার পাতের উপর নিম্নোক্ত আয়াতটি খোদাই করে লিখতে হবে।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵﴾ وَ وَرِثَ
سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَ قَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ
اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۶﴾ وَ
حُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ
يُوْزَعُوْنَ ﴿۱۷﴾ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ
يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ
جُنُوْدُهٗ ۙ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۸﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ
قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ
عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِيْ
بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۹﴾

(সূরা নামল ১৫- ১৯)

পাঠ করার নিয়ম

প্রতিদিন এই আয়াতগুলো ১২১ বার পাঠ করবে। এই আয়াত খচিত রুপার পাতটি সবসময় নিজের কাছে রাখবে। এই রুপার পাতটিকে প্রতিদিন আগরবাতির ধোয়া দিবে। এই আমল করবেন মোট ৪ দিন, দিনে

রোজা রাখবেন ও রাতে আয়াত তেলাওয়াত করবেন। চতুর্থ দিন পায়েশ রান্না করে দরিদ্র দ্বীনদার মানুষকে খাওয়াবেন। জাকাত আদায় হয়ে গেলে প্রতিদিন ৭ বার করে ঐ আয়াত পাঠ করবেন।

জিনকে যেভাবে হাজির করবেন

যখন কোন জিনকে হাজির করতে ইচ্ছাপষোণ করবেন, তখন ঐ রুপার প্লেটটিকে লাল বাশকে আগরবাতির মতো করে জালিয়ে ধোয়া দিয়ে উক্ত আয়াত ৭ বার পাঠ করে প্লেটে ফুঁক দিবেন। সাথে সাথে জিন হাজির হবে এবং আপনার আনুগত্য করবে এবং যে কাজ করতে আদেশ করবেন সে সেই কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

৩ নাম্বার পন্থাঃ জিনকে বশ আনার আমল

যারা রুহানী চর্চার মাধ্যমে ‘عامل’ হতে চান এবং জিন, মুয়াক্কিল বা পরীর সঙ্গে দেখা বা যোগাযোগ করতে চায় তাদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও পরীক্ষিত পদ্ধতি।

আমল যেভাবে করবেন

একজন ব্যক্তি যদি 'عامل' হতে চায় এবং জিন, আসিব বা পরী উপস্থিত করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তার উচিত প্রথমে একটি ফাঁকা (নির্জন) ঘর ঠিক করে নেওয়া। সেই ঘরে উদ (এক ধরনের সুগন্ধি কাঠ) এবং লুবান (ধূপ জাতীয় বস্তু) জ্বালাতে হবে।

আরবী মাসের ১ থেকে ১৪ তারিখের মধ্যে, এই আমল শুরু করতে হবে।

যে আয়াত পাঠ করতে হবে

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۙ﴿۷﴾ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۸﴾

(সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত ৮)

আয়াত কত বার পাঠ করবেন

আয়াতটি প্রতিদিন ১০৭ বার পাঠ করবেন তারপর নিম্নের দুআটি পাঠ করবেন। দুআটি এইঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَعْظَمُ فَاِنَّهُ يُزِلُّ بِقَهْرٍ فَبِالْاٰيَاتِ اُنْصُرْ

এই দুআটি পড়ার পরে বলবেন আমি আল্লাহ তা'য়ালার কসম করে বলছি হে জিন বা পরী তুমি অতিদ্রুত এসে হাজির হও। ৭ দিন করলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর প্রতিদিন তিন বার করে পড়বেন।

তবে এই আমল করার সময় অবশ্যই হিসার করে নিবেন।

এখন আপনি যখনই জিনকে হাজির করতে ইচ্ছা করবেন উপরের আয়াত ও দুআ তিন বার পাঠ করলে জিন এসে হাজির হবে এবং আপনার আনুগত্য করবে ইনশাআল্লাহ আর আপনি তাকে যা করতে বলবেন সে তা করবে।

৪ নাম্বার পন্থাঃ জিনকে বশ আনার আমল

এটাকে বলে রুহানী মুয়াক্কিল হাসিলের আমল

যদি কোনো ব্যক্তি রুহানীী জ্ঞান, সাধনার প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ রাখে এবং একজন পূর্ণাঙ্গ রূহানী আ'মিল হতে চায়, তাহলে তার জন্য এই রুহানী আমলটি করা উচিত। এটি করার মাধ্যমে সে আল্লাহর কুদরত ও অসাধারণ নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাবে।

আমলটি যেভাবে করবেন

যে কোন আরবী মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার থেকে আমল করা শুরু করবে। সারাদিন রোজা রাখবে এবং সবজি ও যবের রুটি দিয়ে ইফতার করবে। রাতের বেলা, একটি খালি ঘরে কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং নিচের আয়াতগুলো তিন বার পাঠ করবে।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۱﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۳۲﴾

(সূরা বাকারা ৩০-৩২)

এরপর এই বাক্যগুলো পাঠ করবে:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الرُّوحُ اللَّطِيفَةُ الْوَاصِلُ التَّقْدِيرُالْمُؤَكِّلُونَ بِهٰذِهِ الْآيَاتِ الْمُطِيعُونَ، يَسْرُهُ الْمُودِعُ فِيهَا الطُّقُ بِهَا مَا خَفِيَ اَخْيَرَ لَكَائِنَ صِدْقًا، وَ أَمِيلُ إِلَىَّ وُجُوهَ بَنِي آدَمَ وَ بَنَاتِهِ حَقًّا، وَ حِلُّوْا إِلَى قُلُوبِهِمْ رُعْبًا وَ رُهْبًا

এবার যা করতে হবে

উপরের আয়াতটি মেশক, জাফরান কাচের পাত্রে লিখে গোলাপজল দিয়ে ধোত করে পান করবে এভাবে মোট ৭ দিন করবে। সপ্তম দিন বৃহস্পতিবার রাতে উক্ত আয়াতটি ৭০ বার পাঠ করবে। আর নিচের দুআটি ৪০ বার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ একজন রুহানী মুয়াক্কিল হাজির হবে। হাজির হয়ে আপনার সাথে কথা বলবে, বন্ধুত্ব করবে এবং আপনাকে তার নাম বলে দিবে। এবার আপনি বলবেন যখন আপনাকে ডাকি আপনি এসে হাজির হবেন সে ওয়াদা করবে। এবার আপনি তাকে বিদায় করে দিবেন। এরপর থেকে যখন আপনি তাকে ডাকার ইচ্ছা করবেন তখন আপনি উপরের আয়াতের ৪০ বার এবং ঐ দুআটি এক বার পাঠ করে তাকে নাম ধরে

ডাক দিবেন ইনশাআল্লাহ সে এসে হাজির হবে এবং আপনি যা করতে বলবেন সে তা করবে ইনশাল্লাহ।

সূরা মুয্জাম্মিলের আশ্চর্য আমল বা মুয়াক্কিল হাসিল

সূরা মুয্জাম্মিল শরীফ প্রতিদিন ৪ বার ৪১ দিন পর্যন্ত পড়তে হবে।

শুরুতে ও শেষে ১১ বার দুরূদ শরীফ পড়তে হবে।

স্থান বা ঘর একেবারে নির্জন হবে এবং সব সময় সুগন্ধিতে সুবাসিত থাকবে।

আমল চলাকালে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে এবং জালালী ও জামালী উভয় প্রকার খাবার বা কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

শেষ দিনে চারজন ব্যক্তি আপনার সামনে উপস্থিত হবে। তাদের পোশাক হয় সবুজ হবে অথবা কালো হবে। একদম ভয় পাবেন না।

তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিন যে তারা আপনার অধীনে থাকবে এবং প্রয়োজনে আপনার কাজে সহযোগিতা করবে।

এই আমল কার ক্ষেত্রে কেমন হবে

ও মুয়াক্কিলদের কিভাবে কাজে লাগাবেন

এই আমল যদি পরিপূর্ণ ধ্যানের সাথে করা যায় তাহলে মুয়াক্কিল এসে আপনার সাথে দেখা করবে। আর যদি যেমন ধ্যান করার কথা বলা হয়েছে তেমন না হয়, তাহলে তারা আপনার বন্ধু হবে কিন্তু তারা সরাসরি আপনার সাথে দেখা নাও দিতে পারে তবে স্বপ্নে বা প্রকাশ্য কিছু আলামতের মাধ্যমে আপনাকে জানাবে যে, তারা আপনার সাথে আছে।

মুয়াক্কিলদেরকে কিভাবে কাজে লাগাবেন

আপনার দূরের রোগী বা প্রবাসের রোগী তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য এই সূরা তেলাওয়াত করে মুয়াক্কিলদেরকে পাঠাইলে তারা যথাসাধ্য সমাধান করার চেষ্টা করবে।

কিভাবে বুঝবেন যে তারা আপনার কাজ করেছে

আপনি সূরা পাঠ করে চোখ বন্ধ করে বলবেন যে হে এই সূরার মুয়াক্কিল যদি তুমি আমার দেওয়া কাজটি সমাপ্ত করে থাকো তাহলে আমার মাথাকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দাও। আশা করা যায় ঘুরিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ। (আলমে হাজিরাত ৩৪)

মুয়াক্কিল হাসিলের বিশেষ আমল

এই মুয়াক্কিল তাসখীরের জন্য অবশ্যই আমিলকে রোযা ও নামাজের পাকা হতে হবে এবং শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হতে হবে। আমিলের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের পবিত্রতা থাকা শর্ত।

আমিলকে এই বরকতময় আজীমত ৭ দিন ধারাবাহিকভাবে, কোনো বিরতি ছাড়া, জালালী ও জামালী পরহেজ রেখে প্রতিদিন ৩৬০ বার পড়তে হবে। শুরুতে ও শেষে ১১ বার দরূদ শরীফ পড়া বাধ্যতামূলক।

এই আমলে মুয়াক্কিল তৃতীয় বা পঞ্চম দিনেও আসতে পারে, কিন্তু পুরো ৭ দিন সম্পন্ন করা জরুরি।

এরপর মুয়াক্কিলের সাথে শর্তাবলী ঠিক করে নিন এবং পুনরায় ডাকার পদ্ধতিও জেনে নিন। মনে রাখবেন- শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত কাজেই ব্যবহার করবেন।

আজীমতঃ

يَا اللَّهُ، يَا رَبُّ، يَا رَحْمَنُ، يَا رَحِيمُ، لا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فِي حِفْظِ مَا مَلَكْتَنِي كَمَا أَنْتَ أَمْلَكُ بِهِ

অর্থঃ হে আল্লাহ, হে প্রভু, হে পরম করুণাময়, হে দয়ালু, আপনি যেমন এর উপর অধিক মালিক, তেমনি আমাকে আমার নিজের নফসের ওপর ছেড়ে দেবেন না-যা আপনি আমাকে অধিকার দিয়েছেন তার হেফাজতে। (আলমে হাজিরাত ৪২)

মুয়াক্কিল হাসিলের চমৎকার দুআ

এই বরকতময় দুআকে জামালী ও জালালী পরহেজ, নামাজ ও রোযার পূর্ণ আনুগত্যসহ নির্জন স্থানে ১১ দিন ধারাবাহিকভাবে, কোনো বিরতি ছাড়া, প্রতিদিন ৩২৩ বার পড়তে হবে।

শুরুতে ও শেষে ৫ বার করে দুরূদ শরীফ পড়া বাধ্যতামূলক।

শেষ দিনে মুয়াক্কিল আপনার সামনে হাজির হবে।

তার সাথে শর্তাবলী ঠিক করে নিন এবং মনে রাখবেন- শুধুমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও হালাল কাজেই ব্যবহার করবেন, অন্যথায় জীবনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি হতে পারে।

এই আমল কেবল যোগ্য ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই করতে পারবে।

অতএব, অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া কেউ চেষ্টা করবেন না। দুআটি এইঃ

بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا لَطِيفُ يَا خَفِيَّ الأَلْطَافِ أَدْرِكْنِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ الَّذِي مِنْ لُطِفْتُ بِهِ كُفِيتُ

অর্থ: পরম করুণাময়ের নামে শুরু করছি। হে লতীফ, হে গোপন অনুগ্রহের অধিকারী, আপনার গোপন অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করুন-যার মাধ্যমে আমি সুরক্ষিত হবো।

জিনের সাথে দেখা করার কুরআনী আমল

যে ব্যক্তি জিনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, তার জন্য প্রয়োজন জনবসতি থেকে দূরে, একান্ত নির্জন স্থানে তিন দিন অবস্থান করা।

এই সময় রোজা রাখবে। সর্বদা অজুর সাথে থাকবে এবং জিকিরে ব্যস্ত থাকবে। চন্দন কাঠ এর ধূপ জ্বালানো। এরপর সূরা আস-সাফফাত এর প্রথম অংশ: “وَالصَّافَّاتِ صَفًّا” থেকে “شِهَابٌ ثَاقِبٌ” পর্যন্ত পাঠ করতে হবে।

জিনদের বাদশাহদের মধ্যে যাকে ডাকা ইচ্ছা, তার নাম উল্লেখ করতে হবে।

এভাবে তিন দিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ সেই জিন বাদশাহ হাজির হবে এবং যে প্রয়োজনই থাকুক, তা পূরণ করবে।

যাদের জিন ছিল কোন কারণে এখন আর হাজির হয় না তাদের জন্য বিশেষ আমল

যদি কোনো ব্যক্তি জিনের আমল করে থাকে কিন্তু কোনো কারণে জিনদের আগমন-গমন তার কাছ থেকে বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার উচিত নিজের মূল আমলের সঙ্গে সূরা আন-নামল এর এই আয়াত পাঠ করবে

يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿۳۲﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّ الْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَا ذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿۳۳﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَ اِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَاۤ اٰتٰىنِ َ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّاۤ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿۳۶﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ

لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ﴿۳۷﴾ قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ﴿۳۸﴾

এটি পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ জিন হাজির হবে এবং আনুগত্য করবে।

জিনকে বশ করার কুরআনী আমল

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

আমল শুরু করার পূর্ব প্রস্তুতি

প্রথমে ১.২৫ কেজি গরু বা ছাগলের গোস্ত নতুন মাটির হাড়িতে রেখে ছোট ছোট টুকরো করে নিবেন এবং একটি তীক্ষ্ণ ছুরি সেই হাড়িতে রেখে দিবেন। এরপর হাড়িটির উপর লাল রঙের কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবেন। প্রথম রাতেই এটি কবরস্থানে গিয়ে রেখে আসবেন।

আমলের সময় ও শর্তাবলী

আমল শুরু করবেন চাঁদের পূর্ণিমার সময় রাত ১১টায়। সময় মেনে কাজ করা জরুরি। আমল শুরু করার আগে

প্রথমে ও শেষে ১১ বার দুরুদ ইবরাহিমি পড়ে নিবেন। তারপর নির্দিষ্ট আয়াত ৪৫০ বার পড়বেন। সাধারনত ১১ দিনের মধ্যে আমল সম্পন্ন হবে, না হলে ২১ দিনের মধ্যে শেষ হবে। জালালি ও জামালি পরহেজ মেনে চলতে হবে।

কক্ষ সম্পূর্ণ পবিত্র ও পরিষ্কার হতে হবে। ঘরে সুগন্ধি জ্বালান। আলো হিসেবে মোমবাতি ব্যবহার করবেন।

হাজিরাতের সময় করণীয়

আমলের সময় এক বুযুর্গ হাজির হবেন, যিনি মুসলিম হবেন। সে আপনাকে সালাম দিবে, সালামের উত্তর দেওয়া জরুরি। এরপর বলবেন এই দলটিকে আমার অধীনে আনুন অথবা আপনার প্রয়োজনীয় কথা জানাবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার প্রয়োজন পূরণ হবে।

বিশেষ নির্দেশনা

আমল শুরু করার আগে পূর্বের সমস্ত বুজুর্গদের জন্য কিছু মিষ্টি রান্না করে দরিদ্র ও নামাজী লোকদের খাওয়াবেন। (আলমে হাজিরাত ১২২)

জিনের সাথে বন্ধুত্ব করার কুরআনী আমল

যে ব্যক্তি চায় যে, জিন সম্প্রদায়ের কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হোক, তাহলে সে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

১. আরবি মাসের জুমআর দিন ইশার ফরজ নামাজ শেষ করে একটি নির্জন কক্ষে বসে থাকবেন।

২. শরীরে সুন্দর সুগন্ধি লাগিয়ে নিন।

৩. নিজের চারপাশে হিসার করে নিবেন।

৪. উচ্চস্বরে নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে থাকবেন

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

(সূরা তওবা ১২৮)

পড়ার সময় আওয়াজ এমন জোরে হবে যাতে আপনার নিজের কানে শোনা যায়।

কত দিনের মধ্যে জিন আসবে

৩ দিন পার হওয়ার পর থেকেই ইশারা পাওয়া শুরু হবে। ২০তম দিন জিন সম্প্রদায়ের কোনো একজন আপনার সামনে, সুরক্ষা বৃত্তের বাইরে হাজির হবে এবং আপনি যে আয়াত পড়তেছেন তা শ্রবণ করবে। ভয় পাবেন না। পরবর্তী ১০ দিন সে প্রতিদিন একইভাবে এসে আয়াত শ্রবণ করবে। ৩১তম দিন আয়াতের নির্ধারিত সংখ্যা শেষ হলে সে আপনার সাথে কথা বলবে এবং মুসাফা করার অনুরোধ করবে। আপনি মুসাফা করবেন। ৪০তম দিন আমল সম্পন্ন হবে।

আমল শেষে করণীয়

আমল শেষ হওয়ার দিন তাকে বলবেন আমার পাঠ শেষ হয়েছে, আগামীকাল থেকে আর পড়ব না।

সে দুঃখিত হবে এবং অনুরোধ করবে যেন আয়াত পাঠ চালিয়ে যান। তখন আপনি ওয়াদা দিবেন যে, সপ্তাহে একবার আয়াত পাঠ করবেন। এর বিনিময়ে,

ইনশাআল্লাহ, সে আপনার সব জায়েজ কাজ করতে রাজি হবে। (আলমে হাজিরাত ১২৪)

সূরা ইয়াছিন ও আর রহমান দ্বারা জিন বশ করার আমল

ফজরের নামাজের পরে ৭ বার সূরা ইয়াসীন এবং ৭ বার সূরা আর রহমান পড়তে হবে। এভাবে মোট ১৬ দিন আমল চালিয়ে যেতে হবে। এই আমলের পর একটি জিন হাজির হবে এবং আপনার তাবে হয়ে যাবে।

কোনো বিশেষ পরহেজ নেই, তবে কেবল তিলাওয়াত এর সময় পবিত্র থাকতে হবে এবং কোনো কেউ আমলের মাঝে ডিস্টাব যেন না করে।

জিন তাবে হওয়ার পর শুধুমাত্র জায়েজ ও হালাল কাজেই তাকে কাজে লাগাতে হবে।

অন্যায় কাজে ব্যবহার করলে প্রাণের ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। (আলমে হাজিরাত ১২৩)

জিনকে বন্ধু বানানোর নিয়ম

যে ব্যক্তি চান জিন জাতির কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হোক, সে এভাবে আমলকরবে।

নও-চান্দি জুমা (চাঁদ দেখার পর প্রথম শুক্রবার) ইশার নামাজের পর একটি ঘরে একা বসে পড়বেন। ভালো মানের সুগন্ধি কাপড়ে ব্যবহার করবেন। তারপর নিজের চারপাশে সুরক্ষা বৃত্ত (হিসার) তৈরি করবেন এবং উচ্চ স্বরে এই আয়াতটি পড়বেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

(সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

এই আয়াতটি ২৯২৮ বার পড়তে হবে।

মনে রাখবেন–পড়তে হবে এমন উচু আওয়াজে, যেন অন্তত নিজের কানে শোনা যায়।

ফলাফল ও ধাপসমূহ

ইনশাআল্লাহ, নবম দিন থেকেই ইশারা (সংকেত) আসতে শুরু করবে।

২০তম দিনে জিন জাতির একজন ব্যক্তি, যিনি আপনার সমবয়সী, তিনি আপনার সামনে (হিসারের বাইরে) হাজির হবেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে আপনার তেলাওয়াত শুনবে। ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

এরপরে প্রতিদিন এভাবেই হাজির হয়ে তেলাওয়াত শুনতে থাকবে। ৩১তম দিনে, যখন নির্ধারিত সংখ্যক তেলাওয়াত শেষ করবেন, তখন সে আপনাকে সম্বোধন করবে এবং করমর্দনের (হ্যান্ডশেক) অনুরোধ করবে। আপনি সেই অনুরোধ গ্রহণ করবেন।

৪০তম দিনে আমল শেষ হবে। তখন তাকে বলবেন, আজ থেকে আমি আর পড়াশোনা করব না, আমার আমল শেষ হলো।

১৮ তম দিনের ক্লাস
জ্বর ও তার চিকিৎসা

জ্বর কাকে বলে? কোনো কোনো রোগের কারণে দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াকে জ্বর বলা হয়।

কারণ যাই হোক, দেহে তাপ উৎপাদন ও তাপ নির্গমনের ভারসাম্য নষ্ট হলে দেহের দাপ বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামক অংশে তাপনিয়ন্ত্রণকেন্দ্র অবস্থিত। ঐ কেন্দ্রে তাপ-উৎপাদক পাইরোজেন জাতীয় উপাদানের প্রভাবে জ্বর দেখা দেয়। জীবাণু বা দেহকলা থেকে পাইরোজেন তৈরি হতে পারে।

মনে রাখবেন, জ্বর যদিও একটি সাধারণ রোগ আর মানুষ একে এখন সাধারণই মনে করে থাকে, তবে কোন কোন সময় এটি মারাত্মক আকার ধারণ করে থাকে, সে সময় ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া সব থেকে উৎকৃষ্ট। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে আমার যা বুজে আসছে, তাহলো জ্বর অনেক কারণে মানুষের হতে পারে, তার মধ্যে একটি হলো, শারীরিক যে কোন রোগের কারণে জ্বর হতে পারে, আর কোন কোন সময় ভয় পেয়ে জ্বর হতে পারে আবার কখনও জিনের প্রভাবে জ্বর হতে পারে, যদি ভয় পেয়ে বা জিনের প্রভাবে জ্বর হয়, তাহলে তা ডাক্তারি চিকিৎসা দ্বারা তেমন কোন ফায়দা পাওয়া যায় না। তাই গ্রামের লোকেরা ডাক্তারী ঔষধ সেবন করার পরে জ্বর সারতে দেরি হলে, তারা আলেমগণের নিকট থেকে পানি পড়া ও ঝাড়-ফুঁক নিয়ে থাকে। তারা কারণ বুজুক বা নাই বুজুক তারা মনে করে ভয় পেয়ে জ্বর হলো কি না তাই তারা পানি পড়া ও ঝাড়-ফুঁক নিয়ে থাকে। তাই আমাদের উচিৎ কারো জ্বর হলে, কারণ যেহেতু অজানা, তাই ডাক্তারী চিকিৎসার পাশাপাশি আল্লাহর নবী ও সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবিরদের শিখানো আমল দ্বারা ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ করা। তাই আমরা এখন জ্বর সারানোর কিছু ঘরোয়া পন্থা ও কুরআন হাদিসের আমল দেখাবো

জ্বরের ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- জ্বর বেশি পরিমাণ হলে, দেড় চামুচ পেপে পাতার রস এক কাপ পানিতে মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা জ্বরের বেগ, বমি, মাথার যন্ত্রনা, শরীরে দাহ কুমে যাবে। জ্বর কুমে গেলে আর খাওয়ার প্রয়োজন নাই।

২ নাম্বারঃ- জ্বর আসার আগে, জ্বর এখনও আসে নাই, জ্বর জ্বর ভাব। প্রস্রাব কুমে গেছে। নাক প্রায় বন্ধ, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কপালটা ধরে আছে, সব মিলিয়ে শরীর খুবই খারাপ। এইরুপ অবস্থায় পেঁয়াজের রস শরিষার তেলের মতো টানলে বুকে জমা বা বসা সর্দি বের হয়ে যাবে, সেই সাথে জ্বর জ্বর ভাবটাও চলে যাবে। (লোকমান হেকিমের কবিরাজী ও টোটকা চিকিৎসা ১০৫)

৩ নাম্বারঃ- ৮-১০টি তুলসি পাতা ভালো ভাবে ধুয়ে পরিস্কার করে, একটি পাত্রে পানি গরম করে তার মধ্যে দিয়ে দিন তুলসি পাতা,ভালোভাবে ফুটিয়ে ঐ পানি প্রতিদিন সকালে এক কাপ করে খান। আশা করা যায় তুলসি পাতায় থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা, ব্রংকাইটিস, ম্যালেরিয়ার মতো অনেক রোগের উপশমে সাহায্য করবে। এই পাতা শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে রোগ পতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

৪ নাম্বারঃ- এক চা চামচ মধু, অর্ধেকটা লেবুর রস ও এক কাপ গরম পানি নিয়ে, সব এক সাথে মিশিয়ে, দিনে ২ বার করে খান। মধুতে থাকা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান, শরীরের ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। যার ফলে ভাইরাসজনিত জ্বর কমে যায়। আর ভাইরাস জনিত রোগের ক্ষেত্রে লেবুর রস ও মধু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা শরীরের অতিরিক্ত তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

৫ নাম্বারঃ- নিম গাছের ফল, পাতা, ছাল, মূল, প্রতিটি ২৫০ গ্রাম করে নিয়ে, চার কেজি পানিতে সিদ্ধ করে এক কেজি থাকলে নামিয়ে ছেকে আবার জ্বাল দিতে থাকবে । যখন ২৫০ গ্রাম থাকবে তখন নামিয়ে রাখবেন ইহাকে নিমের ক্বাথ বলে। এই ক্বাথ অনেক রোগের ঔষধ।

প্রতিদিন ৩ বার এই ক্বাথ ১২ গ্রাম পরিমাণ সেবন করলে, সকল প্রকার পুরাতন জ্বর ভালো হয়। সর্দিও দূর হয়। (দেশীয় গাছ-গাছড়া ও লতাপাতার গুণাগুণ পৃ.১৫)

দুআর দ্বারা জ্বরের চিকিৎসা

জ্বর হলে কি দুআ পাঠ করতে হবে তা শিখিয়েছে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.)

عَنْ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنْ الْحُمَّى وَمِنْ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) তাদেরকে শিখিয়েছেন, জ্বর এবং সমস্ত ব্যথার জন্য বলবে, بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

(সুনানে তিরমিজী খ ৭ পৃ. ৪১১)

বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহিল কাবীর আ'উজুবিল্লাহিল আজীম মিন শাররি কুল্লি ইরকিন নায়্যারির ওয়ামিন শারি্র হারি্রন নার।

যে দুআ পড়ার সাথে সাথে জ্বর চলে যায়

عن جده أنس بن مالك ، قال : دخل رسول الله ﷺ على عائشة رضي الله عنها وهي موعوكة ، فقال : « مالي أراك هكذا » ، فقالت : بأبي وأمي هذه الحمى وسبتها « ، فقال : » لا تسبيها فإنها مأمورة ، ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا تلوتهم أذهبها الله تعالى عنك « ، قالت : فعلمني ، قال : » قولي : اللهم ارحم جلدي الرقيق ، وعظمي الدقيق من شدة الحريق يا أم ملدم ، إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدعي الرأس ولا تنتني الفم ، ولا تأكلي اللحم ، ولا تشربي الدم وتحولي مني إلى من اتخذ مع الله إلها آخر « ، قال فقالتها فذهبت عنها

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.) এর নিকট প্রবেশ করলেন, তিনি জ্বরে কষ্ট পাচ্ছিলেন, ফলে রাসূল (সা.) বললেন, আমার কি হলো যে তোমাকে এই রুপ দেখছি? অতঃপর আয়েশা (রা.) বললেন আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক এই জ্বরের কারণে এই অবস্থা তিনি উহাকে গালি দিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন গালি দিয়ো না, সে আল্লাহর আদেশটিত। কিন্তু তুমি যদি চাও

তোমাকে এমন কালিমা শিখিয়ে দিতে পারি যা পাঠ করলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমার জ্বর নিয়ে যাবেন। আয়েশা (রা.) বললেন আমাকে শিখিয়ে দেন, রাসুল (সা.) বললেন তুমি বলো,

اللهم ارحم جلدي الرقيق ، وعظمي الدقيق من شدة الحريق يا أم ملدم ، إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدعي الرأس ولا تنتني الفم ، ولا تأكلي اللحم ، ولا تشربي الدم وتحولي مني إلى من اتخذ مع الله إلها آخر

রাবী বলেন, আয়েশা (রা.) উহা পাঠ করলেন, আর তার জ্বর চলে গেলো। (দালাইলুন নবুওয়াত লিল বায়হাকী খ.৬ পৃ.৩৫৬)

বাংলা উচ্চারণ

আল্লাহুম্মার হাম জিলদির রাকিকা ওয়া আজ্জিমিদ দাকিকা মিন শিদ্দাতিল হারীকি ইয়া উম্মা মালদামিন ইন কুন্ত আমান্তু বিল্লাহিল আজীম ফালা তুসাদ্দিইর রায়াসা ওয়ালা তানতানিল ফামা ওয়ালা তাকুলিল লাহমা ওয়ালা তাশরাবিদ দামা ওয়া তাহুলী মিন্নী ইলা মানিত্তাখাজা মায়াল্লাহি ইলাহান আখারা।

যে দুআ পড়ে ফুঁক দিলেই জ্বর ভালো হয়ে যায়

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ حُمَّى شَدِيدَةٌ، مَنْصُوبٍ عَلَى فِرَاشِهِ. قَالَ: فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَمَا رَدَّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَأَيْنَا مَا بِهِ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَمَا مَشَيْنَا إِلَّا قَرِيبًا –[حَتَّى أَدْرَكَنَا رَسُولُهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَالَ: " إِنَّكُمَا دَخَلْتُمَا عَلَيَّ، فَلَمَّا خَرَجْتُمَا مِنْ عِنْدِي نَزَلَ الْمَلَكَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ: مَا بِهِ؟ قَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: حُمَّى شَدِيدَةٌ. قَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ: عَوِّذْهُ. قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ حَاسِدَةٍ، وَطَرْفَةِ عَيْنٍ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ، خُذْهَا فَلْتُهْنِكَ. قَالَ: فَمَا نَفَثَ وَلَا نَفَخَ فَكُشِفَ مَا بِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكُمَا لِأُخْبِرَكُمَا"

উমার ইবনে খত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আর আবু বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট প্রবেশ করলাম, তার প্রচুর পরিমাণে জ্বর। তার বিছানায় শুয়ে আছে। তিনি বলেন আমরা তাকে সালাম দিলাম, কোন উত্তর পেলাম না, যখন আমরা এই অবস্থা দেখলাম, আমরা তার কাছ থেকে বের হলাম, আমরা অল্প কিছু দুর আসার পরেই, হুজুর (সা.) এর বার্তাবাহক আমাদেরকে পেয়ে গেলেন, ফলে আমরা তার নিকট প্রবেশ করলাম, আর আমরা দেখলাম যে তার কোন সমস্যা নাই, তিনি বসে আছেন। হুজুর (সা.) বললেন, তোমরা দুজন আমার নিকট প্রবেশ করেছিলে, তোমরা যখন আমার নিকট থেকে বের হলে, দুজন ফেরেস্তা এসেছিল, একজন আমার মাথার নিকট বসেছিল আর একজন আমার পায়ের নিকট বসেছিল, আমার পায়ের নিকট যেছিল সে বলল, তার কি হয়েছে? সে বলল, কঠিন জ্বর হয়েছে, যে আমার পায়ের নিকট ছিলো সে বলল, তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনসা করো তিনি বললেন, بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ حَاسِدَةٍ، وَطَرْفَةِ عَيْنٍ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ، خُذْهَا فَلْتُهْنِكَ

হুজুর (সা. বলেন, যখন ফুঁক দিলো সাথে সাথে আমার সমস্যা দুর হয়ে গেলো, ফলে আমি লোক পাঠিয়েছি তোমাদের সংবাদ দেওয়ার জন্য।(মুছান্নিফে ইবনে আবী শায়বা খ.৫ পৃ. ৪৪৫)

বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহি আরকীকা ওয়াল্লাহি ইয়াশফীকা মিন কুল্লি দাইন ইউজীকা ওয়ামিন কুল্লি নাফসিন হাসিদাতিন ওয়া তারফাতি আইনিন ওয়াল্লাহি ইয়াশফীকা খুজহা ফালতুহনিকা।

জ্বর দূর করার জন্য আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ- সামান্য তুলা নিয়ে **১১** দুরুদ শরীফ পাঠ করবে,তারপর ৫ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে ঐ তুলাই ফুঁক দিয়ে তা রোগীর ডান কানে দিবে। এরপর ৫ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে এবং দুরুদে ইব্রাহিম **১১** বার পাঠ করে বাম কানে দিবে। এই আমল প্রথম দিন যে সময় করেছে, পরের দিন ঠিক সেই সময় ডান কানের তুলা বাম কানে এবং বাম কানের তুলা ডান কানে দিবে ইনশাআল্লাহ জ্বর চলে যাবে। (আমলিয়াতে কাশমীরী **১১৪**)

২ নাম্বারঃ- কাপানো জ্বরের জন্য, নিম্নের আয়াত এবং দুরুদটি লিখে পানিতে ভিজিয়ে বার বার পান করাবে ইনশাআল্লাহ জ্বর চলে যাবে। আয়াত ও দুরুদ এইঃ

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ - وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا – وَ صَلَّ اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ-

(আসান আমলিয়াত ও তাবিজাত খ.২ পৃ. **১৮৫**)

৩ নাম্বারঃ- নিম্নের দুআটি লিখে গোলাপ জলে ভিজিয়ে রোগীকে কয়েক বার খাওয়ালে জ্বর চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ

يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيُّ فِيْ دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهِ وَ بَقَائِهِ يَا حَيُّ-

(মুজারি্রব তা'বীজাত ও আমলিয়াত কি নায়াব কিতাব)

৩ নাম্বারঃ- জ্বর আক্রান্ত রোগীর পিঠে এক পাশে আজানের শব্দগুলো আর এক পাশে একামতের শব্দগুলো আঙ্গুল দ্বারা লিখবে ইনশাআল্লাহ জ্বর চলে যাবে।

(কিতাবুত তাবীজাত পৃ. **১৩৬৯**, বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.**১৩৮**, আমলিয়াতে কাশমীরী পৃ. **১১২**)

মাথা ব্যথা ও তার চিকিৎসা

মাথা ব্যথার কারণঃ- খুব পরিচিত দুটি কারণ হলো, মাইগ্রেন আর টেনশন। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই টেনশন এর কারণ। আর **১১** শতাংশর জন্য দায়ী মাইগ্রেন। ধূমপান, মধ্যপান, মাদকাসক্তি, অনিয়মিত ও অতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ সেবন, রোদ বা অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া, অতিরিক্ত শারীরিক-মানুষিক পরিশ্রম, ক্ষুধার্ত থাকা, অধিক সময় ল্যাপটপ বা মোবাইল চালানো, মানুসিক চাপ ইত্যাদি মাথা ব্যথার কারণ। কাজেই এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, সবার আগে এসব অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে।

মাইগ্রেন

নারীরাই মাইগ্রেরন বেশি ভোগেন। সাধারণত **১৫** থেকে **১৬** বছর বয়স থেকে মাইগ্রেনর লক্ষণ দেখা দেয়।স্থায়ী হয় ৪০ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত। মাইগ্রেনে মাথা ব্যথার লক্ষণগুলো হলোঃ

. মাথার যে কোন এক পাশে ব্যথা হয়। একবার এক পাশে ব্যথা হলে পরের বার অন্য পাশেও ব্যথা হতে পারে।

. চার ঘণ্টা থেখে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

. মাথার দুই পাশের রগ টনটন করছে বলে মনে হয়।

. ব্যথার তীব্রতায় কোনো কাজই ঠিক ভাবে করা যায় না।

. আলো বা শব্দে ব্যথার তীব্রতা বেড়ে যায়।

. ব্যথার সাথে বমিভাব বা বমি হতে পারে।

. ব্যথা শুরু হওয়ার আগে চোখের সামনে আলোর নাচানাচি, আকাবাকা লাইন দেখা দিতে পারে।

. অন্ধকারে শুয়ে থাকলে ব্যথা কুমে যায়।

টেনশন

মাথার মাংসপেশির সংকোচনের কারণে এ মাথা ব্যথা হয়। এই ধরনের ব্যথার উপসর্গগুলো হলোঃ

. মাথা জুড়ে ব্যথা হয়।

. মাথা চেপে ধরে আছে এমন অনুভূতি হয়।

. মাইগ্রেনের মতো ততটা তীব্র ব্যথা হয় না।

. এ ধরণের মাথা ব্যথা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন স্থায়ী হতে পারে।

. দুশ্চিন্তা, পারিবারিক বা পেশাগত কিংবা মানুসিক চাপের সঙ্গে এই ব্যথার সম্পর্ক আছে।

. অনেক সময় দেখা যায় এই গুলোর কোন কিছুই নাই বা ডাক্টার কোন রোগ খুজে পাচ্ছে না সে ক্ষেত্রে মনে করতে হবে, যে এগুলো যাদু বা জিনের সমস্যার কারণে হয়েছে,তখন এর জিনের ও যাদুর চিকিৎসা করতে হবে।এই চিকিৎসা জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ বই থেকে দেখে নিতে পারেন।

মাথা ব্যথার ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- ঘৃতকুমারীর শাঁস কপালে ও মাথার তালুতে মালিশ করলে মাথা ব্যথা দূর হবে ইনশাআল্লাহ। (দেশীয় গাছ-গাছড়া ও লতাপাতার গুণাগুণ পৃ.১৩)

২ নাম্বারঃ- কালজীরা বেটে জয়তুন তেলের সাথে মিশ্রিত করে, ভালো ভাবে ছেকে ঐ তেল ফোঁটা ফোঁটা করে নাকের ভিতর দিলে মাথা ব্যথা দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

(বেহেস্তী জেওর নবম খন্ড পৃ.৭২)

৩ নাম্বারঃ- লাল চন্দন দ্বারা কপালে প্রলেপ দিলে মাথা ব্যথা দূর হয়। (দেশীয় গাছ-গাছড়া ও লতাপাতার গুণাগুণ পৃ.২৮)

৪ নাম্বারঃ- পুদিনা বেটে সামান্য পানিতে গরম করে কপালে প্রলেপ দিলে মাথা ব্যথা দূর হয়।(বেহেস্তী জেওর নবম খন্ড পৃ.৭২)

নবীজি (সা.) এর দুআ দ্বারা মাথা ব্যথার চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- এই দুআ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানে ব্যথা হলে নবীজি (সা.) এর শিখানো পন্থায় আমল করলে, ব্যথা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

سنن ابن ماجه - (ج ١٠ / ص ٣٥٥)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَشَفَانِيَ اللَّهُ

অনুবাদ

উসমান ইবনে আবীল আ'স আস-সাকাফী (রা.) তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর নিকট আগমন করলাম, সে সময় আমার ব্যথা ছিল, যা আমাকে ধ্বংসের নিকটবর্তী করে দিচ্ছিল। ফলে নবী করীম (সা.) আমাকে বললেন, তোমার ডান হাতকে ব্যথাস্থানে রাখো আর বলো بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ সাত বার, ফলে আমি উহা বল্লাম আর আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে মুক্তি দিলেন। (সুনানে ইবনে মাজা খ.১০ পৃ. ৩৫৫)

বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহি আ'উজুবি ইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরতিহি মিন শারি্র মা আজিদু ওয়াউহাজিরু।

ব্যবহারের নিয়ম

ডান হাত দ্বারা মাথা চেপে ধরে এখলাসের সাথে দুআটি সাত বার পাঠ করে ছেড়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِر

মাথা ব্যথা দূর করার জন্য আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ- ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুল রোগীর মাথা এবং কপালের বাম পাশের রগ এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মাথার ডান দিকের রগ চেপে ধরে নিম্নের আয়াত পাঠ করে ফুঁক দিবে এভাবে ৩ বার করবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা সমাধান হবে। আয়াতগুলি এইঃ

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤) [الحشر/٢١-٢٤]

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ [النور/٣٥، ٣٦] اِدْفَعْ اَيُّهَا الْوَجْعُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-

বাংলা উচ্চারণ

লাউ আনজালনা হাজাল কুরআনা আলা জাবালিল লারাআইতাহু খাশিয়াম মুতাসদ্দিয়াম মিন খশইয়াতিল্লাহি ওয়া তিলকাল আমছালু নাদরিবুহা লিন্নাসি লাআল্লাহুম ইতাফাক্কারুন- হুওয়াল্লাহুল্লাজী লাইলাহা ইল্লাহু, আলিমুল গয়ব ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রহীম- হুআল্লাহুল্লাজী লাইলাহা ইল্লাহু- আল মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মুমিনুল মুহায়মিনুল আজীজুল জব্বারুল মুতাকাব্বির সুবহানাল্লাহি আম্মা ইশরিকুন- হুআল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাউবিরু লাহুল আসমাউল হুসনা ইসাব্বিহু লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াহুআল আজীজুল হাকীম।

আল্লাহু নুরুস সামাওয়াতি ওয়াল আসদি মাসালু নুরিহি কামিশকাতিন ফীহা মিসবাহ্ আল মিসবাহু ফী ঝুজাজাহ্ আঝ-ঝুজাজাতু কাআন্নাহা কাউকাবুন দুরি্রউন ইউকাদু মিন শাজারতিন মুবারকাতিন জায়তুনাতিন লাশারকিইয়াতিউ ওলা গরবিইয়াতিন ইয়াকাদু জায়তুহা ইদিউ ওয়ালাউলাম তামসাসহু নার নুরুন আলা নুর- ইয়াহদিল্লাহু লিনুরিহি মায় ইশা- ওয়া ইয়াদরিব্বুল্লাহুল আমছালা লিন নাসি ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শায়ইন আলীম- ফী বুয়ুতিন আজিনাল্লাহু আন্ তুরফাআ- ইরতাফি আইয়ুহাল ওয়াজ্উ বিলা হাওলা ওয়ালাকুআতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আজীম।

(বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ. ৭৩)

২ নাম্বারঃ- যদি কারো মাথা ব্যথা করে সে যে কারণেই করুক,মাথা হাত দ্বারা চেপে ধরে এক নিশ্বাসে ১৪ বার يَا وَهَّابُ (ইয়া ওয়াহ্হাবু) পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিবে ইনশাআল্লাহ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। (আসান আমলিয়াত ও তাবিজাত খ.১ পৃ,১৫৬)

৩ নাম্বারঃ- অর্ধ মাথা ব্যথা হলে নিম্নের দুআটি ১১ বার পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে ইনশাআল্লাহ তা দূর হয়ে যাবে। দুআটি এইঃ

[لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ [الواقعة/١٩

বাংলা উচ্চারণ

লাইসদ্দাউনা আনহা ওয়ালা ইনজিফুন। (সূরা ওয়াকিয়া ১৯)

৪ নাম্বারঃ- আসরের নামাযের পরে সূরা তাকাছুর পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে মাথা ব্যথা ভালো হয়।

৫ নাম্বারঃ- সূরা আসর ৩ বার পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে মাথা ব্যথা দূর হয়।

৬ নাম্বারঃ- সূরা কাউসার ৭ বার পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে মাথা ব্যথা দূর হয়।

(আমলিয়াতে কাশমীরী পৃ.৬৯-৭০)

৭ নাম্বারঃ- মাথা শক্ত করে ধরে সূরা ফিল ৭ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে ইনশাআল্লাহ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। (বিয়াজে আহমাদী পৃ.১৮)

সর্দি ও তার চিকিৎসা

সর্দির কারণঃ শীতল পানি, শীত, তুষার, রোদন, নাক দিয়ে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, দিনে বেশি ঘুমানো, রাত্রিজাগরণ, অজির্ণের কারণে মাথার কফ ঘনীভূত হয়ে সর্দি রোগ হয়। (বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.৭৪)

ডাক্টারদের ভাষায়ঃ সর্দি বা ঠান্ডা শ্বাসনালির একটি ভাইরাসজনিত রোগ, যা প্রধানত নাক আক্রমণ করে থাকে। এতে গলা সাইনাস ও কণ্ঠনালি আক্রান্ত হতে পারে।

উপসর্গঃ কাশি, গলাব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি, মাথাব্যথা ও জ্বর হয়।

রোগী সাধারণত ৭ দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। কোন কোন উপসর্গ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। যাদের অন্য স্বাস্থ্য সমস্যা আছে, তাদের কখনো কখনো নিউমনিয়া দেখা দিতে পারে।

সর্দি বা ঠান্ডা নামকরণের কারণঃ ঐতিহ্যগতভাবে ধারণা করা হয়, ঠান্ডায় যেমন বৃষ্টি কিংবা শীতে অনাবৃত হলে সর্দি লাগে, এখান থেকেই এর নাম হয়েছে ঠান্ডা বা সর্দি। (যুগান্তর ১৮ জুন ২০২২ ডা. একে এম আমিনুল হক)

সর্দির ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- আদার রসে একটু মধু মিশিয়ে খেলে সর্দি ভালো হয়। এভাবে কয়েক দিন করলে সর্দি দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।(চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.৫৭)

২ নাম্বারঃ- বেল পাতার রস এক চামচ খেলে কাঁচা সর্দি ও তার সাথে জ্বর বা জ্বরভাব দূর হবে ইনশাআল্লাহ। (তবে বয়াসের তারতম্মের কারণে এক চামচের চেয়ে কম বেশি করা যেতে পারে) (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.১০৯)

৩ নাম্বারঃ- কাঁচা সর্দি, হাঁচি, নাক দিয়ে তরল পানি বের হলে, তেতুলের কাঁচা পাতা ৩ বা ৪ গ্রাম সিদ্ধ করে তা ঠান্ডা করে খেলে সর্দি দূর হবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.১৯৪)

৪ নাম্বারঃ- বুকে সর্দি বসে খুব কষ্ট হলে এক্ষেত্রে তেতুলের পাতা সিদ্ধ করে তা ঠান্ডা করে খেলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। তবে এর সাথে মাষকলাই ও পান সরিষার তেলে ভেজে ঐ তেল বুকে মালিশ করলে আরো বেশি ফায়দা পাওয়া যায়। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.১৯৬)

দুআ দ্বারা সর্দির চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশাবাদি নিম্নের এখলাসের সাথে বেশি বেশি পাঠ করলে সর্দির যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ قَالَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمِئِذٍ

অনুবাদ

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু লাইলা আলী (রা.) এর সাথে নৈশ আলাপ করছিলেন, আর আলী (রা.) গরম কালের পোষাক শীত কালে আর শীত কালের পোষাক গরম কালে পরিধান করতেন। ফলে আমরা যদি আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করতেন? আলী (রা.) বলেন, খয়বারের দিনে রাসুল (সা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন, তখন আমি চোখের রোগে ভুগছিলাম। আমি বল্লাম হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমি চোখের রোগে ভুগছি, রাসুল (সা.) আমার

চোখে থুথু দিলেন, তারপর বললেন,اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ আলী (রা.) বলেন এর পর থেকে আমি আর ঠান্ডা-গরম অনুভব করি না।(ইবনে মাজা পৃ. ১৩০)

বাংলা উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা আজহিব আনহুল হার্‌রা ওয়াল বারদা।

১ নাম্বারঃ- নিম্নের দুআটি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পরে পাঠ করলে সর্দির যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال عن رسول الله ﷺ ، أنه قال إذا كان يوم شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض ، فإذا قال العبد : لا إله إلا الله ، ما أشد برد هذا اليوم ، اللهم أجرني من زمهرير جهنم ، قال الله عز وجل لجهنم : إن عبدا من عبادي استجارني من زمهريرك ، وإني أشهدك أني قد أجرته . فقالوا : وما زمهرير (١) جهنم ؟ قال : بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض

অনুবাদ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যেদিন খুব শীতল দিন হয়, তখন আল্লাহ তা'য়ালা আসমান ও যমিন বাসির প্রতি মনোনিবেশ করেন, যখন কোন বান্দা বলে لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইললাল্লাহ) এই দিনের শীত কতো কঠিন, (হে আল্লাহ) اللهم أجرني من زمهرير جهنم (আল্লাহুম্মা আজিরনী মিন জামহারীরি জাহান্নাম) তখন আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামকে বলেন, আমার বান্দাদের থেকে এক বান্দা তোমার গর্জন থেকে আমার নিকট আশ্রয় চেয়েছে, আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি তাকে আশ্রয় দিবো। তারা বলল, জামহারীর কি? তিনি বললেন, এমন একটি ঘর যেখানে একজন কাফেরকে নিক্ষেপ করা হবে তার তিব্র শীতের কারণে তার এক অঙ্গ আরেক অঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে যাবে। (আল আসমাউ ওয়াস সিফাত লিল বায়হাকী খ.১ পৃ.৪১১)

পরিপূর্ণ দুআঃ لا إله إلا الله اللهم أجرني من زمهرير جهنم

বাংলা উচ্চারণ

লা ইলাহা ইললাল্লাহ আল্লাহুম্মা আজিরনী মিন জামহারীরি জাহান্নাম।

সর্দি দূর করার জন্য আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ- তিন বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিলে সর্দি কুমে যায়।

২ নাম্বারঃ- খানা সামনে রেখে নিম্নের আয়াত ১১ বার পাঠ করে ঐ খানায় ফুঁক দিয়ে খাবে খাবে এতে সর্দি ও কাশি উভয়টা কুমে যাবে ইনশাআল্লাহ। (আমলিয়াতে কাশমীরী পৃ.৮২)

৩ নাম্বারঃ- সব সময় সর্দি লেগে থাকলে শরিষার তেল ও পানি সামনে রেখে ৩৩ আয়াত তথা মুঞ্জিল পাঠ করে ঐ শরিষার তেল ও পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ তেল গোসলের পূর্বে সমস্ত শরীরে মালিশ করে ঐ পড়া পানি গোসলের পানির সাথে মিশিয়ে গোসল করবে এভাবে কয়েক দিন করলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হবে। (বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.৭৪)

উম্মাদ রোগ

উম্মাদ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার মেধা বিকৃত হয়ে গেছে, আর তার উপলব্ধি করার শক্তি এমন ভাবে বিকৃত হয়ে গেছে যে, তার আর কিছুই বোজার কোন শক্তি নাই, ফলে তার সব কথা কাজ সাধারণ মানুষের মতো নাই।

উম্মাদ রোগ দুই প্রকারঃ (১) জন্মগত উম্মাদ ঐ ব্যক্তি যে উম্মাদ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে, তার মেধা জন্ম থেকেই অসম্পূর্ণ সে কোন কিছু কবুল করার যোগ্যতা রাখে না।এই প্রকার রোগী সাধারনত ভালো হওয়ার আশা করা যায় না।

(২) দুনিয়াবী কোন কারণে উম্মাদ ঐ ব্যক্তি যার উম্মাদ রোগ কোন কারণে হয়েছে, যেমন অসুস্থ্যতার কারণে বা জিনে আছর করার কারণে বা অন্য কোন কারণে। এই প্রকার উম্মাদ চিকিৎসা দ্বারা ভালো হওয়ার আশা আছে।

উম্মাদ রোগ চলোমান থাকা বা বন্ধ হওয়ার দিক দিয়ে আবার দুই প্রকার (১) جنون مطبق তথাঃ ঐ উম্মাদ যা একাধারে চলতে থাকে সুস্থ্য হওয়ার কোন নির্ধারিত সময় নাই।

(২) جنون غير مطبق তথাঃ ঐ উম্মাদ যা কিছু সময় থাকে আর কিছু সময় ঠিক হয়ে যায়।

উম্মাদ রোগের কারণঃ অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়,শুক্রহীনতা,দীর্ঘদিন প্রবল জঠর রোগ,চিরকোষ্ঠবদ্ধতা,সীমাহীন মস্তিষ্কচালনা, চিরন্তন চিন্তা, দুশ্চিন্তা,স্ত্রী লোকের রিতু বন্ধ এবং অতিরিক্ত শোকের দরুন বা মাথায় আঘাতের কারণে হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে উম্মাদ রোগ সৃষ্টি হয়। প্রথমে কারণ নির্ণয় করবে, তারপর চিকিৎসা করবে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের কারণে উম্মাদ রোগ হলে তার চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব।

কোষ্ঠাকাটিন্য বা জঠর রোগের কারণে উম্মাদ রোগ হলে,প্রথমে দেখতে হবে পেটে কোন দূষিত মল আছে কি না? দূষিত মল থাকলে পেটের চিকিৎসা করে দূষিত মল বাহির করতে হবে। এরপর থেকে যাতে হজম ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় সেদিতকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় এর কারণে রোগ হলে ঠাণ্ডা অথচ শুক্রবর্ধক ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করবে।

অতিরিক্ত চিন্তা ও মস্তিষ্ক চালনা করার কারণে রোগ হলে, চিন্তা ও পরিশ্রম কুমাতে হবে। আর উপযুক্ত বিশ্রাম ও জায়েয আনন্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

আরো একটি কারণে এই রোগ হয় তা হলো অনেক সময় জিনের কারণে এই রোগ আলামত হলো রোগী হঠাৎ করে কুরআন হাদিস জেনে যায় মানুষকে বিভিন্ন ওয়াজ নসিহাত করতে থাকে তবে তার কথা শুনে যে শুধু জি ঠিক বলেছে বলবে তাকে সে খুব ভালোবাসবে আর যদি কেউ তার ভুল ধরতে যায়, তাহলেই তাকে আর দেখতে পায় না সে ভালো না। আবার অনেকে হঠাৎ করে গান গাওয়া শুরু করে যে এতো বছর একটি গানও জানতো না সে এখন অনেক গান বলা শুরু করেছে। আবার অনেকে অতিতের এমন এমন কথা বলা শুরু করে যা সকলে ভুলে গেছে। আবার অনেকে বলে যে আমার কাছে জিনের বাদশা আসতেছে তার দলের লোকেরা একটু আগে এসেছিল। বিভিন্ন জিনের নাম বলতে থাকে এই সব পাগলামী যদি দিন রাত সব সময় করতে থাকে তাহলে তাকে উম্মাদ রোগের চিকিৎসা দিতে হবে এখানে যেনো কোন মুদাব্বির ঐ জিনকে হাজির করে ছাড়ানোর জন্য অজাথা সময় নষ্ঠ না করে, এতে রোগীর কোন লাভ হবে না কারণ এদের শরীরে জিন হাজির হবে না।

উম্মাদ রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

حدثتني أم أبان بنت الزارع ، عن أبيها ، أن جدها الزارع ، انطلق إلى رسول الله ﷺ فانطلق بابن له مجنون ، أو ابن أخت له ، قال جدي : فلما قدمنا على رسول الله ﷺ المدينة ، قلت : يا رسول الله ، إن معي ابنا لي ، أو ابن أخت لي ، مجنونا ، أتيتك به تدعو الله له فقال : « ائتني به » فانطلقت به إليه ، وهو في الركاب ، فأطلقت عنه ثياب السفر ، وألبسته ثوبين حسنين ، وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله ﷺ ، فقال : « ادنه مني ، اجعل ظهره مما يليني » فأخذ بمجامع ثوبه أعلاه وأسفله ، فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ، ويقول : « اخرج عدو الله ، اخرج عدو الله » ، فأقبل ينظر نظر الصحيح ، ليس بنظره الأول ، ثم أقعده رسول الله ﷺ بين يديه فدعا له ، فمسح وجهه ودعا له ، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة النبي ﷺ يفضل عليه

নবীজি (সা.) এর দুআ দ্বারা উম্মাদ রোগের চিকিৎসা

নবীজি (সা.) যে রোগের চিকিৎসার কথা হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তা সরাসরি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে, অতঃএব এই দুআগুলির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে প্রয়োগ করতে পারলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা যতো বড় হোক সমাধান হয়ে যাবে।

১ নাম্বারঃ-

عَنْ خَارِجَةَ بن الصَّلْتِ، أَنَّ عَمًّا لَهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ مُرَّ بِهِ عَلَى أَعْرَابِيٍّ مَجْنُونٍ مُوثَقٍ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: أَعِنْدَكَ شَيْءٌ نُدَاوِيهِ فَإِنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَقَيْتُهُ بِأُمِّ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ , كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ، فَلَمْ آخُذْهُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:"قُلْتَ غَيْرَ هَذَا؟"قُلْتُ: لا، قَالَ:"كُلْهَا بِسْمِ اللَّهِ، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ."

বাংলা অনুবাদ

খারেজা বিনতে সালত (রা.) থেকে বর্ণিত তার এক চাচা নবী করীম (সা.) এর নিকট আসলেন, যখন তিনি ফিরছিলেন তখন এক বেদুইন লোহা দ্বারা বাধা এক পাগলের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাকে কেউ বলল, আপনার নিকট কি কিছু আছে যার দ্বারা এর চিকিৎসা করবেন? নিশ্চই আপনার নবী কল্যাণ নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন হ্যা তিনি বলেন আমি তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম সূরা ফাতেহা দ্বারা তিন দিন, প্রতিদিন দুই বার করে, ফলে তিনি সুস্থ্য হয়ে গেলেন। ফলে তারা আমাকে একশত ছাগল দিলো আমি উহা গ্রহণ করলাম না এমনকি আমি নবী করীম (সা.) এর নিকট এসে এবিষয় সংবাদ দিলাম, হুজুর (সা.) বললেন তুমি কি ইহা ব্যতিত অন্য কিছু পড়ছো? আমি বল্লাম না। তিনি বললেন আল্লাহর নামে উহা খাও। আমার জীবনের কসম (এটা তার জন্য নিষেধ) যে খাবে বাতিল ঝাড়-ফুঁক দ্বারা, আর তুমি খেয়েছো সত্য ঝাড়-ফুঁক দ্বারা। (আল মুজামুল কাবির লিত-তাবরানি খ.১২ পৃ. ১৩৪)

এই হাদিস থেকে বুজে আসে এখলাসের সাথে উম্মাদ রোগীকে দিনে ২ বার করে সূরা ফাতেহা পাঠ করে ঝাগ-ফুঁক করলে রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এই আমল হাদিস দ্বারা জানা যায় যে তিনি তিন দিন করছে তাই আমরা করার পরেও যদি ভালো ফায়দা না পাওয়া যায় তাহলে আরো কয়েক দিন তথা ৭ দিন বা ১৪ দিন বা ২১ করলে ইনশাআল্লাহ ভালো ফায়দা পাওয়া যাবে।

২ নাম্বারঃ-

عن ابن مسعود ، قال : « من قرأ عشر آيات من سورة البقرة أول النهار لم يقربه شيطان حتى يمسي ، وإن قرأها حين يمسي لم يقربه حتى يصبح ولا يرى شيئا يكرهه في أهله وماله ، وإن قرأها على مجنون أفاق : أربع آيات من أولها وآية الكرسي ، وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها

বাংলা অনুবাদ

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,যে ব্যক্তি সকালে সূরা বাকারার দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে সন্ধা পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসতে পারবে না,আর যদি উহা সন্ধায় পাঠ করে তবে সকাল পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসবে না আর তার সম্পদ ও পরিবারে কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখবে না। আর যদি ঐ দশ আয়াত পাগলের উপর পাঠ করে তবে সে সুস্থ্য হয়ে যাবে।চার আয়াত সূরার শুরুতে এবং আয়াতুল কুরছি ও তার পরে দুই আয়াত,আর সূরা শেষের তিন আয়াত।

এই হাদিস থেকে বুজা যায় এখলাসের সাথে সূরা বাকারার দশটি আয়াত পাঠ করে পাগল রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করলে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে। তবে ধৈর্য ধরে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আমল করতে থাকতে হবে। কেউ কেউ ৭ দিনে, কেউ ১৪ দিনে, আর কেউ ২১ দিবে কেউ বা আবার ৪১ দিনে সৃস্থ্য হবে ইনশাআল্লাহ। (শুয়াবুল ইমান লিল বায়হাকী খ.৫ পৃ.৪১৭)

আয়াত দশটি এইঃ

الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة/١-٤]

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ –

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦) [البقرة/٢٨٤-٢٨٦]

৩ নাম্বারঃ-

حدثتني أم أبان بنت الزارع ، عن أبيها ، أن جدها الزارع ، انطلق إلى رسول الله ﷺ فانطلق بابن له مجنون ، أو ابن أخت له ، قال جدي : فلما قدمنا على رسول الله ﷺ المدينة ، قلت : يا رسول الله ، إن معي ابنا لي ، أو ابن أخت لي ، مجنونا ، أتيتك به تدعو الله له فقال : « ائتني به » فانطلقت به إليه ، وهو في الركاب ، فأطلقت عنه ثياب السفر ، وألبسته ثوبين حسنين ، وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله ﷺ ، فقال : « ادنه مني ، اجعل ظهره مما يليني » فأخذ بمجامع ثوبه أعلاه وأسفله ، فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ، ويقول : « اخرج عدو الله ، اخرج عدو الله » ، فأقبل ينظر نظر الصحيح ، ليس بنظره الأول ، ثم أقعده رسول الله ﷺ بين يديه فدعا له ، فمسح وجهه ودعا له ، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة النبي ﷺ يفضل عليه

বাংলা অনুবাদ

আমাকে উম্মু আবান বিনতে জারেয়ী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা জারেয়ী (রা.) হুজুর (সা.) এর নিকট গেলেন সাথে তার একটি পাগল ছেলে বা তার বোনের ছেলে, আমার দাদা বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট মদিনায় পৌছালাম, আমি বল্লাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমার সাথে আমার ছেলে বা আমার বোনের ছেলে পাগল। তাকে আপনার নিকট নিয়েসেছি,আপনি তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুআ করেন। হুজুর (সা.) বলেন তাকে আমার নিকট নিয়ে আসো, আমি তার নিকট গেলাম আমি তার সফরের কাপড় পরিবর্তন করে দুটি সুন্দর কাপড় পরিধান করিয়ে দিলাম এবং তার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট নিয়ে আসলাম।তিনি বললেন তাকে আমার নিকটে আনো, আর তার পিঠকে আমার দিকে করো, অতঃপর তার কাপড় উপর এবং নিচ থেকে ধরলেন,তারপর তার পিঠে প্রহার করলেন এমনকি আমি তার উভয় বগলের সাদা দেখতে পেলাম। আর হুজুর (সা) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন তুমি বের হও, হে আল্লাহর দুশমন তুমি বের হও। তারপর সে সুস্থ্য মানুষের মতো তাকালেন, যা ইতিপূর্বে ছিলো না।তারপর হুজুর (সা.) তাকে সামনে বসিয়ে দুআ করলেন,তার চেহারে মাসেহ করে দুআ করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)

দুআ করার পরে এই দলের মধ্যে তার থেকে উত্তম আর কেউ ছিলো না। (মারেফাতুস সাহাবা লিআবী নাঈম আল আসবাহানী খ.৮ পৃ.৪২৮)

হাদিসের এই ভাষ্য থেকে বুজে আসে এই রোগীর জিনের কারণে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে, অতঃএব যদি কোন রোগী জিনের কারণে পাগল হয়ে যায়, তাহলে তাকে নবী করীম (সা.) এর এই পন্থায় চিকিৎসা করলে সব থেকে বেশি ফায়দা পাওয়া যাবে।

উম্মাদ রোগের জন্য আকাবিরদের চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর স্রাব বন্ধ থাকলে বা মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকার কারণে উম্মাদ রোগ হলে ৬০ গ্রাম তেলে ৫ গ্রাম কর্পূর মিশিয়ে ঐ তেলকে নিম্নের আয়াত ও দুআ তিন বার পাঠ করে ঐ তেলে ফুঁক দিবে। এরপর থেকে এই তেল ৪/৫ বার তল পেট ও কোমরে উত্তম রুপে ব্যবহার করবে। আয়াত ও দুআ এইঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ [المؤمنون/١١٥]

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة/١٧٨]

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا [الإسراء/١٠٥]

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيٌّ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

আর নিম্নের দআটি লিখে মাদুলীতে ভরে জরায়ু সোজা ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হবে। আয়াতটি এইঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ [يس/٣٤، ٣٥]

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ [الأنبياء/٣٠] وصلى الله على النبي واله وسلم

২ নাম্বারঃ- যদি উপরের সমস্যার কারণে উম্মাদ রোগ না হয়, বরং জিনের কারণে বা সর্দি না লাগার কারণে বা অধিক চিন্তার কারণে অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য এর কারণে এইরুপ হয়, তাহলে নিম্নের পন্থা অবলম্ভন করবে।

(১) ২৫০ গ্রাম খাটি শরিষার তেল ও এক বোতল পানিতে মুঞ্জিল তথা ৩৩ আয়াত পাঠ করে, এক সাথে তেল ও পানিতে ফুঁক দিবে, আবার পাঠ করে, তেলও পানিতে ফুঁক দিবে।

অতঃপর ঐ তেল গোসলের আধা ঘণ্টা আগে মাথাসহ সমস্ত শরীরে মালিশ করবে । তারপর ঐ পানি অন্য পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ থেকে ২০ বালতি পানি রোগীর মাথায় ঠেলে গোসল করাবে । তবে যদি কয়েক বালতি ঠালার পর রোগীর শীত শীত করে, তাহলে আর ঠালবে না । গোসল শেষে রোগীর সমস্ত শরীরে ঐ তেল আবার মালিশ করে দিবে । এভাবে মোট ১৪ দিন করবে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে।

(২) নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগী যে বালিশে ঘুমায় তার মধ্যে দিয়ে রাখবেন ।

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا- وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ- موم دح هيا مودح ه لاطا-وصلى الله على النبى واله وسلم

(৩) ৩৩ আয়াত, আয়াতে শেফা এবং ২ নাম্বার তদবীর লিখে রোগীর কোমরে ব্যবহার করবে। আয়াতে শেফা এইঃ-

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ- وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُور- يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ-وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا -وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ-قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ-

(৪) ৩৩ আয়াত পাঠ করে দিনে ২বার রোগীর শরীরে দম করবে ।

(৫) জাফরান কালী দ্বারা আয়াতে শেফা চিনা মাঠির প্লেটে লিখে তা ধৌত করে সকাল বিকাল রোগীকে পান করাবে ।

যদি রোগী দিন- রাত না ঘুমায় ডাক্টারের সাথে পরামর্শ করে ঘুমের ঔষধ খাওয়াবে ।

প্রতিদিন সকালে গভী থেকে দুধ দহন করার সাথে সাথে কাচা এক গ্লাস দুধ খাওয়াবে।

এই কয়েকটি কাজ সঠিক ভাবে ২/৩ সপ্তাহ করতে পারলে, আশা করা যায় রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ।(বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.৭৫)

(৬) সাতটি কূপের পানি একত্রিত করে তাতে নিম্নের আয়াতগুলি **১১** বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে সে পানি পাগল রোগীকে পান করালে সে সুস্থ হবে ইনশাআল্লাহ।

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (٣) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا [الجن/١-٣]

(৭) সূরা ফালাক ও নাস **১১** বার করে পাঠ করে সাত কূপের পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করানো হলে পাগল হওয়া রোগী ভালো হয়।(আমলিয়াতে কাশমীরী পৃ.৭৫)

অর্ধ পাগলের জন্য করণীয়ঃ যারা পরিপূর্ণ পাগল হয় নাই, কেবল পাগলামীর ভাব দেখা যায়, কিছু সময় উল্টা-পাল্টা কথা বলে আবার ভালো থাকে কিছু সময়। এরুপ রোগীর জন্য নিম্নের আমলগুলো করবে।

যারা অর্থহীন অতীত ভবিষ্যতের কথা বলতে থাকে এবং সে এমন কিছু কথা বলতে থাকে যার কোন আগাগোড়া ঠিক নাই। এরুপ রোগীদের জন্য এই আমলটি করবে।

(১)নিম্নের আয়াতটি লিখে মাথায় ধারণ করলে অর্থহীন কথা বলা বন্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ

[لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ [البقرة/٢٢٥

(২)ফজরের নামাযের পর রোগীর মাথায় হাত বুলাবে আর নিম্নের দুআটি ৭ বার পাঠ করবে, এভাবে কিছু দিন করলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা সমাধান হবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ

(৩) আল্লাহ তা'য়ালার এই সিফাতী নাম يَا مُقِيْتُ (ইয়া মুকীতু) ৫০৫ বার পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিবে।(আমলিয়াতে কাশমীরী পৃ.৭৫-৭৬)

মাথা বিকৃত হয়ে গেলে যা করবে অনেক সময় দেখা যায় যে মানুষের মাথা বিকৃত হয়ে যায় যার ফলে সে সারা রাত ঘুমায় না উল্টা-পাল্টা কথা বলতে থাকে অনেকে আবার যা সামনে পায় তা ভেঙ্গে ফেলে, আরো কত কি যে সে করে। তাদের জন্য নিম্নের আমলগুলো খুবই ফায়দাজনক।

(১)প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ১১ বার, সূরা নাস ১১ বার ও নিম্নের আয়াতটি ১১ বার পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিলে ইনশাআল্লাহ রোগীর ফায়দা হবে তবে এভাবে এখলাসের সাথে কিছু দিন মকরতে থাকবে। আয়াতটি এইঃ

[مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [يونس/٨١

(২) নিম্নের আয়াত ৩১৩ বার পাঠ করে চামেলী তেলে ফুঁক দিয়ে তা মাথায় ব্যবহার করলে মাথার যে কোন রোগ নিরাময় হয়। আয়াতটি এইঃ

فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٠) [الروم/٥٠]

(৩) এখলাসের সাথে সূরা ক্বাফ লিখে পানিতে ভিজিয়ে তা পান করলে রোগীর উপকার হবে ইনশাআল্লাহ। (আমলিয়াতে কাশমীরী পৃ.৭৬)

মৃগী রোগ ও তার চিকিৎসা

মৃগী রোগ যাকে ইংরেজিতে বলা হয়,Epilepsy, মৃগী হলো, নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়ুবিক রোগ যাতে খিঁচুনি হয়।

এই রোগের আসল কারণ না জানা গেলেও মস্তিষ্কে আঘাত, স্ট্রোক, মস্তিষ্কে টিউমার, জন্মগত ত্রুটি ও জিনের কারণে এই রোগ হয়ে থাকে।

মৃগী রোগীরা কেমন হয়?

- ঝগড়া করার প্রবণতা
- অস্বাভাবিকআত্মকেন্দ্রিকতা
- খিটখিটে মেজাজ
- ধর্মের প্রতি গোড়া

- যে কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে থাকা ইত্যাদি

মানুসিক প্রতিক্রিয়া

যে সমস্ত রোগীরা দীর্ঘদিন ধরে মৃগী রোগে ভুগছেন, তাদের মানুসিকতায় কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। মৃগী রোগীদের ২০ শতাংশের মধ্যে স্থায়ী কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। আর তা হলো এইঃ

- ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন
- বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি
- স্বেচ্ছায় নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করা
- সব সময় বিষণ্নতায় ভোগা
- আবেগ বেশি হওয়া
- আত্মহত্যার প্রবনতা (উইকিপিডিয়া ওয়েবসাইট)

কতদিন পর পর এ রোগ দেখা দিতে পারে?

মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কেউ সপ্তাহে, কেউ মাসে, কেউ বছরে আবার কেউ বছরে একবারে এক বার বেহুশ হয়। কোন রোগীর মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, হাত পা বাঁকা হয়ে যায়, কারো কারো কারো খিচুনীয় হয়। এসব রোগীর আত্মরক্ষা জ্ঞান রোপ পায়। (বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.৭৮)

ছোট বাচ্চাদের জিনের কারণে এই রোগ দেখা দিলে, অনেক সময় খেচুনী কয়েক মিনিট পর পর হতে থাকে। এক্ষেত্রে জিনের চিকিৎসা প্রয়োগ করলে অতিদ্রুত সুস্থ হয়। আর যদি বাচ্চাদের এ অবস্থা ভয়ানক আকার ধারণ করে তবে অতিদ্রুত ডাক্টারের সাথে পরামর্শ করা ভালো কারণ অনেক সময় দেখা যায় জিনের কারণে হলেও শারীরিক রোগে রুপান্তরিত হয়েছে। তাই ডাক্টার দেখানোই ভালো কারণ জিনের সমস্যার কারণে ঐ পরিমাণ ক্ষতি হয় না যে পরিমাণ ক্ষতি শারীরিক রোগের কারণে হতে পারে।

আবার অনেক সময় দেখা যায় গর্ভবতী মহিলাদের খেচুনী হয় এটাও অবিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে জিনের কারণে এমন হয়ে থাকে, তবে সাধারণ যারা মুদাব্বির তারা এদের শরীরেও জিন হাজির করে জিনের সাথে কথা বলে জিনকে বিদায় করতে চায় এবং করেও, তবে সামধান এইরুপ করার কারণে অনেক সময় গর্ভের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় আবার মারাও যায় । তাই এসব ক্ষেত্রে নিতি হলো, কিছু কৌশল ও তদবীরের মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করে জিনকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। এসব রোগীদের কিভাবে চিকিৎসা করবে তা আমরা একটু পরে আলোচনা করবো ইনশআল্লাহ।

মৃগী রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ ষষ্টিমধু এক বা দুই গ্রাম মাত্রায় নিয়ে পাকা চালকুমড়ার রস আধকাপের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে খেতে হবে এভাবে কিছু দিন করলে, এর দ্বারা যার সমস্যা বার বার হচ্ছে তা কুমে যাবে। আর এই ধারা কিছু দিন ধরে রাখলে, এই সমস্যা আর থাকবে না ইনশাআল্লাহ।(চিরঞ্জীব মনৌষধি খ.৬ পৃ.২৮)

২ নাম্বারঃ তেলাকুচার পাতা ও তার মূলের রস একটু গরম করে ছেকে নিয়ে এক চা-চামচ করে দিনে ২ বার খেতে হবে। এভাবে কিছু দিন খেতে থাকলে ইনশাআল্লাহ মৃগীর বার বার যে আক্রমণ হচ্ছিল তা কুমে যাবে। (চিরঞ্জীব মনৌষধি খ.২ পৃ.৩১)

৩ নাম্বারঃ শতমূলীর রস জ্জ চা-চামচ সিকি কাপ কাঁচা দুধের সাথে মিশিয়ে সকাল-বিকাল ২ বার খেতে হবে। কিছু দিন ধরে না খেলে এটা সারবে না। কমপক্ষে ৪/৫ মাস ধরে খেতে হবে।অবস্য আসতে আসতে এই আক্রমণের তীব্রতা কুমে যাবে। (চিরঞ্জীব মনৌষধি খ.২ পৃ.১৭১)

৪ নাম্বারঃ নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের মৃগী রোগ হলে সিংহের কিছু চামড়া পশমসহ মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করলে মৃগী রোগ ভালো হয়। তবে বালেগ হলে ইহা আর কাজ করে না। তবে এটাকে তাবিজ মনে করে ব্যবহার করবে না কোন চিকিৎসাই যদি ফায়দা না হয় তাহলে এটা ব্যবহার করবে। (হায়াতুল হায়াওয়ান)

নবীজি (সা.) এর দুআ দ্বারা মৃগী রোগের চিকিৎসা

নবী করীম (সা.) এর নিকট মৃগী রোগী আসলে তিনি করেছেন চলুন আমরা হাদিস থেকে জেনে নেই।

عن عَطَاءِ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِىَّ قَالَتْ إِنِّى أُصْرَعُ وَإِنِّى أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِى. قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. قَالَتْ أَصْبِرُ. قَالَتْ فَإِنِّى أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا

বাংলা অনুবাদ

আতা ইবনে আবু রাবাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতি মহিলা দেখাবো! আমি বল্লাম হ্যাঁ, তিনি বললেন, এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী (সা.) এর নিকটে এসে বলল যে, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়।

সুতরাং আপনি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমার জন্য দুআ করুণ। তিনি (সা.) বল্লেন, তুমি যদি চাও সবর তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুআ করবো। স্ত্রী লোকটি বলল, আমি সবর করবো। অতঃপর সে বলল (রোগ উঠার সময়) আমার কাপড় দেহ থেকে সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুআ করুণ, যেনো আমার দেহে থেকে কাপড় সরে না যায়। ফলে নবী (সা.) তার জন্য দুআ করলেন। (আল মুসনাদুল জা'মে লি আবিল ফজল খ.৩ পৃ.৩৪৮)

এই হাদিস থেকে যা বুজে আসেঃ এই হাদিস থেকে বুজা যায় মৃগী রোগীদের জন্য যদি দু'আ করা যায়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা এই রোগ থেকে মুক্তি দিবেন এটাই বুজে আসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো আমরা কিভাবে এই রোগীদের জন্য দুআ করবো?

আমি এই বিষয় দীর্ঘ মুতা'য়ালা ও চিন্তা ভাবনার পরে আমার হৃদয়ে এ কথা উদয় হয়েছে যে, নিম্নের পন্থায় দুআ করলে হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা এই রোগ থেকে মুক্তি দিবেন।

মৃগী রোগের জন্য আকাবিরদের চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতটি ৩ বার লিখে মাথায় ধারণ করলে মৃগী রোগ ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ-

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ [البروج/١٠]

২ নাম্বারঃ- যে রোগী মৃগীর প্রভাবে বেহুশ হয়ে গেছে, নিম্নের দুআটি পাঠ করে তার কানে ফুঁক দিলে সে সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ – المص – طسم – كهيعص – يس – وَ الْقُرْأَنِ الْحَكِيْمِ حمعص – ن- وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ –

৩ নাম্বারঃ- মৃগী রোগীর কানে সূরা আশ শামস পাঠ করে শোনালে সে এই রোগ থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এই আমলটি ৪১ দিন করলে বেশি ফায়দা পাওয়া যাবে।

৪ নাম্বারঃ- সূরা তাহরীম পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি রোগীকে পান করালে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তবে এই আমলটিও একাধারে ৪১ দিন করবে।

৫ নাম্বারঃ- সূরা সিজদা লিখে কোমরে ব্যবহার করলে মৃগী রোগ আর উঠবে না ইনশাআল্লাহ।

৬ নাম্বারঃ- যখন মৃগী রোগীর রোগটি উঠে তখন নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিলে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীর চেহারায় ছিটিয়ে দিলে এই রোগ চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলি এইঃ-

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا- وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا- وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا-

(আমলিয়াতে কাশমীরী ৭৩-৭৪)

৭ নাম্বারঃ- নিম্নের দুআটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে শরীরে ব্যবহার করলে মৃগী রোগ দূর হবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-رب أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين رب اعوذبك من همزات الشياطين واعوذبك رب ان يحضرون – و صلى الله على النبي واله وسلم –

(আসান আমলিয়াত ও তাবিজাত খ.১ পৃ.১৫৭)

৮ নাম্বারঃ- যখন মৃগী রোগ দেখা দিবে তখন ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দিবে আশা করা যায় কয়েক মিনিটের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে। এভাবে তিন বার করতে পারলে আর কখনও এই সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। (লজ্জাতুন নেছা পৃ.৪৫৪)

চুল

চুল স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে পাওয়া যায় বলে চুল স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটি নির্দেশক বৈশিষ্ট্য। চুলের প্রধান উপাদান হচ্ছে কেরাটিন। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে যে নরম, সুন্দর চুল পাওয়া যায় তাকে ফার বা লোম বলে। অন্যদিকে ভেড়া এবং ছাগলের শরীরে উৎপন্ন হওয়া কোঁকড়ানো চুলকে উল বলে।

চুল পড়া রোগের জন্য ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- থানকুনী পাতার রস ৬/৭ চামচ একটু গরম করে ১ কাপ দুধের সাথে একটু চিনি মিশিয়ে খেলে শরীরের লাবণ্য ফিরে আসে এবং যাদের শরীরের অপুষ্টির কারণে চুল পড়ে যায় তাদের চুল গজাবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.২৬)

২ নাম্বারঃ- ৪৮ গ্রাম তিলের তেল আগুনে খুব জোশ দিবে। জোশ উঠলে তার মধ্যে একটি জোঁক মেরে ছেড়ে দিবে। জোঁক ভষ্ম হওয়ানর পরে নামিয়ে ভালো ভাবে নাড়া দিয়ে মিশিয়ে নিবে। এই তেল চুল খালি স্থানে ব্যবহার করবে চুল উঠা বন্ধ হবে নতুন চুল গজাবে ইনশাআল্লাহ। (বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.৭৮)

নবীজি (সা.) চুলের যত্ন যেভোবে নিতেন

১ নাম্বারঃ- চুলের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে হুজুর (সা.) যা বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

বাংলা অনুবাদ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যার চুল আছে সে যেনো তার যত্ন করে। আল- আদাবু লিল বায়হাকী খ.১ পৃ.৩৩৭

২ নাম্বারঃ- নবী করীম (সা.) অধিক পরিমাণে মাথায় তেল ব্যবহার করতেন, চুলের যত্ন স্বরুপ। তাই আমাদেরও উচিৎ বেশি পরিমাণে মাথায় তেল ব্যবহার করা।

عن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله ﷺ يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ، ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات

বাংলা অনুবাদ

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) তার মাথায় প্রচুর তেল দিতেন এবং দাড়িতে চিরুনি দিতেন এবং অনেক কাপড় ব্যবহার করতেন এমনকি তার কাপড় ছিলো তেল বিক্রেতার কাপড়ের ন্যায়। শামায়েলে তিরমিজী খ.১ পৃ. ৩৭

৩ নাম্বারঃ- হুজুর (সা.) তাঁর মাথার চুলে চিরুনি করতেন।

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُشْطُ عَاجٍ يَتَمَشَّطُ بِهِ

বাংলা অনুবাদ

ইবনে জুরাইজ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর একটি হাড়ের চিরুনি ছিলো, হুজুর (সা.) তা দ্বারা চিরুনি করতেন। (হাদিস নাম্বার ১৩৩৬ কিতাবুত তাবাকাতিল কাবীর লিইবনে সা'য়াদ খ.১)

৪ নাম্বারঃ- রাসূল (সা.) সফরে বের হওয়ার সময়ও চিরুনি সাথে নিয়ে যাইতেন।

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَافِرُ بِالمُشْطِ وَالْمِرَاةِ وَالدُّهْنِ وَالسِّوَاكِ وَالْكُحْلِ

বাংলা অনুবাদ

খালেদ ইবনে মা'দান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) সফর করতেন চিরুনি, আয়না, তেল, মেসওয়াক এবং সুরমা নিয়ে। (হাদিস নাম্বার ১৩৩৭ কিতাবুত তাবাকাতিল কাবীর লিইবনে সা'য়াদ খ.১)

৫ নাম্বারঃ- তবে রাসূল (সা.) প্রতিদিন চিরুনি করতে নিষেধ করেছেন।

(السنن الكبرى للنسائي - (ج ١ / ص ٤٧

عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم

বাংলা অনুবাদ

হামীদ ইবনে আব্দির রহমান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করলাম যিনি নবীজি (সা.) এর সহবাতে ছিলেন, যেমন আবু হুরায়রা নবীজির সহবাতে ছিলেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন, আমাদের কেউ জানি প্রতিদিন চিরুনি না করে। (আস সুনানুল কুবরা লিন্নাসায়ী খ.১ পৃ.৪৭)

তবে এই হাদিসে যে, প্রতিদিন চিরুনি করতে নিষেধ করা হয়েছে, এর দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য না। বরং নিষেধ দ্বারা মাকরুহে তানজিহি উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য হলো, মাথায় চিরুনি বার বার না করা এবং চুলের যত্নের ক্ষেত্রে বেশি সময় অপচয় না করা।

চুল পড়া রোগের জন্য আকাবিরদের চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- মাথার চুল পড়ে যায়, মানুষ বা জিনের নজর লাগার কারণে। যদি কারো চুল পড়া শুরু হয়, আর ডাক্টার দেখিয়েও তেমন ফায়দা না পাওয়া যায়, তাহলে বুজবেন যে, আপনার নজর লেগেছে। সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো, মেয়ে হলে আপনি পর্দা করা শুরু করবেন। আর আয়নার সামনে দাড়িয়ে সূরা ত্বীনের নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করবে।

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ [التين/١-٤]

যখন আপনি لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ [التين/١-٤] পাঠ করবেন তখন আপনি অনেক বার তাকরার করবেন। তারপর সূরা ফালাক ও নাস ১১ বার করে পাঠ করে, আয়নার দিকে তাকিয়ে হাতের তালতে হালকা থুথু দিয়ে তা দিয়ে মাথা মাসেহ করবে। এভাবে কিছু দিন আমল করলে সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

২ নাম্বারঃ- প্রতিদিন অলিভ অয়েল তেল হাতে ঢেলে নিম্নের আয়াতটি বেজোড় সংখ্যায় পাঠ করে ঐ তেলের উপর ফুঁক দিয়ে তা মাথায় ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ চুল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। আয়াতটি এইঃ

[وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [الشعراء/٨٠

চোখের রোগ

দৃষ্টি শক্তির মগজের সাথে গভীর সম্পর্ক আছে। বলা যায় যে, মগজই দৃষ্টি শক্তির প্রধান উৎস। কোন কোন সময় শুধু মাত্র চোখেই রোগ হয়, তখন শুধু চোখের চিকিৎসা করলেই চোখ ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু অনেক সময় মগজের সমস্যার কারণে চোখে রোগ হয়, তখন চোখের চিকিৎসার পাশাপাশি মাথার চিকিৎসাও করতে হবে। চোখ দুটি আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া মূল্যবান সম্পদ। এক বার যদি চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তখন কিন্তু কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেও আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কাজেই কখনও বিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসক ছাড়া চিকিৎসা করাবেন না। (বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.৭৯)

চোখ উঠা

চোখ উঠলে তাতে হাত লাগাবেন না। ময়লা বাহির হয়তে দিবেন। প্রথম অবস্থায় ঔষধ ব্যবহার না করাই ভালো। তবে প্রচুর যন্ত্রণা হলে এবং চোখ উঠা দীর্ঘ দিন থাকলে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করবে।

চোখ উঠার ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- হলুদ থেতো পানিতে চোখ ধোয়া আর ঐ পানিতে কাপড় ভিজিয়ে ঐ কাপড় দ্বারা চোখ পরিস্কার করবে। এতে চোখের লাল কাটবে ও দ্রুত সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.৯২)

২ নাম্বারঃ- যে কোন প্রকার চোখের রোগ এবং চোখের ভিতরের যখম ও আঘাতে শ্বেত চন্দন ঘষিয়া চোখের চতুরপাশে লেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বহু পরিক্ষিত এটি।

(বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.৮০)

৩ নাম্বারঃ- হরীতকীর একটি টুকরা পানিতে ভিজিয়ে সে পানি দ্বারা চোখ ধৌত করলে চোখ উঠা ও চোখের সাধারণ রোগের উপকার হয়। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.১২৩)

৪ নাম্বারঃ- দুই টুকরা আমলকী গরম পানিতে ধুয়ে ৪/৫ চামচ গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে। পরের দিন সকালে ছেকে নিয়ে ৩/৪ ফোটা চোখে দিতে হবে। এই ভাবে ২ বা ৩ দিন চোখে দিলে চোখ উঠা সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.১২৮)

চোখ উঠা রোগে সবর করলে যে প্রতিদানের কথা বলেছে নবীজি (সা.)

১ নাম্বারঃ-সবর করলে পাওয়া যাবে জন্নাত

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، يَقُولُ : " رَمِدَتْ عَيْنِي ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا زَيْدُ ، لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمَّا بِهَا كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمَّا بِهَا ، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ كَانَ ثَوَابُكَ الْجَنَّةَ

আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) কে বলতে শুনেছি, আমার চক্ষুরোগ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ধেখতে এলেন, অতঃপর বলেনঃ হে যায়েদ! এভাবে তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকলে তুমি কি করবে? তিনি বলেন, আমি সবর করবো এবং সওয়াবের আশা করবো। তিনি

বললেনঃ তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকলে এবং তুমি তাতে সবর করলে ও সওয়াবের আশা করলে তুমি তার বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে। (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস ৫৩৪)

নবীজি (সা.) চোখের যত্ন যেভাবে নিতেন

১ নাম্বারঃ- নবীজি (সা.) চোখের যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি প্রতি রাতে উভয় চোখে তিন বার করে সুরমা ব্যবহার করতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ , فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ " وَزَعَمَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ , ثَلاثَةً فِي هَذِهِ ، وَثَلاثَةً فِي هَذِهِ. "

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা 'ইছমিদ' সুরমা ব্যবহার করো। কারণ, তা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে ও পরিষ্কার রাখে এবং অধিক ভ্রু উৎপাদন করে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরো বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি সুরমাদানী ছিল। প্রত্যেক রাতে ডান চোখে তিন বার এবং বাম চোখে তিন বার সুরমা লাগাতেন।(সুনানুল কুবরা লিল ইমাম বায়হাকী ৮৫১৬)

চোখ উঠা রোগের জন্য আকাবিরদের চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- নিম্নের দুআটি ভোজপাতায় লিখে চোখের উপরে কপালে বাধলে, চোখ উঠা রোগ ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ

ايها الرمود الرمود التمسك بعروق الرأس عزمت عليك بتوراة موسى وانجيل عيسى و زبور داؤد و فرقان محمد ﷺ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ – ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم- وصلى الله عليه و سلم

(বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ. ৮১)

২ নাম্বারঃ- চোখ উঠার কারণে যদি চোখে বেশি পরিমাণে ব্যথা হয়, তাহলে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে সূরা ফাতেহা ৭ বার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিবে। তাহলে অতিদ্রুত

চোখের ব্যথা দূর হয়ে যাবে। (আসান আমলিয়াত ও তাবিজাত খ. ২ পৃ.৯৮)

৩ নাম্বারঃ- চোখ উঠলে সাহাবীদের থেকে যে আমল পাওয়া যায়।

كانَ إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ أَوْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ دَعَا بِهؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ : اللهُمَّ مَتِّعْنِي بِبصَرِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي وَأَرِنِي فِي الْعَدُوِّ ثَأْرِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي)) (ابن السني ك) عن أنس .

ইবনুস সুন্নি (রহঃ) আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন তার চোখ উঠতো অথবা তার কোন সাথীর চোখ উঠতো তার জন্য নিম্নের কালিমাগুলো দিয়ে দুআ করতেন। কালিমাগুলো এইঃ

اللهُمَّ مَتِّعْنِي بِبصَرِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي وَأَرِنِي فِي الْعَدُوِّ ثَأْرِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي

(الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير - (ج ٢ / ص ٣٢٥

৪ নাম্বারঃ- ইবনুস সুন্নি (রহঃ) তার কিতাব মুস্তাদরাকে হাকিমে এবং হিসনে হাসিন কিতাবে লিখেছেন, যদি কারো চোখ ব্যথা করে তাহলে ঐ দুআটি পাঠ করলে তার চোখের ব্যথা দূর হয়ে যাবে। (তিব্বে নববী বাংলা পৃ.৩৮)

দৃষ্টিশক্তি হীনতা

কখনও নিজের অজান্তে আবার কখনও বা কিছু অভ্যাসের কারণে চোখের জ্যোতি বা দৃষ্টিশক্তি কুমিয়ে ফেলছি আমরা। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষ ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে দিনের বেশির ভাগ কাটান। যা কিনা চোখের জ্যোতি কমার অন্যতম কারণ। বিশেষ করে রাতে আলো নিভিয়ে চোখের কাছে মোবাইল রেখে তাতে সিনেমা দেখা বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ্যাট কেড়ে নিচ্ছে আমাদের চোখের জ্যোতি।

যার ফলে অনেকেই নিকটের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের জিনিস দেখতে পায় না। কারো আবার এর উল্টা হয়। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টি হ্রাস পেলে তার চিকিৎসা অসম্ভব। তবে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে সমস্যা দেখা দিলে সুচিকিৎসা দ্বারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব। চোখের ভিতর পর্দা বা ছানি পড়লে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা উপযুক্ত সময় অপারেশন করাবে।

যে সব কারণে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়

১. মোবাইল ল্যাবটপ এর সীমাহীন ব্যবহার

২. বিশেষ করে লাইট বন্ধ করে দীর্ঘ সময় মোবাইল ব্যবহার করা

৩. পর্নো ভিডিও দেখা

৪. ধুমপানে আসক্তি, কেবল হার্ট না চোখের জন্যও ক্ষতিকর। দৃষ্টিশক্তি কম হওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে এই ধুমপানকেই চিহ্নিত করেছেন চিকিৎসকরা।

৫. বেশি পরিমাণে হস্তমৈথুন করা

চোখের জ্যোতি বাড়ানোর উপায়

১. চোখের জ্যোতি বাড়াতে বিটামিন এ জাতীয় খাবার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেমনঃ মিষ্টি পেঁপে, কাঠাল, কুমড়া, কালো কচু শাক, হেলেঞ্চা শাক, পুই শাক, লাউ শাক, ধনিয়া পাতা, পাট শাক, গাজর, মিষ্টি আলু, ডিম, কলিজা, ছোট মাছ, এই জাতীয় খাবার চোখের জ্রোতি বাড়ায়।

২. চোখকে ধূলিকণা থেকে বাঁচাতে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে সব সময় চোখকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। যেটা মসলমানেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে অযুর মাধ্যমে করে থাকে।

৩. বেশী করে কুরআন তেলাওয়াত করুণ। আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে চোখ কখনও নষ্ট হবে না।

৪. ডিমের সাদা অংশ ও সবুজ শাক-সবজি বেশি করে খাবেন।

৫. বাদামের ৮-১০ টি দানা রাতে পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ভালো করে চিবিয়ে খেয়ে কিছুটা দুধ খেতে হবে। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তিবাড়বে ও বলবৃদ্ধি পাবে।

(সময় নিউজ ৫ মার্চ ২০২২)

চোখের জ্যোতি বাড়াতে নবীজি (সা.) যে দুআ শিখিয়েছেন

১ নাম্বারঃ- মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো চোখ-কানও আল্লাহ তা'য়ালার বড় নেয়ামতসমূহের অন্তরর্ভুক্ত। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিহীন মানুষই কেবল এর মর্যাদা অনুভব করতে পারে। তাই এই নেয়ামত ভালো রাখার জন্য সাবধানতার পাশাপাশি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বেশি বেশি দুআও করা দরকার। কারণ নবী করীম (সা.) চোখ ও কানের সুস্থতার জন্য দুআ শিখিয়েছেন।

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبت اني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا أنت تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح فقال نعم يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته

বাংলা অনুবাদঃ আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আব্বাজান! আমি আপনাকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তিন বার বলতে শুনি, اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا أنت তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে এ বাক্যগুলো দ্বারা দুআ করতে শুনেছি। সে জন্য আমিও তার নিয়ম অনুসরণ করতে ভালোবাসি। (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী খ.১ পৃ.২৪৪)

উপরে আমরা আলোচনা করেছি যে, রাসুল (সা.) চোখের যত্ন করার জন্য সুরমা ব্যবহার করতেন এবং এই হাদিস থেকে বুজলাম যে, তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা চোখ ও কান ভালো রাখার জন্য নিম্নের দুআটি পাঠ করতেন। দুআটি এইঃ

اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَا اِلَهَ اِلَّا أَنْتَ

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাদানী আল্লাহুম্মা আফিনী ফী সাময়ী আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাসারী লাইলাহা ইল্লা আন্তা।

চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো করার ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- কিছু দিন নিয়মিতভাবে পানির স্রোতের দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

২ নাম্বারঃ- সূর্যোদয়ের পূর্বে নাক দ্বারা পানি টানলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। (বেহেশতী জেওর খ. ৯ পৃ. ৮১)

৩ নাম্বারঃ- অকালেই চোখে ঝাপসা দেখা দিলে নিম পাতার রস ৫/৭ ফোটা দুধ ও পানির সাথে মিশিয়ে খেলে এই সমস্যা দূর হয় তবে এটা একাধারে কিছু করতে থাকবে। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.৪০)

৪ নাম্বারঃ- অল্প বয়সে যাদের দৃষ্টিশক্তি কুমে যাচ্ছে, যার ফলে কিছু দিন পর পর চশমার পাওয়ার বাড়াতে হচ্ছে, এক্ষেত্রে তারা নিয়মিত বেশ কিছু দিন আমলকীর রস ২/৩ চামচ এক চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে খাবে

আশা করা যায় এতে চোখের খুবই উপকার হবে। তবে পুরাতন অজীর্ণদোষে প্রথম প্রথম অম্বল বা গলা ও বুক জ্বালা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে প্রথমে মাত্রা কম করে খেয়ে অভ্যাস করে নিতে হবে।(চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.১২৮)

চোখের জোতি বাড়াতে আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ- প্রত্যেক ফরয নামায শেষে তিন বার দুরুদ শরীফ, এগারো বার يَا نُوْرُ (ইয়া নুরু) পাঠ করে, আবার তিন বার দুরুদ শরীফ পাঠ করে আঙ্গুলের উপর ফুঁক দিয়ে চোখের উপর বুলিয়ে দিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

২ নাম্বারঃ- ফজরের ফরয নামায শেষে নিম্নোক্ত দুআটি পাঁচ বার পাঠ করে আঙ্গুলের উপর ফুঁক দিয়ে সে আঙ্গুল চোখের উপর বুলিয়ে দিলে দৃষ্টিশক্তি বুদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ﴿۳۵﴾

(সূরা নুর ৩৫)

৩ নাম্বারঃ- নিম্নের দুআটি পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে দৃষ্টিশক্তি অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। দুআটি এইঃ

يَا سَمِيْعُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيْفُ لِمَا يَشَاءُ اِحْفَظْ عَلَيَّ بَصَرِيْ

বাংলা উচ্চারণঃ ইয়া সামীউ ইয়া মুজীবু ইয়া সামীয়াদ দুআয়ি ইয়া লাতীফু লিমা ইয়াশাউ ইহফাজ আলাইয়া বাসারী। (আ'মালিয়াতে কাশমীরী রহ. পৃ. ৭৯)

৪ নাম্বারঃ- নিম্নের দুআটি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর তিন বার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে চোখের জোতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। দুআটি এইঃ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

বাংলা উচ্চারণঃ ফাকাশাফনা আনকা গেতাআকা ফাবাসারুকাল ইয়াওমা হাদীদ।

কানের রোগ

কানের সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে কানে ব্যথা, কান দিয়ে পুঁজ পড়া, কানে কম শোনা, মাথা ঘুরানো ইত্যাদি।

শিশুদের কানে ব্যথা

এটি একটি সাধারণ সমস্যা। ছোট বাচ্চাদের এটি বেশি হতে দেখা যায়। খুব কম বাচ্চাই আছে যাদের জীবনে এ অভিজ্ঞতা হয় না। কানের এই ইনফেকশন থেকে সাধারণত কান পাকা রোগের সৃষ্টি হয়। ছোটদের কানের ইনফেকশনের ঠিকমতো ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা না হলে অথবা ঘনঘন ইনফেকশন হতে থাকলে এ সময় কানের

ফেটে যেতে পারে। এ রোগীদের কান দিয়ে পুঁজ-পানি পড়ে এবং কান ব্যথা হয়। ধীরে ধীরে এরা কানে কম শুনতে শুরু করে। এক পর্যায়ে এর সংগে মাথা ঘুরানো যোগ হয়। কানের সমস্যার সাথে মাথা ঘুরানোর যোগসূত্র আছে।(যুগান্তর পত্রিকা ১৮ জানুয়ারী ২০২০ অধ্যাপক ডা. জাহির আল-আমিন)

ছেলে-মেয়েদেরকে রাতে খাবের পরেই ঘুমাতে দিবেন না। কারণ এতে বধিরতা দেখা দিয়ে থাকে। তাই ছেলে-মেয়েদেরকে খাবারের দুই ঘণ্টা পরে ঘুমাতে দিবে। (বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ. ৮২)

কানের রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- কানের ব্যথা ও যন্ত্রনায় তুলসী পাতার রস অল্প গরম করে তুলি দিয়ে কানে লাগালে ব্যথা ও যন্ত্রনা দূর হবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.৭৭)

২ নাম্বারঃ- কানে ব্যথা সাধারণত রাতে বেশি হয়। কিন্তু পুজও পড়ে না তবে যন্ত্রনা হয় । যেটাকে আমাদের গ্রাম্য ভাষায় বলা হয় সান্নিকের ব্যথা। এক্ষেত্রে করণীয় হলো ভেন্না পাতা ও এক টুকরা আদা থেতো করে শরিষার তেলে ভেজে ছেকে নিয়ে ঐ তেল কানে ফোটা দিবে। ইনশাআল্লাহ কানের ব্যথা দূর হবে। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.২৬১)

৩ নাম্বারঃ- সোহাগার খৈ খুব উত্তমরুপে মিহিন করে কানের ভিতর দিবে, পরে কয়েক ফোঁটা কাগজী লেবুর রস দিবে। যে কানে এই ঔষধ ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক সে পার্শ্বে শযন করবে এরুপ ২/৩ দিন করলে কানের খইল নিজ থেকেই বের হয়ে যাবে। বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ. ৮২)

৪ নাম্বারঃ- কানের মধ্যে টাশ টাশ শব্দ হলে, কাঁচা মূলার রস একটু গরম করে দুই/ এক ফোঁটা করে দুই কানে দিলে এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.২ পৃ.২১৮)

কান ভালো রাখতে নবীজি (সা.) যে দুআ শিখিয়েছেন

১ নাম্বারঃ- কান ভালো রাখতে নিম্নের দুআটি নবী করীম (সা.) উম্মাদদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন নিজে আমল করার মাধ্যমে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলতেন, اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ وَانْصُرْنِيْ عَلَى عَدُوِّيْ وَأَرِنِيْ مِنْهُ ثَأْرِيْ

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিসামযী ওয়া বাসারী ওয়াজআলহুমাল ওয়ারেছা মিন্নী ওয়ানসুরনী আলা আদুব্বী ওয়ারিনী মিনহু ছা-রী।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আমার চোখ ও কানের দ্বারা উপকৃত করো এবং এগুলোকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত সুস্থ রাখো, আমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো এবং তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমাকে দেখাও। (আল আদাবুল মুফরাদ খ.১ পৃ.২২৬)

পূর্ণ হাদিসঃ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ وَانْصُرْنِيْ عَلَى عَدُوِّيْ وَأَرِنِيْ مِنْهُ ثَأْرِيْ

২ নাম্বারঃ- আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর থেকে বর্ণিত তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতাজান আমি শুনি যে, আপনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধা এই দুআ পাঠ করেন (এটা কেনো) اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَا اِلَهَ اِلَّا أَنْتَ

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাদানী আল্লাহুম্মা আফিনী ফী সাময়ী আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাসারী লাইলা ইল্লা আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার শরীরকে সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তিকে সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তিকে সুস্থ রাখুন। আপনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি বললেন হে আমার ছেলে হ্যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এই বাক্যগুলো দ্বারা দুআ করতে শুনেছি, আর আমি তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করতে পছন্দ করি। (আল আদাবুল মুফরাদ খ.১ পৃ. ২৪৪)

পূর্ণাঙ্গ হাদীসঃ

حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه : يا أبت اني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا أنت تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا ------ فقال نعم يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته

কানের রোগে আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ- কান ব্যথা হলে করণীয়, নিম্নের দুআটি পাঠ করে শরিষার তেলে ফুঁক দিয়ে তা কানে ফোঁটা ফোঁটা করে দিলে কানের ব্যথা দূর হবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

২ নাম্বারঃ- নিম্নের দু'আটি পাঠ করে কানে ফুঁক দিলে কানের ব্যথা দূর হয়। এটি অনেক পরিক্ষিত আমল। দু'আটি এইঃ

[كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [لقمان/٧

কান পাকা বন্ধ হওয়ার আমল

৩ নাম্বারঃ- সূরা আলা তিন বার পাঠ করে কানে ফুঁক দিলে কান থেকে পুঁজ বের হওয়া বন্ধ হয়।

৪ নাম্বারঃ- কানের উপর হাত রেখে নিম্নের দুআটি পাঠ করলে কান পাকা বন্ধ হয়। দুআটি এইঃ

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤) [الحشر/٢١-٢٤]

কানে শোনার আমল

৫ নাম্বারঃ- নিম্নের দুআটি পাঠ করে কানে কানে ফুঁক দিলে বধিরতা দূরীভূত হয়।দৃআটি এইঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاَنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّهُمْ تُرْحَمُوْنَ

কানের শব্দ বন্ধ করার আমল

৬ নাম্বারঃ- নিম্নের দুআটি পাঠ করে কানে ফুঁক দিলে কানে শব্দ করা বন্ধ হয়। দুআটি এইঃ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)

(আ'মলিয়াতে কাশমীরী রহ. ৭৯-৮১)

নাসিকা রোগ

শীতকালে নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ অনেকের কাছেই পরিচিত, আতঙ্কেরও। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক কারণ কী? চিকিৎসকা বলেছেন, নিশ্বাস ফুসফুসে যাওয়ার আগে নাককে আদ্র করে দেয়। তাই আবহাওয়া খুব ঠান্ডা ও শুষ্ক হলে শ্বাসও শুষ্ক হয়ে যায়। তখন নাকের ভিতরের অংশ শুকিয়ে যায়। এর ফলে নাকের অস্বস্তি বাড়ে। চুলকানি হয়। এই সময় আঙ্গুল দিয়ে নাকের ভিতর খোঁচাখুঁচি করলে শুষ্ক ত্বক সহজেই ফেটে যায় এবং সেখানকার রক্ত থেকে রক্তপাত হয়। এই কথাগুলো লিখেছেন ডা. অভিরাল রায় (সংবাদ প্রতিদিন ৬ই ফেব্রুয়ী ২০১৯)

ইহা ব্যতিত আরো অনেক কারণে নাক দিয়ে রক্ত আসতে পারে, যার অধিকাংশ কারণই বিজ্ঞানিরা জানে না। কিন্তু ভয়ের কিছু নাই। তবে সঠিক ভাবে চিকিৎসা অবহেলা করা যাবে না।

নাসিকা রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- গয়ার পাতার রস নাক দিয়ে টানলে রক্ত পড়া নিরাময় হয়। (বেহেস্তী জেওর নবম খণ্ড ৮৩)

২ নাম্বারঃ- সিরকা শুঁকলে যখন তখন রক্ত বন্ধ হয়। (বেহেস্তী জেওর নবম খণ্ড ৮৩)

৩ নাম্বারঃ- পিয়াজের রসের নিস্যি দিলে নাকের রক্ত পড়া বন্ধ হয়। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.৪৫)

৪ নাম্বারঃ- কবুতরের পায়খানা ভালো ভাবে মিহিন করে, তা সিরকার সাথে মিশিয়ে নাক দিয়ে টানলে নাসিকা রোগ ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। (বেহেস্তী জেওর নবম খণ্ড ৮৩)

দুআ দ্বারা নাসিকা রোগের চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতটি নাসিকা রোগীর কপালে লিখে দিলে রক্ত পড়াব বন্ধ হয়। আয়াতটি এইঃ

وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [هود/٤٤]

২ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিলে রক্ত পড়াব বন্ধ হবে এবং রোগ থেকে মুক্তি পাবে। আয়াতগুলি এইঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى [طه/٥٥]

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا [طه/١٠٨]

وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [هود/٤٤]

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [الطلاق/٢، ٣]

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ [يس/٩]

(বিহারুল আনহার খণ্ড ৯২ পৃ. ৯১)

৩ নাম্বারঃ- রোগীর নাক ধরে নিম্নের দুআটি পাঠ করবে তাহলে আশা করা যায় তার রক্ত পড়া বন্ধ এবং নাসিকা রোগ দূর হবে। আর লিখে শরীরে ব্যবহার করবে তাহলে আরো ফায়দা পাওয়া যাবে। দুআটি এইঃ

يَا مَنْ حَمَلَ الْفِيْلَ مِنْ بَيْتِهِ الْحَرَمِ اُسْكُنْ دَمَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

৪ নাম্বারঃ- রোগীর মাথায় এবং কপালে ঠান্ডা পানি ঠালবে। তাহলে রক্ত বন্ধ হবে এবং রোগও দূর হবে ইনশাআল্লাহ। (মাকারিমুল আখলাক পৃ. ৪৬৬)

৫ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতটি কপালে লিখে দিলেও রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [الأنعام/٦٧]

(বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ. ৮৩)

৬ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতটি **১১** বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। আয়াতটি এইঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ [آل عمران/١٤٤]

(আমলিয়াতে কাশমীরী পৃ.৮১)

জিহ্বা ঘা

শীতে অনেকের জিহ্বায় ঘা দেখা দেয়। অনেক সময় জিহ্বায় ঘা বেড়ে যাওয়ার কারণে খাওয়ার সময় কিংবা কথা বলতেও কষ্ট হয়। এর সাথে জ্বালাপোড়া ও ব্যথা তো থাকেই।

জিহ্বায় ঘা হওয়ার কারণ

জিহ্বায় ঘা কিন্তু মাউথ আলসারের মধ্যেই পড়ে। এক্ষেত্রে মুখের ভিতরে যে কোনো স্থানে যেমনঃ জিহ্বা, মাড়ির গোড়া, জিহ্বার নিচে কিংবা উপরের অংশে এমকি ঠোঁটে পর্যন্ত ঘা হতে পারে।

মাউথ আলসারের কারণ

ভিটামিনের ঘাটতি, কোষ্টকাঠিন্য, পেট খারাপ, পানি কম পান করা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি।

শতর্কতা

মাউথ আলসার অনেক সময় ক্যানসারেরও লক্ষণ হতে পারে। তাই দীর্ঘদিন এই সমস্যায় ভুগলে তা সাধারণ ভাবে নিবেন না। অতিদ্রুত ডাক্টারের সাথে পরামর্শ করবেন।

জিহ্বা ঘা এর ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- ২ চা চামচ হলুদের গুঁড়া পানিতে ফুটিয়ে ঠান্ডা হলে কুলকুচি করুন। এতে মুখের ব্যাকটেরিয়া দূর হবে ও ঘায়ের যন্ত্রণাও সারবে ইনশাআল্লাহ।

২ নাম্বারঃ- এলাচের গুঁড়ার সাথে সামান্য মধু মিশিয়ে মুখের ঘায়ের স্থানে লাগিয়ে রাখলেও আরাম পাবেন।

৩ নাম্বারঃ- অ্যালোভেরার রস স্বাস্থ্যের জন্য এমনকি বিভিন্ন প্রদাহ সারাতেও উপকারী। তাজা অ্যালোভেরার রস লাগালে মুখের ঘা দ্রুত সারে।

৪ নাম্বারঃ- ঘি দিয়েও কিন্তু জিহ্বার ঘা সারাতে পারেন। এই জন্য রাতে ঘুমানোর আগে আক্রান্ত স্থানে লাগাতে পারেন ঘি। এতে মুখের ঘা দ্রুত সারবে ইনশাআল্লাহ।

সূত্রঃ Jago news 24.com, শনিবার ২১ জানুয়ারি ২০২৩

৫ নাম্বারঃ- জিহ্বা কিংবা শরীরের যে কোন স্থানে ঘা হলে তার জন্য মাখন খুবই উপকারী। উহা জিহ্বার উপর মালিশ করবে। (বেহেস্তী জেওর খ. ৯ পৃ. ৮৩)

জিহ্বার ঘা সারাতে আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ-

দাঁতের রোগ

দাঁত ও মুখের সুস্বাস্থ্য রক্ষা কি কেবল সৌন্দর্যের জন্য? না, তা নয়। দাঁতের স্বাস্থ্যের সাথে জড়িয়ে আছে দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্বাস্থ্য। মুখের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে দেহের গুরুত্বপূর্ণ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নানা ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

কি কি রোগ হতে পারে

আলঝেইমারঃ মুখের রোগের সাথে আলঝেইমার বা স্মৃতিভ্রমের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। মুখের নানা ধরনের জীবাণুর অস্তিত্ব আলঝেইমার রোগীর রক্তেও পাওয়া গেছে। দীর্ঘদিন মাড়ির প্রদাহ থাকলে জ্ঞান ও চেতনা কমে যেতে পারে।

শ্বাসকষ্টঃ মাড়ি আক্রমণকারী জীবাণুগুলো ফুসফুসের মধ্যেও পাওয়া গেছে, যা ফুসফুসে ধীরে ধীরে প্রদাহের সৃষ্টি করে এবং শ্বাসে সমস্যা করে।

হৃদরোগঃ মাড়িতে দন্তমল জমে। এ থেকে সৃষ্ট মাড়ির রোগ থেকে যে প্রদাহ ও সংক্রমণ হয়, তা রক্তের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে যেতে পারে।

হজমের সমস্যাঃ দাঁতের সমস্যায় হজম শক্তি ব্যাহত হতে পারে। কেননা, খাদ্য পরিপাকের শুরুটা হয় মুখ থেকেই।

গর্ভকালীন জটিলতাঃ গর্ভ অবস্থায় যাদের মাড়ির রোগ বা মাড়ির প্রদাহ থাকে, তাদের গর্ভের সন্তান কম ওজনের অথবা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই জন্ম নিতে পারে এবং নানা জটিলতা হতে পারে। (যুগান্তর ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

দাঁতের সমস্যা থেকে জটিল সব রোগ সৃষ্টি হতে পারে, তাই শৈশব থেকেই দাঁতের যত্নের প্রতি সচেতন হতে হবে। সঠিক নিয়মে দাঁতের যত্ন নিতে হবে। সমস্ত দাঁতগুলির ভিতর ও বাহির এবং ফাঁকের ভিতর কখনো ময়লা জমতে দিবে না। খাদ্য ভালো ভাবে চিবিয়ে খাবে, তার কিছু অংশ দাঁতের ভিতরে আটকে গেলে প্রয়োজনে খিলাল করবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে ওযুর সময় খুব ভালো ভাবে মেছওয়াক করবে। দাঁতের উপরিভাগে দু-একটি ঘর্ষণ দিয়া সুন্নাতের হক আদায় হয়েছে বলে ক্ষান্ত হওয়া নেহায়েত বুকামি। সমস্ত মুখ গহ্বর, দাঁতের বাহিরে, ভিতর ও জিহ্বা ভালোভাবে পরিস্কার করাই সুন্নাত।

মেসওয়াক করার উপকারীতা

(১) মেসওয়াকে আল্লাহ তা'য়ালার সুন্তুষ্টি অর্জন হয়।

(২) স্বরণশক্তি ও জ্ঞান বাড়ে।

(৩) মেসওয়াকের আমলে মৃত্যুর সময় কালিমা হয়।

(৪) দীর্ঘদিন দাঁত মজবুত থাকে।

(৫) মুখের দূর্গন্ধ দূর হয়।

(৬) গলস্থ শ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়।

এই উপকারীতা হাদিস থেকে পাওয়া যায় বিশেষ করে মেরকাতের মধ্যে باب السواك অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বলেছেন যে, তোমরা ব্রাশ ব্যবহার করবে না, কারণ এই ব্রাশে কয়েক দিনের মধ্যে দাঁতের গোড়া বাহির হয়ে যায়।

আর আমার উস্তাদ আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী (রহ.) বলেছেন যে, এটা সকাল ও রাতে ঘুমানোর সময় ব্যবহার করা যেতে পারে বাকি ফজিলত পাওয়ার জন্য ও দাঁতকে ভালো ভাবে পরিস্কার করার জন্য মেসওয়াক ব্যবহার করবে।

আর বাস্তবতা হলো ব্রাশে দাঁত ভালো ভাবে পরিস্কার হয় না। আমি অনেক ভালো ভাবে ব্যবহার করে দেখেছি মাড়ির দাঁতের ময়লা ব্রাশ পরিস্কার করতে পারে না। তাই দাঁত পরিস্কারে মেসওয়াকের তুলুনা নাই। আর স্প্রীট বিহীন পেষ্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

দাঁতের রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- কৃষ্ণ শিরীষ গাছ যাকে আমাদের এই অঞ্চলে কড়ই গাছ বলে তার গুড়ার ছাল দিয়ে মিহিন করে তা দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত ও মাড়ি উভয়টাই শক্ত হয়। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.১৫০)

২ নাম্বারঃ- অকালে দাঁত পড়ে যাওয়ার চিকিৎসাঃ আমপাতা (কচি পাতা হলে ভালো হয়) চিবিয়ে তা দিয়ে দাঁত মাজলে অকালে দাঁত নড়েও না, পড়েও না। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.১১৪)

৩ নাম্বারঃ- দাঁতের মাড়ির রক্ত পড়া বন্ধের চিকিৎসাঃ রক্তচন্দন কাঠ সিদ্ধ করে যে পানি দিয়ে কুলকুচা করলে দাঁতের মাড়ির রক্ত পড়া বন্ধ হয়। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.১৭৭)

৪ নাম্বারঃ- দাঁতের ব্যথায়ঃ পিপুল চূর্ণ মধু ও ঘি একত্রে মুখে ধারণ করলে ব্যথা দূর হয়।

তবে মনে রাখবেন দাঁতের গোড়ায় ঘা বা নালী ঘা হলে ডাক্টারের সাথে পরামর্শ করবেন।

দাঁতের ব্যথায় নবীজি (সা.) যে দুআ শিখিয়েছেন

১ নাম্বারঃ- এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.) এর কাছে এসে তার দাঁতে ব্যথার কথা বললেন নবীজি (সা.) তাকে এই দুআ বলে দিলেনঃ

عن ذكوان ابن نوح قال اشتكى رجل إلى النبي ﷺ وجع الضرس قال اسكني أيها الريح أسكنتك بالذي سكن له ما في السماوات وما في الأرض وهو السميع العليم.

হাদিসের অর্থঃ জাকওয়ান ইবনে নুহ থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.) এর নিকট তার দাঁতে ব্যথার শিকায়েত করলো, নবী করীম (সা.) তাকে এই দুআ বলে দিলেনঃ

اسكني أيها الريح أسكنتك بالذي سكن له ما في السماوات وما في الأرض وهو السميع العليم

(কানজুল উম্মাল খ.১২ পৃ.২৭৩)

আরেক হাদিসে আছে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজি (সা.) ঐ লোকের জন্য উপরের দুআটি একাধারে ৭ বার পাঠ করলেন ফলে সে সুস্থ্য হয়ে গেলো।

২ নাম্বারঃ- দাঁত ও কানে ব্যথা না হওয়ার দুআ

عن خيثمة العربي عن علي قال ، من قال عند كل عطسة يسمعها " الحمد الله رب العالمين على كما حال ما كان" لم يجد وجع ضرس ولا أذن أبدا

হাদিসের অর্থঃ খয়সামাতিল আরবী আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক হাঁচি যা সে শ্রবণ করেছে সে সময় বলবে,الحمد الله رب العالمين على كما حال ما كان " তাহলে তার কখনও দাঁত এবং কানে ব্যথা হবে না। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা খ.৬ পৃ.২১৩)

দাঁতের ব্যথায় আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতটি একটি কাগজে লিখে তা যে দাঁতে ব্যথা তার উপর কিছু সময় দিয়ে রাখলে ব্যথা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ

لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [الأنعام/٦٧

(আসান আমলিয়াত ও তাবিজাত খ.১ পৃ. ৩১১)

২ নাম্বারঃ- নিম্নের বাক্যটি লিখে যে দাঁত নড়ে গেছে তার উপর রাখবে এবং ২১ বার পাঠ করবে তাহলে আশা করা যায় দাঁতের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তবে আমার মনে হয় এভাবে ২১ দিন করলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে। বাক্যটি এইঃ لَا يَعْلَمُوْنَ

(আসান আমলিয়াত ও তাবিজাত খ.১ পৃ. ৩১২)

৩ নাম্বারঃ- ৭ বার দুরুদে ইব্রাহীম তারপর ৩ বার নিম্নের দুআ এবং আবার ৭ বার দুরুদে ইব্রাহীম পাঠ করে দাঁতে ফুঁক দিলে ব্যথা দূর হয়। দুআটি এইঃ

اَلْقُوْنَ يَلْقُوْنَ تَلْقُوْنَ

(আমলিয়াতে কাশমীরী পৃ.৮৩)

৪ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতগুলো লিখে চুয়ালের ভিতর কিছু সময় রাখলে ব্যথা চলে যায়। আয়াতগুলো এইঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (٨١) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا [الإسراء/٨١، ٨٢]

(আমলিয়াতে কাশমীরী পৃ.৮৩)

হৃদ রোগ

হৃদযন্ত্রের নিজস্ব রক্তনালীতে চর্বি জমে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যা হৃদরোগ হিসেবে পরিচিত। যেকেউই হৃদরোগের শিকার হতে পারেন। কিশোর বয়স থেকে সূত্রপাত হলেও সাধারণ মধ্য বয়স থেকে রোগ প্রকাশ পেয়ে থাকে। পুরুষদের হৃদরোগের প্রবণতা তূলনামূলক বেশি, তবে নারীরাও বয়স বাড়ার সাথে সাথে হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাকের বাড়তি ঝুকিতে থাকেন। জীবনের উৎস ও জ্ঞানের কেন্দ্র, বক্ষের বাম পাশে প্রায় ২ আঙ্গুল নীচে হৃদৎপিণ্ড অবস্থিত। এখানে রুহের অবস্থান। অতি সূক্ষ্ম ও সুপ্ত আত্মাটির অবস্থান কেন্দ্র বলে এর গুরুত্ব সব থেকে বেশি। কাজেই সুস্থ হৃদয়ে শক্তি যেমন অপরিসীম এবং এর অসুস্থতাও যাবতীয় অশান্তি ও অবনতির চরম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে। হৃদপিণ্ড ও আত্মার রোগ কঠিল ও জটিল। এর চিকিৎসাও খুব কঠিন বলে আখ্যা দিয়েছে মেডিকেল সাইন্টিষ্ট ও ছুফিয়ায়ে কেরাম। তাই যাতে প্রাণ হৃদয় সুস্থ থাকে যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

হৃদরোগের কারণ

অতি গরম বস্তু খাওয়া, অতিশ্রম, চিরন্তর চিন্তা, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, অতি শোক, কষা ও তিত্যদ্রব্য ভক্ষণ, বুকে আঘাত, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগ্রত করা, ধুম পান করা, অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ।

হৃদরোগের লক্ষণ

বুক ব্যথা বা অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট, পাকস্থলির উপরের দিকে অসহনীয় ব্যথা অনুভব করা, মাথা হালকা লাগা, শরীরের ওপরের অংশে যেমন- পিঠ, পেট,গলা, বাম বাহুতে ব্যাথা, ঘাড় বা চোয়ালে ব্যথা। এই রোগের কারণে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

হৃদরোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- প্রথমে রোগের কারণ দূর করতে হবে। রোগীকে চিন্তা মুক্ত করতে হবে। রোগী শক্তিশালী হলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার ঔষধ প্রয়োগ করবে। জায়েয আনন্দ উল্লাশ ভোগ করতে দিবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কলে করতে দিবে। ছোট বাচ্চাদের খেলাধূলা দেখতে দিবে।

২ নাম্বারঃ- সুজী ১ ভাগ,অর্জুন ছাল চূর্ণ ১ ভাগ, ছাগল দুধ এক ভাগ, এবং ঘী ও চিনি পরিমাণ মতো। এই সব কিছু এক সাথে পাক করে ডাষ্ঠা হলে কিছু মধু মিশিয়ে রোগীকে খাওয়াবে।

৩ নাম্বারঃ- পেটের পীড়া না থাকলে অর্জুন এবং ঘী হৃদ রোগের সব থেকে শ্রেষ্ট ঔষধ। (বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ. ৮৮)

৪ নাম্বারঃ- আদা- একটা ছোট টুকরা, রসুন ২ চামচ (ভালো করে পিষে নেওয়া) লেবুর রস ২ চামচ,মধু এক চামচ। এই উপকরণগুলি ব্লেন্ডারে দিয়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন। ঔষধটি একাধারে ২ সপ্তাহ খাওয়ার পরে ৭ দিন আর খাবেন না। তারপরে আবার খাওয়া শুরু করবেন। ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। (কালের কণ্ঠ প্রকাশ ২২ মার্চ ২০২১৭)

৫ নাম্বারঃ- হৃদরোগজনিত হাঁপানিতেঃ প্রথমে হয়েছিল হৃদরোগ তাতে দীর্ঘ দিন অবহেলা করার কারণে এখন হাঁপানি শুরু হয়েছে। তাহলে ছোট এলাচ ও পিপুল চুর্ণ এই দুটি সমান পরিমাণে নিয়ে একটু ঘাওয়া ঘীয়ের সাথে মিশিয়ে খেলে সাথে সাথে আরাম পাবে। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.৩ পৃ.৫৫)

৬ নাম্বারঃ- হৃদরোগজনিত পিপাসায়ঃ এক্ষেত্রে পাকা তরমুজের রস আধা কাপ বা এক কাপ নিয়ে তার সাথে ২/৩ টিপ জীরের গুড়ো ও একটু চিনি মিশিয়ে খেলে পিপাসাও কুমবে এবং হৃদরোগের উপশম হবে। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.৪ পৃ.১৯০)

৭ নাম্বারঃ- যদি বাতপিত্তপ্রধান হয়ঃ এই রোগের নীতি হলো, বার বার পিপাসা, সামান্য শ্রমেই ঘাম, বুকের স্পন্দনটা অসময়ে দেখা দিবে, পানি পান করলে আরাম পাবে, অথচ প্রস্রাব ততো হবে না। এই অবস্থা হলে জিকা গাছের (কাচা) ছাল ১০ গ্রাম একটু থেতো করে ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেকে সকালে বিকালে ২/৩ বার অল্প অল্প করে খাবে। তাহলে কয়েক দিনের মধ্যে এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.৪ পৃ.৭৪)

নবীজির (সা.) এর শিখানো দুআ দ্বারা হৃদ রোগের চিকিৎসা

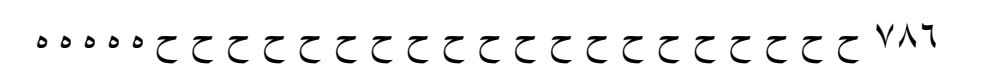
হৃদ রোগে আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতগুলো জাফরান কালী দ্বারা এখলাসের সাথে লিখে মাদুলীতে ভরে হৃদয় বরাবর ব্যবহার করবে। এভাবে ৩ মাস ব্যবহার করলে স্থায়ী ফায়দা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এইঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ - لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - وَلِيَرْبِطْ عَلَى قُلُوْبِكُمْ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهِ وَ سَلَّمَ

(আসান আমলিয়াত ও তাবিজাত খ.১ পৃ. ১৫৭)

২ নাম্বারঃ- মুদাব্বির রোযা অবস্থায় কাঁচের পাত্রে নিম্নের তদবীরটি লিখে বৃষ্টি বা কূয়ার পানি দ্বারা ধৌত করে ৪১ দিন পান করবে। তদবীরটি এইঃ



(বেহেশতী জেওর খ.৯ পৃ.৮৯)

৩ নাম্বারঃ- হৃদ বেদনা দূর করার আমলঃ নিম্নের দুআটি লিখে গলায় এমন ভাবে বাধবে যেন তা বাম স্তনের উপর ঝুলে থাকে। দুআটি এইঃ

[يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [النحل/٦٩

৪ নাম্বারঃ- সূরা ফাতেহা জাফরান কালী দ্বারা লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে পান করবে। এভাবে ৪১ দিন করবে ইনশাআল্লাহ ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

৫ নাম্বারঃ- হৃদ কম্পন নিরাময়ের আমলঃ নিম্নের দুআটি লিখে গলায় এমন ভাবে বাধবে যেন তা বাম স্তনের উপর ঝুলে থাকে। দুআটি এইঃ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

৬ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতগুলো জাফরান কালী দ্বারা লিখে পানিতে ভিজিয়ে ২ বার করে ৪১ দিন খাবে। তাহলে হৃদ কম্পন নিরাময় হবে ইনশাআল্লাহ।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

৭ নাম্বারঃ- হৃদয়ের দুবদুবী নিরাময়ের আমলঃ সূরা ফাত্হের ২৭ নাম্বার আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি ৭ দিন পান করবে। তাহলে পানির দুবদুবী দূর হয়ে যাবে। (আমলিয়াতে কাশমীরী ৮৯-৯২)

পাথরী রোগ

পাথরী রোগ একটি মারাত্মক ব্যাধি। গুর্দা সতেজ ও সবল না হলে, আমরা যে খাদ্য খাই তার সূক্ষ্ম কণিকা গুর্দার ভিতর জমা হয়ে আস্তে আস্তে পাথরে পরিণত হয়। প্রস্রাবের গে ধারণ করলেও মূত্রাশয়ের মধ্যে তলানি জমাটাকারে ধীরে ধীরে শক্ত আকার ধারণ করতে থাকে।

সহবাস, মৈথুন ও স্বপ্নদোষ এর কারণে যে বীর্য বের হওয়ার কথা তা বন্ধ করে দিলেও পাথরী রোগ হতে পারে। পাথরী একটি ভয়ঙ্কর রোগ, পাথর একবার বড় হয়ে গেলে অপারেশন ছাড়া ঔষধে তা আর ভালো হয় না বললে চলে।

পাথরী রোগের লক্ষণ

ডান বাব াম পায়ের অথবা উভয় পায়ের উড়ু ভারবোধ হয়। পুরুষাঙ্গের নিজ থেকে মলদ্বার পর্যন্ত যে সেলাই এর মতো রয়েছে সে স্থানে অসহনীয় বেদনা হয়। তলপেটেও ব্যথা হয়। ব্যথাস্থান স্পর্শ করাও কষ্টদায়ক। প্রতি মূহুর্তে পেশাবের বেগ হয় কিন্তু অতি যন্ত্রণার সাথে সামান্য পেশাব হয় আবার বন্ধ হয়ে যায়। রোগী তখন যন্ত্রণাতে আর্তনাদ করতে থাকে। সুতরাং এই মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রমণ করার পূর্বেই সতর্কতা অবলম্ভন করাই বুদ্ধি মানের কাজ। (বেহেশতী জেওর খ.৯ পৃ. ১০০)

পাথরী রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- প্রতিদিন এক বা দুই কোয়া রসুন চিবিয়ে খেয়ে একটু গরম দুধ খেলে পাথরী রোগ সমাধান হয়। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.৫০)

২ নাম্বারঃ- গরুর দুধে অনন্তমূল বেটে খাওয়ালে এই রোগের যন্ত্রণা অতিদ্রুত কুমে যাবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.২৫৬)

৩ নাম্বারঃ- পাথর কুচার পাতা লবণের সাথে চিবাইয়া খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। (বেহেশ্‌তী জেওর খ. ৯ পৃ. ১০০)

৪ নাম্বারঃ- ছাগলের দুধ, মধু, গোক্ষুর বীজচূর্ণ পান করলে পাথরী রোগ দূর হয়। (বেহেশ্‌তী জেওর খ. ৯ পৃ. ১০০)

হাদিসের দুআ দ্বারা পাথরী রোগের চিকিৎসা

১ নাম্বারঃ- নিম্নের দুআটি প্রতিদিন পাঠ করে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করলে আশা করা যায় অতিদ্রুত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। দুআটি এইঃ

رَبُّنَا الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحَمَتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هذَا الْوَجْعِ

এই দুআর ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে আসছে।

عن أبي الدرداء أنه أتاه رجل فذكر أن أباه احتبس بوله فأصابته حصاة البول فعلمه رقية سمعها من رسول الله - ﷺ - ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ وأمره أن يرقيه بها فرقاه بها فبرأ .

আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল যে, তার পিতার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং পেশাবের রাস্তায় পাথর চলে এসেছে। ফলে তাকে একটি রুকইয়াহ শিখিয়ে দিলেন যা তিনি নবী করীম (সা.) থেকে শুনেছেন। (দুআটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তাকে এর দ্বারা রুকইয়াহ করতে বললেন, সে রুকইয়াহ করলো আর সে ভালো হয়ে গেলো। (সুনানে নাসায়ী খ. ১০ পৃ.২০১)

পাথরী রোগে আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতগুলো কড়ের প্লেটে জাফরান কালী দ্বারা লিখে প্রতিদিন এক বার পান করলে প্রস্রাব-পায়খানা ঠিকমত হবে। আর পাথর চূর্ণ হয়ে বাহির হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

وَ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۙ﴿۵﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۙ﴿۶﴾ وَّ حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۙ﴿۱۴﴾ فَيَوْمَىٕذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ﴿۱۵﴾ وَ انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَىٕذٍ وَّاهِيَةٌ ۙ﴿۱۶﴾

২ নাম্বারঃ- এই রোগের কারণে প্রস্রাব বন্ধ হলে নিম্নের আয়াতগুলো কড়ের প্লেটে লিখে তা ধৌত করে দিনে দুই বার করে খেলে প্রস্রাব হবে ইনশাআল্লাহ।

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿۱۴﴾ فَنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ﴿۱۵﴾ وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿۱۶﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿۱۷﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿۱۸﴾ وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿۱۹﴾ وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿۲۰﴾ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿۲۱﴾ لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿۲۲﴾ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا ﴿۲۳﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا ﴿۲۴﴾ اِلَّا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا ﴿۲۵﴾ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿۲۶﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿۲۷﴾ وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿۲۸﴾ وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿۲۹﴾ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿۳۰﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿۳۱﴾ حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ﴿۳۲﴾ وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿۳۳﴾ وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ﴿۳۴﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا ﴿۳۵﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿۳۶﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴿۳۸﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿۳۹﴾ اِنَّاۤ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿۴۰﴾

৩ নাম্বারঃ-সূরা ফাতেহা আয়াতে শেফা কড়ের প্লেটে লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে দিনে দুই বার করে ৪১ পান করলেও উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ- وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ- يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ - وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا - وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ - قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

(বেহেস্তী জেওর খ. ৯ পৃ. ১০১)

৪ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতটি অযু সহকারে এখলাসের সাথে জাফরান কালী দ্বারা লিখে মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করলে পাথর গুড়া হয়ে বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا

(সূরা আ'রাফ ১৪৩,আসান আমলিয়াত ও তাবিজাত খ. ৪ পৃ. ১২০)

অধিক রক্তস্রাব

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরে বা ঋতুকালে কোন নারীর অধিক রক্তস্রাব হলে করণীয়।

১ নাম্বারঃ- ১৬৩ গ্রাম দুর্বার রস চিনির সাথে প্রতিদিন ৩ বার পান করলে মেয়েদের অধিক রক্তস্রাব বন্ধ হবে। (বেহেশতী জেওর খ. ৯ পৃ. ১০২)

২ নাম্বারঃ- থানকুনী পাতার রস নিয়মিত কিছু দিন খেলে অনিয়মিত ঋতুস্রাব বন্ধ হয়। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.১ পৃ.২৭)

৩ নাম্বারঃ- ডালিমের খোসা ২৩ গ্রাম, ডালিমের ফুলের মোচা ২৩ গ্রাম, মাজু ফল ২৩ গ্রাম, ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে এই পানি একটি বড় পাত্রে রেখে যতোটুকু সহ্য করা যায় ততোটুকু গরম পানিতে মাজা পর্যন্ত ভিজিয়ে বসে থাকবে পানি ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত তাহলে আশা করা যায় রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (বেহেশতী জেওর খ. ৯ পৃ. ১০২)

৪ নাম্বারঃ- যে সমস্ত নারীদের ঋতুস্রাব অল্প মাত্রায় বা বেশি মাত্রায় হয়। তাদের চেহারাটা সাধারণত স্থুল হতে দেখা যায়। বিশেষ করে শরীরের মাঝের অংশটা। এই সমস্ত নারীদের স্রাবে থাকে দুর্গন্ধ ও মাজায় ব্যথা। এই ক্ষেত্রে বকফুলের রস দিনে দুই বার ২/৩ চা-চামচ খাবে। তাহলে আশা করা যায় এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.২ পৃ.৮২-৮৩)

৫ নাম্বারঃ- যাদের অনিয়মিত মাসিক হয় এবং স্রাবও ভালো হয় না, তাছাড়া রক্তের রংও ভালো না। এক্ষেত্রে নারকেলের শিকড় ১০ গ্রাম, বাঁশের শিকড় ৭/৮ গ্রাম, বাঁশপাতা ৪/৫টি এবং বেগুন গাছের শিকড় ৫ গ্রাম এক সাথে থেতো করে, ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেকে সকালে অর্ধেক কাপ ও বিকালে অর্ধেক কাপ খাবে। তবে এটা খাওয়া উচিত যে তারিখে মাসিক শুরু হয়, তার থেকে ৭/৮ দিন পূর্ব থেকে। মাসিক শুরু হলে খাওয়া বন্ধ করে দিবে। আবার পরের মাসে আবার ৭/৮ দিন পূর্ব থেকে খাওয়া শুরু করবে। এভাবে ২/৩ মাস খেলে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (চিরঞ্জীব বনৌষধি খ.২ পৃ.৩২০)

অধিক রক্তস্রাব বন্ধে আকাবিরদের আমল

১ নাম্বারঃ- সূরা দাহার প্রতিদিন এক বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করবে এভাবে ৭ দিন করলে ইনশাআল্লাহ অধিক রক্তস্রাব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। (আমলিয়াতে কাশমিরী ১০৯)

২ নাম্বারঃ- সূরা ফাতেহা এবং আয়াতে শেফা কড়ের প্লেটে লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে পান করলে অধিক রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (বেহেস্তী জেওর খ. ৯ পৃ. ১০২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ﴿۷﴾

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ- وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ- يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ - وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا - وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ - قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

৩ নাম্বারঃ- প্রতিদিন ৩১৩ বার সূরা কাউসার পাঠ করে বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে অধিক রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এভাবে ৭ দিন বা ২১ করলে ভালো হয়। (আমলিয়াতে কাশমিরী ১১০)

৪ নাম্বারঃ- নিম্নের আয়াতটি জাফরান কালী দ্বারা লিখে মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে তাহলে আশা করা যায় অধিক রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَۙ﴿۱۸﴾

(গাঞ্জিনায়ে আসরার ১৫৯)